তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তৃতীয় কল্পের তৃতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

নির্ঘণ্ট পত্র

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ চৈত্র সোমবার সম্বৎ ১৯১০। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৪।

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

সমাপ্ত

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
১১৭ সংখ্যা
বৈশাখ ১৭৭৫ শক

তৃতীয় কল্প

তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কৃষ্ণনগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১৭৭৪ । ১১ মাঘ

একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥

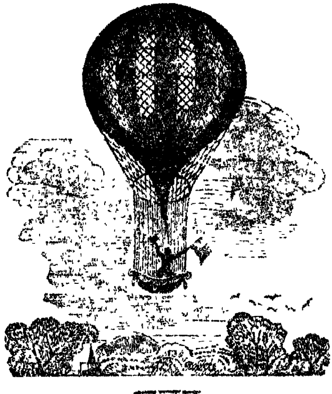
ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ কালেও অনুগামী হয়েন, আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

ধর্ম্ম আমারদের পরম পুরুষার্থ ও পরম সুহৃৎ। ধর্ম্মজনিত সুমধুর সুধাস্বাদন করিয়া মন যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। ধর্ম্ম আমারদের সমস্ত বিশুদ্ধ সুখের অদ্বিতীয় আকর স্বরূপ। আমরা ইহ লোকে কি লোকান্তরে যেখানে যেরূপে যত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করি, ধর্ম্মই তাহার বীজ স্বরূপ। বসন্ত ঋতুর প্রাতঃ সময়ে যখন শীতল সুগন্ধ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে থাকে, যখন অনতিচির-জাগরিত কোকিলাদি মনোহর বিহঙ্গগণ কুসুম-দল-শোভিত তরু-শাখায় উপবেশন পূর্ব্বক সুমধুর স্বরে গান করিতে থাকে, যৎকালে প্রভাকরের পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা জগৎ সুশোভিত হয়, যখন শ্যামল-তৃণমূল-গত শিশিরবিন্দু মনোরম মুক্তাফল তুল্য দৃশ্যমান হয়, তৎকালে যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই নূতন সুন্দর দল, মনোহর মুকুল, সুগন্ধ সুলোক কুসুম প্রভৃতি কোন না কোন মনোহর পদার্থ নয়ন গোচর হয়, তখন কোন বিস্তীর্ণ রমণীয় ক্ষেত্র মধ্যে অবস্থিত হইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে প্রীতি স্বরূপ পরমেশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়া আমরা যে অপর্য্যাপ্ত পবিত্র সুখ সম্ভোগ করি, ধর্ম্মই তাহার মূল স্বরূপ। দুঃখ-ভারাবনত, শীর্ণ-কলেবর, মলিন-বদন, বাষ্প-বিগলিত-লোচন কোন অনাথ দীন ব্যক্তির দুঃসহ দুঃখ-ভার হরণ করিয়া যে অপরিসীম সুমধুর সুধাস্বাদন করি, ধর্ম্মই তাহার নিদান-ভূত। অতএব ধর্ম্মের সদৃশ আমারদের আর সুহৃৎ নাই। ধর্ম্ম আমারদের জীবন স্বরূপ। আমরা তদীয় পরম রমণীয় সুখদ সংসর্গে যত কাল যাপন করি, তত কালই জীবিত থাকি। তদ্ব্যতিরিক্ত সময়ে আমারদের জীবন মরণে কিছুই আর বিশেষ থাকে না। ধর্ম্মের অদ্ভুত মিত্রতার বিষয় কি বর্ণন করিব, কেবল জীবিতাবস্থায় আমারদের প্রতি বন্ধুর কার্য্য করিয়া ধর্ম্ম কিছু নিবৃত্ত হয়েন না। লোকান্তর গমন সময়েও আমারদের অনুগামী হয়েন। আমরা জীবদ্দশায় এ সংসারে যে সমস্ত পদার্থ পরম প্রিয় বোধে আমার আমার বলি, এই নশ্বর দেহের সহিত জীবাত্মার বিচ্ছেদ ঘটিলে সে সকল বস্তুর সহিত আর আমারদে-

র [illegible] থাকে না এবং তাহার কিছুই আমারদের সঙ্গে যায় না। দেখুন আমরা যে মনোহর বাস-গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে সমধিক [illegible] স্বীকার করি, তাহা সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত কত শত বিচিত্র-চিত্র, সুন্দর সুদৃশ্য দ্রব্য জাত আহরণ করি, যাহাতে সপরিবারে পরম সুখে যাবজ্জীবন অবস্থিতি করি, পরলোক গমন সময়ে সে রমণীয় গৃহও আমারদের সঙ্গে যায় না। আমরা যে সুন্দর পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিতে অবিরত কত যত্ন পাই ও ক্রমাগত কত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করি, যাহার শোভা সম্পাদনার্থে কত বিধ সুচারু কুসুমতরু শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক রোপণ করি, প্রভাত সময়ে যাহাতে ভ্রমণ করিবে বলিয়া বিনিদ্রাবস্থাতেও কত সুখের স্বপ্ন দর্শন করি, যাহার মনোহর কুসুম শোভা দর্শন করিয়া পরম প্রীতচিত্ত হই ও আপনাকে চরিতার্থ বোধ করি, লোকান্তর প্রস্থান সময়ে সে মনোরম উদ্যানও আমারদের সঙ্গে যায় না। আমরা যে দেহ রক্ষার নিমিত্ত অবিশ্রান্ত যত্ন করি, যাহা সুস্থ রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকি ও প্রতিদিন যথা নিয়মে মার্জ্জনা করি, যাহার সুখ সাধনার্থে সুকুমার সুন্দর শয্যায় শয়ন করি, যাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদনার্থে সুচিক্কণ শোভনতম পরিচ্ছদ পরিধান করি, যাহার প্রতি আমারদের একান্ত স্নেহ, লোকান্তরিত হইবার সময়ে সে প্রিয়তম শরীরও আমারদের সঙ্গে যায় না। আমরা যে উদারমতি অতি সুশীল শান্ত-প্রকৃতি প্রিয়তম মিত্রের সুখদ সংসর্গে সর্ব্বদা থাকিতে বাসনা করি, যাঁহার সহিত একত্রে উপবেশন ও অধ্যয়নাদি করিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হই, বহুদিবস পরে যাঁহার সমাগমে মনে কতই আনন্দের সঞ্চার হয়, যাঁহার কোন বিপত্তি ঘটিলে আমারদের ব্যাকুলতার আর সীমা থাকে না, যাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি-সুধাভিষিক্ত বদন দর্শন করিয়া আনন্দে গদ্গদ হই, পরলোক গমন সময়ে সে প্রেমাস্পদ মিত্রও আমারদের সমভিব্যাহারী হয়েন না। আমরা যে জীবিতাধিক প্রিয় পুত্রের প্রতিপালনার্থে কত যত্ন, কত পরিশ্রম, ও কতই বা কষ্ট স্বীকার করি, যাহার হিত সাধন ব্রতে যাবজ্জীবন ব্রতী থাকি, যাহার ভাবি দুঃখের প্রতিবিধানার্থে কত প্রকার উপায় কল্পনা করি, যাহার মনোহর মুখচন্দ্র নয়ন গোচর করিয়া আনন্দ নীরে নিমগ্ন হই, আহা! বলিতেও হৃদয়ে দুঃখ ও নয়নে বাষ্প সঞ্চার হইতেছে, লোকান্তরে গমন সময়ে সে স্নেহাস্পদ সন্তানও আমারদের অনুগামী হয় না। কেবল আমারদের পরমসুহৃৎ ধর্ম্মই আমারদের অনুগামী হয়েন।

জীবন অবসান হইলে মানব জাতি যে অনির্দ্দেশ্য অপরিচিত দূরবর্ত্তী লোকে গমন করে, যে স্থানে একবার প্রস্থান করিলে আর তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে না, আমরা সেই লোকে উপনীত হইলে পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন কেহই আমারদের সহায়তা করিতে থাকেন না, কেবল ধর্ম্মই থাকেন "নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতামাতা চ তিষ্ঠতঃ। ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি র্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ।" পরলোকে আমারদের শ্রদ্ধাস্পদ জনক জননী, প্রেমাস্পদ কলত্রপুত্র ও প্রীতি-ভাজন আত্মীয় স্বজনের কাহারও কিছু প্রতিপত্তি নাই, কেবল ধর্ম্মেরই প্রভূত প্রতিপত্তি। তথায় তদীয় সহায়তা দ্বারাই আমারদের কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। ধর্ম্ম আমারদের প্রীতি-পবিত্র পরম হিতকারী মিত্র এবং সমস্ত বিশুদ্ধ সুখ সরিতের প্রস্রবণ স্বরূপ। মানব জাতির হৃদয়ে যে নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ সুখের আশা স্বভাবতঃ সঞ্চারিত আছে, তাহা কেবল ঐ মিত্রের অদ্ভুত মিত্রতা সহকারে লোকান্তরে পূর্ণ হইতে পারে। আমরা এ সংসারে যে পবিত্র পুরুষের প্রীতি-রচিত বচনাতীত সুচারু কার্য্য মধ্যে তদীয় অপার গম্ভীর প্রেমের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমামৃত-রসে প্লাবিত হই, ও যাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আমারদের চিত্ত কখন কখন অত্যন্ত ব্যগ্র হয়, ধর্ম্মের মিত্রতা প্রভাবেই সেই প্রীতি-পূর্ণ পরম প্রেমাস্পদ বন্ধুর সহিত আমারদের সাক্ষাৎ ও সম্মিলন হইবার সম্ভাবনা আছে। আহা! আমরা যে দিবস ধর্ম্ম-পথে তাঁহার সাক্ষাৎ-

কার লাভ করিব, তদীয় সহবাসে প্রেমানন্দ-রসে অভিষিক্ত হইয়া তদ্গত চিত্তে তাঁহার অপার মহিমা ও অনন্তগুণ গান করিব, এবং তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল ও অসীম আনন্দ স্বরূপ উপলব্ধি পূর্ব্বক চিরকালের মত অপার আনন্দ-প্রবাহে নিমগ্ন হইব, সে পরম পবিত্র চিরবাঞ্ছিত শুভ দিন কোন্ সময়ে উপস্থিত হইবে এবং কখনই বা আমরা তাহার যোগ্য হইব। বোধ হয় যখন আমরা ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন-হৃদয় ও একীভূত হইয়া যাইব, তখনই আমারদের সেই শুভ দিবস উপস্থিত হইবে ও তখনই আমরা উহার যোগ্য হইব। অতএব যে বন্ধু আমারদের সুখ-নিকেতনের দ্বার স্বরূপ, যিনি মরণ সময়ে আমারদের অনুগামী হয়েন ও পরলোকে সহায়তা করেন, যাঁহার দ্বারা আমারদের পরমাশ্রয় পরম সুহৃৎ পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ ও সম্মীলন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাঁহার প্রেমে মগ্ন হওয়া কি আমাদের উচিত নহে ? এরূপ মিত্রের নিমিত্ত যদি আমাদিগকে লোকের নিকট অনাদৃত ও তিরস্কৃত হইতে হয়, কোন দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, জঘন্য ইন্দ্রিয় সুখে বিরত হইতে হয়, অদূরদর্শী স্বদেশস্থ সমস্ত লোকের ঘৃণাস্পদ হইতে হয়, তাহাও কর্ত্তব্য ও বিধেয়,তথাপি তাঁহাকে ত্যাগ করা উচিত নহে। প্রত্যুত, এই নশ্বর দেহের সহিত জীবাত্মার যাবৎ বিচ্ছেদ না হইতেছে, তাবৎ অপ্রতিহত চিত্তে পরম উৎসাহ সহকারে সর্ব্বদা ধর্ম্ম চিন্তা, ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অতীব কর্ত্তব্য,কিছুতেই নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ যিনি ধর্ম্মের একমাত্র সেতু স্বরূপ, যাঁহা হইতে ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, যাহাঁকে মনের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিলে ও যাহাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে সমস্ত ধর্ম্ম সাধন হয়, তাঁহার বিচিত্র বিশ্ব-কার্য্য ও অপার উপকারিতা গুণ আলোচনা পূর্ব্বক তদীয় পরম পবিত্র প্রেম জলধিতে নিমগ্ন হওয়া এবং প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে দিন দিন স্মরণ করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।



বেলূন

ইদানীং এপ্রদেশের অনেকে বেলুন যন্ত্র দৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া যে অন্তরিক্ষে উত্থিত হওয়া যায় তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু উহা ভূতলে পতিত না হইয়া কি রূপে মনুষ্যাদি-ভারি ভারি সামগ্রী সমন্বিত ঊর্দ্ধ পথে উত্থিত হয়, তাহা অনেকে অবগত নহেন। অতএব বেলূন যন্ত্র সংক্রান্ত স্থূল স্থূল বিষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে পদার্থবিদ্যা বিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, যেরূপ কদম্ব পুষ্পের কেশর সকল তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূমণ্ডল চতুর্দ্দিকে বায়ুরাশিতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। যেরূপ, সমুদ্রের মধ্যে মৎস্যাদি জলজন্তু সকল অবস্থিতি করে,সেইরূপ,মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট,পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় ভূচর ও খেচর জন্তু এই বায়ু-সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। যে সমস্ত বস্তু বায়ু অপেক্ষায় ভারী, তাহা বায়ু ভেদ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, আর যে সকল দ্রব্য তদপেক্ষায় লঘু, তাহা ঊর্দ্ধগামী হয়। শোলা ও তৈল জল অপেক্ষায় লঘু এ নিমিত্ত উহাদিগকে জল মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে। সেই রূপ ধূম ও জলীয় বাষ্প প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ু অপেক্ষায় লঘু, তাহা বায়ুর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। বেলূন যে উপরে উঠে, তাহা-

রও কারণ এই। বেলুনে এক প্রকার বাষ্প থাকে, তাহা এরূপ লঘু, যে বস্ত্রাদি সম্বলিত সমুদায় বেলুন এবং তাহার আয়তন-প্রমাণ বায়ু-রাশি পৃথক্ পৃথক্ তৌল করিলে, বেলুন ঐ বায়ু রাশি অপেক্ষায় লঘু হয়, এই নিমিত্ত বায়ু ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে। কতক গুলি শোলা একত্র করিয়া তাহার সহিত অন্য কোন ভারি দ্রব্য বাঁধিয়া দিলেও, যেমন তাহা মগ্ন না হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে, সেইরূপ, বেলুন যন্ত্রস্থিত বাষ্প-রাশি মনুষ্যদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া বায়ুর উপর উত্থিত হয়। শোলা ও তৈল যে কারণে জলের উপরে ভাসে এবং ধূম ও মেঘ যে কারণে বায়ুর উপর উত্থিত হয়, বেলুন যন্ত্রও সেই কারণে ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে।

এতদ্দেশে পূর্ব্বে রবর্টসন্ সাহেব এবং গত বৎসর কাইট্ সাহেব এই দুই জন মাত্র বেলুন যন্ত্র সহকারে আকাশ পথে উড্ডীয়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপে এক এক জন এ বিষয়ে এরূপ পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন, যে তাঁহারদের আকাশ-যাত্রার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পুলকিত হইতে হয়। এ খানে কাইট্ ও রবর্টসন্ সাহেবেরা কেবল কৌতুক প্রদর্শনার্থে উঠিয়াছিলেন, ইউরোপে কোন কোন মহানুভাব ব্যক্তি উপকার অনেক বিধ পরীক্ষা করিয়া বিদ্যা বিশেষের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেও উত্থিত হইয়া থাকেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টীয় শাকে বায়ট্ ও গে-লুসাক্ নামে দুই প্রধান পণ্ডিত উপরিস্থ বায়ুর শৈত্য উষ্ণত্বাদি গুণাগুণ ও অন্য অন্য অনেক বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত নানা বিধ যন্ত্র, পক্ষি পতঙ্গ প্রভৃতি কতক গুলি জন্তু ও অপরাপর উপকরণ সঙ্গে লইয়া উঠিয়াছিলেন। উক্ত বৎসর ১৩ আগষ্ট প্রাতে দশ ঘণ্টার সময়ে ফরাশিশ্ রাজ্যের রাজধানী পারিস নগরীতে তাহারা বেলুন আরোহণ করেন, মেঘ সমুদায় ভেদ করিয়া প্রায় ৮৭০০ হাত উত্থিত হন ও বিবিধ বিষয়ের পরীক্ষা করিতে করিতে ৩৷৷ ঘণ্টা কাল আকাশ-পথে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পারিস নগর হইতে ২২ ক্রোশ অন্তরে মেরিবিল্ গ্রামে অবতরণ করেন। উপরের বায়ু যে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তি বায়ু অপেক্ষায় শীতল, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা অনেক প্রমাণ দৃষ্টে অবধারণ করিয়াছিলেন। বেলুন যন্ত্রের সৃষ্টি হইলে পর উক্ত বায়ট্ ও গে-লুসাক প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

উল্লিখিত গে-লুসাক্ সাহেব অনেক অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তির অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া ঐ বৎসর ১৫ সেপ্টেম্বর আর এক বার একাকী অন্তরিক্ষে উত্থিত হইয়াছিলেন। সেবার তিনি ১৫৩৬০ হাত অর্থাৎ প্রায় দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন, এবং উপরকার বায়ুর শৈত্য, উষ্ণত্ব, লঘুত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতি বহুতর বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তথাকার বায়ু এত শীতল, যে তাঁহার হস্তদ্বয় প্রস্তুতরূপ অবশ হইয়া আসিল, এবং এত লঘু যে তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগে সমধিক কষ্ট হইতে লাগিল, এবং তথাকার অতি পরিশুষ্ক বায়ু গ্রহণ করাতে তাঁহার গলদেশ দগ্ধ প্রায় হইয়া রুটি পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। তিনি ১৯৩০৭ হাত ও ৪৭[illegible] হাত ঊর্দ্ধ দুই স্থান হইতে দুই বোতল বায়ু পুরিয়া আনিয়াছিলেন। ভূতলে অবতীর্ণ হইবা মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, পৃথিবীর নিকটবর্ত্তি বায়ুতে যে যে রূঢ় পদার্থ যে যে পরিমাণে মিশ্রিত আছে, উপরিস্থ বায়ুতেও তাহাই আছে। অতএব সর্ব্বস্থানের বায়ুরই একরূপ প্রকৃতি *।

ইদানী গ্রীন্ নামে এক সাহেব এ বিষয়ে সমধিক পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুই শত ছাব্বিশ বার বেলুন আরোহণ করিয়া আকাশপথে পরিভ্রমণ করেন। বিশেষতঃ, উক্ত বৎসর নবেম্বর মাসে একবার গগণ মণ্ডল আরোহণ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিলেন। সেবারে রু, হলণ্ড ও মক্ষ

* বায়ুতে অক্সিজন ও নৈত্রজন নামে দুই বাষ্প আছে। গে-লুসাক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, পৃথিবীর সমীপস্থ বায়ুতেও যে বাষ্পের যত ভাগ, উপরিস্থ বায়ুতেও ঠিক তত ভাগ।

মেসন্ সাহেব তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। তাঁহারদের অধিক দূর গমন করিবার বাসনা ছিল, এনিমিত্ত এক পক্ষের উপযুক্ত ভক্ষ্য ব্যবহার্য্য যাবতীয় সামগ্রী সঙ্গে লইয়া ৭ নবেম্বর বেলা দুই প্রহর ১।। টার সময়ে লণ্ডন নগর হইতে উত্থিত হইলেন। পূর্ব্ব-দক্ষিণাভিমুখে গমন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে অধোভাগে অনেক অনেক গ্রাম ও নগরের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। ৪ টা ৪৮ মিনিটের সময়ে ইংলণ্ড ভূমি পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের উপর বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সায়ংকাল অতীত হইলে পর, অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া, ফরাশিশ্ দেশের উপরিভাগে উপনীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে রাত্রি ঘোর হইয়া আসিল, চতুর্দ্দিক তিমিরাবৃত হইল, তথাপি তাঁহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন না। উপরে আকাশ-মণ্ডল নক্ষত্র-পুঞ্জে পরিপূর্ণ ও নিম্ন-ভাগে ভূমণ্ডল দীপমালায় মণ্ডিত দেখিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা কলরব-শূন্য, নিস্তব্ধ, নভোমণ্ডলে নরলোকের অপরিজ্ঞাত ও অপ্রত্যক্ষীভূত থাকিয়া কোন অনির্দ্দেশ্য স্বর্গলোক-নিবাসির ন্যায় কত কত রাজ্য, রাজধানী, নগর, নদী, গ্রামাদি নিরীক্ষণ করিতে করিতে শূন্যমার্গে সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিলেন। নিশীথ সময়ে তাঁহারদিগকে এরূপ গাঢ়তর শীত ভোগ করিতে হইয়াছিল, যে বেলুনের জল, কাফি ও তৈল পর্য্যন্ত জমিয়া কঠিন হইয়াছিল। নিশাবসানে তাঁহারা এক পরম কৌতুকজনক ব্যাপার দর্শন করিলেন। এক এক বার কিছু দূর ঊর্দ্ধগামী হইয়া সূর্য্যোদয় ও তৎসংক্রান্ত আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন করিলেন, পুনর্ব্বার অধোদিকে অবতরণ পূর্ব্বক অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিলেন। সে দিবস তাঁহারদের পক্ষে দিবাকর তিনবার উদয় ও দুইবার অস্তগত হইলেন। ফলতঃ তাঁহারা তৎকালে যে অত্যাশ্চর্য্য সুরম্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতরূপ বর্ণনা করা যায় না। এইরূপে অন্যূন ২২০ ক্রোশ শূন্যমার্গে সঞ্চরণ পূর্ব্বক সমস্ত রজনী যাপন করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে জর্ম্মেনির অন্তঃপাতি নাসো উইলবর্গ নামক স্থানে উপনীত হইয়া জনসমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

কৌতুক দর্শন ও উপরিস্থ বায়ুর গুণাগুণাদি নির্ণয় ব্যতিরেকে অন্য এক প্রকার প্রয়োজন সাধনার্থেও দুই চারি বার বেলুন যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টীয় শাকে ফরাশিশ রাজ্যে রাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া যে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তাহাতে সাধারণতন্ত্র* সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি সেনা সংক্রান্ত লোক বেলুন যন্ত্র আরোহণ করিয়া উপর হইতে বিপক্ষীয় সৈন্যদিগের গতিবিধি দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছিল। এই রাজবিপ্লব উপলক্ষে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লিউরস্ নামক স্থানে অস্ত্রিয়ার সৈন্যদিগের সহিত ফরাশিশ সৈন্যাধ্যক্ষ জোর্ডান্ সাহেবের যুদ্ধ হয়। তাহাতে কর্ণেল কুতেল সাহেব এক জন সাংগ্রামিক কর্ম্মচারিকে সমভিব্যাহারে করিয়া বেলুন যন্ত্র আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে উপর হইতে বিপক্ষীয়দিগের যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া জোর্ডান সাহেবকে ইঙ্গিত দ্বারা তৎসমুদায় অবগত করেন, এবং তিনিও তদনুযায়ি কার্য্য করিয়া শত্রুদিগকে পরাজয় করেন। কর্ণেল্ কুতেল্ ও তাঁহার সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারী এক দিবসে দুই বার ঊর্দ্ধে ৮৬৬ হাত পর্য্যন্ত উত্থিত হন। বিপক্ষীয়েরা প্রথম বারে দেখিতে পায় নাই, দ্বিতীয় বারে জানিতে পারিয়া তাঁহারদিগকে নষ্ট করিবার নিমিত্ত কামান দ্বারা ভূরি ভূরি গোলা উৎক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু বেলুন তৎক্ষণাৎ এত দূর উঠিল, যে কামানের গোলা কোনমতে তত দূর উত্থিত হইতে পারিল না। কুতেল্ সাহেব আরও কয়েক স্থানের যুদ্ধ উপলক্ষ্যে এই অসমসাহসিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* যে রাজ্যে স্বতন্ত্র রাজা নাই: সমস্ত রাজকার্য্য সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গের অথবা তদনুমত ব্যক্তিদিগের সম্মতি অনুসারে সম্পন্ন হয়।

উপাসক সম্প্রদায়

জৈন

১১৭ সংখ্যক পত্রিকার ১০৮ পৃষ্ঠার পর

জৈন সম্প্রদায়িদিগের মত অতি বিস্তারিত ও বহু কূটার্থ সংযুক্ত। তাহার সবিস্তর বৃত্তান্ত লিখিয়া বোধ-সুলভ করা অতি কঠিন, এবং সমুদায় লিখিতে হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব কেবল স্থূল স্থূল কতক গুলি বিষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

জৈনেরা জগৎকারণ জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ইহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারদিগের মতে জগতের যাবতীয় পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত; জীব আর অজীব। যাহার জীবন ও সুখ-দুঃখাদি বোধ আছে, তাহাকে জীব কহে, তদ্ভিন্ন সমুদায় নির্জ্জীব বস্তুকে অজীব কহে। উভয়েই অনাদি নিত্য পদার্থ। তাহাদের বিকার হইয়া রূপাদির পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু একেবারে বিনাশ হয় না।

জৈনেরা সমুদায়ে নয় তত্ত্ব গণনা করিয়া থাকেন, জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ, মোক্ষ। পশ্চাৎ এই সমুদায়ের সংক্ষেপ বিবরণ করা যাইতেছে।

১—জীব। জীব দুই প্রকার; সচল ও অচল। দেব, দৈত্য, মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তু প্রথম শ্রেণী ভুক্ত। আর ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু এই চারি ভূতের সংযোগ বিয়োগে যত বস্তু উৎপন্ন হয়, সে সমুদায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত; যেমন উদ্ভিদ, ধাতু, উল্কা, বাষ্প, ঝটিকা। জৈনদিগের মতে এ সমুদায় সজীব পদার্থ।

২—অজীব। যাবতীয় বোধ-বর্জ্জিত নির্জ্জীব পদার্থের নাম অজীব। ফলতঃ ইহারদের অজীব বস্তুর বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। ইহারও নানা প্রকার ভেদ আছে। যে পদার্থ দ্বারা সজীব ও নির্জ্জীব বস্তু সমুদায়ের গতি বিধির সুবিধা করা হয়, তাহাকে ধর্ম্মাস্তিকায় বলে, যেমন মৎস্যের পক্ষে জল। যদ্দ্বারা গতি বিধির ব্যাঘাত জন্মে, তাহাকে অধর্ম্মাস্তিকায় কহে। যে গুণ থাকাতে, বস্তু সকল একেবারে পরস্পর সংযুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকে, তাহাকে আকাশাস্তিকায় কহে। সমস্ত জড় বস্তুর মূলীভূত অণু সমুদায়কে পুদ্গল বলে। অজীবের আর এক প্রকার ভেদের নাম কাল। জৈনেরা কালের যেরূপ অসঙ্গত গণনা করিয়া থাকেন, তাহার তুলনায় হিন্দুদিগের যুগ মন্বন্তরাদি কোথায় আছে? যদি সর্ব্বদিকে একশত যোজন প্রমাণ একটা কূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশ দিয়া পূর্ণ করা যায়, এবং সেই সকল কেশ এমন গাঢ়তর রূপে নিপীড়ন করা যায় যে তাহার উপর দিয়া নদীর বেগ চলিয়া গেলেও তাহার ছিদ্র মধ্যে জল প্রবিষ্ট হয় না, ও যদি তাহা হইতে এক এক শত বৎসরে এক এক গাছি কেশ উদ্ধার করা যায়, তাহা হইলে সেই কূপের সমুদায় কেশ তুলিয়া ফেলিতে যত বৎসর আবশ্যক হয়, তাহাকে এক পল্য কহে। এইরূপ দশ কোটি কোটি পল্যে এক সাগর হয়। ইহাঁরদের অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণী নামে যে যুগ নিরূপিত আছে, তাহার প্রত্যেকে দশ কোটি কোটি সাগরের সমান।

৩—পুণ্য। জন্তুগণের সুখজনক সমুদায় বিষয়কে পুণ্য বলে। পুণ্য ৪২ প্রকার; যেমন দেবত্ব প্রাপ্তিকে সুরগতি কহে, মানব জন্ম গ্রহণকে মনুষ্য গতি কহে, কুলমর্য্যাদাকে উচ্চৈর্গোত্র কহে; আপনার কৃত কর্ম্মানুসারে যেরূপ শরীর পরিগ্রহ করিতে হয়, তাহাকে কার্ম্মণ কহে ইত্যাদি। বর্ণ, সৌরভ, সুস্বাদ এবং শৈত্য উষ্ণত্ব স্পর্শাদিও এই পুণ্য নামক তৃতীয় তত্ত্ব মধ্যে পরিগণিত।

৪—পাপ। মনুষ্যদিগের অসুখজনক সমুদায় ব্যাপারকে পাপ কহে। পাপ ৮২ প্রকার; যেমন নিদ্রা, নীচ কুলে উৎপত্তি, জ্ঞান লাভের ব্যাঘাত, মনঃকল্পিত দেব দেবীতে বিশ্বাস, শরীরের অঙ্গ বৈলক্ষণ্য, কাম ক্রোধ লোভাদি রিপু। হাস্য ও প্রেমও পাপের মধ্যে পরিগণিত।

৫—আস্রব। যে যে কারণে জীবদিগের দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তৎসমুদায়কে আস্রব কহে। চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়,

ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, প্রবঞ্চনা এই রিপু চতুষ্টয়; কোন বিষয়ে অনন্য ভাবে মন, বাক্য, ও শরীর সমর্পণ ইত্যাদি আস্রব বলিয়া প্রসিদ্ধ। জৈন ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাও এক প্রকার আস্রব।

৬—সম্বর। সমিতি, পরিষহা, যতিধর্ম্ম প্রভৃতি নানা প্রকার সম্বর আছে। কি জানি পদাঘাত দ্বারা কীট পতঙ্গাদির প্রাণনাশ হয় এ নিমিত্ত পথের উপর বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা, অকথ্য শব্দ উচ্চারণ না করা, অগ্রাহ্য সামগ্রী গ্রহণ না করা ইত্যাদি কতক গুলি বিষয়ে সাবধান থাকাকে সমিতি কহে। ক্ষুধা তৃষ্ণা সম্বরণ, শীত উষ্ণাদি সহিষ্ণুতা, ইত্যাদি কতিপয় বিষয়ে সহিষ্ণুতা প্রকাশ করাকে পরিষহা কহে। পরিষহার এইরূপ রীতি, যে কেহ কটূক্তি ও প্রহার করিলেও তাহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্বীকার করা কর্ত্তব্য। সত্য, শুদ্ধি, সারল্য শিষ্টাচার, নিস্বার্থতা ধ্যান, ধৈর্য্য, তপঃক্লান্তা, দারিদ্র্য, স্ত্রী সহযোগ পরিত্যাগ এই দশটিকে যতিধর্ম্ম কহে। যতিদিগকে এই দশ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৭—নির্জ্জর। রিপু দমনার্থ কষ্টকর অনুষ্ঠানকে নির্জ্জর কহে। নির্জ্জর দুই প্রকার; বাহ্য ও আন্তরিক। অনশন, মৌন, স্ত্রী সহযোগ পরিত্যাগ ও কায়ক্লেশ করাকে বাহ্য নির্জ্জর কহে। আর ধ্যান, অনুশোচনা, শাস্ত্রানুশীলন, উপাস্য বস্তুতে নিষ্ঠা ও ভক্তি, পুণ্যবান্‌কে আশ্রয় দান ও পাপ পুণ্য পরিত্যাগকে আন্তরিক নির্জ্জর কহে।

৮—বন্ধ। যেমন দুগ্ধের সহিত জলের সংযোগ ও অত্যুষ্ণ লৌহময় গোলার সহিত অগ্নির সংযোগ থাকে, সেইরূপ জীবের সহিত কর্ম্মের সংযোগ আছে। ইহাকেই বন্ধ কহে।

৯—মোক্ষ। কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াকে মোক্ষ কহে। পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি মোক্ষের এক প্রধান লক্ষণ, কিন্তু মোক্ষ হইলে জীবের কিরূপ অবস্থায় অবস্থান হয় তাহা জৈনশাস্ত্র পাঠ করিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায় না।

নয় তত্ত্ব বিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিলে জৈনদিগের মত অত্যন্ত কুটিল ও জটিল বলিয়া বোধ হয় তাহার সন্দেহ নাই।

জৈনদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ব্যবসায়িদিগকে যতি কহে, আর গৃহস্থদিগকে শ্রাবক কহে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মত ও তীর্থঙ্করদিগের অলৌকিক ক্রিয়া সমুদায় বিশ্বাস করা উভয়ের পক্ষেই আবশ্যক, তবে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বিষয়ে কিছু কিছু বিশেষ আছে। মৌনাবলম্বন, ভোগ পরিত্যাগ, স্ত্রী সহযোগে বিরতি এই তিন টি অতিরিক্ত ধর্ম্ম যতিদিগকে পালন করিতে হয়। আর তীর্থঙ্করদিগের অর্চনা ও স্বধর্ম্মাক্রান্ত সাধুদিগের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা শ্রাবকদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। জৈনদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্য, সতীত্ব, অহিংসা, ন্যায়পরতা ও সাংসারিক ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ সর্ব্ব প্রধান বলিয়া বর্ণিত আছে। এ কয়েকটিকে মহাব্রত বলে। আর দান, সৌজন্য, ভক্তি ও প্রায়শ্চিত্তকে ধর্ম্ম কহে। তদ্ভিন্ন তিন প্রকার সংযম আছে; মনঃসংযম, বাক্য সংযম ও শরীর সংযম। পূর্ব্বোক্ত যতিগণ অহিংসা ধর্ম্ম পালনার্থে অত্যন্ত যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। কি জানি কোন কীট পতঙ্গাদি মুখ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা মুখে বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখেন, এবং যেখানে যখন উপবেশন করেন তখন সে স্থান পরিষ্কার করিয়া তত্রস্থ পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদিগকে স্থানান্তর করিবার নিমিত্ত এক এক টা চৌরী সমভিব্যাহারে রাখিয়া থাকেন। অন্ধকারে আহার করিলে কীট পতঙ্গাদি গলাধঃকরণ হইতে পারে, এ নিমিত্ত তাঁহারা কদাচ অন্ধকারে পান ভোজন করেন না। উৎকুণ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কায় মস্তকের কেশ পুনঃ পুনঃ কর্ত্তন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া রাখেন। ফলতঃ তাঁহারদের শাস্ত্রানুসারে মস্তক মুণ্ডন করাই বিধি। তাঁহারা সতত ধ্যান ধারণ ও উপবাসাদি করিয়া থাকেন। শ্রাবকেরা তাঁহারদিগকে যে কিছু অন্নাদি দান করে, তাহাই আহার করিয়া দিনপাত করেন। কিন্তু যতিদিগের মধ্যে অনেকে শঠতাচরণও করিয়া থাকেন। অন্য অন্য

লোকে যে তাঁহারদিগকে সুনিপুণ কুহকি বলিয়া জানে, ইহাই তাঁহারদিগের শাঠ্য দোষের বিলক্ষণ প্রমাণ। তাঁহারা সামুদ্রিক ও ভৌতিক মন্ত্র এই দুই বিষয়ে সুশিক্ষিত বলিয়া বিখ্যাত আছেন। কেহ কেহ বাণিজ্য ব্যবসায়ও অবলম্বন করেন, এবং দেবালয়ের অধ্যক্ষতা পদে অধিরূঢ় থাকিয়া শ্রাবকদিগের নিকট দান পরিগ্রহ করিয়া উদর পোষণ করেন।

শ্রাবকেরা আর আর সমুদায় বিষয়ে হিন্দু সম্প্রদায়িদিগের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, কেবল যতিদিগকে দান করা ও তীর্থঙ্করদিগকে পূজা প্রদান করা এই দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র। তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে এক্ষণে কেবল ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর এই দুই জনের পূজা প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের অন্তর্বর্ত্তি অনেক অনেক স্থানে জৈনদিগের দেবালয় আছে। মুর্শিদাবাদে ন্যূনাধিক ১২ টা, কলিকাতায় ৪ টা এবং বেহারে পার্শ্বনাথের মন্দির ও বাসুপূজ্যের পাদুকা প্রতিষ্ঠিত আছে। বারাণসীতে জৈন-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিস্তর দেবালয় আছে, তন্মধ্যে তদীয় পার্শ্ববর্ত্তি বেলপুর নামক স্থান পার্শ্বনাথের জন্ম-ভূমি বলিয়া বিখ্যাত এবং তন্নিমিত্ত পরম পবিত্র পুণ্য-ভূমি বলিয়া পরিগণিত আছে। দোয়াবের অন্তঃপাতি মৈনপুরীতে এক সুপ্রসিদ্ধ প্রশস্ত মন্দির আছে, এবং তৎপ্রদেশীয় অন্য অন্য অনেক নগরে জৈন দেবালয়ের চূড়ার ন্যায় চূড়া সকল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের প্রধান কোন দেবস্থান জয়পুরে ও পশ্চিম প্রদেশীয় অন্য অন্য স্থানেই অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। মেওয়ার ও মারোয়ার দেশ জৈনদিগের ভগ্ন দেবালয়ে পরিপূর্ণ।

যতিগণ আপন আপন ইচ্ছানুসারে অর্চ্চনা-ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকেন। শ্রাবকেরা প্রতিদিন কোন দেবালয়ে গিয়া বিগ্রহ দর্শন করে, তাঁহাকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে, কিছু ফল পুষ্প উপহার দিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করে এবং "অর্হৎগণে নমঃ;" "সিদ্ধগণে নমঃ;" "আর্য্যগণে নমঃ;" "সর্ব্বসাধুগণে নমঃ;" ইত্যাদি অর্থবোধক কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে। একটি প্রাতঃকালীন স্তোত্রও পাঠ করিয়া থাকে; তাহার অর্থ এইরূপ; "হে প্রভু! রাত্রি কালে আমার অন্তঃকরণে যে সমস্ত কুচিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহা মার্জ্জনা কর। আমি নত-মস্তক হইয়া তোমাকে প্রণাম করি।" তদনন্তর কেহ কেহ কল্প-সূত্র বা ভক্তামর, অথবা কোন তীর্থঙ্করের মাহাত্ম্য বিষয়ক কোন গ্রন্থ কিম্বা অন্যান্য উপাসকদিগের উপাসনা-বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রস্থান করেন।

দেবালয়ে গ্রন্থ পাঠ করা যতিগণ কর্ত্তৃকই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর বিগ্রহদিগের পরিচারণা, দান পরিগ্রহ ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সম্পাদনার্থে এক জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাকেই ইহারদিগের প্রকৃত পুরোহিত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন স্বধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তি যে ইহারদিগের পুরোহিত হয় না ইহাও এক অসামান্য বিষয় বলিতে হইবে। অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রচলিত নাই। তীর্থঙ্করেরা স্বয়ং কোন ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করেন নাই, এবং অন্য লোককেও তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন নাই। ক্রিয়া কলাপের বিধান না থাকাতে, পুরোহিত নিয়োগের নিয়মও নিরূপিত হয় নাই। সুতরাং এতৎ-সম্প্রদায়ি গৃহস্থদিগকে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা অর্চ্চনা-ক্রিয়াদি সম্পাদন করাইতে হইয়াছে।

তীর্থঙ্করেরাই যে জৈনদিগের পরম উপাস্য, ইতিপূর্ব্বে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা অন্য অন্য হিন্দু দেব দেবীদিগের অস্তিত্বও স্বীকার করিয়া থাকে, এবং স্ব-সম্প্রদায়ি মহাজনগণকে যেরূপ পূজা প্রদান করে, হিন্দু শাস্ত্র-সিদ্ধ কোন কোন দেবতাকেও সেইরূপ অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

জৈনেরা চারি প্রকার দেবযোনি স্বীকার করিয়া থাকে; ভুবনপতি, ব্যান্তর, জ্যোতিষ্ক, ও বৈমানিক। তন্মধ্যে অসুর, সর্প, গরুড়,

দিক্‌পাল, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, বিদ্যুৎ, বজ্র এই দশের সন্তানেরা প্রথম শ্রেণীভুক্ত; ইহাঁরা অবনীর অধোভাগে নানা লোকে বাস করেন। ভূত, পিশাচ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, আর বনচর, গিরিচরাদি অন্য চারি প্রকার তদনুরূপ জীব, এই অষ্ট প্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও নভোমণ্ডলস্থ অন্যান্য জ্যোতিষ্ক তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। আর বর্ত্তমান ও অতীত কল্পের যাবতীয় দেবতা চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত। বর্ত্তমান কল্পের দেবতারা সৌধর্ম্ম, ঈশান, মাহেন্দ্র, ব্রাহ্ম, সানৎকুমার প্রভৃতি দ্বাদশ স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতীত কল্পের দেবতারা বিজয়, বৈজয়ন্তী প্রভৃতি চতুর্দ্দশ স্বর্গে অবস্থিতি করেন। জৈনেরা বহু-সংখ্য ইন্দ্রের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। তন্মধ্যে শক্র ও ঈশান সর্ব্বপ্রধান; এক জন উত্তর স্বর্গের, আর এক জন দক্ষিণ স্বর্গের অধিপতি। যিনি উত্তর স্বর্গের অধিপতি, তিনি এলাক্ষী চতুরশীতি সহস্র দেবতার উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, এবং অযুত অযুত দেবগণ ঐ চতুরশীতি সহস্র দেবতার এক এক জনের সহচর ও পরিচারক রূপে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু এই সমস্ত ইন্দ্রাদি দেবতা ও অন্যান্য যাবতীয় জীব তীর্থঙ্করদিগের তুল্য নহে। তীর্থঙ্করেরা সর্ব্বোপরি মান্য ও সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগে চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর, কিন্তু ইহার সহিত অতীত ও ভবিষ্যৎ যুগের তীর্থঙ্করদিগকে গণনা করিলে সর্ব্বসুদ্ধ ৭২ জন হয়।

জৈন ধর্ম্ম মধ্যে অন্য অন্য মত নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। পশ্চিম প্রদেশীয় জৈনদিগের অর্চ্চনা-ক্রিয়াতে শৈব ও শাক্ত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত তান্ত্রিক মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহারদিগের দেবালয়ে ভৈরব ও ভৈরবীদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহারা হিন্দুদিগের ন্যায় শক্তি ও সরস্বতীর অর্চ্চনা করে, এবং শ্রীপঞ্চমী ও অক্ষয়তৃতীয়া প্রভৃতি কতিপয় হিন্দু পর্ব্বাহে সরস্বতী প্রভৃতি হিন্দু দেবতাদিগের উদ্দেশে দেবানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

অবগত হওয়া গিয়াছে, হিন্দুদিগকে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার করিতে হয়, দাক্ষিণাত্য জৈনেরা তাহার সমুদায়ই করিয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিম প্রদেশীয় জৈনেরা এ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করে না, তাহারা কেবল সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দ্বাদশ দিন পরে মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে দীক্ষিত করে এবং তাঁহার মস্তকের উপরিভাগে চন্দন ও অন্য অন্য গন্ধদ্রব্য ঘটিত এক গোলাকার চিহ্ন করিয়া দেয়। তাহারদের উদ্বাহ ও দাহক্রিয়া প্রায় ব্রাহ্মণদিগেরই ন্যায়, কিন্তু বেদমন্ত্র পঠিত হয় না। তাহারা শ্রাদ্ধকৃত্যও করে না।

পশ্চিম প্রদেশীয় জৈনেরা দাক্ষিণাত্যদিগের ন্যায় জাতিভেদ স্বীকার করে না বটে, কিন্তু তাহারদিগের মধ্যে এপ্রকার শ্রেণীবিশেষ আছে, যে এক শ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত অন্য শ্রেণীস্থ লোকদিগের বিবাহ হইতে পারে না, এবং অনেক শ্রেণীর পরস্পর ভোজ্যান্নতাও নাই। এই সমস্ত শ্রেণীকে গচ্ছ ও গোৎ কহে। গচ্ছ সমুদায়ে চৌরাশী।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

ত্রিষষ্ট অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

১১৬ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৮ পৃষ্ঠার পর

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উপরিচর নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তিনি মৃগয়ায় অতিশয় আসক্ত থাকিতেন। সেই পৌরবনন্দন বসু রাজা ইন্দ্রের উপদেশ ক্রমে রমণীয় চেদিদেশ গ্রহণ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমে তপস্যা করিতে লাগিলেন। রাজা যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, তাহাতে ইনি ইন্দ্রপদের উপযুক্ত এই বিবেচনা করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া সান্ত্ববাক্য দ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। দেবতারা কহিলেন, হে পৃথিবীপতে! যাহাতে পৃথিবী মণ্ডলে ধর্ম্মসঙ্কর না হয় এরূপ করা কর্ত্তব্য; তুমি ধর্ম্মের রক্ষা করিতেছ এ জন্য সকল লোক স্ব স্ব ধর্ম্মে ব্যবস্থিত আছে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে নরাধিপ! সমাহিত ও সতত উদ্‌যোগ-শালী হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে শাশ্বত পবিত্র লোক দেখিতে পাইবে। তুমি পৃথিবীতে থাকিয়াও আমার পরম মিত্র হইলে। পৃথিবীর মধ্যে যে দেশ রমণীয়, শোভনীয়, স্বর্গের রক্ষণীয়, পশুদিগের হিতজনক, প্রভূত ধনধান্যযুক্ত ও পবিত্র এবং যে দেশে উর্ব্বরা ভূমি আছে, তথায় বাস কর। হে চেদিপতি! এই চেদিদেশ ধনরত্নাদিসম্পন্ন, অতএব তুমি এই স্থানে অবস্থিতি কর। এতদ্দেশীয় লোকেরা ধার্ম্মিক, সন্তোষশীল ও সাধু; অন্য সময়ের কথা কি কহিব পরিহাসের সময়েও এদেশে মিথ্যা কথার প্রচার নাই; পুত্রেরা পিতার হিতকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত একত্র বাস করে, কদাচ বিভক্ত বা পৃথক্ হয় না; লোকেরা বলহীন বলীবর্দ্দদিগকে ভারবহন বা কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করে না, উত্তমরূপে তাহাদিগের প্রতিপালন করে। হে সম্মানপ্রদ! এই চেদিদেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য
পাদি বর্ণ সর্ব্বদা স্ব স্ব ধর্ম্মকর্ম্মের অনু-
ত্রিভুবনে যে সকল
ঘটনা হইবে, তোমার অবিদিত কিছুই থাকিবে না। দেবতাদিগের উপভোগ্য, উত্তম, স্ফটিক নির্ম্মিত, দিব্য, মহৎ আকাশ গামী রথ তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেই উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া মানবদিগের মধ্যে তুমিই কেবল সা-
চ্ছন্দে দেবতার ন্যায় পৃথিবীর উ-
পরিভাগে ভ্রমণ করিবে। হে নরাধিপ! প্রফুল্ল পদ্ম রচিত এই বিজয়শালিনী মালা তোমাকে দান করিতেছি, সংগ্রামকালে ইনি তোমাকে রক্ষা করিবেন এবং ইহা ধারণ করিলে তোমার গাত্রে অস্ত্রের আঘাত লাগিবে না। ইন্দ্র-মালা নামে খ্যাত, মহৎ ধন্য এই নিরুপম মালা তোমার সুলক্ষণ স্বরূপ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইন্দ্র প্রীতিদানের উদ্দেশে সেই রাজাকে শিষ্টদিগের রক্ষাকারিণী এক বেণু যষ্টি প্রদান করিলেন। রাজা সম্বৎসর গত হইলে পৃথিবীতে বেণু যষ্টির পূজার প্রচারের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রদত্ত বেণু যষ্টি স্থাপন করিলেন। তিনি যেরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইরূপ অদ্যাপি রাজারা বেণুযষ্টি স্থাপিত করিয়া পরদিন গন্ধ মাল্য বস্ত্র ভূষণ দ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাকে উত্থাপিত করেন এবং যথাবিধি মাল্যদ্বারা বেষ্টিত করেন। মহাত্মা বসুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ ঈশ্বর স্বয়ং হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই হংসরূপী ভগবানেরও পূজা করিয়া থাকেন। রাজশ্রেষ্ঠ বসুকৃত শুভাবহ পূজা অবলোকন করিয়া ত্রিলোকীর অধীশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র প্রীত হইয়া কহিলেন, যেরূপ চেদিপতি উপরিচর রাজা আমার পূজা করিলেন, এইরূপ যে সকল লোকেরা ও রাজারা হৃষ্ট হইয়া আমার উৎসবের সম্মাননা করিবেন ও অন্য দ্বারা মহোৎসব করাইবেন, তাঁহারদের ও তাঁহারদিগের রাজ্যের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি ও জয় লাভ হইবে, অধিকারস্থ লোকেরা সন্তুষ্ট থাকিবে। হে নরাধিপ! মহাত্মা মহেন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এইরূপে মহারাজ বসুর সৎকার করিলেন। যাঁহারা ভূমি রত্নাদি দান দ্বারা সর্ব্বদা ইন্দ্রের মহোৎসব করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এইরূপ হয়েন। চেদিদেশের ঈশ্বর বসু ইন্দ্রোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া বর দান ও মহাযজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন এবং ইন্দ্রের প্রীতির নিমিত্ত ইন্দ্রোৎসব করিতে লাগিলেন।

অমিততেজা বসুর পঞ্চ পুত্র জন্মিল। সম্রাট্ পুত্রদিগকে নানা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে রাজন্! তাঁহার এক পুত্রের নাম বৃহদ্রথ; ইনি মগধদেশে বিখ্যাত এবং প্রধান রথী হইয়াছিলেন। আর এক পুত্রের নাম প্রত্যগ্রহ। অপর পুত্রের নাম কুশাশ্ব; ইহাঁর নামান্তর মণিবাহন। অন্য পুত্রের নাম মাবেল। আর এক পুত্রের নাম যদু; যদু কাহারও নিকট পরাজিত হইতেন না। অমিত তেজা রাজর্ষির এই পঞ্চ পুত্র ছিল। ইহাঁরা স্ব স্ব নামে পুর ও দেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ বংশ হইয়াছিল।

ইন্দ্রের প্রাসাদ আকাশে এবং ইন্দ্রদত্ত স্ফটিক নির্ম্মিত রথে যখন সেই মহাত্মা বসু বাস করিতেন, তখন গন্ধর্ব্ব ও অপ্সর সকল আসিয়া তাঁহার উপাসনা করিত। তিনি উপরি ভ্রমণ করিতেন, এই নিমিত্ত উপরিচর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

তাঁহার রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন পর্ব্বত কামার্ত্ত হইয়া শুক্তিমতী সম্ভোগের অভিলাষ করাতে, বসু সেই কোলাহল পর্ব্বতের উপর পদাঘাত করিলেন; পর্ব্বত বিদীর্ণ হইল; তাহার বিবর-দ্বার দিয়া শুক্তিমতী নদী বহির্গত হইল। সেই নদীতে কোলাহল পর্ব্বতের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। শত্রু বিমর্দ্দন, বসুপ্রদ, রাজর্ষি, বসু সেই পুত্রকে আপনার সেনাপতি এবং গিরিকা নাম্নী সেই কন্যাকে আপন পত্নী করিলেন। গিরিকা পুংসবন কালে ঋতুস্নাতা ও শুচি হইয়া রাজাকে নিবেদন করিল; যে দিবসে গিরিকা ঋতুস্নান করিল, সেই দিবসে রাজার পিতৃলোকেরা প্রীত হইয়া রাজাকে মৃগয়া করিতে কহিলেন। রাজা পিতৃলোকের আদেশানুসারে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন বটে, কিন্তু সেই অসামান্য রূপ লাবণ্য সম্পন্না সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা গিরিকা সর্ব্বদা তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় থাকিল।

রাজা মৃগয়ার নিমিত্ত বসন্ত কালে অনেক অশোক চম্পক সহকার অতিমুক্ত পুন্নাগ কর্ণিকার বকুল পাটল নারিকেল চন্দন অর্জ্জুন প্রভৃতি সুস্বাদ ফল শোভিত নানা প্রকার বৃক্ষ দ্বারা বিরাজিত, কোকিলালাপ সঙ্কুল, মত্ত মধুকর ঝঙ্কার পূরিত, চৈত্ররথ তুল্য এক বনে প্রবেশ করিলেন কিন্তু গিরিকাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় আকুল ও মদন বেদনায় অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত, কুসুমিত, পল্লবিত, নব স্তবক শোভিত, মধুগন্ধ যুক্ত এক অশোক বৃক্ষ দেখিলেন এবং সেই তরুতলে ছায়ায় সুখাসীন হইয়া সমীরণ সেবন দ্বারা আহ্লাদিত ও মুগ্ধ হইলেন। ইতি মধ্যে তাঁহার রেতঃস্খলিত হইল। রেতঃ নিষ্ফল না হয় এ জন্য রাজা বৃক্ষপত্রে সেই রেতঃ ধারণ করিলেন। পত্নীর ঋতু এবং নিজ রেতঃ কি রূপে ব্যর্থ না হয়, ইহাই বারম্বার বিচার ও চিন্তা করিয়া এবং মহিষীর ঋতুকাল উপস্থিত জানিয়া, তত্ত্বজ্ঞ রাজা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক রেতের সংস্কার করিয়া সমীপবর্ত্তি শীঘ্রগামি এক শ্যেন পক্ষিকে কহিলেন, হে সৌম্য! তুমি আমার প্রিয়া গিরিকার নিমিত্ত এই রেতঃ লইয়া যাও এবং তাহাকে শীঘ্র সমর্পণ কর। অদ্য তাহার ঋতু স্নানের দিবস।

বেগবান্ শ্যেন পক্ষী সেই রেতঃ গ্রহণ করিয়া উড্ডীয়মান হইয়া বেগে গমন করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে আর এক শ্যেন পক্ষী তাহার নিকটে আসিল। তাহাদিগের পরস্পর তুণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে সেই রেতঃ যমুনার জলে পতিত হইল। অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্ম শাপে মীনরূপ প্রাপ্ত হইয়া যমুনায় বাস করিত। সেই মৎস্যরূপধারিণী অদ্রিকা শীঘ্র আসিয়া শ্যেনপাদচ্যুত সেই রেতঃ ভক্ষণ করিল। এই ঘটনার দশম মাসে জালিকেরা সেই মৎস্যাকে জালে বন্ধন করিল। অনন্তর মৎস্যার উদর হইতে এক কন্যা ও এক পুত্র বহির্গত হইল। জালিকেরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল, মহারাজ! এই মৎস্যার গর্ভে দুই মানুষ জন্মিয়াছে। উপরিচর রাজা মৎস্যার গর্ভজাত পুত্রকে গ্রহণ করিলেন; ইনিই মৎস্যনামে বিখ্যাত ধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা হইয়াছিলেন। শাপ দিবার সময়ে ভগবান্ অদ্রিকাকে কহেন, যে তুমি দুই মানুষ প্রসব করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইবে, সুতরাং সে এক্ষণে শাপ মুক্ত হইয়া মৎস্য রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্সরা হইয়া বিমান পথে প্রস্থান করিল। সুরূপা সৎস্বভাব সম্পন্না, সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা, সর্ব্বাঙ্গে-মৎস্যগন্ধবিশিষ্টা মৎস্যা-গর্ভজাতা কন্যা রাজার অনুমতি ক্রমে ধীবরের কন্যা হইল। মৎস্যঘাতির আশ্রয়ে ছিল বলিয়া কিছুকাল তাহার নাম মৎস্যগন্ধা হইল, কিন্তু তাহার নাম সত্যবতী। সত্যবতী পিতার আদে-

শানুসারে জলে নৌকা বাহন কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

দ্বিতীয়খণ্ডং

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্। যদ্গৃহং বালকৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্ধ্রুবং॥

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশান সমান।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে স্ত্রী সকল বহু কল্যাণভাগিনী এবং আদরণীয়া; ইহাঁরা গৃহ উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।

সর্ব্বাবয়বসম্পন্নাং সুশীলামুদ্বহেৎ সুধীঃ। ক্রয়ক্রীতা তু যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে॥

পুরুষ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্না এবং সুশীলা স্ত্রীর সহিত বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধি সম্মত পত্নী নহে।

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ॥

স্ত্রী পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না সংক্ষেপেতে তাঁহারদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে।

তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরং॥

স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকিলেও কেহ কাহার প্রতি ব্যভিচার না করেন, এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥

যে পরিবারে স্বামী, ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সে পরিবারে নিশ্চিত কল্যাণ।

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী। মনোবাক্কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥

সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী, এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু। সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া॥

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবেন।

ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী। ন চাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী॥

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না। এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না।

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং॥

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

নিত্যৈর্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যং এষধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ। সদ্বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ॥

স্ত্রীরা স্বামির বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহারদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী সদাচারশীলা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন।

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ। দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ॥

স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক, যেহেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃ কুল ও ভর্ত্তৃ কুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ। আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহ মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা; যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা। যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরু পত্নী স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূ স্বরূপ ; ইহা মুনিরা করিয়াছেন।

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি, যে তত্ত্ববোধিনী সভার নিম্ন লিখিত সংশোধিত নিয়ম সকলের বিবেচনা ও গ্রাহ্য জন্য আগামী ১০ বৈশাখ বৃহস্পতি বার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য-মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

নিয়ম

যাহা উক্ত বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত হইবে

সভার সঙ্কল্প

১ বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

সভ্য হইবার যোগ্যতা

২ যে সকল মহাশয়েরা সভার উদ্দেশ্য কার্য্য সম্পাদনে উৎসুক হইয়া সভার বিত্ত সংস্থানার্থে প্রতি মাসে ন্যূন কল্পে চারি আনা প্রদান করিবেন তাঁহারা সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

সভ্য হইবার রীতি

৩ যাঁহারা এই সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সভার সম্পাদককে তদর্থে সংবাদ লিখিলে অথবা সভ্য শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে স্বাক্ষর করিলে সম্পাদক তাঁহাকে সভ্য মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহার নিকটে সভার নিয়ম পুস্তক পাঠাইবেন এবং তাঁহার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিবেন।

সভা প্রবেশ দক্ষিণা

৪ যিনি সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইবেন, সভা প্রবেশ দক্ষিণা স্বরূপে সভাতে তাঁহাকে এক টাকা প্রদান করিতে হইবেক ; যে পর্য্যন্ত ঐ টাকা আদায় না হয় তদবধি তিনি সভ্যের অধিকার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না।

সভ্যদিগের অধিকার

৫ প্রত্যেক সভ্য যে মাসে সভ্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবেন সেই মাস অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন ; সাম্বৎসরিক বা বিশেষ সভাতে উপস্থিত হইয়া আপন আপন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন, সভার নিয়মানুসারে নূতন প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং অবকাশ দিবস ভিন্ন প্রত্যহ বেলা দশ ঘণ্টা অবধি পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্যালয়ে আগমন করিয়া সভার সমস্ত কাগজ পত্র হিসাব বহি দেখিতে পাইবেন, ও গ্রন্থালয়স্থ পুস্তক সকল তথায় পাঠ করিতে পারিবেন।

দাতা বিশেষের অধিকার

৬ যাঁহারা মাসিক এক টাকা বা তদধিক দান দিবেন তাঁহারা প্রচলিত নিয়মানুসারে সভার গ্রন্থালয় হইতে গ্রন্থ সকল ঋণ পাইতে পারিবেন।

দ্বাদশ মাসের দাতব্য না দিলে দণ্ড

৭ যদি কোন সভ্য দ্বাদশ মাসের দাতব্য না দেন, সম্পাদক তাঁহাকে পত্র দ্বারা সংবাদ দিবেন যে এক মাস মধ্যে তাঁহার দাতব্য আদায় না হইলে সভ্য শ্রেণী হইতে তাঁহার নাম রহিত করিবার নিমিত্তে অধ্যক্ষদিগের নিকটে প্রস্তাব করা যাইবেক, ইহাতেও তাঁহার যদি সমুদায় দাতব্য অনাদায়ি থাকে এবং সেই সমুদায় দাতব্য অনাদায়ি থাকিলে অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন, তবে তাঁহাকে রহিত করিয়া তাঁহার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবেক।

বহিষ্কৃত সভ্যের দাতব্য

৮ যিনি অধ্যক্ষদিগের মতে সভ্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন তাহার মাসিক দাতব্যের সমুদায় অনাদায়ি অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

সভা হইতে সভ্যদিগের অবসর হইবার উপায়

৯ কোন সভ্য সভা হইতে অবসর হইতে ইচ্ছা করিলে আদৌ তাঁহার অবশিষ্ট দাতব্য পরিশোধ করিয়া ও গ্রন্থালয় হইতে যে কোন গ্রন্থ ঋণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া সম্পাদককে পত্র দ্বারা সংবাদ পাঠাইলে অবসর পাইতে পারিবেন,

নতুবা অবসর হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবেক না।

সভার প্রকার ভেদ

১০ সভা দুই প্রকার হইবেক; সাম্বৎসরিক সভা ও বিশেষ সভা।

সাম্বৎসরিক সভা

১১ বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে দিবা পাঁচ ঘটার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক। ঐ সভাতে অধ্যক্ষেরা গত বৎসরের সমুদায় কর্ম্মের বিবরণ সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে অবগত করিবেন এবং তথায় অন্য যে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইবেক যথা নিয়মে তাহা নিষ্পন্ন হইবেক।

সাম্বৎসরিক সভার নিয়োজন

১২ সাম্বৎসরিক সভার পূর্ব্বে সভ্যগণকে সভারোহণের নিমিত্তে সংবাদ পত্রে বারম্বার বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করা যাইবেক।

বিশেষ সভা

১৩ কোন বিষয়ে সভ্যদিগের মত গ্রহণের নিমিত্তে বিশেষ সভা আহ্বান করা অধ্যক্ষদিগের আবশ্যক বোধ হইলে অথবা অন্যূন দশ জন সভ্য কোন প্রস্তাব বিচার করণার্থে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে অধ্যক্ষদিগকে পত্র দ্বারা অনুরোধ করিলে অধ্যক্ষেরা সভার দিন স্থির করিয়া তদ্দিবসের অন্যূন পঞ্চদশ দিবসের পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে ঐ সভার বিজ্ঞাপন করত সভ্যদিগকে আহ্বান করিবেন।

সভার লক্ষণ

১৪ দশ জন সভ্য একত্র না হইলে সাম্বৎসরিক সভা বা বিশেষ সভা হইবেক না।

সভাতে দশ জন সভ্য একত্র না হইলে কি কর্ত্তব্য

১৫ সাম্বৎসরিক সভা বা বিশেষ সভার নিরূপিত সময়ের পর অর্দ্ধ ঘটা কাল দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিতে পারিবেন; অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহের রীতি

১৬ সভাস্থ সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশের মতানুযায়ী কর্ম্ম হইবেক; সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক। কিন্তু সভার সংকল্প পরিবর্ত্তন বিষয়ক কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তাহার নিষ্পত্তি জন্য যে পক্ষে সভ্যদিগের চারি অংশের তিন অংশের অভিমত হইবেক, তাহাই গ্রাহ্য হইবেক এবং এতদ্বিষয়ে অনুপস্থিত বা দূর দেশ বাসি সভ্যেরা পত্রের দ্বারা আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করিতে পারিবেন, এবং তাঁহারদিগের সেই মত উপস্থিত সভ্যদিগের মতের তুল্য গৃহীত হইবেক।

সভাতে প্রস্তাব ধার্য্য করণের রীতি

১৭ সাম্বৎসরিক বা বিশেষ সভায় উপস্থিত কোন সভ্য ইচ্ছানুসারে প্রস্তাব করিতে পারিবেন, এবং সভাস্থ অন্য কোন সভ্য তৎ প্রস্তাবে পোষকতা করিলে যথা নিয়মে তাহা ঐ সভায় বিচারিত ও ধার্য্য হইবেক কিন্তু ঐ প্রস্তাব সভার সঙ্কল্প বিষয়ক অথবা নূতন নিয়ম সংস্থাপন বা প্রচলিত নিয়ম রহিত বা অন্যথা করণ বিষয়ক অথবা ভবিষ্যৎ ব্যয় বিষয়ক হইলে ঐ প্রস্তাব সেই সভায় বিচারিত না হইয়া তৎপরে অন্য এক বিশেষ সভায় বিচারিত ও ধার্য্য হইবেক।

উচ্চ পদস্থ কর্ম্ম চারি নিয়োগ

১৮ সভ্যেরা সভ্যশ্রেণী হইতে এক জন সভাপতি, ছয় জন অধ্যক্ষ, এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষ, পাঁচ জন গ্রন্থাধ্যক্ষ, এক জন সম্পাদক, এক জন বেতনভুক্ সহকারি সম্পাদক, ও এক জন বেতনভুক্ গ্রন্থ সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন।

সভাপতির অধিকার

১৯ সাম্বৎসরিক ও বিশেষ সভায় ও অধ্যক্ষ সভায় সভাপতি প্রধান আসনে উপবিষ্ট হইয়া সভার কার্য্য যথারীতি নির্ব্বাহ করিবেন।

সভাপতির প্রতিনিধি

২০ কোন সভায় সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে এক জন সভ্যকে সভাপতির প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিবেন; এবং ঐ প্রতিনিধি তৎ সভায় সভাপতির

সমস্ত ক্ষমতা ধারণ পূর্ব্বক তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।

অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য

২১ অধ্যক্ষেরা সভার যাবতীয় প্রচলিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন, যথা নিয়মে কর্ম্মচারি সকল নিযুক্ত করিবেন, আয় ব্যয় সংক্রান্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, প্রয়োজন মতে সভা আহ্বান করিবেন, সাম্বৎসরিক সভায় সভা দ্বারা নিষ্পাদিত কর্ম্ম বিষয়ক ও আয় ব্যয় বিষয়ক বার্ষিক বিবরণ প্রদান করিবেন এবং সাধ্যানুসারে সভার উন্নতি চেষ্টা করিবেন।

সভাপতি ও অধ্যক্ষদিগের স্বপদে থাকিবার কাল নিরূপণ

২২ কোন সভাপতি বা অধ্যক্ষ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না এবং তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ সভাশ্রেণী হইতে রহিত হইলেই তাঁহার সভাপতিত্ব বা অধ্যক্ষতা পদ শূন্য হইবেক।

অধ্যক্ষ হওনের অযোগ্যতা

২৩ কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসৃত হইলে সেই অবসর দিন অবধি এক বৎসরের মধ্যে তিনি আর অধ্যক্ষ হইতে পারিবেন না।

অধ্যক্ষদিগের কর্ম্মের রীতি

২৪ অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক। অধ্যক্ষদিগের দুই পক্ষ সমান হইলে যে পক্ষে সভাপতি সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

অধ্যক্ষ সভা আহ্বান

২৫ সম্পাদক স্বয়ং অধ্যক্ষ সভার প্রয়োজন বোধ করিলে অথবা কোন এক জন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ সভার নিমিত্তে সম্পাদককে জানাইলে তিনি অধ্যক্ষদিগকে আহ্বান করিবেন।

বেতন ভুক্ কর্ম্মচারি

২৬ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে সহকারি সম্পাদক ও গ্রন্থ সম্পাদক ভিন্ন যে সকল বেতনভুক্ কর্ম্মচারির প্রয়োজন হইবেক অধ্যক্ষদিগের মতে ঐ কর্ম্মচারি সকল নিযুক্ত হইবেক এবং সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের সমীপে ঐ কর্ম্মচারিদিগের নামোল্লেখ করিবেন।

বেতনভুক্ কর্ম্মচারিরা অধ্যক্ষদিগের অধীন

২৭ বেতনভুক্ কর্ম্মচারিরা অধ্যক্ষদিগের অধীন ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবেক এবং অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশ ব্যক্তি আবশ্যক বোধ করিলে সহকারি সম্পাদক ও গ্রন্থ সম্পাদক ভিন্ন অন্য অন্য বেতনভুক্ কর্ম্মচারিদিগকে পদচ্যুতও করিতে পারিবেন।

সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা

২৮ সভার সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা অধ্যক্ষদিগের প্রতি রহিল।

সভা হইতে মুদ্রিত গ্রন্থ দান করিবার ক্ষমতা

২৯ পুস্তকালয় স্থিত পুস্তক ভিন্ন সভা হইতে যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে তাহা অধ্যক্ষেরা পাত্র বিশেষে দান করিতেও পারিবেন।

অধ্যক্ষদিগের নিয়ম করণ ক্ষমতা

৩০ মূল নিয়মানুযায়ী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে তদুপযোগী নিয়ম সকল সংস্থাপন করিবার ভার অধ্যক্ষদিগের প্রতি অর্পিত হইল।

কার্য্যাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য

৩১ কার্য্যাধ্যক্ষ সম্পাদকীয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করিবেন এবং গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের মধ্যে গণ্য থাকিবেন।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য

৩২ প্রচলিত নিয়মানুসারে সম্পাদক সভার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, সাম্বৎসরিক ও বিশেষ সভা ও অধ্যক্ষ সভার কার্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখিবেন, সভার প্রাপ্য টাকা যথা বিহিত অঙ্গীকার পত্র দিয়া গ্রহণ এবং সভার প্রয়োজন মতে যথা নিয়মে তাহা ব্যয় করিবেন, আয় ব্যয়ের বিবরণ প্রতি মাসে অধ্যক্ষদিগকে অবগত করিবেন এবং সভার নিয়ম রক্ষায় সতত সতর্ক থাকিবেন।

আট টাকার অনধিক বেতনের কর্ম্মচারী

৩৩ অধ্যক্ষদিগের দ্বারা আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের কোন নূতন কর্ম্মচারি নিয়োগের অনুমতি হইলে অথবা উক্ত বেতনভোগি কোন কর্ম্মচারির পদ শূন্য হইলে তাহার পদে লোক নিযুক্ত করণের ভার সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

অধ্যক্ষদিগের কর্ম্ম নির্ব্বাহ

৩৪ সভার সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের সম্পাদকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

সহকারি সম্পাদকের কর্ত্তব্য

৩৫ সহকারি সম্পাদক সম্পাদককে তাঁহার তাবৎ কার্য্যে সাহায্য করিবেন এবং

তাঁহার অনুপস্থিতে তাঁহার সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য

৩৬ কোন নূতন রচিত প্রস্তাব, অথবা স্বদেশীয় বা বিদেশীয় কোন ভাষার পুরাতন গ্রন্থ, যাহা গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের বিবেচনায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্তে সভার সংকল্প সিদ্ধির উপযোগী বোধ হইবে, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার জন্য অধ্যক্ষদিগকে তাঁহারা অনুরোধ করিবেন. অধ্যক্ষেরা ধনের সঙ্গতি অনুসারে তাঁহারদিগের সে অনুরোধ পালন করিতে যত্ন করিবেন। কিন্তু সভার কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ক গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে সভা হইতে প্রকাশ যোগ্য বোধ না হইলে অধ্যক্ষেরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

গ্রন্থসম্পাদকের কর্ত্তব্য

৩৭ গ্রন্থ সম্পাদক সভার সংকল্প সিদ্ধির উপযোগী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল রচনা করিবেন এবং গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের সম্পাদকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ধন কোথায় রক্ষিত হইবেক

৩৮ সভার ধন সম্পাদকের নিকটে থাকিবেক।

ধন ব্যয়

৩৯ মাসিক বেতন ব্যতীত অপর যে কোন ব্যয় আবশ্যক হইবেক সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের অনুজ্ঞা লইয়া তাহা ব্যয় করিবেন। পরন্তু প্রতি মাসে আট টাকার ন্যূন এমত অনির্দ্ধারিত ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে সম্পাদক তাহা স্বয়ং করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞার প্রয়োজন থাকিবেক না।

পুস্তক ঋণ পাইবার রীতি

৪০ নিয়মানুসারে যে সকল সভ্য পুস্তকালয় হইতে পুস্তক সকল ঋণ পাইতে পারিবেন তাঁহারা তদর্থে সম্পাদককে জানাইলে সম্পাদক তাঁহার নিকট হইতে পুস্তক প্রাপ্তির অঙ্গীকার লইয়া তাঁহাকে পুস্তক ঋণ দিবেন।

এক কালে একাধিক পুস্তক না দিবার বিধি

৪১ সভ্যেরা এক কালে একাধিক গ্রন্থ ঋণ পাইবেন না, এবং কোন গ্রন্থ বহু খণ্ডে বিভক্ত হইলে এক কালে দুই খণ্ডের অধিক প্রাপ্ত হইবেন না।

ঋণ প্রাপ্ত গ্রন্থ রাখিবার কাল

৪২ এক মাসের অধিক কেহ সভার পুস্তক আপনার নিকট রাখিতে পারিবেন না। যদি এক মাসের অধিক তাহা রাখিবার প্রয়োজন হয় তবে তাহাতে অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের সম্মতি আবশ্যক হইবেক। কিন্তু ইতোমধ্যে সভার কার্য্যার্থে তাহা প্রয়োজন হইলে তাঁহার প্রতিপ্রেরণ করিতে হইবে।

পুস্তক নষ্ট করিবার দণ্ড

৪৩ যে ব্যক্তি সভার কোন পুস্তক নষ্ট করিবেন, তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার মূল্য অথবা সর্ব্বতোভাবে তত্তুল্য পুস্তক ক্রয় করিয়া দিবেন। এক খণ্ড পুস্তক নষ্ট করিলে অবশিষ্ট খণ্ড গ্রহণ করিয়া সমুদায় পুস্তকের মূল্য বা সমুদায় পুস্তক ক্রয় করিয়া দিতে হইবেক।

দূরদেশে পুস্তক না দিবার বিধি

৪৪ দূরদেশে কাহাকেও পুস্তক পাঠান যাইবেক না।

দুষ্প্রাপ্য পুস্তক দিবার নিষেধ

৪৫ যে সকল পুস্তক এ খানে পাওয়া যায় না, তাহা কাহাকেও দেওয়া যাইবেক না।

পুস্তক ঋণ পাইবার অধিকার

৪৬ সভার পুস্তকালয় হইতে কোন পুস্তক ঋণ পাইবার অধিকার সভার সভ্য ভিন্ন অন্য কাহারও থাকিবেক না।

পাত্র বিশেষে পূর্ব্ব নিয়মের অন্যথা

৪৭ সভার সভ্য ভিন্ন কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অথবা কোন যোগ্য পাত্র অথবা অন্য কোন বিখ্যাত সভা কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থে তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয় হইতে যদি কোন পুস্তক প্রার্থনা করেন তবে সম্পাদক তাহা অধ্যক্ষদিগকে জানাইবেন এবং তাঁহারদিগের অধিকাংশের অভিমতে সেই ব্যক্তি বা সেই সভাকে সেই পুস্তক ঋণ দিবেন।

১ বৈশাখ মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১০। কলিকাতাব্দ ১৯৫৪।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় কল্প — তৃতীয় ভাগ — তৃতীয় কল্প

১১৮ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

১৭৭৫ শকের প্রথম মাসিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ

যিনি সম্বৎসর সকল বিঘ্ন নিবারণ করিয়া আমারদিগকে সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছেন, আমরা সেই বিঘ্ন-বিনাশন বিশ্ব-পিতাকে বার বার নমস্কার করি। হে জগদীশ! তুমি এক এক নিমিষে যে আমারদিগের কত কল্যাণ সাধন করিতেছ, এবং আমারদিগের এক এক নিশ্বাস-ক্রিয়াতেই যে কত দয়া প্রকাশ করিতেছ, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহাতে তুমি একাদিক্রমে এক বৎসর পর্য্যন্ত আমারদের উপর কত করুণা বর্ষণ করিয়াছ, তাহা কিরূপে কীর্ত্তন করিব! কিরূপেই বা ইহার আরম্ভ করিব! কোথায়াই বা শেষ করিব! এই এক বৎসর তোমার প্রসাদে যথা বিধানে আহার পান প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমারই প্রসাদে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে সুস্থ শরীরে কালযাপন করিয়াছি; তোমারই প্রসাদে নানা বিধ নির্দ্দোষ সুখ লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিয়াছি; তোমারই প্রসাদে কত কত জ্ঞানগর্ভ সুললিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তোমার অচিন্ত্য মহিমা ও অপার করুণার বিষয় অনুশীলন করত জীবন সার্থক করিয়াছি; তোমারই প্রসাদে কত কত প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র সাধু মিত্রের সহিত সহবাস করিয়া তাঁহারদের অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি; এবং তোমারই প্রসাদে সাধ্যানুসারে পরম পবিত্র পুণ্য-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছি।

আমরা দিবাভাগে তোমার আদেশানুগত আচরণ করিয়া অতীব পরিশুদ্ধ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি, এবং রাত্রিকালে তোমার আশ্রয়ে নির্ভয়ে অবস্থিতি পূর্ব্বক অকাতরে নিদ্রাগত থাকিয়া শরীর ও মনের শ্রান্তি হরণ করিয়াছি। মাতা যেমন স্নেহাস্পদ শিশু সন্তানের নিদ্রাকর্ষণের নিমিত্ত তাহাকে নিভৃত নিস্তব্ধ স্থানে শয়ন করান, এবং আলোক দ্বারা তাহার চক্ষু পীড়া ও নিদ্রার ব্যতিক্রম ঘটনার আশঙ্কায় তত্রস্থ দীপ-শিখা নির্ব্বাণ বা স্থানান্তরিত করেন, হে পরম পিতঃ পরমেশ্বর! তুমি সেইরূপ স্বকীয় সন্তানগণের সুষুপ্তি সাধনের নিমিত্ত নিশা-জনিত তিমিরাবরণ দ্বারা আমারদিগকে আবরণ কর, এবং আমারদের নিদ্রার ব্যাঘাত আশঙ্কায় সমুদায় নিস্তব্ধ করিয়া রাখ।

আমরা তোমার প্রসাদে অবলীলাক্রমে নিরুদ্বেগে কাল হরণ করিয়া আসিতেছি; তুমি পর্য্যায়ক্রমে ঋতু পরিবর্ত্তনের যে পরম সুন্দর সুখকর প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছ, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে কি বিষম প্রমাদই

উপস্থিত হইত। তুমি ভূমণ্ডল-পরিবেষ্টনকারি প্রবল সমুদ্রের সীমা যে পর্য্যন্ত নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছ, তাহার অতিক্রম হইলে পশু, পক্ষি, মনুষ্যাদি সম্বলিত সমস্ত ভূমণ্ডল জলে প্লাবিত হইয়া যাইত। এক দিবস মাত্র সূর্য্যোদয় না হইলে, যে অসম্ভাবিত ভয়ঙ্কর ব্যাপার উদ্ভাবিত হইত, তাহা অনুভব করা সুকঠিন। আমারদের অধিষ্ঠান ভূতা পৃথিবী যে নির্দ্দিষ্ট পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা হইতে অপসারিত হইলে, অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইত। চন্দ্র যদি স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর প্রলয় দশা উপস্থিত হইত। কিন্তু হে করুণানিধান! তুমি তাহারদিগকে এপ্রকার শুভকর নিয়মপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, যে কোন কালে তাহার কিছুমাত্র অতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। কত কোটি কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে, পরেও কত কোটি কোটি বৎসর অতীত হইবে, তথাপি তোমার কল্যাণকর বিধানের অন্যথা হইবে না।

আমরা তোমার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণার বিষয় কি কীর্ত্তন করিব। তুমি আমারদিগের শরীর সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম করিবার অভিপ্রায়ে তাহাতে ২৪৫ খণ্ড অস্থি ও ৪৪৬ টা মাংসপেশী স্থাপন করিয়াছ। তাহার এক খণ্ড অস্থি বা একটি মাংসপেশীর ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রমাদ উপস্থিত হয়। হৃদয়, পাকস্থলী ও শোণিত সঞ্চালন সম্বন্ধীয় সমুদায় কার্য্য অবিশ্রান্ত সমান চলিতেছে, কিন্তু তাহার কোন অংশে বিপর্য্যয় ঘটিলে এক দণ্ডে মৃত্যুদশা উপস্থিত হইতে পারে। একবার মাত্র নিশ্বাস রোধ হইলেই শরীরের সহিত প্রাণের বিচ্ছেদ হইতে পারে। ইহাতেও যে সম্বৎসর কাল আমরা বিনা বিঘ্নে শরীর রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, ইহা কেবল তোমারই মঙ্গলময় নিয়মের শুভদায়ক ফল। যদি তোমার করুণা-জনিত শারীরিক বিধান পরিপালনে সমর্থ হই, তাহা হইলে আরও কত বৎসর এই প্রকারে ক্ষেপণ করিতে পারিব। আমারদিগের অন্তঃকরণস্থ রিপু সকল বার বার উত্তেজিত হইয়া প্রবল পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক কত কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে; কেবল তোমারই মঙ্গলময় কৌশল বলে আমরা তাহারদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাভব করিয়া আসিয়াছি। কত ব্যক্তির কত প্রকার দুষ্ট প্রকৃতি; তাহারা চৌর্য্য, প্রতারণা, পরানিষ্ট সাধন প্রভৃতি নানা প্রকার কুকর্ম্ম সম্পাদনার্থে সর্ব্বদা সচেষ্টিত আছে। ইহাতেও যে আমরা বিশেষ বিঘ্ন ব্যতিরেকে সম্বৎসর কাল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছি, ইহা কেবল তোমার এই বিশ্ব-রাজ্যের আশ্চর্য্য কৌশলেরই গুণ।

আমরা কি করিতেছি! কি বলিতেছি! তোমার এক নিমেষের করুণার বর্ণনা করিয়া কি শেষ করিবার উপায় আছে? সম্বৎসর মধ্যে সুখাবহ সমীরণের এপ্রকার একটি হিল্লোলও উৎপন্ন হয় নাই, যে তদ্দ্বারা আমারদের শুভ সঞ্চার না হইয়াছে। মেঘ হইতে একপ এক মাত্র বারি-বিন্দুও পতিত হয় নাই, যে তাহা অমৃতবৎ হইয়া আমারদের সুখ সাধনের অনুকূল না হইয়াছে; অসীমবৎ মহাসিন্ধুর একপ একটি তরঙ্গও উত্থিত হয় নাই, যে তাহা আমারদের কল্যাণ বহন না করিয়াছে। মাতৃবৎ প্রতিপালিকা পৃথিবী একপ একটি শস্যও সমুৎপাদন করেন নাই, যে তাহা আমারদের স্বাস্থ্য সাধন ও ইন্দ্রিয় সেবা সম্পাদনের উপযোগী না হইতে পারে; জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য-বিম্বের একপ একটি রশ্মিও ধরণীতলে পতিত হয় নাই, যে তাহা আমারদের সর্ব্ববিধ সুখ সম্পত্তি সম্ভোগ বিষয়ে সহায়তা না করিয়াছে; সুধাকর চন্দ্র-মণ্ডল হইতে একপ একটি কিরণও নিঃসৃত হয় নাই এবং মধুরভাষি বনবিহারি বিহঙ্গগণের কণ্ঠ হইতে একপ একটি শব্দও নির্গত হয় নাই, যে তাহা আমারদের হৃদয় ধামে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ রূপ অমৃত রসের সঞ্চার না করিয়াছে। হে প্রেমসিন্ধু পরম সুহৃৎ! তুমি আমারদের উপর যে কত প্রেমামৃত অবিরত বর্ষণ করিতেছ, তাহা কি বলিব! কি প্রকারেইবা তোমার নিকট আমারদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। আ-

মরা সুস্নিগ্ধ ভক্তি-বাপীতে অবগাহন করিয়া পরম পবিত্র প্রীতি পুষ্প দ্বারা তোমাকে অর্চনা করিতেছি, এবং কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়া তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি। তুমি আমারদিগের শরীর ও মন সুস্থ রাখিয়াছ, তুমি আমারদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছ, তুমি ভূমণ্ডলে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছ; তুমি আমারদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে অনুকূল হইয়াছ; আমরা তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ধর্ম্মনীতি

১১৬ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৭ পৃষ্ঠার পর

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য।

সন্তানগণকে শিক্ষিত ও বিনীত করা পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য গুরুতর কর্ম্ম। তাঁহারা হৃদয়াধিক পুত্র কন্যাদিগের কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তাহারদিগকে সুচারুরূপ শিক্ষা দান দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহ ও অন্যান্য সমস্ত কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ করা কর্ত্তব্য। এক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়াছেন, লোক-সমাজে অশিক্ষিত সন্তান প্রেরণ করা আর ক্ষিপ্ত কুক্কুরের গলবন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে পথ মধ্যে ত্যাগ করা উভয়ই তুল্য।

আমরা কতক গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া সুখি হইতে পারি, পরমেশ্বর আমারদিগকে তদুপযোগি শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। আমারদিগের শরীর ও মন সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা কর্ত্তব্য, পরিজনবর্গকে রীতিমত প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত উচিত মত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারাদি দ্বারা জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কি রূপে এই সমস্ত শুভ কর্ম্ম সাধন করিতে হয়, তাহা বিশিষ্ট রূপ শিক্ষা ব্যতিরেকে জানিতে পারা যায় না।

পরমেশ্বর পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিদিগকে কতক গুলি স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারা সেই সমুদায়ের অনুগত হইয়া আবশ্যক মত সমস্ত কর্ম্ম সুন্দররূপ সম্পাদন করিতে পারে। মধুমক্ষিকাগণ যেরূপ মনোহর মধুক্রম প্রস্তুত করে, মনুষ্যদিগকে তাহা নির্ম্মাণ করিতে হইলে, অনেক দর্শন, বিস্তর কৌশল ও গণিত বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক করে। মধুমক্ষিকাগণ গণিতবিদ্যাও শিক্ষা করে না, মনুষ্যের ন্যায় প্রগাঢ় বুদ্ধি-বিশিষ্টও নহে। পরমেশ্বর তাহারদিগকে এ বিষয়ে যে সকল স্বভাব-সিদ্ধ অভ্রান্ত সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারই অনুবর্ত্তি হইয়া এই দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে। আমারদিগকে এরূপ পরিপাটী গৃহ প্রস্তুত করিতে হইলে, তৎ সংক্রান্ত সমুদায় বিষয় অবধারণ করণার্থ কত শতাব্দ পর্য্যন্ত অনুশীলন করিতে হইত, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন।

ইতর জন্তুরা পরমেশ্বর-প্রদত্ত স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার বিশেষের বশবর্ত্তি হইয়া শিশুগণের যে প্রকার পরিপাটীরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মনুষ্য অশেষবিধ বুদ্ধি-কৌশল করিয়াও স্বীয় সন্তানদিগের ভরণ পোষণাদি বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের তুল্য রূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারেন না। তাহারদিগকে মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধি পরিচালন করিয়া এসকল বিষয় নিরূপণ করিতে হয় না, পরমেশ্বর তাহারদিগকে যে সমস্ত ভ্রান্তি-শূন্য স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তাহারদিগের পরম গুরু।

করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যগণকেও তদনুরূপ কতক গুলি সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিই তাঁহারদিগের পক্ষে সর্ব্ব প্রধান। অপত্যস্নেহ ও উপচিকীর্ষা বৃত্তি থাকাতে, সন্তানগণের ভরণ পোষণ ও সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদন বিষয়ে স্বভাবতই অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে, কিন্তু কিরূপে এই পরম রমণীয় মনোরথ সুসিদ্ধ হইতে পারে, বুদ্ধি পরিচালন ও বিদ্যা অধ্যয়ন না করিলে তাহা সুন্দররূপ শিক্ষা করা যায় না। তাহারদিগকে

কোন্ অবস্থায় কিরূপ স্থানে স্থাপন করা বিধেয়, কত বয়সে কিরূপ অন্ন বস্ত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহারদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে অন্য অন্য কি কি বিধান করা বিহিত, তাহারদিগকে সুশিক্ষিত ও বিনীত করিবার নিমিত্ত কীদৃশ শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপন করা আবশ্যক, এ সমুদায় সুচারুরূপে জানিতে হইলে, তত্তদ্বিষয়ক নানাবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হয়। এইরূপ আপনার প্রতি, পরম প্রিয় পরিজনবর্গের প্রতি, স্নেহাস্পদ স্বদেশের প্রতি, প্রীতিভাজন মনুষ্য মাত্রের প্রতি, করুণাস্থান ইতর জীবের প্রতি, এবং অতীব শ্রদ্ধাস্পদ পরম ভক্তি-ভাজন পরমেশ্বরের প্রতি কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য, এসমুদায় বিশিষ্টরূপ বিদ্যানুশীলন ব্যতিরেকে সুন্দর রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না।

করুণা-নিধান বিশ্ব-বিধান-কর্ত্তা আমারদিগকে বুদ্ধি-প্রধান ও ধর্ম্ম-প্রধান করিয়া এই সুচারু অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং আমারদিগকে তৎসাধনের উপযোগি প্রচুর শক্তিও প্রদান করিয়াছেন।

অতএব, নরলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত অবশ্য-প্রতিপাল্য কল্যাণকর ব্রত পালন করিতে হয়, তদ্বিষয়ের জ্ঞান লাভই বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। যেরূপ শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে অভ্যাস পায়, পরমেশ্বরের বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাঁহার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ও অতি কল্যাণকর অভিপ্রায় সমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি সঞ্চারিত হয়, তাহাকেই প্রকৃতরূপ শিক্ষা কহা যায়।

যদি এই সমস্ত কল্যাণ লাভ বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য হইল, তবে বালক-বালিকাদিগকে কিরূপে কোন্ কোন্ বিষয়ের শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করা উচিত। অনেকে ভাষা শিক্ষাকেই প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা বোধ করেন, এবং যে ব্যক্তি আপনাকে যত প্রকার ভাষায় ব্যুৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার তত প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এরূপ কহিয়া থাকেন, অমুক ইংরেজী, পারসী, আরবি, বাঙ্গালা চারি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন; কিন্তু ভাষা শিক্ষা যে প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষা নহে, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। বিশ্ববিধাতার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ, আশ্চর্য্য কৌশল, এবং শুভকর অভিপ্রায় বিষয়ে যে ভাষার যাহা কিছু শিক্ষা করা যায়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা।

ফলতঃ, ভাষা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান-শিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা, জ্ঞান রূপ ভাণ্ডারের দ্বার স্বরূপ; সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হয়। চির জীবনই কেবল দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিলে কি রূপে জ্ঞান রূপ মহারত্ন লাভের সম্ভাবনা থাকে? জ্ঞান রত্ন লাভার্থে যত্ন ও প্রতীক্ষা না করিয়া কতক গুলি ভাষা শিক্ষায় কাল ক্ষেপ করিলে, অসিদ্ধ-কাম ভিক্ষুকের ন্যায় কেবল দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা হয়। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা কথা প্রসঙ্গে ব্যক্তি বিশেষকে বৈয়াকরণিক বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল ব্যাকরণ শাস্ত্র মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, জ্ঞান লাভ বিষয়ে নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কারণ এরূপ বৈয়াকরণিক জ্ঞান-কোষের কেবল দ্বার দেশ পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে এক মাত্রও পদ বিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন নাই।

এইরূপ গণিত ও লিপিবিদ্যাও প্রকৃত জ্ঞান নহে। জ্যোতিষাদি কতকগুলি বিদ্যা শিক্ষা করণার্থে গণিত বিদ্যা আবশ্যক করে এবং আপনার উপার্জ্জিত বিদ্যা অন্যকে অবগত করিবার নিমিত্ত লিপি-রচনা শিক্ষা করিতে হয়। যদি জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি শিক্ষা ও উপার্জ্জিত জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক না হইত, তবে গণিত ও রচনা শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিত না। অতএব, ভাষা, গণিত ও লিপিবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলে প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা হয় না; জ্ঞান শিক্ষা ও প্রচারের উপায় মাত্র শিক্ষা হয়। যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে পরাৎপর পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা।

বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যদি এই নিয়মই অবধারিত হইল, তবে অপর সাধারণ স্কুলের কোন্ কোন্ বিষয় অভ্যাস ও আলোচনা করা উচিত,তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

১—ভাষা শিক্ষার উপযোগী পুস্তক পাঠ, এবং লিপি অভ্যাস ও রচনা শিক্ষা করা উচিত; কেন না এই তিন বিষয় জ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার করিবার প্রধান উপায়।

২—পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, কেন না জ্যোতিষাদি কতক গুলি বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইলে,গণিত বিদ্যা আবশ্যক করে। গণিত বিদ্যা,জ্যোতিষ ও শিল্প বিদ্যাদি অধ্যয়নের এক প্রধান সোপান।

৩—ভূগোল। ভূগোল বিদ্যা অভ্যাস করিয়া দেশ, প্রদেশ, নগর, গ্রাম, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির স্বভাব-সিদ্ধ ও মনুষ্য-কল্পিত চতুঃসীমা অবগত হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক দেশের জল, বায়ু ও ভূমির কিরূপ গুণ, তথায় কোন্ কোন্ বস্তু উৎপন্ন হয় এবং আচার ব্যবহার ও রাজ্য-শাসনের কি রূপ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, এই সমুদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

৪—প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত। এই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া জন্তু,উদ্ভিদ ও ধাতু সমুদায়ের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া উচিত। কিন্তু কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া ক্ষান্ত হইলে তাদৃশ ফল দর্শে না। যে সকল সামগ্রীর বর্ণনা পাঠ করিতে হয়, তাহা বিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া গুণাগুণ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৫—রসায়ন। চতুর্দ্দিকে যাবতীয় জড় বস্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে, তৎসমুদায় কি কি রূঢ় পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্ পদার্থের সহিত কোন্ পদার্থের যোগ করিলে কি রূপ গুণ সমুদ্ভূত হয়, এই সমস্ত বিষয়ের উপদেশ প্রদান করা রসায়ন বিদ্যার প্রয়োজন। এই মহোপকারি বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, জড়ময় জগতে জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল,অচিন্ত্য শক্তি ও অত্যুৎকৃষ্ট কার্য্য-পরিপাটী প্রত্যক্ষ হইতে থাকে।

৬—শারীরস্থান ও শারীরবিধান। এই দুই প্রধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের অবয়ব সংস্থান ও তৎসংক্রান্ত নিয়ম সমুদায় শিক্ষা করা যায়। এই সমস্ত শিক্ষা করিলে ছাত্রেরা অনায়াসে জানিতে পারে,করুণাময় পরমেশ্বর রোগ,আরোগ্য ও জীবনমৃত্যু অনেকাংশে আমারদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ঐশী শক্তি আমারদের কল্যাণার্থে এই রূপে সঞ্চারিত রহিয়াছে। তাঁহার সংস্থাপিত শুভকর শারীরিক নিয়ম পালন করিলেই, তাহার মঙ্গলময় ফল লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

৭—পদার্থবিদ্যা। রসায়ন ও শারীরবিধান অধ্যয়ন দ্বারা জড় পদার্থের যে সমস্ত গুণ অবগত হওয়া যায়, তদ্ভিন্ন তাহারদের অন্য অন্য গুণ, পরস্পর সম্বন্ধ, গতির নিয়ম ও কার্য্য-প্রণালীর বিবরণ [illegible] পদার্থবিদ্যার উদ্দেশ্য। জল,বায়ু ও [illegible]র স্বভাব এই বিদ্যায় বর্ণিত থাকে। শিল্প ও জ্যোতিষ শাস্ত্র এই বিদ্যার অন্তর্গত এ বিদ্যার অনুশীলন করিলে,অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রশস্ত হয়, মনের বৃত্তি সকল উন্নত হয়,মহিমার্ণব মহেশ্বরের মহীয়সী শক্তি ও অসীম জ্ঞানের শত শত নিদর্শন সংসারের সর্ব্বস্থানে স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া তৎপরিপালন দ্বারা আপনারদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হওয়া যায়।

৮—পুরাবৃত্ত। সুপ্রণালী-সিদ্ধ পুরাবৃত্ত বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিলে, কি কারণে কোন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এবং কি কারণেই বা জাতি বিশেষের অধঃপতন হইয়াছে, তাহা অবধারণ করা যায়, সুতরাং জগদীশ্বর জনসমাজের উন্নতি সম্পাদনার্থে যে সমস্ত স্বাভাবিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এক প্রকার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

৯—লোকযাত্রাবিধান। সর্ব্বলোকপালক সর্ব্বাধিপতি পরমেশ্বর অর্থের উৎপত্তি, উপার্জ্জন, বিনিময় ও তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবস্থোন্নতি বিষয়ে কিরূপ কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তৎ সমুদায় বিবরণ করা লোকযাত্রাবিধান বিদ্যার উদ্দেশ্য। সামাজিক কর্ত্তব্য সাধন ও বৈষয়িক

কর্ম্ম সম্পাদনের সুবিহিত রীতি সংস্থাপনার্থে এ বিদ্যা অধ্যয়ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য

১০—মনোবিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি। এই দুই পরম মঙ্গলদায়ক প্রধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে মনুষ্যের মানসিক স্বভাব, মনোবৃত্তি সমুদায়ের প্রয়োজন অপ্রয়োজন এবং ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে যথার্থ "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং" তাহা এই বিদ্যায় দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

১১—ব্রহ্মবিদ্যা। বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বিশ্বাধিপের স্বরূপ ও অভিপ্রায় নিরূপণ করিয়া তাঁহার সহিত আমারদের যে রূপ নিত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাঁহার উদ্দেশে আমাবদিগের যেরূপ চির কল্যাণকর অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য তাহা প্রদর্শন করা ব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশ্য। শারীরস্থান, শারীরবিধান, ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা যত প্রকার নিয়ম নিরূপিত হয়, সমুদায়ই পরম করুণাকর পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, মনুষ্যের শরীর ও মনের সহিত সেই সমস্ত শুভকর নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয় অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ অবধারিত আছে, শ্রদ্ধা ও পরিশ্রম পূর্ব্বক তৎসমুদায় শিক্ষা করিয়া তদনুরূপ ব্যবহার না করিলে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের আরাধনা কর্ম্ম সম্যক্রূপে সম্পন্ন হয় না; এই সমুদায় বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা মধ্যে নিবেশিত করিয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তাহারদিগকে তদনুযায়ি অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

১২—সাহিত্য। সাহিত্য পাঠ দ্বারা সাতিশয় বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, এবং যদি তাহাতে পরম পবিত্র পারমার্থিক বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণস্থ সৎপ্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত, প্রশস্ত ও পরিশোধিত হইয়া অপার আনন্দ উদ্ভাবন করে।

১৩—চিত্রবিদ্যাদি শিল্পবিদ্যা। পরমেশ্বর মনুষ্যকে চিত্রবিদ্যা, তূর্য্যবিদ্যা প্রভৃতি উপকারজনক ও লোকরঞ্জন শিল্প বিদ্যা শিক্ষার উপযোগি বিবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব তৎ সমুদায় মনুষ্যের সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ তন্মধ্যে যাঁহার যে বিষয়ে স্বভাব-সিদ্ধ শক্তি ও সমধিক অনুরাগ আছে, তিনি মনোনিবেশ পুরঃসর সেই বিষয়ের অনুশীলন করিলে তাহাতে সুনিপুণ হইয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিতে পারেন এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন তাহার সন্দেহ নাই।

সকলের সকল বিষয়ে সমান রূপ পারদর্শি হওয়া সম্ভাবিত নহে এবং নিতান্ত আবশ্যকও নহে। কিন্তু তৎসমুদায় স্থূল রূপে শিক্ষা করা অপর সাধারণ সকলেরই উচিত, এবং যাঁহার যে যে বিষয়ে সমধিক শক্তি ও অপেক্ষাকৃত অভিরুচি আছে, তাঁহার সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শ্রমোপজীবি সামান্য লোকেরা যদি পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সমুদায়ের স্থূল স্থূল বিষয় শিক্ষা করে এবং স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় সংক্রান্ত বিদ্যায় সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহারা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গণ্য মান্য হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই।

যদি ভাষা শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা না হইল, তবে বালকদিগকে তদর্থে কেবল ব্যাকরণ ও তদনুরূপ অন্য অন্য পুস্তক অভ্যাসে কিছু কাল নিযুক্ত রাখিয়া ক্লেশ দেওয়া অতি গর্হিত বলিতে হইবে। যাহাতে তাহারা চেতনাচেতন নানা বস্তুর গুণাগুণ জানিয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করিতে পারে, তাহারদিগকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রথমাবধি তাহারদিগকে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ বিদ্যা সংক্রান্ত সামান্য সামান্য বিষয় ও সহজ সহজ প্রস্তাব শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং তাহারা যে কোন বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখান আবশ্যক।

এক্ষণে জর্ম্মেনি ও আমেরিকা বিদ্যা প্রচার বিষয়ে সর্ব্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কৃষক, শিল্পকর প্রভৃতি অপর সাধারণ সকলেই বিদ্যা রূপ পীযূষ পানে সমর্থ হয়, এই

উদ্দেশে তত্তদ্দেশের শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে। জর্ম্মেনির অন্তঃপাতি প্রশিয়া দেশের প্রথম শিক্ষোপযোগি বিদ্যালয়েও পরমার্থ ও ধর্ম্ম নীতি, রেখাগণিত ও পাটীগণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা, পুরাবৃত্ত, চিত্রবিদ্যা, হস্তলিপি, সঙ্গীত, কিছু কিছু শিল্পকার্য্য, ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কোন বিদ্যানুরাগী সুপণ্ডিত ব্যক্তি জর্ম্মেনি দেশীয় কতক গুলি বিদ্যালয়ের* শিক্ষা কার্য্য বিষয়ে জর্জ্জ কুম্ব সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার অন্তর্গত একটি বিষয়ের স্থূলার্থ প্রকাশ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

"তথাকার ছাত্রেরা শিক্ষাগুরুকে ভয়ের বিষয় জ্ঞান করে না, প্রত্যুত, মিত্র স্বরূপ বোধ করে। তিনি তাহারদিগকে প্রায় প্রতি পক্ষে একবার করিয়া কোন নিকটবর্ত্তি শিল্পাগারে লইয়া যান। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া তথাকার সমস্ত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখে, এবং কোন্ যন্ত্র দ্বারা কি রূপে কোন্ বস্ত্র প্রস্তুত ও কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, যন্ত্রাধ্যক্ষেরা পরম পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারদিগকে তৎ সমুদায় সবিশেষ অবগত করেন। যদি তাহারা কাগজের কল দেখিতে যায়, তাহা হইলে, চার সমুদায় প্রথমে কিরূপ থাকে, কি প্রকারে তাহা কর্ত্তন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে হয়, কোন্ যন্ত্র দ্বারা কি রূপে তাহার মণ্ড প্রস্তুত হয়, কি রূপে কাগজ প্রস্তুত ও তাহার আকার ও আয়তন নির্দ্ধারিত হয়, ইত্যাদি তৎসংক্রান্ত সমুদায় ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়া বুঝিতে থাকে। অনন্তর বিদ্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তাহারদিগকে সেই শিল্পাগার ও তৎসম্বন্ধীয় সমুদায় কার্য্যের বৃত্তান্ত লিখিতে হয় এবং তথায় যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহারও বিবরণ করিতে হয়।

"গ্রীষ্মকালে শিক্ষাগুরু স্বীয় ছাত্রদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া দুই, তিন, অথবা চারি সপ্তাহের নিমিত্তে পদব্রজে দেশ ভ্রমণ করিতে যান। চলিতে চলিতে যে স্থানে যত প্রকার কৌতূহলজনক বিষয় দেখিতে পান, তাহাই ছাত্রদিগকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং যে পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহা হইতে ইতস্ততঃ গমন পূর্ব্বক অনতিদূরবর্ত্তি প্রত্যেক শিল্পাগার, পুরাতন দুর্গ ও দর্শনোপযুক্ত অন্যান্য বস্তু দর্শন করান। তাহারা ধাতু, উদ্ভিদ ও পতঙ্গ সমুদায় সংগ্রহ করিতে করিতে গমন করে, এবং তৎসহকারে তাহারদিগের বিশ্বকার্য্যের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য প্রতীতি করা অভ্যাস পাইতে থাকে। যদি হার্টস্ নামক সমূহ আকর বিশিষ্ট পর্ব্বতময় প্রদেশ পর্য্যটন করিতে যায়, তাহা হইলে আকর মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ধাতু খননের রীতি পদ্ধতি দৃষ্টি করে, এবং তথায় বায়ু সঞ্চার ও জল নিঃসারণের যেরূপ কৌশল নিরূপিত আছে তাহাও নিরীক্ষণ করে। তদনন্তর তথা হইতে ধরাতলে উপনত হইয়া আকর হইতে ধাতু উত্তোলন ও বিশুদ্ধীকরণের রীতি শিক্ষা করে এবং কিরূপে রৌপ্য দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত হয় তাহাও অবগত হয়।

"তাহারা এই সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপ অবগত হইলে পর, হয় তো লোহার কর্ম্ম দৃষ্টি করিতে যায়। সেখানে তাহারা অশেষ পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। অগ্নিস্থান, নানাবিধ জাঁতা, লোহা ঢালিবার ও তৌল করিবার রীতি এই সমুদায় বিষয় তাহারদিগকে দর্শন করান ও সম্যক্রূপে শিক্ষা করান হয়। এই রূপ, শিক্ষাগুরু তাহারদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, যে যে স্থানে লবণের কর্ম্ম হইয়া থাকে, এবং কাচ, ক্ষার, চীনের বাসন, ও তাদৃশ অন্যান্য সামগ্রী রসায়ন বিদ্যার বিধানানুসারে প্রস্তুত হয়, তথায় লইয়া যান। যদি নিকটে ধাতুদ্রব্য মিশ্রিত কোন প্রস্রবণ থাকে, তবে সেখানেও তাহারদিগকে লইয়া গিয়া তদীয় জলের স্বভাব ও গুণের বিষয় উপদেশ দিয়া থাকেন। এই রূপ, তাহারদিগের জ্ঞানোন্নতি সাধনের যত সুবিধা হইতে পারে, কিছুতেই তিনি ত্রুটি করেন না।"

"এই রূপ পর্য্যটন করাতে, কেবল তাহারদের মনেরই উন্নতি সাধন হয় এমত

* সে সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দিবারাত্র বিদ্যালয়েই অবস্থিতি করে, প্রত্যহ গৃহে যায় না।

নহে, শরীরও দৃঢ় ও বর্দ্ধিত হয়। তাহারদিগকে সত্বর হইয়া একেবারে অধিক দূর গমন করিতে হয় না, সুতরাং শ্রান্তি বোধ হয় না।

"দেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বিদ্যালয়ে প্রত্যাগমন করিলে পর, ছাত্রদিগকে ভ্রমণের সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। যে যে স্থান ভ্রমণ করা হইয়াছে তাহার কিরূপ প্রকৃতি, তথায় কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কি কি ধাতু ও অন্যান্য আকরীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কি কি শিল্পকর্ম্ম প্রচলিত আছে, এই সমুদায়ের বিবরণ করিতে হয়। তাহারা এই সমস্ত সবিশেষ বর্ণনা করিলে পর, শিক্ষক তাহা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দেন। তাহারা যে সমস্ত উদ্ভিদ ও আকরীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহা তাহারদের বিদ্যালয়ের পাঠ শিক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকল ছাত্র ভূগোল, জ্যোতিষ, রেখা গণিত, ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক ও ফরাশিশ ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। তাহারা জ্যোতিষ বিদ্যা বিষয়ে কেবল চন্দ্রের দূরত্ব, পৃথিবীর ব্যাস ও বার্ষিক গতি ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া নিরস্ত থাকে না, নক্ষত্রগণের ব্যবস্থাও শিক্ষা করে। তাহারদিগকে রেখাগণিত সংক্রান্ত যে সমস্ত আকৃতির বিষয় আলোচনা করিতে হয়, কতক গুলি কাষ্ঠখণ্ডের সেইরূপ আকৃতি করিয়া তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া হয়। যাহারা আপনা হইতে লাটিন ভাষা শিক্ষায় বিশিষ্টরূপ সংগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারদিগকে তাহাও উপদেশ দেওয়া হয়। বালকদিগের ব্যায়াম শিক্ষার্থে উদ্যান মধ্যে কতক গুলি কাষ্ঠময় স্তম্ভ নিক্ষিপ্ত থাকে, এবং শিক্ষকেরা তাহারদিগকে তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।"

যে সকল বালক বিদ্যা শিক্ষায় প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই এই সমস্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ৮।৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পাঠারম্ভ করে, এবং পূর্ব্বোক্ত রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ১৪।১৫ বৎসরের সময়ে তাহা পরিত্যাগ করে, এবং তন্মধ্যে যাঁহারদের বিদ্যা বিষয়ে প্রাধান্য লাভের বাসনা আছে, তাঁহারা তথা হইতে অন্য অন্য উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়খণ্ডং

তৃতীয়াধ্যায়ঃ

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক, এবং স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেক; এই সনাতন ধর্ম্ম।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে প্রদান করিবেক।

যাদৃগ্গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি। তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥

যে স্ত্রী যাদৃক্ গুণবিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধি পূর্ব্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃক গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয়।

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং। নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং॥

কন্যা যত দিন পতি মর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্ম শাসন অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥

জ্ঞানবান্ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না, কারণ লোভাসক্ত হইয়া পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয়।

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডে তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম

১৭৭৫ শক

সভার সঙ্কল্প

১ বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন ।

সভার সঙ্কল্প অপরিবর্ত্তনীয়

২ সভার সঙ্কল্প কদাপি অন্যথা হইবেক না ।

সভ্য হইবার যোগ্যতা

৩ যে সকল মহাশয়েরা সভার উদ্দেশ্য কার্য্য সম্পাদনে উৎসুক হইয়া সভার বিত্ত সংস্থানার্থে প্রতি মাসে ন্যূন কল্পে চারি আনা প্রদান করিবেন তাঁহারা সভার সভ্য হইতে পারিবেন ।

সভ্য হইবার রীতি

৪ যাঁহারা এই সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সভার সম্পাদককে তদর্থে সংবাদ লিখিলে অথবা সভ্য শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে স্বাক্ষর করিলে সম্পাদক তাঁহাকে সভ্য মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহার নিকটে সভার নিয়ম পুস্তক পাঠাইবেন এবং তাঁহার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিবেন ।

সভা প্রবেশ দক্ষিণা

৫ যিনি সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইবেন, সভা প্রবেশ দক্ষিণা স্বরূপে সভাতে তাঁহাকে এক টাকা প্রদান করিতে হইবেক ; যে পর্য্যন্ত ঐ টাকা আদায় না হয় তদবধি তিনি সভ্যের অধিকার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না ।

সভ্যদিগের অধিকার

৬ প্রত্যেক সভ্য যে মাসে সভ্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবেন সেই মাস অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন ; সাম্বৎসরিক বা বিশেষ সভাতে উপস্থিত হইয়া আপন আপন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন ; সভার নিয়মানুসারে নূতন প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং অবকাশ দিবস ভিন্ন প্রত্যহ বেলা দশ ঘণ্টা অবধি পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্যালয়ে আগমন করিয়া সভার সমস্ত কাগজ পত্র হিসাব বহি দেখিতে পাইবেন, ও গ্রন্থালয়স্থ পুস্তক সকল তথায় পাঠ করিতে পারিবেন ।

সভ্য বিশেষের অধিকার

৭ যাঁহারা মাসিক এক টাকা বা তদধিক দান দিবেন তাঁহারা প্রচলিত নিয়মানুসারে সভার গ্রন্থালয় হইতে গ্রন্থ সকল ঋণ পাইতে পারিবেন ।

দ্বাদশ মাসের দাতব্য না দিলে দণ্ড

৮ যদি কোন সভ্য দ্বাদশ মাসের দাতব্য না দেন, সম্পাদক তাঁহাকে পত্র দ্বারা সংবাদ দিবেন যে এক মাস মধ্যে তাঁহার দাতব্য আদায় না হইলে সভ্য শ্রেণী হইতে তাঁহার নাম রহিত করিবার নিমিত্তে অধ্যক্ষদিগের নিকটে প্রস্তাব করা যাইবেক ; ইহাতেও তাঁহার যদি সমুদায় দাতব্য অনাদায়ি থাকে এবং সেই সমুদায় দাতব্য অনাদায়ি থাকিলে অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন তবে তাঁহাকে রহিত করিয়া তাঁহার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবেক ।

বহিষ্কৃত সভ্যের দাতব্য

৯ যিনি অধ্যক্ষদিগের মতে সভ্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন তাঁহার মাসিক দাতব্যের সমুদায় অনাদায়ি অঙ্গীকার পত্র গৃহিত হইবেক ।

সভ্য হইতে সভ্যদিগের অবসর হইবার উপায়

১০ কোন সভ্য সভা হইতে অবসর হইতে ইচ্ছা করিলে আদৌ তাঁহার অবশিষ্ট দাতব্য পরিশোধ করিয়া ও গ্রন্থালয় হইতে যে কোন গ্রন্থ ঋণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া সম্পাদককে পত্র দ্বারা সংবাদ পাঠাইলে অবসর পাইতে পারিবেন নতুবা অবসর হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবেক না ।

সভার প্রকার ভেদ

১১ সভা দুই প্রকার হইবেক ; সাম্বৎসরিক সভা ও বিশেষ সভা ।

সাম্বৎসরিক সভা

১২ বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে দিবা পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক । ঐ সভাতে অধ্যক্ষেরা গত বৎসরের সমুদায় কর্ম্মের বিবরণ সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে অবগত করিবেন এবং তথায় অন্য যে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইবেক যথা নিয়মে তাহা নিষ্পন্ন হইবেক ।

সাম্বৎসরিক সভার বিজ্ঞাপন

১৩ সাম্বৎসরিক সভার পূর্ব্বে সভ্য গণকে সভারোহণের নিমিত্তে সংবাদ পত্রে বারম্বার বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করা যাইবেক।

বিশেষ সভা

১৪ কোন বিষয়ে সভ্যদিগের মত গ্রহণের নিমিত্তে বিশেষ সভা আহ্বান করা অধ্যক্ষদিগের আবশ্যক বোধ হইলে অথবা অন্যূন দশ জন সভ্য কোন প্রস্তাব বিচার করণার্থে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে অধ্যক্ষদিগকে পত্র দ্বারা অনুরোধ করিলে অধ্যক্ষেরা সভার দিন স্থির করিয়া তদ্দিবসের অন্যূন পক্ষ দশ দিবসের পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে ঐ সভার বিজ্ঞাপন করত সভ্যদিগকে আহ্বান করিবেন।

সভার লক্ষণ

১৫ দশ জন সভ্য একত্র না হইলে সাম্বৎসরিক সভা বা বিশেষ সভা হইবেক না।

সভাতে দশ জন সভ্য একত্র না হইলে কি কর্ত্তব্য

১৬ সাম্বৎসরিক সভা বা বিশেষ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিতে পারিবেন, অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহের রীতি

১৭ সভাস্থ সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশের মতানুযায়ী কর্ম্ম হইবেক; সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

সভাতে প্রস্তাব ধার্য্য করণের রীতি

১৮ সাম্বৎসরিক বা বিশেষ সভায় উপস্থিত কোন সভ্য ইচ্ছানুসারে প্রস্তাব করিতে পারিবেন, এবং সভাস্থ অন্য কোন সভ্য তৎ প্রস্তাবে পোষকতা করিলে যথা নিয়মে তাহা ঐ সভায় বিচারিত ও ধার্য্য হইবেক কিন্তু ঐ প্রস্তাব নূতন নিয়ম সংস্থাপন বা প্রচলিত নিয়ম রহিত বা অন্যথা করণ বিষয়ক অথবা ভবিষ্যৎ ব্যয় বিষয়ক হইলে ঐ প্রস্তাব সেই সভায় বিচারিত না হইয়া তৎ পরে অন্য এক বিশেষ সভায় বিচারিত ও ধার্য্য হইবেক।

উচ্চ পদস্থ কর্ম্ম চারি নিয়োগ

১৯ সভ্যেরা সভ্যশ্রেণী হইতে এক জন সভাপতি, ছয় জন অধ্যক্ষ, এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষ, পাঁচ জন গ্রন্থাধ্যক্ষ, এক জন সম্পাদক, এক জন বেতনভুক্ সহকারি সম্পাদক, ও এক জন বেতনভুক্ গ্রন্থ সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন।

সভাপতির অধিকার

২০ সাম্বৎসরিক ও বিশেষ সভায় ও অধ্যক্ষ সভায় সভাপতি প্রধান আসনে উপবিষ্ট হইয়া সভার কার্য্য যথারীতি নির্ব্বাহ করিবেন।

সভাপতির প্রতিনিধি

২১ কোন সভায় সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে এক জন সভ্যকে সভাপতির প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিবেন; এবং ঐ প্রতিনিধি তৎসভায় সভাপতির সমস্ত ক্ষমতা ধারণ পূর্ব্বক তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।

অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য

২২ অধ্যক্ষেরা সভার সমস্ত প্রচলিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন, যথা নিয়মে কর্ম্মচারি সকল নিযুক্ত করিবেন, আয় ব্যয় সংক্রান্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, প্রয়োজন মতে সভা আহ্বান করিবেন, সাম্বৎসরিক সভায় সভা দ্বারা নিষ্পাদিত কর্ম্ম বিষয়ক ও আয় ব্যয় বিষয়ক বার্ষিক বিবরণ প্রদান করিবেন এবং সাধ্যানুসারে সভার উন্নতি চেষ্টা করিবেন।

সভাপতি ও অধ্যক্ষদিগের স্বপদে থাকিবার কাল নিরূপণ

২৩ কোন সভাপতি বা অধ্যক্ষ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না এবং তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ সভ্যশ্রেণী হইতে রহিত হইলেই তাঁহার সভাপতিত্ব বা অধ্যক্ষতা পদ শূন্য হইবেক।

অধ্যক্ষ হওনের অযোগ্যতা

২৪ কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসৃত হইলে সেই অবসর দিন অবধি এক বৎসরের মধ্যে তিনি আর অধ্যক্ষ হইতে পারিবেন না।

অধ্যক্ষদিগের কর্ম্মের রীতি

২৫ অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে তাহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক। অধ্যক্ষদিগের দুই পক্ষ সমান হইলে যে পক্ষে সভাপতি সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

অধ্যক্ষ সভা আহ্বান

২৬ সম্পাদক স্বয়ং অধ্যক্ষ সভার প্রয়োজন বোধ করিলে অথবা কোন এক জন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ সভার নিমিত্তে সম্পাদককে জানাইলে তিনি অধ্যক্ষদিগকে আহ্বান করিবেন।

বেতন ভুক্ কর্ম্মচারি

২৭ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে সহকারি সম্পাদক ও গ্রন্থ সম্পাদক ভিন্ন যে সকল বেতনভুক্ কর্ম্মচারির প্রয়োজন হইবেক অধ্যক্ষদিগের মতে ঐ কর্ম্মচারি সকল নিযুক্ত হইবেক এবং সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের সমীপে ঐ কর্ম্মচারিদিগের নামোল্লেখ করিবেন।

বেতনভুক্ কর্ম্মচারিরা অধ্যক্ষদিগের অধীন

২৮ বেতনভুক কর্ম্মচারিরা অধ্যক্ষদিগের অধীন ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবেক এবং অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশ ব্যক্তি আবশ্যক বোধ করিলে সহকারি সম্পাদক ও গ্রন্থ সম্পাদক ভিন্ন অন্য অন্য বেতনভুক্ কর্ম্মচারিদিগকে পদচ্যুতও করিতে পারিবেন।

সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা

২৯ সভার সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা অধ্যক্ষদিগের প্রতি রহিল।

সভা হইতে মুদ্রিত গ্রন্থ দান করিবার ক্ষমতা

৩০ পুস্তকালয় স্থিত পুস্তক ভিন্ন সভা হইতে যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে তাহা অধ্যক্ষেরা পাত্র বিশেষে দান করিতেও পারিবেন।

অধ্যক্ষদিগের নিয়ম করণ ক্ষমতা

৩১ মূল নিয়মানুযায়ী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে তদুপযোগী নিয়ম সকল সংস্থাপন করিবার ভার অধ্যক্ষদিগের প্রতি অর্পিত হইল।

কর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য

৩২ কর্ম্মাধ্যক্ষ সম্পাদকীয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করিবেন এবং গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের মধ্যে গণ্য থাকিবেন।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য

৩৩ প্রচলিত নিয়মানুসারে সম্পাদক সভার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, সাম্বৎসরিক ও বিশেষ সভা ও অধ্যক্ষ সভার কার্য্য বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন, সভার প্রাপ্য টাকা যথা বিহিত অঙ্গীকার পত্র দিয়া গ্রহণ এবং সভার প্রয়োজন মতে যথা নিয়মে তাহা ব্যয় করিবেন, আয় ব্যয়ের বিবরণ প্রতি মাসে অধ্যক্ষদিগকে অবগত করিবেন এবং সভার নিয়ম রক্ষায় সতত সতর্ক থাকিবেন।

আট টাকার অনধিক বেতনের কর্ম্মচারী

৩৪ অধ্যক্ষদিগের দ্বারা আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের কোন নূতন কর্ম্মচারি নিয়োগের অনুমতি হইলে অথবা উক্ত বেতনভোগি কোন কর্ম্মচারির পদ শূন্য হইলে তাহার পদে লোক নিযুক্ত করণের ভার সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

অধ্যক্ষদিগের কর্ম্ম নির্ব্বাহ

৩৫ সভার সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের সম্পাদকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

সহকারি সম্পাদকের কর্ত্তব্য

৩৬ সহকারি সম্পাদক সম্পাদককে তাঁহার তাবৎ কার্য্যে সাহায্য করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতে তাঁহার সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য

৩৭ কোন নূতন রচিত প্রস্তাব, অথবা স্বদেশীয় বা বিদেশীয় কোন ভাষার পুরাতন গ্রন্থ, যাহা গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের বিবেচনায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্তে সভার সংকল্প সিদ্ধির উপযোগী বোধ হইবে, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার জন্য অধ্যক্ষদিগকে তাঁহারা অনুরোধ করিবেন, অধ্যক্ষেরা ধনের স্বচ্ছলতা অনুসারে তাঁহারদিগের সে অনুরোধ পালন করিতে যত্ন করিবেন। কিন্তু সভার বিষয় কার্য্য সংক্রান্ত প্রস্তাব ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে সভা হইতে প্রকাশ যোগ্য বোধ না হইলে অধ্যক্ষেরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

গ্রন্থ সম্পাদকের কর্ত্তব্য

৩৮ গ্রন্থ সম্পাদক সভার সংকল্প সিদ্ধির উপযোগী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল রচনা করিবেন এবং গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের সম্পাদকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ধন রক্ষার স্থান

৩৯ সভার ধন সম্পাদকের নিকটে থাকিবেক।

ধন ব্যয়

৪০ মাসিক বেতন ব্যতীত অপর যে কোন ব্যয় আবশ্যক হইবেক সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের অনুজ্ঞা লইয়া তাহা ব্যয় করিবেন। পরন্তু প্রতি মাসে আট টাকার অনধিক অনিদ্ধারিত ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে সম্পাদক তাহা স্বয়ং করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞার প্রয়োজন থাকিবেক না।

পুস্তক ঋণ পাইবার রীতি

৪১ নিয়মানুসারে যে সকল সভ্য পুস্তকালয় হইতে পুস্তক সকল ঋণ পাইতে পারিবেন তাঁহারা তন্মধ্যে সম্পাদককে জানাইলে সম্পাদক তাঁহার নিকট হইতে পুস্তক প্রাপ্তির অঙ্গীকার লইয়া তাঁহাকে পুস্তক ঋণ দিবেন।

ঋণ প্রাপ্ত গ্রন্থ রাখিবার কাল

৪২ এক মাসের অধিক কেহ সভার পুস্তক আপনার নিকট রাখিতে পারিবেন না। যদি এক মাসের অধিক তাহা রাখিবার প্রয়োজন হয় তবে তাহাতে অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের সম্মতি আবশ্যক হইবেক। কিন্তু ইতোমধ্যে সভার কার্য্যার্থে তাহা প্রয়োজন হইলে তৎক্ষণাৎ প্রতিপ্রেরণ করিতে হইবে।

পুস্তক নষ্ট করিবার দণ্ড

৪৩ যে ব্যক্তি সভার কোন পুস্তক নষ্ট করিবেন, তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার মূল্য অথবা সর্ব্বতোভাবে তত্তুল্য পুস্তক ক্রয় করিয়া দিবেন। এক খণ্ড পুস্তক নষ্ট করিলে অবশিষ্ট খণ্ড গ্রহণ করিয়া সমুদায় পুস্তকের মূল্য বা সমুদায় পুস্তক ক্রয় করিয়া দিতে হইবেক।

দূরদেশে পুস্তক না দিবার বিধি

৪৪ দূরদেশে কাহাকেও পুস্তক পাঠান যাইবেক না।

দুষ্প্রাপ্য পুস্তক দিবার নিষেধ

৪৫ যে সকল পুস্তক এ খানে পাওয়া যায় না, তাহা কাহাকেও দেওয়া যাইবেক না।

পুস্তক ঋণ পাইবার অধিকার

৪৬ সভার পুস্তকালয় হইতে কোন পুস্তক ঋণ পাইবার অধিকার সভার সভ্য ভিন্ন অন্য কাহারও থাকিবেক না।

এক কালে একাধিক পুস্তক না দিবার বিধি

৪৭ সভ্যেরা এক কালে একাধিক গ্রন্থ ঋণ পাইবেন না, এবং কোন গ্রন্থ বহু খণ্ডে বিভক্ত হইলে এক কালে দুই খণ্ডের অধিক প্রাপ্ত হইবেন না।

পাত্র বিশেষে পূর্ব্ব নিয়মের অন্যথা

৪৮ সভার সভ্য ভিন্ন কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অথবা কোন যোগ্য পাত্র অথবা অন্য কোন বিখ্যাত সভা কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থে তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয় হইতে যদি কোন পুস্তক প্রার্থনা করেন তবে সম্পাদক তাহা অধ্যক্ষদিগকে জানাইবেন এবং তাঁহারদিগের অধিকাংশের অভিমতে সেই ব্যক্তি বা সেই সভাকে সেই পুস্তক ঋণ দিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা রাজধানীতে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ জ্যৈষ্ঠ [illegible] শক ১৭৭০। [illegible]।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় কল্প

তৃতীয় ভাগ
১১৯ সংখ্যা
আষাঢ় ১৭৭৫ শক

তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

৩০ বৈশাখ ১৭৭৫

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত
পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক

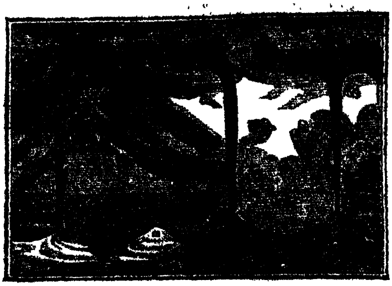
বিশ্বসংসার মধ্যে জগদীশ্বর যে সমস্ত রমণীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা উপভোগ করিবার জন্য আমারদিগকে এক এক বিশেষ শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমারদিগকে যে তিনি প্রীতি করিবার শক্তি দিয়াছেন, তাহার অভাব হইলে আমারদিগের সকল প্রকার সুখেরই অভাব হইত। সেই প্রীতিরই প্রভাবে এই সংসারের পদার্থ সকল মনোহর রূপে দৃষ্ট হইতেছে। তাহারই প্রভাবে রাজা রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া পরম সুন্দর রাজকুমারের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করত আনন্দিত হইতেছেন এবং সুদরিদ্র বিপন্ন ব্যক্তিও পর্ণকুটীরে থাকিয়া ধূলায় ধূসর কলেবর স্বীয় পুত্রকে কণ্ঠে ধারণ করত সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে। তিনি আমারদিগের মনোমধ্যে এক আশ্চর্য্য প্রীতিবৃত্তির সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমরা এই সকল বস্তুকে প্রিয় বোধ করিয়া সুখী হইতেছি। যেমত আমারদিগের ঘ্রাণশক্তি না থাকিলে সুচারু কুসুমের তৃপ্তিকর সৌরভ আমারদিগের সম্বন্ধে কোন কার্য্যেরই হইত না, সেইরূপ আমারদিগের মনোমধ্যে প্রীতিবৃত্তি না থাকিলে, এক্ষণে যে সকল পদার্থ অতি প্রিয়রূপ ধারণ করিয়া আমারদিগের চিত্তকে সন্তোষ করিতেছে, তাহার কোন পদার্থ দ্বারাই আমরা সুখী হইতে পারিতাম না; আমরা এককালে সুখ হইতে বঞ্চিতই থাকিতাম, এ পৃথিবী আমারদিগের নিকট নীরস পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। অতএব আমরা এখানে যে কিছু সুখ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা কেবল এক প্রীতিবৃত্তি দ্বারাই লাভ করিতেছি। কিন্তু এই সংসার মধ্যে এমত স্থান কোথায় আছে, যে সেইখানে গমন করিলে আমারদিগের এই উৎকৃষ্ট বৃত্তি পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে এত সৌন্দর্য্য, এত মাধুর্য্য এবং এত পূর্ণভাবই বা কোথায় যে তাহা উপভোগ করিয়া প্রীতিবৃত্তির পর্য্যাপ্তি হয়। মর্ত্ত্যলোকের সকল পদার্থই স্বভাবত অপূর্ণ, বিকার্য্য এবং বিচলিত। প্রীতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে আমরা অদ্য যে বিষয়কে উপযুক্ত বোধ করিয়া গ্রহণ করিতেছি, কল্য তাহার অনুপযুক্ততা দেখিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। অদ্য যাহার দেবতুল্য

চরিত্র দর্শনে এবং মধুর প্রিয়ভাষ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া যাহাতে প্রেম স্থাপন করিতে উদ্যত হইতেছি, কল্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দর্শন করিয়া তাহা হইতে দূরে গমন করিতে ব্যগ্র হইতেছি। যেমত কোন তৃষিত ব্যক্তি ব্যাকুলিত হইয়া পিপাসা শান্তির নিমিত্ত কর্দ্দমময় এক ক্ষুদ্র জলাশয় প্রাপ্ত হইলে, সেই মলিন জল পানে তাহার তৃপ্তি-সুখ লাভ হয় না, তদ্রূপ এই মর্ত্ত্যলোকে প্রীতি লাভ করিতে গমন করিলে মনের শান্তি কদাপি হয় না। এখানে আমারদিগের প্রীতিবৃত্তি নিরন্তরই অতৃপ্ত রহিতেছে; আমরা এখানে স্ত্রীতেও যে প্রীতির ভাব মনে করি তাহাও পূর্ণ নহে। স্ত্রী হইতেইবা কিরূপে আমারদিগের প্রীতিবৃত্তি সম্পূর্ণ চরিতার্থ হইতে পারে, যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ততোধিক কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য আমারদিগের মন ব্যাকুলিত হইতেছে এবং পূর্ণ পরিশুদ্ধকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র রহিয়াছে। স্ত্রীর সহিত প্রণয়ে মন যে কত বিষয়ে অতৃপ্ত থাকে তাহা কত উল্লেখ করিব। অধিকন্তু স্ত্রীতে প্রণয় করিয়া লোকে কখন এরূপ মনে করিতে পারে না, যে এ প্রীতি অবিচ্ছেদে চিরদিন ভোগ করিতে পারিব। কালের করালগ্রাস মনে হইলে সেই প্রীতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবশ্যই বিচ্ছেদের ভয় অনুগামী হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পূর্ণ পরাৎপর, যাঁহার সৌন্দর্য্যের শেষ নাই, যিনি সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য, যাঁহার অদৃশ্য মনোহর স্বরূপ হৃদয় ধামে উদয় হইলে সংসারের সমস্ত সৌন্দর্য্য ভুলিতে হয়, যিনি স্বয়ং আনন্দ-রূপ ও মঙ্গল স্বরূপ এবং যিনি অদ্যও যেমন কল্যও তেমন, পূর্ব্বেও যেমন পরেও তেমন; কেবল এক মাত্র তিনিই এই প্রীতিবৃত্তির বিষয়, এবং কেবল তাঁহাকেই প্রীতি অর্পণ করিলে তাহা সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ হইতে পারে। সেই আনন্দ সাগরের আনন্দ কেহ ভোগ করিয়া কখন শেষ করিতে পারে না এবং তাহা হইতে কখন কাহারও বিচ্ছেদেরও শঙ্কা নাই। অতএব তাঁহাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক।

হে মানব সকল! এক বার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ, তিনি আমারদিগকে কি রূপে প্রীতি করিতেছেন; তিনি আমারদিগের প্রতি কত প্রেম বিতরণ করিতেছেন। এই সমস্ত সৃষ্টি কৌশল ঐক্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার প্রীতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমরা যদিও ক্রমাগত বিষয় রসে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক কালে ভুলিয়া থাকি, তথাপি তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত আমারদিগকে বিস্মৃত হয়েন না। তাঁহারই প্রসাদাৎ আমরা জাগ্রদবস্থায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করিতেছি এবং তাঁহারই প্রসাদাৎ নিদ্রা কালে নিরাপদে শ্রান্তি হরণ করিতেছি। কোন অপরিচিত দূর দেশবর্ত্তী জলহীন পর্ব্বত কাননাদি বা জলাকীর্ণ মহা সাগরের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার প্রীতি লাভ করিতেছি। আমরা তাঁহার নিকট সহস্র সহস্র ক্রটি করিলেও তিনি তাহা মার্জ্জনা করিয়া আমারদিগকে পুনর্ব্বার উন্নতির পথ প্রদর্শন করান, কারণ তিনি "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং"। আমারা তাঁহার প্রতি প্রীতি করি না বলিয়া তিনি যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত আমারদিগকে প্রীতি না করিতেন, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যাইতাম। মাতা পিতার অতুল্য অকৃত্রিম স্নেহ যাহা জীবমাত্রের জীবনের জীবন তাহা মনে করিলে কোন্ পাষাণবদ্ধ কঠিন-হৃদয় ব্যক্তি পরম পুরুষের প্রীতিকে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমতী না দর্শন করে। তাঁহার প্রীতির কথা কি কহিব! তিনি আমারদিগকে যে প্রকার প্রীতি করেন, আমরা আপনারা আপনারদিগকে সে প্রকার প্রীতি করিতে পারি না, কারণ মুগ্ধ হইয়া আমরা আপনারদিগের মন্দ সর্ব্বদাই করিতেছি, কিন্তু তিনি আমারদিগের মন্দ কদাপি করেন না। অতএব যিনি আমারদিগকে অনবরত এ প্রকার প্রীতি করিতেছেন তাঁহাকে পরম প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জলস্তম্ভ



এ স্থলে যে বিষয়ের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহাকে জলস্তম্ভ কহে। ইহা এক অত্যদ্ভুত অসামান্য ব্যাপার।

সমুদ্রের যে স্থানে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তাহার উপরিভাগে মেঘ থাকে। প্রথমে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু উপস্থিত হইয়া তথাকার জল অত্যন্ত আন্দোলিত হয়, এবং চারি পাশের তরঙ্গ সমুদায় সেই স্থানের মধ্য ভাগে দ্রুত বেগে আগমন করিতে থাকে। প্রভূত জল ও জলীয় বাষ্প অবিলম্বে রাশীকৃত হইয়া উঠে, এবং বাষ্পময় একটা শুণ্ডাকার স্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হয়, এবং মেঘ হইতেও ঐ রূপ আর একটা শুণ্ড অবতীর্ণ হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হয়। যে স্থানে উভয় শুণ্ডের সংযোগ হয়, সে স্থানের বিস্তার ২।৩ ফুট মাত্র। শ্রবণ করা গিয়াছে, যৎকালে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তখন এক প্রকার গম্ভীর শব্দ শ্রুত হইতে থাকে।

সকল জলস্তম্ভ সমান দীর্ঘ নহে; এক একটার দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ১৭৫০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উহার পার্শ্বদেশ যেমন ঘোরাল দেখায়, মধ্যভাগ সেরূপ নহে। ইহাতে বোধ হয়, উহা শূন্য-গর্ত্ত অর্থাৎ ফাঁপা। সতত এক স্থানেই স্থির থাকে এমত নহে; যে দিকে বায়ু বহে, সেই দিকে চলিয়া যায়। কিন্তু বায়ু না বহিলেও ইতস্ততঃ চলিতে দেখা যায়। সতত একপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে, যে ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের বেগ সমান না থাকাতে, ক্রমে ক্রমে হেলিয়া পড়ে এবং ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তাহাতে যে বাষ্প রাশি থাকে, তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুর সহিত মিলিত হয়, অথবা সমুদ্রের উপর বৃষ্টি হইয়া পড়ে। জলস্তম্ভ কতক্ষণ থাকে তাহার নিশ্চয় নাই। কোন কোন টা উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পরক্ষণেই অন্তর্হিত হয়, কোন কোন টা প্রায় এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। আবার কোন কোন টা উৎপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎকাল দৃষ্টিগোচর থাকে, পরে আপনিই তিরোহিত হয়, এবং পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়। এইরূপ তাহার বারম্বার আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

কখন কখন স্থলের উপরেও জলস্তম্ভ দেখা গিয়াছে। তাহাতে, নিম্নদেশ হইতে কিছুই উত্থিত হয় না, কেবল মেঘ হইতে এক টি বাষ্পময় শুণ্ড অবতীর্ণ হইয়া থাকে। একবার ফরাশিশদিগের দেশে এইরূপ এক বাষ্পময় স্তম্ভ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হইয়াছিল, বিদ্যুতের আভা প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং প্রচুর বারি বর্ষণ হইয়াছিল। সেই স্তম্ভ নদী, উপত্যকা, ও উচ্চ ভূমির উপর দিয়া এক দিকেই চলিতে লাগিল, কিন্তু কতক গুলি সম্মুখোপস্থিত পর্ব্বতকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া বেষ্টন করিয়া গমন করিল।

১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লাঙ্কেশেয়ার নামক স্থানে এইরূপ এক জলস্তম্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সে স্থানের ভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৭৫০ ও নিম্নে প্রায় ৫ হাত পর্য্যন্ত একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

যে সময়ে বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত অধিক হয় সেই সময়েই জলস্তম্ভের উদ্ভব হয়; তাহা হইতে বিদ্যুতের আভা প্রকাশ পায়; গন্ধকের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; আনুষঙ্গিক ঝড়, বৃষ্টি ও কখন কখন শিলাবৃষ্টিও হইয়া থাকে; যে স্থানে তাহা পতিত হয়, সেস্থানের গৃহ বৃক্ষাদি ভগ্ন হইয়া যায়, এই সমুদায় বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করি-

য়াছেন, বিদ্যুৎ যে পদার্থ, সেই পদার্থের প্রভাবে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জলস্তম্ভ দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। নভোমণ্ডলস্থ মেঘাবলি যেন বিশ্বাধিপতির পৃথ্বীরূপ প্রাসাদের পরম রমণীয় ছাদ স্বরূপ প্রতীয়মান হয় এবং জলস্তম্ভ যেন প্রকৃত স্তম্ভ হইয়া তাহা ধারণ করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোকের এইরূপ এক সংস্কার আছে, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেবের ঐরাবত হস্তী শুণ্ড দ্বারা সমুদ্র হইতে জল উত্তোলন করিয়া পৃথিবীতে বর্ষণ করে। বোধ হয় কোন সমুদ্রস্থিত জলস্তম্ভ দৃষ্টে তাঁহারদের এই সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ফলতঃ, কি সামান্য, কি অসামান্য, কি অদ্ভুত, কি রমণীয়, জগতের যাবতীয় ব্যাপার সেই একমাত্র অদ্বিতীয় জগদীশ্বরেরই কার্য্য। সমুদায়ই তাঁহার নিয়মানুসারে উৎপন্ন হয়, তাঁহারই নিয়মানুসারে স্থিতি করে, এবং তাঁহারই অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করে।

ধর্ম্মনীতি

১১৮ সংখ্যক পত্রিকার ২৪ পৃষ্ঠার পর

অপর সাধারণ সকলের যে সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহা এক প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। শিক্ষা-কার্য্য সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের বিবরণ করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীগণের বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, কারণ জনসমাজের সমূহ মঙ্গল তাহারদের সুশিক্ষা লাভের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা করা যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর, ইহা এক্ষণে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, কিন্তু তাহারদিগকে কিরূপ শিক্ষা দান করা উচিত, তাহা সকলের সুন্দররূপ প্রতীত হয় নাই। অনেকে বোধ করেন, স্ত্রীলোকের প্রকৃতি অতি কোমল, বিশেষতঃ তাহারদিগকে কোন কষ্ট-সাধ্য বিষয় ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে হয় না, অতএব যে সকল বিষয়ের অনুশীলনার্থে প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহা স্ত্রীগণের শিক্ষণীয় নহে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, তাঁহারদের এ অভিপ্রায় কোন রূপেই অঙ্গীকার করা যায় না। স্ত্রীদিগকে যেরূপ শিক্ষা দান করা উচিত, যদিও তাহা অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই, তথাপি তাহারা যে নানা প্রকার প্রগাঢ়তর কঠিন বিদ্যার অনুশীলন করিতে পারে এবং বিদ্যার্থী পুরুষদিগের ন্যায় মানসিক পরিশ্রমকে সুখের বিষয় বোধ করিয়া জ্ঞানালোচনায় অনুরক্ত হইতে পারে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীদিগের বিদ্যা শিক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা কোন্ কোন্ বিষয়ে কত দূর শিক্ষিত হইত, তাহা এক্ষণে নিরূপণ করা সুকঠিন। এ নিমিত্ত, ইউরোপ ও আমেরিকা-নিবাসিনী শ্রীমতী সমর্ব্বিল, উইলর্ড, বার্বোল্ড এজোয়ার্থ, ওয়েকফীল্ড, মোর, মার্সেট, টেলর, ল্যাণ্ডন, এট্‌কেন, হেমান্‌স প্রভৃতি বিদ্যাবতী অবলাদিগকে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করিতেছি। শ্রীমতী সমর্ব্বিল জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি গুরুতর বিদ্যায় যাদৃশ পারদর্শিনী ও সূক্ষ্মদর্শিনী হইয়াছিলেন, তাহা ইংলণ্ডীয় ভাষায় শিক্ষিত এতদ্দেশীয় অনেকানেক ব্যক্তির বিশিষ্টরূপ বিদিত আছে। তাঁহার প্রণীত পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় সুচারু পুস্তক তদ্বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহের মধ্যে পরিগণিত, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি বিদ্যা বিষয়ে অতি বিস্তৃত বিশুদ্ধ যশ লাভ করাতে, জেনেবা নগরীয় "লিটেররি এণ্ড ফিলাজফিকেল সোসাইটি" নাম্নী জ্ঞানোদ্ভাবনী সভার সভ্য-শ্রেণী মধ্যে পরিগণিতা হইয়াছিলেন। অতএব, স্ত্রীগণ সর্ব্বপ্রকার প্রগাঢ় বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। তাহারদের কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে।

স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য অবধারিত হইলেই; তাহারদের শিক্ষাপ্রণালীও অবধারিত হইবে। গৃহ-ধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে; সন্তান উৎপাদন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণদ্বারা পরিজন বর্গের

সন্তোষ সাধন ও আনন্দ বর্দ্ধন করা যায়, তাহা সুচারু রূপে অভ্যাস করা স্ত্রীগণের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে সুনিপুণ হওয়া পুরুষের পক্ষে যেমন আবশ্যক,এই সমস্ত সুখকর গৃহকর্ম্মে সুশিক্ষিতা হওয়া স্ত্রীগণের পক্ষে সেই রূপ শ্রেয়স্কর তাহার সন্দেহ নাই। পুরুষদিগের যেমন স্বীয় ব্যবসায়ে নৈপুণ্য সাধনার্থে তদুপযোগী সমুদায় বিদ্যা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, স্ত্রীগণের সেইরূপ গৃহ-ধর্ম্ম পালনের অনুকূল সকল প্রকার জ্ঞান উপার্জ্জন করা বিধেয়।

স্ত্রীলোকে বাল্যাবধিই মাতৃ-ভাব প্রকাশ করিতে থাকে এবং এই নিমিত্ত ক্রীড়া উপলক্ষে মৃন্ময় ও কাষ্ঠময় পুত্তলিকা লইয়া যত্ন পূর্ব্বক তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাহারদের স্নেহ বৃত্তি পুত্তলিকা পরিপালন করিয়া আর তৃপ্ত হয় না বটে, কিন্তু তৎকালে সেই সুমধুর ভাবের প্রাদুর্ভাব ব্যতিরেকে কদাপি তিরোভাব হয় না। তখন তাহার সেই সুচারু বৃত্তি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পথে বিচরণ করণার্থে ব্যগ্র হয়। জীবনাধিক সন্তান ব্যতীত আর কিছুতেই চরিতার্থ হয় না। তখন সন্তানের চন্দ্রবদন সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহার রক্ষণাবেক্ষণে ও কল্যাণ বর্দ্ধনে অনুরাগ জন্মে। ইহাই যদি তাহারদিগের স্বভাব-সিদ্ধ হইল, তবে তাহারদিগকে তদুপযোগী শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ কি? যখন করুণাময় পরমেশ্বর তাহারদিগকে এই মনোহর ব্রতে ব্রতি করিয়াছেন, তখন তাহা সুন্দর রূপ পরিপালন করণার্থ তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান উপার্জ্জন করা তাহারদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

প্রথমতঃ। যাহাতে আপনার ও সন্তানের শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকে,তাহার উপায় করা জননীর প্রধান কর্ম্ম। সন্তানের শারীরিক প্রকৃতি পিতা মাতার শারীরিক সুস্থতার উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে, অতএব সন্তানের কল্যাণ উদ্দেশেও স্বীয় শরীর সুস্থ রাখিতে হয়। এই দুই বিষয়ে অবহেলা করাতে যে সমস্ত দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা ইতি পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা গিয়াছে। জননী যেমন স্বীয় সন্তানের স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ থাকেন, এবং নিতান্ত অকপট হৃদয়ে মনের সহিত তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করেন, ভূমণ্ডলে তাহার আর দ্বিতীয় উপমাস্থল নাই। তিনি সন্তানের নিমিত্ত যথার্থই প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু তনয় ও তনয়ার এরূপ একান্ত শুভাভিলাষিনী হইয়াও যে তাহারদের জীবন রক্ষণে ও স্বাস্থ্য সাধনে অসমর্থা হন এবং জ্ঞানাভাবে তাহারদের সম্পূর্ণ অশুভ-সূচক কর্ম্মকে শুভ-সূচক জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহা যৎপরোনাস্তি খেদের বিষয়। পরমেশ্বর পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীদিগকে যে সমস্ত অভ্রান্ত স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারা সেই সমুদায়ের বশবর্ত্তী থাকিয়া শাবকগণকে সুচারুরূপে পরিপালন করে। কিন্তু তিনি যখন মনুষ্যদিগকে সেরূপ ভ্রান্তিশূন্য সংস্কার প্রদান না করিয়া তদপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন তাঁহারদের সন্তান সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণার্থে তদ্বিষয়ক সমুদায় বিদ্যা রীতিমত শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহারদিগের শরীর সুস্থ রাখা অপেক্ষায় মাতার অধিকতর বাঞ্ছিত ও গুরুতর কর্ত্তব্য আর কি আছে? অতএব তদর্থে শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করা স্ত্রীগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগের ন্যায় তাঁহারদের ঐ উভয় বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক না হউক, কিন্তু শরীরের যে যে অংশ ও যে যে নিয়মের উপর শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে, তদ্বিষয়ের জ্ঞান উপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ। শিশু সন্তানদিগকে সুন্দর রূপ শিক্ষিত ও বিনীত করা মাতার আর এক প্রধান কর্ম্ম। যাহাতে তাহারদের বুদ্ধি বৃত্তি সমুদায় প্রবল হইয়া উঠে এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় তাহার আয়ত্ত ও বশবর্ত্তী

থাকে; তাহারদিগকে এইরূপ শিক্ষিত ও বিনীত করা আবশ্যক। এই পরম রমণীয় মনোরথ সাধন করিতে হইলে, আমারদের কি কি মনোবৃত্তি আছে, কোন্ বৃত্তির কি রূপ স্বভাব ও কি প্রয়োজন, তাহাকে প্রবল বা দুর্ব্বল করিতে হইলে কি উপায় কর্ত্তব্য, কোন বিষয় উপস্থিত হইলে কোন্ বৃত্তি উত্তেজিত হয় এই সমুদায় বিষয় সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মনোবিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। কম্পাস ব্যতিরেকে অসীম-প্রায় মহাসমুদ্রে সমুদ্রপোত পরিচালন করা আর মনোবিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইয়া বালক বালিকাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত করিবার চেষ্টা করা উভয়ই তুল্য।

তৃতীয়তঃ। পরমেশ্বর আমারদিগকে যেমন কতক গুলি মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ তাহার উপযোগী বাহ্য বিষয় সমুদায়ও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সমস্ত বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হইলে, মনোবৃত্তিদিগকে সত্যপথে সঞ্চালিত করা যায় না। শিশুগণ সচরাচর যে সকল বস্তু দেখিতে পায়, মাতাকে সর্ব্বদাই তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। বায়ু বহিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইতেছে, নক্ষত্র সকল প্রকাশ পাইতেছে ইত্যাদি বিবিধ বিষয় দৃষ্টি করিয়া, তাহারা জননী, পিতামহী, মাতামহী প্রভৃতিকে তৎসমুদায়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। তাঁহারা এ সমস্ত স্বভাব-সিদ্ধ ব্যাপারের কিছুই অবগত নহেন, তত্তদ্বিষয়ে যে সকল প্রগাঢ় কুসংস্কার তাঁহারদের অন্তঃকরণে আরূঢ় হইয়া রহিয়াছে, শিশুগণকেও তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাতে, শৈশব কালেই নানা প্রকার ভ্রমাঙ্কুর লোকের চিত্ত-ভূমিতে রোপিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়। অতএব, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপার যে সকল শুভকর নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইতেছে, যাহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইলে ভ্রম নিবারণ ও কুসংস্কার বিমোচন হয়, তাহা সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তদর্থে তাঁহারদিগের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, নানা জাতীয় পুরাবৃত্ত ও স্বদেশীয় সামাজিক ব্যবস্থার বিষয় অধ্যয়ন করা বিধেয়। ভুবনবিখ্যাত নেপোলিয়ন কহিয়া গিয়াছেন, ভাবি কালে সন্তানের সদসৎ চরিত্র উৎপন্ন হওয়া মাতার উপরে সম্পূর্ণ রূপ নির্ভর করে।

চতুর্থতঃ। যে সমস্ত শুভকর বিষয় স্ত্রীলোক মাত্রেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইল। তদ্ভিন্ন, তাঁহারদের গীতবাদ্যাদি কতকগুলি মনোরঞ্জন গুণ থাকিলে, সংসারাশ্রম অনুপম সুখাস্পদ হইয়া উঠে। বোধ হয়, গৃহীর গৃহ এই সমুদায় রমণীয় গুণে বিভূষিত হইবে বলিয়াই, পরম কারুণিক পরমেশ্বর স্ত্রীজাতিকে সুমধুর স্বর ও সুকোমল কর প্রদান করিয়াছেন। অতএব, তাহারদিগকে এই সমস্ত সুনির্ম্মল-সুখজনক গুণ উপদেশ দেওয়া কল্যাণকর ব্যতিরেকে কদাপি অকল্যাণকর নহে। তাহারদিগের অন্যান্য গুরুতর বিদ্যা অধ্যয়ন করা আবশ্যক বলিয়া এই সমুদায় সুখকর বিষয়ের অনুশীলনে একেবারে ঔদাস্য প্রকাশ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

স্ত্রীগণ এইরূপ সুচারু শিক্ষা লাভ করিলে, ভূমণ্ডলে সুখ ও শোভার পরিসীমা থাকে না। জনসমাজে তাহারদের মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়, সন্তান সকল শৈশব কালে উত্তম রূপ রক্ষিত ও বিনীত হইয়া ভবিষ্যতে পুণ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, এবং পরিশুদ্ধ-চরিত্র সুশিক্ষিত পুরুষেরা বিদ্যাবতী গুণবতী অবলাদিগের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ পূর্ব্বক সংসারের সুনির্ম্মল সুখ-প্রবাহ প্রবল করিতে পারেন।

পদার্থবিদ্যা

গতির নিয়ম

১০৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৮ পৃষ্ঠার পর

ঘাত প্রতিঘাত

মুষ্ট্যাঘাত, মুদ্গরাঘাত, লোষ্ট্রাঘাত প্রভৃতি সমুদায় প্রকার আঘাতেই

কহা যায়। যদি গৃহের ভিত্তির উপরে এক খণ্ড প্রস্তর সতেজে প্রক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে সেই প্রস্তর-খণ্ড ভিত্তিকে আঘাত করিয়া উল্লম্ফিত হইয়া পড়ে। কারণ প্রস্তর যেমন ভিত্তিকে আঘাত করে, ভিত্তিও সেই রূপ প্রস্তরকে আঘাত করে। এই উদাহরণে প্রস্তরের আঘাতকে ঘাত কহা যায়, এবং ভিত্তি প্রস্তর দ্বারা আহত হইবা মাত্র যে ফিরে প্রস্তরকে আঘাত করে, ইহাকেই প্রতিঘাত বলা যায়। এইরূপ এক বস্তু অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তুকে যত তেজে আঘাত করে, সেই দ্বিতীয় বস্তুও ফিরে প্রথমোক্ত ঘাতক বস্তুকে তত তেজে প্রতিঘাত করে। এই নিয়ম সর্ব্বত্র সমান। কোন স্থলে হার অন্যথা হয় না।

ভূমির উপর একটা গোলা নিক্ষেপ করিলে, ভূমিও ফিরে সেই গোলাকে প্রতিঘাত করে।

কর্ম্মকারেরা যখন নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা মারে, তখন নেহাইও ফিরে সেই হাতুড়িকে প্রতিঘাত করে।

শিলাবৃষ্টির সময়ে কত কত শিল পতিত হইয়া, ভূমির প্রতিঘাতে, পুনর্ব্বার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

যে ব্যক্তি জলে সন্তরণ করে, সে যেমন নিম্নভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে হস্ত হেলন করিয়া জলে আঘাত করে, জলও সেইরূপ ঊর্দ্ধভাগে ও সম্মুখভাগে তাহাকে প্রতিঘাত করে। ইহাতেই সে মগ্ন না হইয়া সম্মুখ দিকে চলিয়া যায়।

পক্ষিগণ পক্ষ বিস্তার করিয়া যেমন বায়ুতে আঘাত করে, বায়ুও তৎক্ষণাৎ তাহারদের পক্ষকে প্রতিঘাত করে। তাহারা যদি নিম্ন দিকে আঘাত করে, বায়ু তাহারদিগকে ঊর্দ্ধ দিকে প্রতিঘাত করে। তাহারা যদি পশ্চাদ্ভাগে আঘাত করে, বায়ু তাহারদিগকে সম্মুখভাগে প্রতিঘাত করে। ইহাতেই তাহারা উড্ডীয়মান হইতে পারে।

মৎস্যগণও এইরূপে পুচ্ছ ও পাখ্না দ্বারা জলে আঘাত করিয়া সন্তরণ করিতে সমর্থ হয়।

নৌকার মাল্লারা দাঁড় বাহিবার সময়ে যেমন দাঁড় দ্বারা জলে আঘাত করে, জলও সেইরূপ প্রতিঘাত করাতে নৌকা চলিতে থাকে।

যদি এক ব্যক্তি অন্ধকারে দণ্ডায়মান থাকে, আর এক ব্যক্তি তাহার সম্মুখ দিক হইতে দ্রুতবেগে আগমন করিতে করিতে সহসা নিজ মস্তক দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করে, তাহা হইলে উভয়েই আহত হয়। কারণ আগন্তুক ব্যক্তি যেমন দণ্ডায়মান ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করে, দণ্ডায়মান ব্যক্তিও সেইরূপ আগন্তুক ব্যক্তির মস্তকে প্রতিঘাত করে।

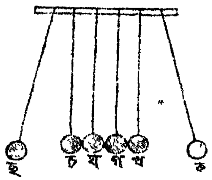
যদি দুই জনেই সমান বেগে আসিয়া পরস্পর মস্তকে মস্তকে আঘাত করে, তাহা হইলে উভয়ে উভয়কে ঘাত প্রতিঘাত করাতে উভয়েই দ্বিগুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়।

যদি এক খান জাহাজ পূর্ব্বমুখে আর এক খান পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে করিতে হঠাৎ আসিয়া দুই পানায় লগ্ন হয়, তাহা হইলে উভয়ে পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত করাতে ভগ্ন হইয়া যায়। বর্ষে বর্ষে এরূপ কত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার নিরূপণ নাই। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে স্কট্লণ্ডের সন্নিকটে কামেট্ নামক এক বাষ্পীয় পোত এইরূপে ভগ্ন ও জলমগ্ন হইয়াছিল। পোতারূঢ় ব্যক্তি সকলে ক্ষণমাত্র পূর্ব্বে গীত বাদ্য করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, সহসা কালগ্রাসে প্রবেশ করিয়া সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইলেন।

নৌকার পালে বাতাস লাগিয়া যেমন নৌকাকে চালিত করিয়া থাকে, পালও সেই বাতাসে প্রতিঘাত করিয়া তাহার বেগ হ্রাস করিয়া দেয়। এই নিমিত্ত যদি এক খান পালের নৌকার পশ্চাতে আর এক খান পালের নৌকা পড়ে, তাহা হইলে পশ্চাতের নৌকা উত্তম চলে না।

যদি গজদন্ত-নির্ম্মিত দুইটা সমান প্রমাণ গোলার মধ্যে একটা স্থির থাকে, আর একটা দ্রুতবেগে চলিয়া আসিয়া তাহাকে আঘাত করে, তাহা হইলে বিপরীত ঘটে। যে গোলা পূর্ব্বে স্থির ছিল, তাহা চলিতে

আরম্ভ করে, আর যেটা পূর্ব্বে চলিতেছিল তাহা স্থির হইয়া থাকে। কারণ বেগ-বিশিষ্ট চলিষ্ণু গোলা যেমন নিশ্চল গোলাকে আঘাত করিয়া চালিত করে, সেই নিশ্চল গোলা পুনর্ব্বার চলিষ্ণু গোলাকে প্রতিঘাত করিয়া স্থির করিয়া রাখে।



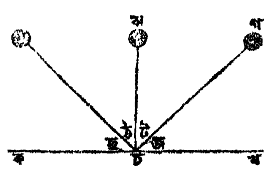
এই চিত্রক্ষেত্রে গজদন্ত-নির্ম্মিত ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, চিহ্নিত ছয়টা গোলার প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। তন্মধ্যে যদি ক চিহ্নিত গোলাকে কিছু দূর তুলিয়া খ চিহ্নিত গোলার উপর ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেবল ছ চিহ্নিত গোলা তত দূর উত্থিত হয়, আর সমুদায়ই যেমন তেমনি স্থির থাকে। ইহার কারণ, যখন ক চিহ্নিত গোলা খ চিহ্নিত গোলাকে আঘাত করে, তখন ঐ খ চিহ্নিত গোলা এক দিকে ক চিহ্নিত গোলাকে প্রতিঘাত করিয়া অন্য দিকে গ চিহ্নিত গোলাকে আঘাত করে। এই নিমিত্ত ক চিহ্নিত গোলা ঐ প্রতিঘাত পাইয়া স্থির হয়। আবার গ চিহ্নিত গোলা খ চিহ্নিত গোলা দ্বারা আহত হইবা মাত্র এক দিকে তাহাকে প্রতিঘাত করে এবং অন্য দিকে ঘ চিহ্নিত গোলাকে আঘাত করে, ইহাতে খ চিহ্নিত গোলা গ চিহ্নিত গোলার প্রতিঘাত পাইয়া স্থির হয়। এইরূপ ঘ চিহ্নিত গোলার প্রতিঘাতে গ চিহ্নিত গোলা, চ চিহ্নিত গোলার প্রতিঘাতে ঘ চিহ্নিত গোলা এবং ছ চিহ্নিত গোলার প্রতিঘাতে চ চিহ্নিত গোলা স্থির হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ছ চিহ্নিত গোলা চ চিহ্নিত গোলা দ্বারা আহত হয়, অথচ অন্য কোন গোলার প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় না, এ নিমিত্ত তাহা স্থির না হইয়া চালিত হয়।

পরাবর্ত্তিত গতি

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যদি কোন বস্তু এক শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া এক দিকে চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার গতিকে সরল গতি কহে। কিন্তু যদি চলিতে চলিতে অন্য বস্তুতে লাগিয়া প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে দিকে না চলিয়া দিগন্তরে গমন করে। ইহাকেই পরাবর্ত্তিত গতি কহে।

পরাবর্ত্তিত গতির উদাহরণ সচরাচর সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইবার সময়ে ঠিক সোজা পড়ে, কিন্তু যদি পড়িতে পড়িতে কোন শাখায় আসিয়া লাগে, তাহা হইলে আর সোজা না পড়িয়া তির্য্যগ্‌ভাবে দিগন্তরে গমন করে। যদি একটা গোলা ভূমির উপর গড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্য সরল ভাবেই চলে, কিন্তু চলিতে চলিতে যদি অন্য কোন বস্তুতে লাগিয়া প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে গমন করে। শিশুগণের খাপ্‌রা চালাচালি খেলাতে এবিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা জলের উপর যে সকল খাপ্‌রা ফেলিয়া দেয়, তাহা পুনঃ পুনঃ জলের প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতে হইতে গমন করে।

পরাবর্ত্তিত গতির এক সুন্দর নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব এস্থলে একটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত হওয়া যাইতেছে।



এই চিত্রক্ষেত্রে ক খ প্রস্তরময় ছাদ, তাহার উপর যদি গজদন্ত নির্ম্মিত ঝ চিহ্নিত গোলা উপর হইতে ঝ চ পথে সোজা ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা প্রতিহত হইয়া ঐ চ ঝ পথেই উত্থিত হইবে। কিন্তু যদি উপর হইতে ঠিক নীচে নিক্ষেপ না করিয়া গ চিহ্নিত স্থান হইতে গ চ পথে তির্য্যগ্‌ভাবে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে চ গ পথে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া বিপরীত দিকে চ ঘ পথে উৎক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে এই হয়, যে খ চ ও গ চ

রেখার অন্তর্গত জ চিহ্নিত কোণ ক চ ও খ চ রেখার অন্তর্গত ছ চিহ্নিত কোণের সমান হইয়া থাকে, এবং গ চ ও ঝ চ রেখার অন্তর্গত ট চিহ্নিত কোণ ঘ চ ও ঝ চ রেখার অন্তর্গত ঠ চিহ্নিত কোণের সমান হইয়া থাকে। এ নিয়ম সর্ব্বত্র সমান। যে স্থানে যে প্রকারে যে বস্তু নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, কদাপি এ নিয়মের অন্যথা হয় না। ঝ চ রেখাকে লম্ব কহে। এই লম্ব রেখা এবং যে পথে কোন বস্তু পতিত হয় সেই-পথ-নির্দ্দেশক রেখা এই উভয় রেখার অন্তর্গত কোণকে পাতিক কোণ কহে। যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা গেল, তাহাতে ট চিহ্নিত কোণকে পাতিক কোণ বলা যায়। আর কোন বস্তু পতিত হইয়া যে পথে পুনরাবর্ত্তিত হয়, সেই-পথ-নির্দ্দেশক রেখা এবং ঐ লম্ব রেখা এই উভয়ের অন্তর্গত কোণকে পারাবর্ত্তিক কোণ বলে। এস্থলে ঠ চিহ্নিত কোণকে পারাবর্ত্তিক কোণ কহা যায়।

দ্বিতীয়খণ্ডং

চতুর্থাধ্যায়ঃ

ন তেন বৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ। যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাস্থবিরং বিদুঃ॥

সে কখন বৃদ্ধ হয় না, যাহার কেবল শুক্ল কেশ; কিন্তু যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান্, তাঁহাকে দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

মৌনান্ন সমুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ। স্বলক্ষণন্তু যোবেদ সমুনিঃ শ্রেষ্ঠউচ্যতে॥

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য বাস প্রযুক্তও কেহ মুনি হয় না; কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি।

নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ। আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাং॥

পূর্ব্ব ধন সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। আমরণ ধন সম্পত্তির চেষ্টা করিবেক; তাহা দুর্লভ মনে করিবেক না।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং। এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ; সংক্ষেপেতে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে।

মোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনোমূলং পরেষাং চাতিতৃষ্ণয়া। উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনোমূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ॥

আপনার এবং লোভাতিশয় প্রযুক্ত পরের অর্থ নাশ করিবেক না; যেহেতু আপনার ও পরের ধন নাশ করিলে আপনাকে ও পরকে পীড়া দেওয়া হয়।

যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতং। কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালোভবিষ্যতি॥

যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবেক, জীবন কখনই নিত্য নহে; কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে।

সুবৃত্তঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিদ্বুধঃ। প্রাপ্যেহ লোকে সম্মানং সুগতিং প্রেত্য গচ্ছতি॥

যিনি বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নমনা ও ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি ইহলোকে সমাদর লাভ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন।

যস্য বাঙ্মনসী স্যাতাং সম্যক্ প্রণিহিতে সদা। তপস্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ সবৈ পরমবাপ্নুয়াৎ॥

যাঁহার বাক্য ও মন সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে অপ্রমত্ত থাকে এবং যাঁহার তপস্যা, দান ও সত্য কথনের অনুষ্ঠান থাকে, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

ধর্ম্মনিত্যঃ প্রশান্তাত্মা কার্য্যযোগবহঃ সদা। নাধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ত্ততে॥

যে প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি ধর্ম্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া কার্য্যোপায়ে সদা তৎপর থাকেন, তিনি অধর্ম্মের আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হয়েন না।

ধর্ম্মার্থৌ যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয়বশানুগঃ। শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং সপরিহীয়তে॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয়, সে শ্রী, প্রাণ, ধন, দারা প্রভৃতি হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয়।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ। সএব নিয়তোবন্ধুঃ সএব নিয়তোরিপুঃ॥

আত্মা দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু এবং আত্মাই নিয়ত রিপু।

প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং। ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদাত্মঘাতকঃ॥

উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম হিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয়।

পূর্ব্বে বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ॥

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক যদ্দ্বারা বৃদ্ধ কালে সুখে থাকিতে পারে, আর যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক যদ্দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং। কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকোযথা॥

মরণকেও ইচ্ছা করিবেক না এবং জীবনকেও ইচ্ছা করিবেক না; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক; যেমন কর্ম্মচারী ভৃতি লাভের কালকে প্রতীক্ষা করে।

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডে চতুর্থোধ্যায়ঃ।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

ত্রিষষ্ট অধ্যায়ের শেষ—আদিবংশাবতারণ পর্ব্ব

১১৭ সংখ্যক পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠার পর

একদা মুনিপুত্র বুদ্ধিমান্ পরাশর ঋষি তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইয়া অতিশয় রূপ সম্পন্ন, সিদ্ধপুরুষদিগেরও কাঙ্ক্ষিত, চারুহাসিনী, রম্ভোরু, সেই দিব্য বাসবী কন্যাকে দেখিবামাত্র কামার্ত্ত হইলেন ও কহিলেন হে কল্যাণি! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। কন্যা কহিল ভগবন্! ঐ দেখ নদীর উভয় পারে ঋষিগণ অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাঁদিগের সমক্ষে কি রূপে সমাগম সম্পন্ন হইতে পারে। কন্যার এই কথা শুনিয়া ভগবান্ প্রভু কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিলেন, কুজ্ঝটিকা দ্বারা সেই প্রদেশ অন্ধকারময় হইল। ঋষি-সৃষ্ট-কুজ্ঝটিকা দৃষ্টি করিয়া নির্দ্দোষা কন্যা লজ্জিতা ও বিস্মিতা হইল। কন্যা কহিল হে ভগবন্! আমি পিতৃবশবর্ত্তিনী অবিবাহিতা কন্যা; হে নিষ্পাপ! আপনার সহযোগে আমার কন্যাভাব দূষিত হইবে; হে ধীমন্ দ্বিজোত্তম! কন্যাভাব দূষিত হইলে আমি কি রূপে গৃহে যাইব। কি রূপেই বা জীবন ধারণ করিব। হে ভগবন্! এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় বিধান করুন।

কন্যা এই কথা কহিলে, মহর্ষি প্রীত হইয়া বলিলেন, আমার সহযোগে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না; হে ভীরু! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; হে শুচিস্মিতে! আমার প্রসন্নতা পূর্ব্বে কখন ব্যর্থ হয় নাই। ঋষি এই কথা কহিলে, কন্যা আপন শরীরের উত্তম সৌগন্ধ্য রূপ বর প্রার্থনা করিল। ঋষি তথাস্তু বলিয়া তাহার মনোভিলষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর কন্যা বরলাভে সন্তুষ্টা হইল এবং অদ্ভুত-কর্ম্মা ঋষির মনোভিলাষ পূর্ণ করিল। তদবধি সত্যবতী এই ভূমণ্ডলে গন্ধবতী নামে প্রসিদ্ধ হইল। লোকেরা যোজনান্ত হইতেও তাহার গাত্রের গন্ধ আঘ্রাণ করিত, এই নিমিত্ত তাহার আর এক নাম যোজনগন্ধা হইল। সত্যবতী এইরূপে উৎকৃষ্ট বর লাভে সন্তুষ্টা হইয়া পরাশরের সহযোগে সদ্য এক পুত্র প্রসব করিল। সেই বীর্য্যবান্ পরাশরাত্মজ যমুনা নদীর দ্বীপে ভূমিষ্ঠ হইলেন। তিনি মাতার অনুমতি লইয়া তপস্যায় মনোভিনিবেশ করিলেন ও কহিলেন, কার্য্যকালে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিয়া উপস্থিত হইব। এইরূপে দ্বৈপায়ন, সত্যবতীর গর্ব্ভে পরাশরের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল। যুগে যুগে ধর্ম্মের এক এক পাদ ক্ষয় হইতেছে নিশ্চয় করিয়া এবং মানবদিগের পরমায়ু ও শক্তি যুগের অনুগামী দেখিয়া বেদ সমুদায় রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি বেদ সকলকে ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিলেন এই নিমিত্ত তাঁহার নাম ব্যাস হইল। বরদাতা বরিষ্ঠ প্রভু ব্যাসদেব সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন এবং আপন পুত্র শুকদেবকে মহাভারত সহিত চারিবেদ অধ্যয়ন করাইলেন। তাঁহারা মহাভারতের পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রকাশ করিলেন।

মহাবীর্য্য, মহাযশা, মহাতেজা শান্তনু পুত্র ভীষ্ম অষ্টবসু অংশে গঙ্গার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকালে অণীমাণ্ডব্য নামে বিখ্যাত [illegible]

এক পুরাণ ঋষি মিথ্যাচৌর্য্যের অপবাদে শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন হে ধর্ম্ম। আমি বাল্যাবস্থায় শলাকা দ্বারা এক শকুন্তিকা বিদ্ধ করিয়াছিলাম সেই পাপ ভিন্ন আর কোন পাপকর্ম্ম করিয়াছি স্মরণ হয় না। কিন্তু আমি তাহা অপেক্ষা অপরিমিত সহস্র গুণ তপস্যা করিয়াছি। কি হেতু সেই তপস্যা দ্বারা আমার পাপ বিনষ্ট হইল না। যেহেতু ব্রাহ্মণ বধ সকল প্রাণি বধ অপেক্ষা গুরুতর পাপকর্ম্ম, অতএব তুমি কিল্বিষী হইলে শূদ্র যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে। মহর্ষির শাপে ধর্ম্ম বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিলেন, বিদুরের শরীর নিষ্পাপ ও সাক্ষাৎ ধর্ম্মের শরীর। মুনিকল্প সঞ্জয় নামা সূত গবল্গণ হইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। কুণ্ডল ও কবচধারী মহাবল কর্ণ সূর্য্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ব্ভে জন্মিলেন। জগৎ কর্ত্তা, সর্ব্বলোক পূজ্য, মহাযশা অনাদিনিধন দেব নারায়ণ লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ব্ভে অবতীর্ণ হইলেন। যাঁহাকে অব্যক্ত, অবিনশ্বর, ব্রহ্ম, প্রধান, ত্রিগুণাত্মা, আত্মা, অব্যয়, প্রকৃতি, সকল বস্তুর উৎপাদক ও অধিষ্ঠাতা, পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা, সত্ত্বগুণাবলম্বী, প্রণবস্বরূপ, অনন্ত অচল, দেব, হংস, নারায়ণ, প্রভু, বিধাতা, অজ, কৈবল্যস্বরূপ, ও নির্গুণ বলিয়া থাকে। সর্ব্বভূত পিতামহ জগৎকর্ত্তা ঐশ্বর্য্যশালী সেই পুরুষ ধর্ম্ম সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত অন্ধক বৃষ্ণিবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেন। অস্ত্র শাস্ত্র বিশারদ মহাবীর্য্য বিষ্ণু-ভক্ত সাত্যকি এবং কৃতবর্ম্মা সত্যক ও হৃদিকের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিলেন। উগ্রতপা মহর্ষি ভরদ্বাজের ঔরসে গিরিদরীর গর্ব্ভে দ্রোণাচার্য্য জন্মিলেন। অশ্বত্থামার জননী কৃপী ও মহাবল কৃপ গৌতমের শরস্তম্বে পতিত রেত হইতে উৎপন্ন হইলেন। মহাবল অশ্বত্থামা দ্রোণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বীর্য্যশালী সাক্ষাৎ অনলের ন্যায় তেজস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত ধনুগ্র্হণ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে জন্ম লাভ করিলেন এবং সেই যজ্ঞ বেদিতে তেজস্বিনী শুভকারিণী দীপ্তশরীরধারিণী সুরূপসম্পন্না কৃষ্ণা জন্মিলেন। প্রহ্লাদের শিষ্য নগ্নজিৎ ও সুবলের জন্ম হইল। গন্ধাররাজ সুবলের শকুনি নামে পুত্র ও দুর্য্যোধনের জননী গান্ধারী নামে কন্যা জন্মিল। দৈব কোপে পুত্র অধার্ম্মিক হইল। বিচিত্রবীর্য্যের স্ত্রীর গর্ব্ভে দ্বৈপায়নের ঔরসে মহাবল পাণ্ডু ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। দ্বৈপায়নের ঔরসে শূদ্র যোনিতে ধর্ম্মার্থবিৎ বুদ্ধিমান্ মেধাবান্ নিষ্পাপ বিদুরের জন্ম হইল। পাণ্ডুর দুই স্ত্রীর গর্ব্ভে দেবতুল্য পঞ্চ পুত্র জন্মিল। তাঁহাদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠির পরম গুণবান্ ছিলেন। ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুর ঔরসে ভীম এবং ইন্দ্রের ঔরসে সকল শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ ধনঞ্জয় জন্ম গ্রহণ করিলেন। অশ্বিনীকুমারের ঔরসে গুরুসেবা-তৎপর, রূপ-সম্পন্ন নকুল ও সহদেব নামা দুই যমজ পুত্রের জন্ম হইল। ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি এক শত পুত্র এবং যুযুৎসু ও স্থূণ নামে অন্য দুই পুত্র জন্মিল। স্থূণ বৈশ্যার গর্ব্ভে জন্মিয়াছিল এই নিমিত্ত করণ* জাতি হইল। হে ভরতকুলোদ্ভব! দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, স্থূণ, ও যুযুৎসু এই একাদশ পুত্র মহারথী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সুভদ্রার গর্ব্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে অভিমন্যুর জন্ম হইল। পঞ্চালদেশোদ্ভবা দ্রৌপদীর গর্ব্ভে পাণ্ডবদিগের ঔরসে বাসুদেবের ভাগিনেয়, মহাত্মা পাণ্ডুর পৌত্র, সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী, রূপ সম্পন্ন, পঞ্চকুমার জন্মিল; যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের ঔরসে সুতসোম, অর্জ্জুনের ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের ঔরসে শতানীক, এবং সহদেবের ঔরসে প্রতাপ শালী শ্রুতসেন নামে পুত্র হইল। বনমধ্যে ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ব্ভে আর এক পুত্র হইয়াছিল। দ্রুপদরাজের শিখণ্ডী নাম্নী এক কন্যা জন্মিল। স্থূণ নামে যক্ষ তাহার

* ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মে তাহাকে করণ বলে।

প্রেষকর্ম্ম করিবার উদ্দেশে তাহাকে পুরুষ করিয়া দিল। কুরুপাণ্ডবদিগের সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা রাজা আগমন করিয়াছিলেন। সেই সকল অগণ্য রাজাগণের প্রত্যেকের নাম কীর্ত্তন করা অযুত বর্ষেও হইতে পারে না। যাঁহারা প্রধান ও এই আখ্যানের মূলীভূত তাঁহারদিগের নাম এইরূপে কীর্ত্তিত হইল।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ সভা

গত ১৮ জ্যৈষ্ঠ দিবসের বিশেষ সভা স্থগিত হওয়াতে তৎসভায় উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে আগামি ১৭ আষাঢ় বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে উপস্থিত প্রস্তাব বিবেচনা জন্য ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় তলগৃহে বিশেষ সভা হইবেক সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন ইতি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক।

সভা প্রবেশ

শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র বসু, হরিমোহন গুপ্ত, কেদারনাথ মজুমদার, যাদবচন্দ্র দাস, ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণপ্রসাদ দাস মুন্সী, ভগবানচন্দ্র সেন, মহিমাচন্দ্র সিকদার, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, শিবনারায়ণ দেব, রামনাথ হালদার, গিরীশচন্দ্র রাহা, দ্বারিকানাথ দে, নবীনকৃষ্ণ দত্ত, হরচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, নীলমাধব নাগ, চন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রাজেন্দ্রনাথ হালদার, এবং ঈশ্বরচন্দ্র দে, ইহাঁরা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিয়া ছয় আনা মূল্য নির্দ্ধারিত করা গিয়াছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য তিন টাকা। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৪ শকের চৈত্র মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দান প্রাপ্ত	১২৩।৶
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	৩।৶
গতমাসের স্থিত	২৬৯৮/৫

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	৭৩।০
বিবিধ ব্যয়	৫১৷১৫
	১২৩।১৪

স্থিত

নগদ	২৪৩১০
অনরিরিক্ত কম্পানির কাগজ	৫০০

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২০
,, জয়গোপাল সেন	৫
,, শিবচন্দ্র দেব	১৫
,, যাদবকৃষ্ণ সিংহ	১০
,, শ্যামাচরণ সেন	৩
,, মতিলাল মজুমদার	১
,, মদনমোহন সেন	১
,, রামকানাই সেন	৪
,, হরিনাথ কুণ্ডু	১
,, উমেশচন্দ্র মিত্র	১
,, ব্রজলাল বসু	১০
,, গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার	১
বেণীমাধব দে	৫
,, হলধর চক্রবর্ত্তি	২
,, নবকৃষ্ণ বসু	১
,, কেনারাম দে	১
,, শ্রীনাথ দাস	১
,, রাজনারায়ণ বসু	৩
ধর্ম্মাধারে প্রাপ্ত	১৭।৶
	১২৩।৶

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ আষাঢ় মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১০। কলিগতাব্দা ৪৯৫৪।

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার সাঁচি সভ্য প্রতিমাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
১২০ সংখ্যা
শ্রাবণ ১৭৭৫ শক

তৃতীয় কল্প   তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

আগামি ৩ শ্রাবণ রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

গত ৯ আষাঢ় বুধবার সায়ংকালে ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্ম সমাজে বার্ষিক সমাজের কার্য্য সুন্দর রূপ সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সমাজ গত বৎসর আষাঢ় মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়, তদবধি তৎ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র, সম্ভুনাথ পণ্ডিত ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী মহোৎসাহী ব্যক্তিদিগের যত্নে ও উৎসাহে তাহার কার্য্য যথা নিয়মে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, এবং উত্তরোত্তর উন্নতি ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। সমাজের স্বতন্ত্র গৃহ নাই, এ নিমিত্ত তাঁহারা যত্ন পূর্ব্বক এক সমাজগৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ গৃহ প্রস্তুত হইয়া ও সুনিপুণ উপাচার্য্য নিযুক্ত হইয়া তথায় উপাসনা-কার্য্য আরব্ধ হইলে, উক্ত সমাজের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র গত বার্ষিক সমাজে যে সুচারু প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রবল উৎসাহ পক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ প্রস্তাব পশ্চাৎ প্রকাশিত হইল।

ভবানীপুরের বার্ষিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

৯ আষাঢ়

অদ্য এই ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজ দ্বিতীয় বৎসরে প্রবৃত্ত হইল। অদ্য আমারদের কি শুভ দিন! অদ্য আমারদের কি নির্ম্মল আনন্দের উদ্ভব হইতেছে! গত এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত আমরা প্রতি সোমবাসরে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া সকল বন্ধু বান্ধবের সহিত একত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আপন আপন আত্মাকে কৃতার্থ করিয়াছি, ইহার স্মরণ ও আলোচনা নিতান্ত মনোহর ও সুখকর। যদি স্বজনের শারীরিক বর্ষ বৃদ্ধিতে চিত্তে আনন্দ জন্মে, তবে এই সমাজ, যদ্দ্বারা আমারদের জ্ঞানের বৃদ্ধি ও জগৎপাতার প্রতি প্রীতি ও পরস্পর সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার বয়োবৃদ্ধিতে কেন না আমারদিগের আনন্দ জন্মিবে? যৎকালে এই সমাজ সংস্থাপিত হয়, তৎকালে এমত ভরসা ছিল না, যে ইহার এরূপ উন্নতি হইবেক; কিন্তু যাঁহার উপাসনার নিমিত্তে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারই অপরিসীম প্রসাদাৎ ইহার উন্নতি হইতেছে। আমারদের এই সমা-

জের অনেক বিপক্ষ আছেন, তথাচ সত্য ধর্ম্মের এরূপ মহিমা যে তদ্দ্বারা তাঁহার কোন বিঘ্ন হয় নাই।

এই বঙ্গ প্রদেশে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কখন প্রচলিত না থাকায় তাহা অভিনব ধর্ম্ম বলিয়া তাহার প্রতি অনেকে দ্বেষ করেন; কিন্তু ইহা অভিনব ধর্ম্ম নহে। ইহা আমারদের সনাতন ধর্ম্ম। এতদ্দেশে এই ধর্ম্ম প্রথম প্রচার কালে তৎপক্ষে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ছিলেন। এ ধর্ম্মের নামোচ্চারণেই অনেকে বৈরক্তি প্রকাশ করিতেন। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ প্রথম সংস্থাপিত হইলে, তদ্ধর্ম্মাবলম্বি কতিপয় ব্যক্তি ভিন্ন অপরাপর কোন ব্যক্তি তথায় দর্শনার্থেও গমন করণে সাহস করিতেন না; কিন্তু করুণাকর পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ এইক্ষণে কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে অনেকানেক মহাত্মারা অক্ষোভে অকপটে অকুতোভয়ে একত্রিত হইয়া একান্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত মুক্তকণ্ঠে ব্রহ্ম নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করত জীবনের সাফল্য করিতেছেন। এইক্ষণে এই সত্য ধর্ম্ম যেরূপ প্রচলিত ও তজ্জ্যোতিঃ যেরূপ দীপ্যমান হইতেছে, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ ভরসা হইয়াছে, যে এ ধর্ম্ম অচিরাৎ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবেক।

যখন অত্যন্ত বিচ্ছেদকর জাত্যভিমান ও অন্যান্য ভেদাভেদ রহিত হইয়া সকলেই পরস্পর কেবল এক সৌহার্দ্দ ও সৌভ্রাত্র রূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবেক, যখন পরস্পর কোন দ্বেষ মৎসরতা না থাকিবেক যখন এই সংসার কেবল এক পাতার অধীন ও এক পিতার পরিবার মাত্র বোধ হইবেক, যখন গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে এবং দেশে দেশে শত শত, সহস্র সহস্র, মানবগণ একত্রিত হইয়া ব্রহ্ম চিন্তন ও ব্রহ্ম কথন এবং ব্রহ্ম গান করিবেক, তখনই এই সংসার প্রকৃত আনন্দ ধাম হইবেক। হে পরাৎপর পরমাত্মন্! আমারদের দেশে এরূপ শুভ দিন কবে উপস্থিত হইবেক।

হে পরমাত্মন্! তোমার কিবা মহিমা! তোমার কিবা কৌশল! তোমার কিবা করুণা! তোমার কিবা শক্তি! তুমি কিবা সুধাকর সদৃশ পরম রমণীয় পরিশুদ্ধ ধর্ম্মবৃত্তি আমারদিগকে প্রদান করিয়াছ! তোমার স্বরূপ আলোচনা মাত্রেই আমরা পরম সুখী হইতেছি। আহা! যখন তোমার মঙ্গল স্বরূপ আলোচনা মাত্রেই আমরা এরূপ সুখি হইতেছি, তখন তোমাতে মনের একাগ্রতা করিতে পারিলে যে আমরা কিপর্য্যন্ত সুখি হইব, তাহা কে বলিতে পারে।

এই বাক্য সাধারণরূপে প্রচলিত আছে যে "ন চাপত্যসমস্নেহঃ" সন্তানের প্রতি স্নেহের সমান আর স্নেহ নাই। ইহা অতি যথার্থ; কারণ পিতা মাতা আপন প্রাণাপেক্ষাও সন্তানের প্রাণ গুরুতর বোধ করেন; কিন্তু এক বার স্থির চিত্তে বিবেচনা কর, যে যিনি প্রজাদিগের রক্ষা ও বৃদ্ধি নিমিত্তে পিতা মাতার হৃদয়ে এইরূপ অগাধ অচল স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমারদের প্রতি তাঁহার কি অনুপম ও অপরিসীম স্নেহ। তিনি একাকী এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের পিতা, পাতা, সুহৃৎ ও আশ্রয়। তিনি "সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ।"

যে দেশে যে দিকে ও যে বস্তুতে আমরা নেত্র নিঃক্ষেপ করি, সেই দেশে সেই দিকে ও সেই বস্তুতেই তাঁহার অগাধ করুণা সাগর দৃশ্যমান হয়। যে দেশের যেরূপ অবস্থা, তিনি সে দেশের জীবের জীবন রক্ষার নিমিত্তে তদুপযোগি সমস্ত বস্তুই সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা হেমন্ত দেশে গুরুতর আহার্য্য ও উষ্ণ পরিধেয় প্রয়োজনীয় এ জন্য তদ্দেশে মেষাদি পশুর আতিশয্য দৃষ্ট হয়, এবং গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে আহার জন্য তণ্ডুল ফল মূলাদি এবং পরিধান নিমিত্তে কর্পাসাদি প্রচুর রূপে জন্মিয়া থাকে। এইরূপ নানা দেশে নানা প্রকার বস্তু তত্তৎ স্থানের উপযোগিতানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এই সমস্ত বিচিত্র রচনা মধ্যে মনুষ্যের স্বভাব সকল স্থানেই সমান। যদিচ দেশ ভেদে শুক্লাদি বর্ণ ভেদ আছে, তথাচ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, নিকৃষ্ট প্রবৃ-

ত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তারতম্যানুসারে সকলেরই আছে; আমরা সকলেই এক স্রষ্টা ও এক বিধাতার নির্ম্মিত। অতএব সনাতন ধর্ম্ম বিষয়ে লৌকিক ভেদাভেদ দূর করিয়া যখন জগৎ পিতার সকল সন্তান একত্র হইয়া কেবল তাঁহার আরাধনা করিবেন, তখনি তাঁহার পরিশুদ্ধ শুভাভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক; কিন্তু সে পবিত্র দিন কবে উপস্থিত হইবে, তাহারই প্রত্যাশাপন্ন হইয়া রহিয়াছি। সেই দিন উপস্থিত হইলে, এইক্ষণে দেশ ভেদে ঈশ্বর আরাধনার প্রকার ভেদ থাকায় পরস্পর মনে মালিন্য হওয়া যে সম্ভব, তাহা এক কালে দূরীকৃত হইয়া সকলেই এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে এবং কেবল অনবরত আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকিবেক।

সকল মনুষ্যই কেবল নিজ নিজ সাংসারিক বিষয়ে সদাই ব্যস্ত। কোন কোন ব্যক্তির অর্জ্জনস্পৃহা এরূপ বলবতী, যে তাঁহারা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা অবধি রাত্রে পুনর্ব্বার শয়ন পর্য্যন্ত সমুদায় কাল কেবল অর্থার্জ্জনের চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারদের এ প্রকার সংস্কার আছে যে এ সংসারে জীবন ধারণ করিয়া "যেন তেন প্রকারেণ" প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা হয়। তাঁহারদের বোধে অর্থই সর্ব্বস্ব; অর্থই কর্ম্ম, অর্থই বিদ্যা, অর্থই মান, অর্থই ধর্ম্ম, অর্থই জ্ঞান, অর্থই ধ্যান; তাঁহারদের ইহাতে এরূপ গাঢ় অভিনিবেশ যে স্বপ্নেও অর্থ দর্শন করেন এবং অন্তিম কালেও কেবল অর্থ অর্থ করিয়াই তাঁহারদের বাগিন্দ্রিয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। আহা! এ প্রকার মনুষ্যের কি দুঃখ ও কি ক্লেশ! তাঁহারা অর্থ অর্থ করিয়া যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করিলেন তথাপি তাঁহারদের অর্থের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইল না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট বৃত্তির চালনাতে যে কি অনুপম আনন্দ, তাহার কণা আস্বাদনও গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু তাহা আছে বলিয়াই আমারদের সমস্ত সময় দিবারাত্রি কেবল অর্থোপার্জ্জনেই নিক্ষেপ করা উচিত নহে, তাহা করিলে আমরা কখন আন্তরিক নির্ম্মল সুখে সুখী হইতে পারিব না। এই অগাধ দুঃখ সাগর স্বরূপ সংসার, যাহাতে দুঃখ তরঙ্গের উপর দুঃখ তরঙ্গ ক্রমাগত উঠিতেছে, তাহাতে সম্যক্ প্রকারে সুখ প্রাপ্তি হওয়া অথবা সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অতি কঠিন; কেবল জগদীশ্বরের করুণা রূপ তরি অবলম্বন করিলেই দুঃখ সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নিত্য সুখ ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোন সাংসারিক উপকার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আমরা কত শত মনুষ্যেরই উপাসনা করি এবং কোন মনুষ্য কর্তৃক কিঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহার নিকট কত প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি; কিন্তু যাঁহার কারুণ্যে আমরা এই সংসারের সকল সুখ সম্ভোগ করিতেছি, যাঁহার প্রসাদাৎ মাতৃ-গর্ভে দশ মাস পর্য্যন্ত সংস্থিতি করিয়া পরমাশ্চর্য্য সুগঠন ও অঙ্গ সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার অনুগ্রহে গর্ভস্থ সন্তানের জীবন রক্ষার নিমিত্তে তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইতেছে, যিনি সন্তান রক্ষার নিমিত্তে পিতা মাতার হৃদয়ে অগাধ স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আমারদের সুখ সম্ভোগের নিমিত্তে নানা প্রকার উপকারি ইন্দ্রিয় সকল প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদাৎ আমারদের শ্বাস প্রশ্বাস বহন হইতেছে, যিনি আমারদের আহার নিমিত্তে প্রচুর শস্য ও ফল মূলাদি প্রদান করিয়াছেন, যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি নিমিত্তে সুগন্ধি পুষ্পাদি ও শ্রবণ-সুখ সঞ্চারার্থে সুস্বর কোকিলাদির মধুর ধ্বনি ও দর্শনানন্দ সমাধানার্থে বিচিত্র পরম শোভাকর দ্রব্য সকল এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের সুখ সম্পাদনার্থে সুখসেব্য সুস্নিগ্ধ সমীরণ এবং সুকোমল পদার্থ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি জীবনোপযোগী জল বায়ু অগ্নি সর্ব্বত্র প্রচুর রূপে স্থাপন করিয়াছেন, যাহা চেষ্টা বা পর্য্যটন দ্বারা আনয়ন করিতে হইলে জীবন রক্ষা করা ক-

ঠিন হইত, যিনি শ্রম বিশ্রামের কাল নিরূপণ জন্য দিবারাত্রি বিধান করিয়াছেন, যিনি শারীরিক ও মানসিক শ্রম নিবারণ জন্য সর্ব্বদুঃখ হারিণী নিদ্রার সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আমারদিগের নিত্য সুখের উদ্দেশে অনন্ত জ্যোতিষ্মান্ লোক সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার মঙ্গল-কর নিয়ম সকল এক নিমেষ নিমিত্তে স্থগিত হইলে, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড মহাপ্রলয় ও মহা ধ্বংশ দশা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাঁহাকে স্মরণ না করা ও তাঁহার উপাসনা ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা কি সামান্য পাষণ্ড ও কৃতঘ্ন ও মূর্খের কর্ম্ম? আমরা ষষ্টি দণ্ড কালের মধ্যে কি এক দণ্ড কাল আমারদের সকল সুখ দাতা জগৎ পাতার প্রতি প্রীতি প্রকটন করিতে পারি না? গল্প ও ক্রীড়া ও অন্যান্য আমোদে আমরা কত সময় ব্যয় করিয়া থাকি, ব্রহ্মোপাসনা কি তাহা অপেক্ষাও নিষ্প্রয়োজনীয়? ইহা কি আমারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য নহে? ইহাতে কি কিছুই আনন্দ নাই? মন অত্যন্ত বিকৃত না হইলে একথা কেহই কহিবেন না।

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" যিনি অমৃত স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহার চিন্তনে অবশ্যই আনন্দ জন্মিবেক, তাহার কোন সংশয় নাই।

সাংসারিক সকল কার্য্য নিয়ম ও শাসনাধীন; নিয়ম ও শাসন না থাকিলে কোন ব্যাপার সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই সমাজের নিয়ম হওয়াতে সকলকেই নিয়মানুসারে অত্র স্থানে আগমন করিতে হয়, সপ্তাহ মধ্যে এক দিবস এই সমাজে স্বেচ্ছাতেই হউক বা অনুরোধেই হউক সৎ কথা ও সৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেই হয় এবং এ প্রকার নিয়ম মত শ্রবণ করিতে করিতে অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরও তদ্বিষয়ে ক্রমে শ্রদ্ধা ও প্রীতি জন্মিতে পারে। ইহাতে এই সমাজে নিয়মমত সকলে একত্রিত হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করাতে যে কি মহোপকার তাহা বর্ণনা করা যায় না। অতএব হে করুণাময় পরমেশ্বর! যাহাতে আমারদের এই সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া সত্য ধর্ম্ম অত্র স্থানে প্রচলিত ও উন্নত হয়, তাহা তুমি কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্ম্মনীতি।

১৭৭১ শকের পত্রিকার ৩৪ পৃষ্ঠার পর

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির কোন্ কোন্ বিদ্যা অধ্যয়ন করা উচিত, তাহার স্থূল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এইক্ষণে শিক্ষা-কার্য্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শিশুগণকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যে অত্যন্ত উপকারী ইহা সকলেরই এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম আছে, কিন্তু তাহারদিগকে উপদেশানুরূপ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করান যে অতীব কর্ত্তব্য, এবিষয়ে অনেকেরই স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে নাই। জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানানুরূপ কর্ম্ম অভ্যাস করা উভয়ই শিশুদিগের শিক্ষাকার্য্যের অন্তর্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী দ্বারা এই উভয় বিষয় সুসিদ্ধ হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শৈশব কালাবধি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত না হইলে, কেবল গ্রন্থ পাঠ ও উপদেশ শ্রবণে তাদৃশ ফল দর্শে না। মনুষ্য অভ্যাসের দাস। যে বিষয় অভ্যাস করা যায়, তাহাতেই প্রবৃত্তি ও পটুতা জন্মে। পাপানুষ্ঠান অভ্যাস করিলে, পুনঃপুনঃ পাপ-কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়, এবং পুণ্যানুষ্ঠান অভ্যাস করিলে, সতত পুণ্য সাধনে অনুরাগ জন্মে।

যে স্থানে অবস্থিতি করিলে শরীর চালনার সম্ভাবনা থাকে না, যদি এরূপ কোন অন্ধকারময় কারাগার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে জন্মাবধি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, এবং পরে তাহাকে তথা হইতে বহির্গত করিয়া জনসমাজে আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি আর অন্য মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট ও পরিষ্কৃত রূপ দেখিতে পাইবে না, কোন বস্তুর শব্দ শুনিলে, উহা কত দূরে অবস্থিত আছে, তাহা প্রকৃত রূপ অনুভব করিতে পারিবে

না, এবং পরে তারা স্থিরতরভাবে গমনাগমন করিতে ও হস্ত দ্বারাও শ্রমসাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে না। ইহার কারণ এই, যে শরীর ও ইন্দ্রিয় সমুদায় সঞ্চালিত না হইলে, কদাপি পরিবর্দ্ধিত ও কর্ম্মণ্য হইতে পারে না, নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এইরূপ, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ও প্রকৃত বিষয়ে পুনঃপুনঃ পরিচালিত না হইলে, উন্নত, মার্জ্জিত ও কর্ম্মণ্য হয় না। যদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল পুনঃপুনঃ অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের শাসন অতিক্রম করিতে থাকে, তাহা হইলে, তাহারা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে, এবং তাহারদিগকে চরিতার্থ করা অভ্যাস পাইয়া সতত অসৎ পথেই প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, বাল্যকালাবধিই অবৈধ পরিত্যাগ ও বৈধ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান অভ্যাস করা মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল জ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত থাকিলে, শিক্ষা-কার্য্যের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইলে, কর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যাস করিতে হয়, তাহা আনুষ্ঠিকী প্রণালী বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। উপদেশ ও অনুষ্ঠান এ উভয়ে অনেক বিশেষ আছে। কোন বিষয় অবগত করাকে উপদেশ কহে, আর কতক গুলি শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান করিয়া তাহারদিগকে অভ্যাসগত করা আনুষ্ঠিকী প্রণালীর উদ্দেশ্য। ব্যায়াম বিষয়ক নিয়ম সমুদায় জ্ঞাত করাকে তদ্বিষয়ক উপদেশ বলা যায়, কিন্তু তাহাকে ব্যায়ামের অনুষ্ঠান কহা যায় না। একাদিক্রমে শত বৎসর পর্য্যন্ত এরূপ উপদেশ শ্রবণ করিলেও, ব্যায়াম শিক্ষার কিছু মাত্র উন্নতি হয় না। তাহা শিক্ষা করিতে হইলে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে হস্ত পদাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ব্যায়াম করিতে হয়। তাহা হইলেই, ব্যায়াম শিক্ষার উন্নতি হইয়া শরীর সবল হইতে থাকে।

শিশুদের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা অনেকেই ইহা অবগত আছেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু "শরীর সঞ্চালন করিবে" "পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিবে" ইত্যাকার উপদেশ-বচন উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে, সে উপদেশে তাদৃশ ফল দর্শে না। বালক বালিকাদিগের তদনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। এই নিমিত্ত, ইউরোপের অন্তর্বর্ত্তী অনেক অনেক বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ের রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া দেন।

শারীরিক সুস্থতা লাভ পরম ভাগ্যের বিষয়। বিশেষতঃ, শরীর সুস্থ না থাকিলে, প্রধান প্রধান মনোবৃত্তিও তেজস্বিনী হইতে পারে না। অতএব, এক্ষণকার বিশুদ্ধ-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা শিশুগণের শরীর সুস্থ ও সবল করিবার উপায় সাধন করা তাহারদিগের শিক্ষা-কার্য্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে জনক জননীর, বিশেষতঃ জননীর যেরূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য, তাহা ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্যালয়েও প্রশস্ত স্থানে অবস্থিতি, ধৌত বস্ত্র পরিধান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, যথা নিয়মে শরীর সঞ্চালন ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ক বলবৎ বিধান থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। শরীর সঞ্চালন না করিয়া ক্রমাগত অতি প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম করিলে, মনও নিস্তেজ হয়, শরীরও ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া আইসে। বিশেষতঃ, যে সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিদ্যালয়েই অহর্নিশ অবস্থিতি করে, শিক্ষককেই তাহারদিগের সমুদায় বিষয়ের ভার গ্রহণ করিতে হয়। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠিত কোন কোন বিদ্যালয়ে বালকগণের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি থাকা দূরে থাকুক, তদ্বিষয়ে যে প্রকার অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এক্ষণে ভূমণ্ডলে এ সকল বিষয়ে যেরূপ সুযুক্তি-সিদ্ধ সুচারু মত প্রচারিত হইতেছে, তাঁহারা তাহার সংবাদও রাখেন না।

বালকদিগকে বস্তু বিশেষের স্বভাব ও গুণাগুণ অবগত করাকে তত্তদ্বিষয়ক উপদেশ কহা যায়, আর তাহাদের নিজ বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক সেই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা, পরীক্ষা, শৃঙ্খলা বন্ধন ও ইতর বিশেষ করাকে বুদ্ধি-প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। যখন বালক বালিকারা কোন বস্তুর বিষয় শিক্ষা করে, তখন যাহাতে আপনারা তাহার আকার প্রকার, লঘুত্ব গুরুত্ব, কাঠিন্য কোমলতা, ঘনত্ব তারল্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখে, এবং তাহা কোন্ দেশে কি রূপে উৎপন্ন হয়, কি প্রকারেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন্ কোন্ বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার কি রূপ গুণ প্রকাশ পায় এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারে, তাহারদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান করাই উচিত কল্প। এই প্রকার শিক্ষা দান করা আনুষ্ঠিকী প্রণালীর উদ্দেশ্য। এরূপ শিক্ষার ফল কেবল উপস্থিত বিষয় শিক্ষা মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় ক্রমশঃ উন্নত ও পরিপক্ব হইয়া ভবিষ্যতে অশেষ উপকার সাধন করিতে থাকে।

এই প্রকার, ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান এ উভয়েও অনেক বিভিন্নতা আছে। পরমারাধ্য পিতা মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য, ইহা বালকদিগকে অবগত করাকে তদ্বিষয়ক উপদেশ কহা যায়, আর তাহারদিগের জনক জননীর প্রতি অকপট মনে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করাকে তদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান বলা যায়। এক্ষণে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী সচরাচর প্রচলিত, তদনুসারে বালকেরা গ্রন্থ বিশেষ অধ্যয়ন কালে কিছু কিছু হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু শিক্ষকেরা তাহারদিগের তদনুরূপ অনুষ্ঠান বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করেন না। তাহারা পাঠ-স্থানে যে সমস্ত সুধাময় বচন শিক্ষা করে, তথা হইতে বহির্গত হইয়া তাহার নিতান্ত বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব, তাহারদের পরম পবিত্র পুণ্য-পদবী অবলম্বন করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত পাপানুষ্ঠানই পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মে। তাহারা বাল্যকালে যে সমস্ত কদাচার-পাশে বদ্ধ হয়, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় যে তাহা পরিপক্ব হইয়া উঠিবে ইহাতে সন্দেহ কি? লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল স্বভাবতই প্রবল থাকে, এবং সর্ব্বস্থানেই স্বীয় স্বীয় বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সতত উত্তেজিত হয়। তাহারদিগকে যত্ন ব্যতিরেকে কদাপি বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে হয় না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিষয় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অহরহ যত্ন প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিলে, তাহারা নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিদিগকে বলবতী করা এই পাপ রূপ মহা রোগের যেমন ঔষধ এমন আর কিছুই নহে। যখন কোন বালক কোন দীন, অন্ধ, নিরাশ্রয় ব্যক্তির দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে, তখন তাহার উপচিকীর্ষা বৃত্তি চালিত ও চরিতার্থ হয়। যখন কেহ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পরম ভক্তি-ভাজন পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান, অপরিসীম শক্তি ও অপার-কারুণ্য-স্বরূপের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া ভক্তি-রসে আর্দ্র হয়, তখন তাহার ভক্তিপ্রবৃত্তি পর্য্যাপ্ত রূপে চরিতার্থ হয়। যখন কেহ আপনার বা অন্যের অনুচিত কোন কর্ম্মের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করে, তখন তাহার ন্যায়পরতা প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়। অতএব, শিশুগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় মার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া তাহারদিগের হৃদয় খাদে পুণ্য রূপ বিশুদ্ধ সলিল সঞ্চারিত করিতে হইলে, তাহারদিগকে যেমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত, সেইরূপ, পূর্ব্বোক্ত রূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করান নিতান্ত আবশ্যক।

যেমন বালক বালিকাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে বলবতী ও তেজস্বিনী করা আবশ্যক, সেইরূপ, তাহারদিগের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে দমন করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী করা কর্ত্তব্য। তাহারা

স্বভাবতই তেজস্বিনী। সকল কামনীয় বিষয় প্রাপ্ত হইলে, তত্তাবতের আরও প্রবলা হইয়া উঠে। ক্রোধের বিষয় উপস্থিত হইলেই ক্রোধের উদয় হয়, এবং লোভের সামগ্রী প্রত্যক্ষ হইলেই লোভের সঞ্চার হয়। অতএব, যে সমস্ত বিষয় দ্বারা দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে, বালক বালিকাদিগকে তৎসন্নিধানে স্থাপিত করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে, এবং যে সকল লোক সে সকল বিষয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন না করিয়া, কথা প্রসঙ্গে আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারদিগেরও সহিত সহবাস করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। যেরূপ কথাবার্ত্তায় সে সকল বিষয়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতে পারে, শিশুগণের সমীপে তাহাই উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।

যেরূপ, নির্ম্মল জলের সহিত দুর্গন্ধ বস্তু বিমিশ্রিত হইলে, সে জলও দুর্গন্ধ হয়, সেইরূপ, দুর্জ্জনের সহিত সতত সংসর্গ করিলে, সাধু জনেরাও অসাধু ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব, সন্তানদিগকে অধর্ম্ম-পরায়ণ অশান্ত ব্যক্তিদিগের এবং দুর্বিনীত দুঃশীল বালকদিগের সহিত সহবাস করিতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে, প্রত্যুত, সর্ব্বদা সজ্জনদিগের সংসর্গে রাখাই কর্ত্তব্য। যে বালক ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অশান্ত লোকের সম্প্রদায়ে নিরত অবস্থিতি করে, আর যে বালক সচ্চরিত্র সাধুমণ্ডলীতে থাকিয়া রীতি নীতি শিক্ষা করে, এ উভয়ের চরিত্র পরস্পর বিস্তর বিভিন্ন হয় তাহার সন্দেহ নাই। যে স্থানে পুষ্প গন্ধ পবিত্র সমীরণ সতত সঞ্চরণ করিতেছে, জ্ঞান স্বরূপ সুখময়ী নদীর সুললিত লহরী-শ্রেণী সর্ব্বদা সমুত্থিত হইতেছে, এবং সুদুর্লভ সন্তোষ-সুধা অবিরল নিঃসৃত হইয়া পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রকাশ করিতেছে, সেই স্থানে শিশু সন্তানগণকে স্থাপন করাই শ্রেয়স্কল্প। কিন্তু কুসংসর্গে পাপ-প্রবাহ যেরূপ প্রবল, তদ্রূপ সেরূপ রমণীয় স্থান ও একান্ত দুর্লভ; অতএব দুর্লভ সম্পত্তি। এই নিমিত্ত সাধারণ সকলকে সুশিক্ষিত ও সুশীল করিবার উপায় করা মনুষ্যের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কত দিনে আমারদিগের এই গুরুতর ধর্ম্মে দৃঢ়তর প্রতীতি জন্মিবেক, তাহা কে বলিতে পারে?

শিশুগণ যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখে, সেইরূপ শিক্ষা করে, সেইরূপ কর্ম্ম করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহারদের চরিত্র সেইরূপ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, গুরুজনদিগের যেরূপ আচরণ দেখিতে পায়, তাহা অবিলম্বে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। অতএব, বালক বালিকাদিগকে সুশীল সচ্চরিত্র করিতে হইলে, জনক জননী ও শিক্ষাগুরুকেও সেই রূপ হইতে হয়। যাঁহারা পাপ-পঙ্কে পতিত হইয়া পরিলুণ্ঠিত হইতেছেন, তাঁহারদের কথা কি কহিব? তাঁহারা স্বীয় সন্তানগণের যত অকল্যাণ উৎপাদন করিতেছেন, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে অন্য কাহারও কর্ত্তৃক এত হইবার সম্ভাবনা নাই। দুর্ব্বাক্য কথন, অশিষ্টাচরণ, ভৃত্যাদিকে প্রহার করণ, শিশুগণকে শারীরিক দণ্ড প্রদান ইত্যাদি কতক গুলি কুরীতিও অশেষ অনর্থের হেতু। যে সমস্ত শিশু সতত এই সকল কুব্যবহার প্রত্যক্ষ করে, তাহারদের কারুণ্য-রসাভিষিক্ত সুকুমার ভাবের তিরোভাব হইয়া ক্রমশঃ উগ্র ভাবেরই আবির্ভাব হয়। শিশুগণকে কটু বাক্য বলা, প্রচণ্ড তাড়না ও ভৎর্সনা এবং শারীরিক দণ্ড প্রদান করা অনিষ্টকর ব্যতিরেকে কদাপি ইষ্টকর নহে। তদ্দ্বারা কেবল তাহারদের ক্রোধাদি রিপু সকলই প্রবল হইতে থাকে। যাঁহার এমন অভিলাষ থাকে, সন্তান সকল শিষ্ট, শান্ত, দয়ালু ও ন্যায়বান্ হউক, তাঁহাকেও তাহারদের সমক্ষে সতত তদনুরূপ আচরণ প্রকাশ করিতে হইবে। পিতা মাতাকে সর্ব্বদা রাগ দ্বেষ, বিবাদ কলহ ও অন্যান্য কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিলে, সন্তানদিগেরও সেই সকল দোষ ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত ও আবির্ভূত হইতে থাকে। অতএব, তাহারদিগকে সুমিষ্ট বচনে সুযুক্তি-সিদ্ধ উপদেশ দেওয়াই উচিত; ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহারদিগের ক্রোধ রিপুর উত্তেজনা করা কর্ত্তব্য নহে। যে গৃহ ও যে বিদ্যালয় শান্তি ও সদ্ভাবের

আলয় রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই শিশুসন্তানগণের অবস্থিতির উপযুক্ত স্থান। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! এমন গৃহও দুর্লভ! এমন বিদ্যালয়ও দুষ্প্রাপ্য।

উপাসক সম্প্রদায়

জৈন

১১৭ সংখ্যক পত্রিকার ৯ পৃষ্ঠার পর

জৈনদিগের উৎসব

তীর্থঙ্করদিগের, বিশেষতঃ, তন্মধ্যে পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের জন্ম ও মৃত্যু দিবসে জৈনদিগের উৎসব হইয়া থাকে। তীর্থঙ্করেরা যে যে স্থানে শরীর পরিগ্রহ ও প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা জৈন সম্প্রদায়ের পরম পবিত্র মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত আছে। সময়ে সময়ে তত্তৎ স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়। পার্শ্বনাথ বেহারের অন্তর্বর্ত্তী সমেতশেখর পর্ব্বতে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং মহাবীর তৎপ্রদেশীয় পাওয়াপুরীতে দেহ বিসর্জন করিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হইয়াছিলেন. এ নিমিত্ত ঐ দুই স্থান জৈনদিগের পরম পরিশুদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থ। তীর্থযাত্রীরা উল্লিখিত তীর্থ দ্বয়ে সকল সময়েই সমাগত হয়, কিন্তু এক এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় বহু সমারোহ হইয়া থাকে। সমেতশেখরে মাঘ মাসে ও পাওয়াপুরীতে কার্ত্তিক মাসে প্রধান মেলা হয়। ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে অর্ব্বুদ ও গিরিনর পর্ব্বতও অতি প্রশস্ত তীর্থস্থল। ঐ উভয় স্থল জৈনসম্প্রদায় সংক্রান্ত দেবমন্দিরে পরিপূর্ণ। তদ্ভিন্ন, জৈনেরা বসন্ত যাত্রা, শ্রীপঞ্চমী প্রভৃতি কতিপয় হিন্দু পর্ব্বাহেও উৎসব করিয়া থাকে। কলিকাতা নগরীস্থ জৈনেরা রাস পূর্ণিমা ও দোল যাত্রার সময়ে যে পার্শ্বনাথের [illegible] নাদি করে ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। এতৎ সম্প্রদায়ীরা দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, অষ্টমী একাদশী, দ্বাদশী এই কয় তিথি বিশিষ্ট রূপ পবিত্র জ্ঞান করে। তত্তৎ তিথিতে স্থানান্তর যাত্রা ও অভিনব কর্ম্ম আরম্ভ করে না; স্ত্রী সহযোগ পরিত্যাগ ও অনশন কিম্বা আহার-সংযম করিয়া থাকে।

[illegible]

[illegible] দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। দিগম্বর সম্প্রদায়ী উদাসীনেরা দিগম্বর অর্থাৎ বিবস্ত্র থাকিতেন, এই নিমিত্ত তৎসম্প্রদায়কে দিগম্বর কহে। আর শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ী গুরুগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন, এই হেতু উক্ত সম্প্রদায় শ্বেতাম্বর বলিয়া বিখ্যাত আছে। কিন্তু অধুনাতন দিগম্বর সন্ন্যাসীরা বিবস্ত্র থাকেন না; সচরাচর রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করেন; কেবল আহার কালে পরিধেয় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দিগম্বর সম্প্রদায় বহু-বিস্তৃত ও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পূর্ব্বতন হিন্দু শাস্ত্রে জৈনদিগের নাম দিগম্বর ও নগ্ন বলিয়া লিখিত আছে। তাহাতে জৈন সংজ্ঞার উল্লেখ অতি বিরল; শ্বেতাম্বর শব্দ প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীরের চরিত্র যে রূপ বর্ণিত আছে, তৎপাঠে প্রতীতি হয়, তিনি দিগম্বর মতানুযায়ী ব্যবহার করিতেন।

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ে পরিধেয়-বস্ত্র বিভিন্নতা ব্যতীত অন্য অন্য অনেক বিষয়ে বিভিন্নতা আছে। তাহারা পরস্পর-বিরোধ-সূচক অন্যূন ৭০০ বিষয় গণনা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে ৮৪ টি বিষয় অতীব গুরুতর। এস্থলে তাহার কয়েকটি লিখিত হইতেছে।

শ্বেতাম্বরেরা তীর্থঙ্করদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকলকে হার, কুণ্ডল, মুকুট প্রভৃতি স্বর্ণময় ও রত্নময় ভূষণে ভূষিত করেন, কিন্তু দিগম্বরেরা এরূপ কোন কৃত্রিম অলঙ্কার পরিধান করায় না।

শ্বেতাম্বরদিগের মতানুসারে স্বর্গ দ্বাদশ ও ইন্দ্র চতুঃষষ্টি; দিগম্বরেরা ষোড়শ স্বর্গ ও [illegible] অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ী গুরুরা অপরাপর লোকের [illegible] করেন। দিগম্বর গুরুরা পাত্র ব্যবহার করেন না; শিষ্যদিগের [illegible] করিয়া গ্রাস ও ভোজন করেন।

শ্বেতাম্বরেরা কহেন, চৌরি, জলপাত্র প্রভৃতি সমস্তিব্যাহারে রাখা উদাসীনদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। দিগম্বরেরা তাহার তাদৃশ আবশ্যকতা স্বীকার করেন না।

শ্বেতাম্বরেরা কহেন, অঙ্গ নামক ধর্ম্ম শাস্ত্র তীর্থঙ্করদিগের নিজ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রণীত। কিন্তু দিগম্বরেরা জৈনদিগের সমস্ত প্রধান শাস্ত্র উত্তর-কালবর্ত্তী আচার্য্যদিগের বিরচিত বলিয়া স্বীকার করেন। এ বিষয়ে দিগম্বরদিগের অভিপ্রায় শ্বেতাম্বরদিগের মত অপেক্ষায় যুক্তিসিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে শ্বেতাম্বরদিগকে দিগম্বরদিগের অপেক্ষায় প্রশংসা-ভাজন কহিতে হইবে। শ্বেতাম্বরেরা স্ত্রীগণকেও নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের অধিকারী বলিয়া অঙ্গীকার করেন; দিগম্বরেরা তাহা করেন না।

এইরূপ বিবিধ বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইয়া উল্লিখিত উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর দ্বেষ ও ঈর্য্যানল নিরন্তর প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে।

লিখিত আছে, জৈনদিগের এই দুই প্রধান সম্প্রদায় ব্যতিরেকে অন্য অন্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ও বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহারদের সবিশেষ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ প্রকার লিপি আছে, চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীরের সময়েও জৈনদিগের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হইয়া সম্প্রদায় বিশেষ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার জামালি নামক জামাতা ও গোসাল নামক শিষ্য প্রত্যেকে এক এক সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। বিশেষতঃ, গোসাল আপনাকেই চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর বলিয়া প্রচার করেন। কুণ্ড কুণ্ড আচার্য্য নামক অতিবিখ্যাত দিগম্বর সম্প্রদায়ী গুরুর বজ্রনন্দি নামে এক শিষ্য ছিলেন, তিনি দ্রাবিড় সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। বজ্রস্বামী মহাগিরি [illegible] সম্প্রদায় ও জিনেন্দ্রস্থরি [illegible] সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। মূল সঙ্ঘ, কাষ্ঠ সঙ্ঘ, তেরপন্থি প্রভৃতি যে সমস্ত সম্প্রদায়ের বিষয় সর্ব্বদা শ্রবণ করা যায়, তন্মধ্যে মূলসঙ্ঘীরা ময়ূর পুচ্ছের চৌরি ব্যবহার করে, লোহিত বর্ণ বস্ত্র পরিধান করে ও হস্তে করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করে; কাষ্ঠসঙ্ঘিরা কাষ্ঠ দ্বারা দেব-প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে ও চমরী নামক পশুর পুচ্ছে চৌরি প্রস্তুত করিয়া থাকে; তেরপন্থি ও বিশপন্থিরা গুরুর প্রাধান্য স্বীকার করে না, ব্রাহ্মণ দ্বারা পৌরোহিত্য কর্ম্ম করায় না, ও তীর্থঙ্করদিগের প্রতিমূর্ত্তিকে ফল, পুষ্প ও গন্ধ দ্রব্যও প্রদান করে না। ভীষণপন্থি নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনা করা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। দণ্ডিয় ও সম্বেগী নামে দুই শ্রেণী আছে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত তাহারদের বিশেষ বিভিন্নতা এই, যে দণ্ডিয়েরা সর্ব্ব প্রকার বাহ্য পূজা ও স্তোত্র পাঠাদি অগ্রাহ্য করিয়া কেবল নীতিশাস্ত্রে সমধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে, আর সম্বেগীরা কেবল ভিক্ষা করিয়া দিন পাত করে, কিন্তু সদ্য-পর্য্যাপ্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় উদরান্ন অপেক্ষা অধিক প্রতিগ্রহ করে না। কুলিশ মুনি জপল্য নামক এক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক; তাঁহার মতানুসারে, স্ত্রীগণ পূর্ণ জ্ঞান ও নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ এবং বস্ত্রালঙ্কার সম্বলিত স্বর্গারোহণ করিতে পারে। রামসেন আচার্য্য মথুরা মণ্ডলে নীচিকসঙ্ঘি নামক এক সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। তিনি নূতন নূতন তীর্থঙ্কর কল্পনা করিয়া আপনাকেও পূজার্হ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুকূল পক্ষীয়েরা মাথুর শ্রাবক আখ্যায় বিখ্যাত।

জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি

ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অন্য অন্য প্রাচীন বিষয়ের ন্যায়, জৈন ধর্ম্ম কোন্ সময়ে কি রূপে উৎপন্ন হয়, ইহাও নিরূপণ করা সুকঠিন। জৈন শাস্ত্রানুযায়ী যুগ-সংখ্যা ও তীর্থঙ্করদিগের পরমায়ু ও দেহের দীর্ঘতা অত্যন্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত; জৈনদিগের মত ও অভিপ্রায় অতিশয় কুতার্থ-সংযুক্ত; বিখ্যাত জৈন গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকেই নব্য; জৈনদিগের যে সমস্ত পুরাতন কীর্ত্তি দৃষ্টি করা [illegible]

ধিক কাল পূর্ব্বে প্রস্তুত, এই সমুদায় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, জৈন ধর্ম্মকে অধিক প্রাচীন বলিয়া কোন রূপেই প্রতীতি হয় না।

যে সমস্ত মার্জ্জিত-বুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি জৈন ধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কহেন, জৈন ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশিষ্ট রূপ সংযোগ আছে; এমন কি জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের শাখা স্বরূপ বোধ হয়। জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে, উভয়েই অবস্থা-বিশেষ-গত মনুষ্য বিশেষকে দেবগণ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া অঙ্গীকার করে, উভয়েই এক মাত্র অদ্বিতীয় অনাদি কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করে,* ও উভয়েই অহিংসা ধর্ম্মকে বিশিষ্ট রূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। বৌদ্ধেরা অনেক পার্থিব বুদ্ধের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে বটে, কিন্তু কেবল সাত জন মাত্রকেই বিশেষরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করে, জৈনের তদনুরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্করের পূজা করিয়া থাকে। বৌদ্ধদিগের বুদ্ধগণের পরমায়ু যেমন প্রথম বুদ্ধ অবধি শেষ বুদ্ধ পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, জৈন শাস্ত্র-সিদ্ধ তীর্থঙ্করগণেরও পরমায়ু সেইরূপ প্রথম তীর্থঙ্কর অবধি শেষ তীর্থঙ্কর পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে অল্পতর হইয়াছে। এই সমস্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত জৈন ধর্ম্মের অতি নিকট সম্বন্ধ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। জৈন শাস্ত্রোক্ত কালাদির সংখ্যা বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত কালাদির সংখ্যা অপেক্ষাও অসঙ্গত ও অসম্ভাবিত। এনিমিত্ত সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, অন্য অন্য যুক্তির ন্যায় ইহাও জৈন ধর্ম্মের আধুনিকত্বের এক প্রধান প্রমাণ।

কিন্তু এ ধর্ম্ম কোন্ সময়ে উৎপন্ন হয়, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা সুকঠিন। যে সময়ে গ্রীক্ সম্রাট্ আলেগ্জাণ্ডর ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, সে সময়ে যে এই ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এমন কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বেদান্ত-সূত্রে ইহার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থ কোন্ সময়ের রচিত তাহার নিরূপণ নাই। শঙ্করাচার্য্য উঁহার ভাষ্যে জৈন মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও জৈনধর্ম্ম ১১।১২ শত বৎসরাপেক্ষায় প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না; কারণ সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য খ্রিষ্টীয় শাকের অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। জৈনদিগের যত যত দেবালয় নির্ম্মাণের সময় তত্তৎ দেবালয়স্থ শিলালিপি দৃষ্টে অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা খ্রিষ্টাব্দের নবম শতাব্দী অপেক্ষায় পুরাতন নহে। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ খণ্ডে কোন সময়ে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তাহার কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তৎ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেও এইরূপ প্রতিপন্ন হয়। বারাণসীর নৃপতিগণ খ্রিষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, এবং শিলালিপি ও চন্দ্র কবির গ্রন্থ দর্শনে প্রতীতি হয়, দিল্লী ও কান্যকুব্জের নৃপতিগণ সে সময়ে হিন্দু ধর্ম্মে নিবিষ্ট ছিলেন। অতএব উক্ত প্রদেশে কোন সময়ে জৈনধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

মাড়োয়ার ও গুজরাট প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশে এ ধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রবল হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও অধিক পূর্ব্বাবধি নহে। এদ্রেসি নামক মোসলমান ভূগোলবেত্তা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সময়ে গুজরাটের রাজা বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র খ্রিষ্টীয় শাকের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গুর্জ্জরাধিপতি কুমারপালকে জৈন মতে নিবেশিত করেন।

জৈনেরা ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডেও অধিক পূর্ব্বে প্রবল ছিল না। তাহারা তোণ্ডমণ্ডলেশ্বর অমোঘবর্ষের রাজত্ব কালে উহার পূর্ব্ব ভাগে স্থাপিত হয়। অমোঘবর্ষ খ্রিষ্টীয় শাকের অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছি-

* এক প্রকার আস্তিক বৌদ্ধও আছে, কিন্তু নাস্তিক বৌদ্ধেরাই সকাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান।

লেন। অপেক্ষাকৃত দক্ষিণাংশবর্ত্তী পাণ্ড্য রাজ্যে তাহারা কোন্ সময়ে প্রবেশ করে, নিরূপণ করা সুকঠিন। এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, খ্রিষ্টীয় শাকের একাদশ শতাব্দীতে তথাকার কুনপাণ্ড্য নামক ভূপতির আধিপত্য কালে তথায় জৈনদিগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

এই সমস্ত সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, জৈনেরা শালিবাহন-সংস্থাপিত শকাব্দের সপ্তম কিম্বা অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তৎ পূর্ব্বে তাহারা প্রবল ছিল এমন কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয়, পূর্ব্বে তাহারা এক অপ্রবল ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাত্র অথবা বৌদ্ধদিগের এক শাখা স্বরূপ ছিল, পরে বৌদ্ধদিগের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া তাহারদের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। জৈনেরা যে সময়ে সময়ে বৌদ্ধদিগকে নিগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অকলঙ্ক নামে এক জৈন গুরু কাঞ্চী-নিবাসী বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়া স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন, এবং বরপাণ্ড্য বৌদ্ধদিগকে নানা প্রকার নিগ্রহ ও শারীরিক ক্লেশ প্রদান করিয়া স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন।

জৈন শাস্ত্র

জৈন শাস্ত্র বহু বিস্তৃত। তাহার সবিশেষ বিবরণ করা সুকঠিন কর্ম্ম। এ স্থলে কেবল সেই সকল শাস্ত্রের নাম ও বিভাগ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই লিখিত হইতেছে।

অভিধানচিন্তামণিকারক হেমচন্দ্র এক জন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ী প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বপ্রণীত অভিধানে ও তাহার টীকায় জৈন শাস্ত্রের যেরূপ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহা অবশ্যই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তদনুসারে প্রধান শাস্ত্রের নাম অঙ্গ। হিন্দুরা যেমন বেদ বেদান্তকে সর্ব্বোপরি মান্য ও শ্রদ্ধেয় বলিয়া বিশ্বাস করে, জৈনেরা অঙ্গকে সেইরূপ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া অঙ্গীকার করে। অঙ্গ, সমুদায়ে একাদশ; যথা আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, স্থানাঙ্গ, সমবায়াঙ্গ, ভগবত্যঙ্গ, জ্ঞাতধর্ম্মকথা, উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা, অনুত্তরোপপাতিকদশা, প্রশ্নব্যাকরণ, বিপাকশ্রুত। জৈনদিগের দেবার্চ্চনার পদ্ধতি, ক্রিয়া কলাপের বিবরণ, সাধুগণের জ্ঞানোপার্জ্জন, শ্রাবকদিগের ব্যবহার-প্রণালী, তীর্থঙ্করদিগের চরম জন্ম, কৃত কর্ম্মের ফলাফল বিবেচনা, পদার্থ বিচার ইত্যাদি বিবিধ বিষয় উল্লিখিত অঙ্গ সমুদায়ে লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত একাদশ অঙ্গ ভিন্ন দৃষ্টিবাদ নামে তাহার এক খানি পরিশিষ্ট আছে, তৎ সম্বলিত গণনা করিলে দ্বাদশ অঙ্গ হয়। দৃষ্টিবাদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত; পরিকর্ম্ম সূত্র, পূর্ব্বানুযোগ, পূর্ব্বগত, চূলিকা। পরিকর্ম্মে নীতি, সূত্রে ব্যবহার, পূর্ব্বানুযোগে তীর্থঙ্করদিগের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বকালবর্ত্তী ব্যবহার ও উপদেশ প্রদান, এবং পূর্ব্বগত ভাগে তাঁহারদের পূর্ণাবস্থা লাভের উত্তরকালবর্ত্তী আচরণ ও শিক্ষা দানের নিয়ম বিবৃত হইয়াছে। আর শেষোক্ত দুই ভাগে যে সমস্ত উপদেশ ও আচরণের বিষয় লিখিত হয় নাই, তাহাই চূলিকা নামক ভাগে নিবেশিত হইয়াছে।

দ্বাদশ অঙ্গ ব্যতিরেকে আর কতক গুলি গ্রন্থ উপাঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত আছে, কিন্তু হেমচন্দ্র তৎসমুদায়ের নামোল্লেখ করেন নাই। জৈনদিগের এইরূপ হৃদয়ঙ্গম আছে, যে চতুর্ব্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর গৌতম প্রভৃতি স্বীয় শিষ্যগণকে যে সমস্ত বাচনিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। হেমচন্দ্র অন্য অন্য কতিপয় পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তৎসমুদায় অঙ্গশাস্ত্র সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে গণধরগণ* কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল,¶ এই নিমিত্ত "পূর্ব্ব"

* যাঁহারা মহাবীরের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার মত উপদেশ ও প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

¶ সৃষ্টিতানি গণধরৈরঙ্গেভ্যঃ পূর্ব্বমেব যৎ।
পূর্ব্বাণীত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুর্দ্দশ

মহাবীর চরিত।

বলিয়া বিখ্যাত আছে। এই পূর্ব্ব সংজ্ঞক শাস্ত্র, সমুদায়ে চতুর্দ্দশ। তাহাতে জৈন ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রধান প্রধান মতের বিষয় বিবৃত ও বিচারিত হইয়াছে; যথা অস্তি-প্রবাদে অস্তিনাস্তি বিচার, জ্ঞানপ্রবাদে পারমার্থিক জ্ঞান, ক্রিয়াবিশালে কর্ম্মের [illegible] ইত্যাদি নানা বিষয় লিখিত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের ন্যায় জৈনদিগেরও কতক গুলি গ্রন্থ পুরাণ বলিয়া প্রচলিত আছে, যেমন আদি ও উত্তর পুরাণ, চামুণ্ডরায় পুরাণ, চতুর্ব্বিংশ পুরাণ। তীর্থঙ্করদিগের ও দেবভূত জৈন গুরুগণের চরিত বর্ণনা করা ঐ সকল পুরাণের উদ্দেশ্য। প্রধান প্রধান পুরাণ জিনসেন আচার্য্যের রচিত বলিয়া প্রচলিত আছে। তিনি কাঞ্চীরাজ অমোঘবর্ষের দীক্ষা গুরু ছিলেন, অতএব খ্রিষ্টীয় শাকের নবম শতাব্দীর অন্তিম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আখ্যান তদপেক্ষায় প্রামাণিক বোধ হয়।

পুরাণের অনুরূপ অপর কতক গুলি পুস্তক চরিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তীর্থঙ্করদিগের ও কোন কোন সাধুদিগের অদ্ভুত চরিত্র কীর্ত্তন করা ঐ সমস্ত পুস্তকের প্রয়োজন। যে গ্রন্থে যাঁহার চরিত বর্ণিত আছে, গ্রন্থকর্ত্তারা তাঁহার নামানুসারে সে গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন; যেমন জিনদত্তরায়চরিত্র, [illegible]চরিত্র ইত্যাদি। এই সকল পুস্তক [illegible], জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসা, বস্তু তত্ত্ব নির্ণয়, এবং বিশ্বের আকার ও ব্যবস্থা বিষয়েও অনেক অনেক গ্রন্থ জৈন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে।

এই সমস্ত গ্রন্থ সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশ বিশেষের প্রচলিত ভাষায় লিখিত। কিন্তু জৈনদিগের প্রামাণিক ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে অধিকাংশই প্রাকৃত ভাষায় রচিত। তাঁহারা প্রাকৃত ভাষাকে স্বকীয় ধর্ম্ম প্রচারের দ্বার স্বরূপ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৫ শকের বৈশাখ মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দান প্রাপ্ত	২০২॥৶৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকবিক্রয়	৩৶
গতমাসের স্থিত	২৭১৲১০
	৪৭৯৲১৫

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	৭৭॥৴১০
বিবিধ ব্যয়	[illegible]
	[illegible]

স্থিতি

নগদ	[illegible]
তদতিরিক্ত কম্পানির কাগজ	[illegible]

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর	[illegible]
„ নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর	[illegible]
„ কৈলাসচন্দ্র বসু	[illegible]
কালাচাঁদ শাহা	[illegible]
„ কাশীশ্বর মিত্র	[illegible]
„ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	৫
„ মতিলাল মল্লিক	[illegible]
„ গুরুচরণ দত্ত	[illegible]
„ মধুসূদন ঘোষ	২
„ চন্দ্রকুমার দত্ত	[illegible]
„ মাধবচন্দ্র বসাক	৪
„ হরদেব চট্টোপাধ্যায়	৷০
„ মতিলাল গুপ্ত	৬
„ প্রতাপনারায়ণ সিংহ	১০
„ বিনোদবিহারী বসাক	॥০
„ ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	৪
দানাধারে প্রাপ্ত	৯০॥৵৫
	২০২॥৶৫

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ শ্রাবণ শুক্রবার সম্বৎ ১৯১০। কলিগতাব্দ ৪৯৫৪।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
১২১ সংখ্যা
ভাদ্র ১৭৭৫ শক

তৃতীয় কল্প — তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা

২৩ আষাঢ় ১৭৭৫

একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্।

যে করুণাময় পরমেশ্বরের অসীম করুণা হেতু আমরা এই জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যাঁহার অসাধারণ করুণাকে অবলম্বন করিয়া আমরা সমস্ত জীবন যাপন করিতেছি এবং আমারদিগের এই জীবন অন্ত হইলেও যাঁহার করুণার আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা নিত্য সুখভোগ করিব, আমরা বারম্বার তাঁহার সেই অপার করুণার বিষয় কীর্ত্তন না করিয়া কিরূপে নিরস্ত থাকিতে পারি। মনোবিজ্ঞান বিদ্যায় নিপুণ হইয়া মনের প্রত্যেক স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তির ভাব অবগত হইতে পারিলে এবং বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার সমস্ত সম্বন্ধ জানিতে পারিলে কেবলই তাঁহার অশেষ করুণার ব্যাপার দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। শরীর তত্ত্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া যত তাহার অন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করত মাংস শোণিত অস্থি মস্তিষ্ক প্রভৃতি ধাতুর গুণাগুণ এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথা স্থানে যোজনার কৌশল জানা যায়, তত সেই কৃপাময় পুরুষের অসাধারণ দয়ার ভাবই মনোমধ্যে উদয় হয়, রসায়ন বিদ্যায় পারগ হইয়া বস্তুর সংযোজন বিয়োজন জনিত কারণ দ্বারা কেবল আমারদিগের কল্যাণকর কার্য্যের উৎপত্তি দেখিলে এবং ভূতত্ত্ব বিদ্যার বিশেষ আলোচনা দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বস্তুর তাৎপর্য্য জানিতে পারিলে বা অপরাপর পদার্থবিদ্যার অনুষ্ঠান দ্বারা সমুদায় সৃষ্ট বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞাত হইলেও কেবল সেই মহান পুরুষেরই দয়াকে প্রত্যক্ষ করা যায়। অধিক কি বলিব, ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর মধ্যে একটি পরমাণুর বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেও তাঁহার অসীম জ্ঞান ও অনন্ত করুণা অনুভূত হইয়া উঠে। অতএব তাঁহার দয়ার বিষয় কি বর্ণন করিব? অনন্ত কালেও তাহার শেষ হয় না। তথাপি আমারদিগের জীবন রক্ষার মুখ্য কারণ যে অন্ন ও পান, তাহা প্রাপ্ত হইবার যে সকল আশ্চর্য্য উপায় বিধান করিয়া দিয়া তিনি আপনার অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে আমার মন ব্যগ্র হইয়াছে। তিনি আমারদিগের জীবিকার নিমিত্ত প্রথমতঃ যে সকল ফল শস্যাদি সৃষ্টি করিলেন তাহারদিগের এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি দিলেন যে সৃষ্টি কালাবধি সকলেই সেই সমস্ত শস্যাদি অবলম্বনে

জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছে,তথাপি তাহার শেষ হয় না : তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ এই পৃথিবী তদ্দ্বারা পরিপূর্ণা রহিয়াছে। সৃষ্টির আদি কালে যখন মনুষ্য সংখ্যা অল্প ছিল, তখনও সেই অল্প সংখ্যক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া শস্য ফলাদি যে প্রকার উদ্বৃত্ত হইত, এখনও এত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াও ক্ষিতিজাত শস্যাদি সকলের ভোগান্তে সেই প্রকার উদ্বৃত্ত হইতেছে। আপাততঃ বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে ভোগ দ্বারা দ্রব্যের ক্ষয় হওয়াই সম্ভব। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য শক্তি ও চমৎকার নিয়ম! তিনি যে একটি শস্য বীজ মৃত্তিকাতে বপন করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অসংখ্য প্রাণির প্রাণ রক্ষা হইয়াও ক্রমাগত তাহার বৃদ্ধি হইতেছে।

অন্ন প্রাপ্তির সুলভ জন্য তিনি ক্ষেত্র ও বীজের পরস্পর এমত সম্বন্ধ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে এক জন মনুষ্যের যথাবিধি শ্রম দ্বারা অল্প কালের মধ্যে এত অধিক শস্য উৎপন্ন হয় যে তাহা ভোগ করিয়া বহু লোকেও সম্বৎসর কাল জীবন ধারণ করিতে পারে। এইরূপ নিয়ম বিধান হেতু সংসারের কি সামান্য উপকার উদ্ভূত হইতেছে? ইহাতে দুর্ভিক্ষের প্রতীকার হইতেছে, হীনাঙ্গ রোগাপন্ন এবং বাল বৃদ্ধ প্রভৃতি অসমর্থ লোকে বিনা শ্রমে অন্ন প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, সকল দেশস্থ লোকেরই যথা প্রয়োজন আরোগ্য ও পুষ্টি বর্দ্ধন হইতেছে এবং জীবিকার নিমিত্ত অল্প কাল শ্রম করিয়া লোকে অবশিষ্ট সকল সময় জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি সৎ বৃত্তির আলোচনায় ক্ষেপণ করিতে পারিতেছে। যদি কোন কোন অপর প্রাণির ন্যায় মনুষ্যকেও সকল সময়েই অন্ন আহরণে ব্যস্ত থাকিতে হইত, তবে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের আলোচনা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া পশুদিগের ন্যায় তাহাকে চিরজীবন যাপন করিতে হইত; তাহা হইলে কোথায় বা শিল্প সাহিত্যাদি বিদ্যার আলোচনা, কোথায় বা সুধাসম সঙ্গীত শাস্ত্রের সৃষ্টি, কোথায় বা অপূর্ব্ব অট্টালিকাদি দ্বারা নগর প্রভৃতির এই মনোহর শোভা এবং কোথায় বা সত্য ও ধর্ম্মের অন্বেষণ, কোথায় বা মনুষ্য নামের এ গৌরব থাকিত; সকলই বর্জ্জিত—সকলই শূন্য হইত।

তৃষ্ণা শান্তির জন্য পানীয় প্রাপ্তিরও কি তিনি সামান্য কৌশল করিয়াছেন? তিনি রাশীকৃত জলের সৃষ্টি করিয়া সম ভাবে চিরকাল রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহা লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। লবণাক্ত সিন্ধু সলিল কি প্রকারে মনুষ্যের ব্যবহার্য্য হইবেক, এই প্রযুক্ত তাঁহার এক আশ্চর্য্য উপায় বিধান করিয়াছেন। জলীয় পরমাণু সকল সূর্য্য কিরণ দ্বারা লবণ হইতে বিযুক্ত হইয়া বাষ্প রূপে বায়ু সংকারে ক্রমে ঊর্দ্ধে গমন করত মেঘ রূপে পরিণত হইতেছে, এবং এই প্রকারে তাহা ক্ষার দোষ হইতে সংশোধিত হইয়া প্রজাদিগের প্রয়োজন মতে সুনির্ম্মল বৃষ্টি রূপে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পতিত হইতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমান ভূমি হইলে কোন ক্রমেই নদ নদী প্রবাহিত হইতে পারিত না বলিয়া দয়াময় পরমেশ্বর তাহার এ প্রকার বন্ধুরতা করিয়া দিয়াছেন যে অপরিজ্ঞাত অতি দুরস্থ পর্ব্বত শিখরেও যে বৃষ্টি ধারা পতিত হয় বা তুষার রাশি সঞ্চিত হয়, আমরা বহু দূরে থাকিয়াও তাহা বিনা ক্লেশে লাভ করিতে পারিতেছি। এই নিয়মে কেবল নদী তীরস্থ লোক ভিন্ন অপরাপর লোকের জল প্রাপ্তির ক্লেশ হইতে পারিত, এ প্রযুক্ত তিনি মৃত্তিকার এরূপ আশ্চর্য্য স্বভাবসিদ্ধ শোষণ শক্তি করিয়া দিয়াছেন, যে তাহাতে জলবিন্দু পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ সে তাহার কিয়দংশ শোষণ করত স্বীয় গর্ভে সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং প্রয়োজন মতে মৃত্তিকা খনন করিলেই মনুষ্য সকলে অপূর্ব্ব নির্ম্মল জল প্রাপ্ত হইতে পারে। হিম-প্রধান দেশে শীত-শক্তির আতিশয্য হেতু সময়ে সময়ে জল মাত্র ঘনীভূত কঠিন তুষার হইয়া লোকের অব্যবহার্য্য হইয়া যায়, অতএব করুণানিধান পরমেশ্বর সেই প্রস্তরবৎ কঠিন তুষারের

কি এক আশ্চর্য্য স্বভাব করিয়া দিয়াছেন যে তাহা সূর্য্য কিরণে দ্রবীভূত হইবার নিমিত্ত সলিলোপরি ভাসিতে থাকে, কখনই তাহা জলের মধ্যে মগ্ন হয় না। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, কি করুণা! যদি ঐ প্রস্তরবৎ তুষার সমস্ত জলের নিম্নে নিমগ্ন হইত, তবে ক্রমাগত উপর্য্যুপরি সেই তুষার রাশি সঞ্চিত হইয়া কোন কালেই আর তাহা সূর্য্য উত্তাপে দ্রব হইতে পারিত না, সুতরাং তথাকার লোকের জলাভাবে জীবনাভাব হইত। অতএব তিনি আমারদিগের প্রতি এই রূপ বিবিধ প্রকার অনবরত যে অপার করুণা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা যে সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি প্রতি নিঃশ্বাসে ও প্রতি নিমেষে তাঁহার দয়াকে মূর্ত্তিমতী দেখিতে পান। তাঁহার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে আমরা বিস্মৃত হইয়া থাকিলেও তিনি আমারদিগের প্রতি এই প্রকার সকরুণ ভাব প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহার অপেক্ষা আমারদিগের আর ভক্তিভাজন কে আছে।

হে সকল মঙ্গলালয় করুণানিধান! যে ব্যক্তি এই সংসারের সমস্ত সুখ তোমার প্রদত্ত বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই ধন্য, সেই ভাগ্যবান্, তাহারই জীবনের সার্থকতা হইয়াছে, তোমা হইতেই সুখের সৃষ্টি জানিয়া সে সর্ব্বাপেক্ষা তোমাকেই সুখের বস্তু জ্ঞান করে, মর্ত্ত্য লোকের কোন সুখ আর তাহার মনকে তোমা হইতে দূরে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না, বরঞ্চ সুখরূপ সমীরণ তাহার মনকে বহন করিয়া নিয়ত তোমার নিকটেই উপস্থিত করে এবং দুঃখ সময়েও তোমাতেই তাহার তৃপ্তি ও তোমাতেই তাহার শান্তি হয়। তোমার গুণানুবাদ ভিন্ন তাহার রসনা আর কোন বিষয় জল্পনা করিয়া সুখী হয় না, তাহার নেত্রদ্বয় সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে তোমার সৌন্দর্য্যকে নিরীক্ষণ করে, তোমার দর্শন সুখে বঞ্চিত হইয়া সে এ পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব এবং অমরত্ব প্রাপ্ত হইতেও ইচ্ছা করে না। সে তোমার সহবাসেই সুখী হয়। তোমাকে না জানিতে পারিলে আত্মাতে আর জড় পিণ্ডেতে বিশেষ কি' এই তাহার বাক্য, এই তাহার বিশ্বাস;

হে নাথ! সম্যক্ রূপে এই ভাব আমারদিগের মনে অর্পণ কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ধর্ম্মনীতি

১২০ সংখ্যক পত্রিকার ৪৮ পৃষ্ঠার পর

এক্ষণে শিক্ষা প্রণালী ও বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে কিঞ্চিৎ না লিখিয়া শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব শেষ করা যায় না। শিক্ষা দান যেমন গুরুতর বিষয়, তদনুরূপ কঠিন কার্য্য। অধ্যাপনার রীতি পদ্ধতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত থাকাতেই, অদ্যাপি মনুষ্যের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি সাধন নাই। এ বিষয়ের উচিত মত উন্নতি হইলে, পাপ, তাপ, রোগ, দারিদ্র্যের বিস্তর লাঘব হয় তাহাব সন্দেহ নাই। এই শুভকর বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ করিতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতে হয়। এ স্থলে বাহুল্য ভয়ে তৎসংক্রান্ত কতিপয় স্থূল কথা মাত্র লিখিত হইতেছে।

মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ অবধিই শিক্ষা লাভ আরম্ভ করেন। তাঁহার সুকোমল নেত্র নিমেষে নিমেষে নানা বিধ অদ্ভুত বস্তু দর্শন করে এবং তাঁহার সুকুমার কর্ণ গুরু লঘু, মধুর কর্কশ, অশেষ বিধ শব্দ শ্রবণ করিতে থাকে। তাঁহার শরীর যেমন চন্দ্রকলা বৃদ্ধির ন্যায় দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়, তাঁহার মনোবৃত্তি সকলও সেইরূপ দিন দিন বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অতএব নিতান্ত শৈশব কালাবধিই শিশুদিগের অন্তঃকরণকে উচিত পথে নিয়োজিত ও বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। তাহারদিগকে প্রথমাবধি বিনীত না করিলে, পরিশেষে বিনীত করা সুকঠিন হইয়া উঠে। ন্যূন কল্পে দুই বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, তাহারদের মাতা ভিন্ন অন্য কাহারও বশীভূত হওয়া সম্ভবে না। তৎকালে কেবল স্নেহময়ী জননীই

হৃদয়নন্দন স্বীয় নন্দন ও নন্দিনীগণকে অবলীলাক্রমে শিক্ষিত ও বিনীত করিতে পারেন। তখন তিনিই তাহারদের শিক্ষা গুরু ও তাঁহার সুকুমার ক্রোড়ই তাহারদের সুচারু শিক্ষা স্থান। তাহারা সুস্থ, স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল-চিত্ত থাকে, নানা প্রকার প্রত্যক্ষ গোচর পদার্থ চিনিতে ও তাহারদের দোষ গুণ জানিতে পারে, কীট পতঙ্গাদি ইতর জন্তুদিগকে যন্ত্রণা প্রদান ও তাহারদের প্রাণ সংহার করণে পরাঙ্মুখ হয়, অন্য অন্য শিশুগণের সহিত তাহারদের সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়, এবং ঈর্ষ্যা ক্রোধাদি রিপু সকল উত্তেজিত না হয়, প্রথমাবধি এই সমুদায় সাধন করা জননীর অবশ্য কর্ত্তব্য গুরুতর কর্ম্ম। অন্ততঃ দুই বৎসর পর্য্যন্ত শিশু সন্তানগণের এইরূপ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাকেই অর্শে। তিনি তাহারদের স্বভাব বৃক্ষের বীজ যেরূপ অঙ্কুরিত করিতে পারিবেন, ভবিষ্যতে তাহা হইতে তদনুরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

সন্তানের বয়ঃক্রম দুই বৎসর অতীত হইলে, শিশুগণের শিক্ষোপযোগী কোন বিদ্যালয়ে তাহাকে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দেশে কুত্রাপি এরূপ বিদ্যালয় বিদ্যমান নাই, অতএব তাহার কিরূপ শৃঙ্খলা করিতে হয়, অনেকেই অবগত নহেন। এরূপ শিশুশিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করা সুকঠিন কর্ম্ম। এতাদৃশ অল্প বয়স্ক শিশুগণকে শিক্ষা দান করা অতি দুরূহ কার্য্য। যাহাতে শিশুগণ বিদ্যালয়কে ক্রীড়া-স্থান ও শিক্ষা-কার্য্যকে আমোদের বিষয় বোধ করে, তাহার উপায় করা আবশ্যক। শিশুশিক্ষালয়ের ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রণালীর সবিস্তর বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব তদ্বিষয়ের কেবল কতিপয় স্থূল স্থূল নিয়ম মাত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১—পাঠগৃহ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইবে, এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকিবে। সুনির্ম্মল বায়ু সেবন, শরীর মার্জ্জন ও সঞ্চালন, বস্ত্র ও বাসস্থান পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা, এই সমুদায় বিষয় সাধন করা যে অত্যন্ত হিতকারী ও নিতান্ত আবশ্যক, ইহা শিশুগণকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া বিধেয়।

২—যাহাতে তাহারদিগের অন্তঃকরণে সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হয় এবং সমুদায় অশুদ্ধ বিষয়ে বিরাগ জন্মে, শিক্ষালয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েরই সেইরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য। এ নিমিত্ত, তাহারদের ক্রীড়া-ভূমি সুপরিষ্কৃত পরিপাটী করা এবং তাহার প্রান্ত ভাগ সুন্দর সুন্দর পুষ্প বৃক্ষে সুশোভিত করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। তাহারা তাহার শোভা দেখিয়া সতত প্রফুল্ল থাকিতে পারে এবং তাহা হইলে তাহারদের অন্তঃকরণ উত্তরোত্তর স্ফুরিত ও বিশোধিত হইতে থাকে।

৩—যেরূপ ক্রীড়ায় হস্ত পদাদি অঙ্গ সমুদায় সঞ্চালিত হইয়া বল বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহারদের সেইরূপ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বিধেয়। বায়ু-সঞ্চার-বিশিষ্ট অনাবৃত স্থানই তাহারদের ক্রীড়ার মুখ্য স্থান।

৪—বয়োবৃদ্ধি হইলে নানা প্রকার লোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, বিদ্যালয়েই তাহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। অতএব, শিশু শিক্ষালয়ের ছাত্র-সংখ্যা নিতান্ত অল্প হওয়া বিহিত নহে। পঞ্চাশের ন্যূন ও এক শতের অধিক না হইলেই ভাল।

৫—তাহারা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, শিক্ষকেরা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন এবং যৎকালে তাহারা একত্র মিলিত হইয়া ক্রীড়া ও কথোপকথন করিবে, শিক্ষকেরা তাহারদের সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ অবস্থিতি করিয়া তৎসমুদায় দর্শন ও শ্রবণ করিবেন, এবং তাহারা দোষ করিলে, শোধন করিয়া দিবেন।

৬—শিক্ষাগুরু শিশুগণের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ, দয়া, ও প্রসন্নতাভাব প্রকাশ করিবেন এবং স্বীয় মনের সমধিক স্ফূর্ত্তিভাব প্রদর্শন করিয়া তাহারদের মনোবৃত্তি সমুদায়ও সতেজ করিয়া রাখিবেন, অথচ তাহারদিগকে আয়ত্ত ও বশীভূত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব রক্ষা করিবেন।

৭—শিশুগণ কীট পতঙ্গাদি দেখিলে তাহা ধৃত করিয়া নষ্ট করে, ইহাতে তাহারদিগের নির্দ্দয়াচরণ করা ক্রমশঃ অভ্যাস পাইয়া যায়। অতএব, সর্ব্ব প্রযত্নে ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। জীব জন্তুকে যাতনা দেওয়া যে বিষম বিগর্হিত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ক্রিয়া, এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাহারদের প্রতীতি জন্মাইয়া এবং কোন কোন পালিত পশুর প্রতি সতত সদয় ব্যবহার অভ্যাস করাইয়া, তাহারদের ঐ পাপাঙ্কুর সমূলে উন্মূলন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৮—শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা, ন্যায়, সত্য, সারল্য, বাৎসল্য, ঔদার্য্যভাব এই সমস্ত সদ্ব্যবহার সাধন বিষয়ে শিশুগণকে অবিশ্রান্ত উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা, প্রতারণা, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, খলতা, কপটতা, ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা, অশ্লীলতা এবং অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার অবৈধ ব্যবহার সম্যক্ দমন করা আবশ্যক। কোন শিশু কোন বিষয়ে এরূপ কোন অনুচিত আচরণ করিলে তাহা শাসন না করিয়া নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত নহে। অপরাপর বালক দ্বারা তাহার দোষ বিচার করাইয়া তাহাকে লজ্জিত ও তিরস্কৃত করিয়া তাহাতে নিবৃত্ত করিতে হয়। শিক্ষাগুরুকে বিচারকর্ত্তা হইয়া ও বালকদিগকে জুরি স্বরূপ করিয়া এ বিষয়ের বিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহাতে, দোষী বালক যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ও লজ্জা পাইয়া নিবৃত্ত হইতে পারে, এবং অপরাপর বালকগণেরও ন্যায়পরতার উন্নতি হইয়া কুকর্ম্মে বিরক্তি ও গ্লানি জন্মিতে পারে। তাহা হইলে, ন্যায়, সত্য ও দয়া, শিশুশিক্ষালয়ের সুস্পষ্ট লক্ষণ স্বরূপ হইবেক, এবং তথায় পুণ্য স্বরূপ সমীরণ সতত সঞ্চরণ করিবেক।

৯—ভূতের ভয়, ডাইনের আশঙ্কা, অমূলক অলক্ষণ, শুভাশুভ দিন ক্ষণ ও অন্যান্য অনেক প্রকার কুসংস্কার জনসমাজে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যাহাতে এই সমস্ত ভ্রমাঙ্কুর শিশুগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে বদ্ধ-মূল না হইতে পারে, উপদেশ দ্বারা এবং কথা প্রসঙ্গে এ সকল বিষয়ে অনাদর ও উপহাস প্রকাশ দ্বারা তাহার উপায় করা আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয়ের আশঙ্কা, অন্তঃকরণে একবার প্রবিষ্ট হইলে, নিঃশেষে নিষ্কাশিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

১০—শিশুগণের শারীরিক শক্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা করা বিধেয়, তাহার কতিপয় উদাহরণ মাত্র প্রদর্শিত হইল। তৎপরে তাহারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন বিষয়েও সমধিক যত্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বাগ্রে সতেজ ও কর্ম্মণ্য হয়। অতএব, যদি নানাবিধ স্বভাব-জাত ও শিল্পজাত বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহারদিগকে দেখান ও তত্তদ্বিষয় শিক্ষা করান যায়, তাহা হইলে তাহারা অতি অল্প সময়ে অনেক বিষয় জানিতে পারে। প্রথমে অক্ষর ও শব্দ শিক্ষা করান অপেক্ষায় চতুঃপার্শ্বস্থ প্রকৃত পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ ও শিক্ষা করান যে অধিক উপকারী, ইহা এক্ষণে নিঃসন্দেহ অবধারিত হইয়াছে। শিশুগণ বর্ণ ও শব্দ শিক্ষায় কোন রূপেই অনুরক্ত নহে, কিন্তু বৃক্ষ লতা গুল্ম, ফল মূল পুষ্প, পশু পক্ষী পতঙ্গ, মৃন্ময়, ধাতুময়, পাষাণময় ও চিত্রময় প্রতিরূপ, ইত্যাদি প্রকৃত পদার্থ সমুদায় দর্শন ও তত্তদ্বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্তে অতিমাত্র আগ্রহ ও সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব, বিদ্যালয়ে পূর্ব্বোক্ত নানা বিধ সজীব ও নির্জ্জীব এবং দুর্লভ সামগ্রী সকলের জড়ময় প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রময় প্রতিরূপ সঙ্কলন করিয়া রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শিশুগণকে সর্ব্বাগ্রে কেবল শব্দ শিক্ষায় নিযুক্ত না করিয়া সুপ্রণালী ক্রমে সেই সকল বস্তুর আকার, প্রকার, গুণাগুণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহারা প্রফুল্ল মনে অল্প কালে অশেষ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং সেই সঞ্চিত জ্ঞান উত্তর কালে গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক নানা বিধ প্রগাঢ় বিদ্যানুশীলন বিষয়েও বিশিষ্ট রূপ উপকারী হইতে পারে। শিশুগণ নিত্য নূতন বিষয় শিখিতে ভাল বাসে, অতএব শিক্ষাগুরুকে সুকৌশল-স-

স্পষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়া তাহারদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হয়। কিন্তু তাহারদিগকে একবার এক ঘণ্টা অপেক্ষার অধিক সময় পাঠ শিক্ষায় নিযুক্ত রাখা উচিত নহে। নানা প্রকার বস্তুর গুণ, বহুবিধ পশু পক্ষ্যাদির স্বভাব, দেশ নগরাদির নাম, কিছু কিছু অঙ্ক, রেখা গণিত সংক্রান্ত ক্ষেত্র সমুদায়ের আকার, অল্প অল্প ধর্ম্মনীতি বিষয়ক প্রস্তাব এতাবন্মাত্র শিশুশিক্ষালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

১১—অন্য অন্য বিষয়ের ন্যায় পরমার্থ তত্ত্বও প্রথমাবধি শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিশুগণ যখন যে বিষয়ের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকে, তখন তদ্দ্বারা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, ও করুণার প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহারদিগের সুকুমার বিমল চিত্তে পরম পরিশুদ্ধ ভক্তি-রসামৃত সঞ্চারিত করা কর্ত্তব্য। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক, ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যাদৃশ অনিষ্ট ঘটনা হয়, এবং তাহা পালন করিলে যেরূপ সুখোৎপত্তি হয়, তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম পরিপালনের আবশ্যকতা বালকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। উক্ত হইলে করুণাময় পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি প্রকাশ করা তাহারদের যেমন অভ্যাস পাইয়া যায়, কেবল বাচনিক বিধি নিষেধ শুনিয়া সেরূপ কখনই হয় না। তাহারা সর্ব্ব স্থানে ও সকল বিষয়েই করুণানিধান বিশ্ববিধাতা বিশ্বপতিকে সাক্ষাৎ বিদ্যমান বোধ করে এবং তাঁহাকে ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ব বিধ মঙ্গলের মূলাধার জ্ঞান করিয়া তদীয় প্রীতি-সুধারসের স্বাদ গ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

এরূপ শিশুশিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করা সহজ বিষয় নহে, অনেকানেক অসাধারণ গুণ অপেক্ষা করে। যিনি নিজে নানা বিষয়ে সুন্দর রূপ অভিজ্ঞ ও অবলীলা ক্রমে সে সকল বিষয় অতীব অনভিজ্ঞ বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ, যিনি শান্ত, সদয়, ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল, মধুর ভাষী ও সর্ব্বদা প্রসন্ন-বদন, যিনি শিশুগণের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রকাশ ও বয়স্যের ন্যায় সদ্ভাব প্রদর্শন করিতে পারেন, ও তাহারদের প্রীতির আস্পদ এবং সম্ভ্রম ও সমাদর ভাজন হইতে পারেন, এবং পাঠ শিক্ষা বিষয়ে তাহারদের অন্তঃকরণ আকর্ষণ ও তাহারদের মনোবৃত্তি সকল সৎপথে সঞ্চালন করিবার সুন্দর কৌশল অবগত আছেন, তিনিই শিশুশিক্ষালয়ের শিক্ষকতা-পদে অধিরূঢ় হইবার উপযুক্ত পাত্র। রীতিমত শিক্ষা না করিলে, শিক্ষকতা কার্য্যে সুদক্ষ হওয়া যায় না। অতএব, তদ্বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্তে এক স্বতন্ত্র শিক্ষা স্থান সংস্থাপন করা আবশ্যক। যাঁহারা তথায় শিক্ষকতা-কার্য্য শিক্ষা করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে তৎপদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে।

শিশুগণ ৬।৭ বর্ষ পর্য্যন্ত শিশু শিক্ষালয়ে শিক্ষিত হইলে, তাহারদিগকে তদপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর এরূপ কোন বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা উচিত, যে তথায় ১৪।১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অবস্থিত হইয়া অপেক্ষাকৃত গুরুতর বিষয় সমুদায় অধ্যয়ন করিতে পারে। জ্ঞানের উন্নতি ও জ্ঞান শিক্ষায় অনুরাগ উৎপন্ন হওয়া শিক্ষা-স্থানের পারিপাট্যের উপর বিস্তর নির্ভর করে। অতএব, শিশু শিক্ষালয়ের ন্যায় এরূপ বিদ্যালয়ও প্রশস্ত স্থানে নির্ম্মাণ করিয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করা কর্ত্তব্য। পাঠগৃহ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি খণ্ড যেরূপ পরিপাটী হইলে, বালকগণের চিত্তরঞ্জন ও শিক্ষানুকূল হইতে পারে, সেইরূপ করাই বিধেয়। ঐ পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ড সুন্দর পথ ও মনোহর বৃক্ষ-শ্রেণিতে সুশোভিত করা এবং স্থানে স্থানে বৃক্ষ লতা সকল প্রণালী-বদ্ধ করিয়া উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষার উপযোগী করিয়া রাখা আবশ্যক। যদি উল্লিখিত প্রমোদকর পথের মধ্যে মধ্যে নিবিড় স্থান ও পরিষ্কৃত আসন প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে বালকেরা সময়ে সময়ে সেই পথে ভ্রমণ ও উপবেশন পূর্ব্ব-

সর নানা বিধ বোধজনক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া পুলকিত হইতে পারে। তাহারা যদি এমন রম্য স্থানে সুনিপুণ শিক্ষক সন্নিধানে সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করিতে পায়, তাহা হইলে, বিদ্যালয়ের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাহাকে পরম সুখকর রম্য স্থান জ্ঞান করে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল সুখকর কেন? উল্লিখিত প্রকৃষ্ট পদবী সমুদায়কে ছাত্র গণের শিক্ষা সাধন ও চরিত্র শোধনের বিলক্ষণ উপযোগী করা যাইতে পারে। যদি ঐ পথের স্থানে স্থানে বেকন, নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন, পাস্কেল, ওয়াশিংটন, রামমোহন রায় প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মহাত্মাদিগের, বিশেষতঃ যাঁহারা প্রথম বয়সেই জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষ রূপ যশোভাজন হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা যায়, এবং মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠফলক রোপণ করিয়া পরমার্থ ঘটিত ও সুনীতিসূচক নীতিসার ও পদার্থ বিদ্যাদি বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তিত কথা সকল খোদিত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে, ঐ সমুদায় বিষয় বালকদিগের নেত্র-পথে সতত পতিত হইয়া গাঢ়তর হৃদয়ঙ্গম হয়, এবং শিক্ষকেরাও সময়ে সময়ে সেই সমুদায়ের তাৎপর্য্য বিবরণ ও পূর্ব্বোল্লিখিত মহানুভাব ব্যক্তিদিগের সচ্চরিত্র ও সদ্বিদ্যার বিষয় বর্ণন করিয়া তাহারদিগের হৃদ্গত করিয়া দিতে পারেন।

অপর সাধারণ সকলের কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহা ইতি পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। সেই সকল বিষয় বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত যে সমস্ত উপকরণ আবশ্যক, তাহা বিদ্যালয়ে সংগৃহীত করিয়া রাখিতে হয়। পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত নানা বিধ বিষয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, তাপমান, বাতনির্ম্মাণ, কম্পাস প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র সংগ্রহ করিয়া এবং বাষ্পীয় যন্ত্র, বায়ুঘরট্ট বারিঘরট্ট, প্রভৃতির প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক। প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জীবিত অথবা মৃত নানা প্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জন্তু, নানা দেশীয় নানা বিধ বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্জ, ও স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পারদ, লৌহ, সীসক গন্ধক, প্লাটিনম প্রভৃতি যাবতীয় প্রকার আকর-জাত বস্তু সঙ্কলন করা বিধেয়। যে সমস্ত উদ্ভিজ্জ ও জন্তু আহরণ করা অসাধ্য বোধ হয়, তাহার চিত্রময় প্রতিরূপ রাখাও শ্রেয়স্কর।

বালকদিগকে স্বভাবজাত ও শিল্পজাত যাবতীয় অচল বস্তুর বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, তাহার সুন্দর সুন্দর অতি চিক্কণ চিত্রময় প্রতিরূপ সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, দ্বীপ, হ্রদ, গুহা, আগ্নেয়গিরি, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, সমুদ্রোপরিস্থ বরফরাশি, বরফ পরিপূর্ণ ক্ষেত্র, বৃক্ষাদি-বিশিষ্ট সুদৃশ্য ভূমিখণ্ড, গ্রাম, নগর, সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তিস্তম্ভ, প্রধান প্রধান রাজকার্য্যালয়, প্রধান প্রধান শিল্পাগার, ইত্যাদি শিল্পোদ্ভূত ও স্বভাবোৎপন্ন যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিরূপ ও নানা দেশের উত্তমোত্তম চিত্রময় প্রস্তুত করিয়া রাখা বিধেয়। এই সমস্ত পরম শোভাকর প্রতিরূপ গৃহের ভিত্তিতে চতুর্দ্দিকে সুসজ্জীভূত করিয়া রাখিলে, বালক বালিকাগণ তৎ সমুদায় সতত দর্শন করিয়া তত্তৎ সংক্রান্ত মুখ্য বিষয়ই সর্ব্বদা স্মরণ করিতে থাকে, এবং সে সকল বিষয়ের প্রসঙ্গ ও আলোচনা করিয়া কতই বা আহ্লাদিত হয়। এক প্রকার কাচ নির্ম্মিত যন্ত্র আছে, তদ্দ্বারা দৃষ্টি করিলে চিত্রস্থ বস্তু প্রকৃত বস্তুর ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। বালকগণকে সেই যন্ত্র দ্বারা চিত্রপট দৃষ্টি করাইলে, তাহারা জ্ঞানামৃত-রস সম্বলিত অপর্য্যাপ্ত আনন্দ-সুধা পান করিতে থাকে।

পাঠ্য পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে স্থূল স্থূল দুই একটি কথা মাত্রের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। শিক্ষাকার্য্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এবিষয়েও অদ্যাপি অনেক দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বালকগণ, যে প্রকার পুস্তক পাঠ করিলে, প্রথমাবধি বিদ্যার্থিদিগের বিদ্যাকার্য্য সম্বন্ধীয় নানাবি

বাস্তবিক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরম কল্যাণকর নিয়ম-প্রণালীর বিষয় ক্রমে ক্রমে অবগত হইতে পারে, তাহাই রচিত ও সঙ্কলিত করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক প্রস্তুতীকরণ বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি নিয়মে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

১—যে পুস্তক যে প্রকার ছাত্রদিগের পাঠার্থে প্রস্তুত হয়, তাহার অন্তর্গত প্রস্তাব সকল তাহারদিগের বোধসুলভ হওয়া আবশ্যক।

২—যে প্রস্তাব পাঠ করিলে, কোন না কোন হিতকারী বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই নিবেশিত করা কর্ত্তব্য।

৩—যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিলে, ধর্ম্মে অনুরক্তি ও অধর্ম্মে বিরক্তি জন্মিতে পারে, তাহাই সঙ্কলন করা কর্ত্তব্য। আর যে বিষয় পাঠ করিলে, লোভ, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, যুযুৎসাদির উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা, তাহা শিক্ষোপযোগী সমুদায় পুস্তক হইতে নিঃ-নিষ্কাশিত করা বিধেয়। অনেকানেক ইতিহাস পুস্তকে সীজর, আলেগজাণ্ডর, বোনাপার্টি প্রভৃতি যুদ্ধোন্মত্ত ক্রুদ্ধ-স্বভাব নরবৈরিদিগের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা পাঠ করিলে, তাহারদিগকে মহানুভাব অসামান্য মনুষ্য বোধ হয়, তাহারদিগের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং তাহারদিগের চরিত্রের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। একপ বিখ্যাত বীরগণের চরিত্রের যেরূপ বর্ণনা করিলে, তাহা পাঠ করিয়া লোভ দ্বেষ যুযুৎসাদি মনে সঞ্চারিত না হয়, বরং সে সকল বিষয়ে অপ্রবৃত্তি ও অশ্রদ্ধা জন্মে, সেইরূপ করাই বিধেয়।

৪—এ সকল পুস্তকে ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত ও বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্য সম্বন্ধীয় নানা প্রকার বাস্তবিক বিষয়ই অধিক নিবেশিত করা উচিত। অকিঞ্চিৎকর অবাস্তবিক আখ্যান একেবারেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শিশুগণের শিক্ষোপযোগী পুস্তকে মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি ঘটিত কাল্পনিক কথা রচনা করিবার রীতি সর্ব্ব প্রকারেই দূষণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ সকল অযথার্থ আখ্যান অধ্যয়ন দ্বারা নানা প্রকার কুসংস্কার বালকগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইতে পারে। আর তাহাতে যত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হয়, তৎ সমুদায় অকাল্পনিক হিতকারী বিষয় সংক্রান্ত সহজ সহজ প্রস্তাব পাঠে নিযোজিত হইলে, সমধিক উপকার দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই।

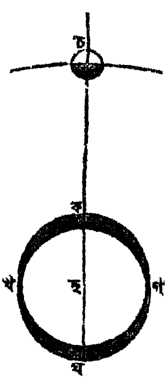
শিক্ষোপযোগী পুস্তক রচনা বিষয়ে এই সংক্ষিপ্ত সূত্র চতুষ্টয় মাত্র লিখিত হইল। কোন্ গ্রন্থ কি রূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়ে। ধর্ম্মনীতি বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে এ বিষয়ের একাদৃশ বাহুল্য করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। তথাপি বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব অতিশয় গুরুতর বলিয়া অনেক স্থলে বাহুল্য করিতে হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে, বিদ্যালয়ে যে সকল বস্তু সংগৃহীত করিয়া রাখিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেও পূর্ব্বোক্ত পুস্তক সমুদায়ে কি রূপ বিষয় সকল রচিত ও সঙ্কলিত হওয়া উচিত, তাহা অনেক অনুভূত হইতে পারে। যাঁহারা পুস্তক রচনা ও শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় সবিশেষ জানিতে বাসনা করেন, তাঁহারদিগের তত্ত্বিষয়ক উত্তমোত্তম ইংরেজি গ্রন্থ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

জোয়ার ভাঁটা

প্রতি দিন সমুদ্রের জল দুইবার বৃদ্ধি ও দুই বার হ্রাস হয় ইহা দেখিয়া ও আলোচনা করিয়া আপাততঃ সকলকেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, এবং কি রূপে একপ অদ্ভুত ব্যাপারের ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল উপস্থিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতেরা সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র যে ইহার প্রধান কারণ, তাহাও তাঁহারা এক প্রকার অনুভব করিয়াছিলেন। এক্ষণে এ বিষয়

যত দূর অবধারিত হইয়াছে, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য মাত্র পশ্চাৎ প্রকাশিত হইতেছে।

পদার্থ বিদ্যার অন্তর্গত মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিয়া স্বীয় পথে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে। ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় বেলা ও এতদ্দেশীয় চলিত ভাষায় জোয়ার বলে। চন্দ্র অবশ্য পৃথিবীর স্থল জল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে, কিন্তু স্থল-ভাগ কঠিন ও দৃঢ় এ নিমিত্ত বিচলিত হয় না। জল-ভাগ অতিশয় তরল, এই নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণে চালিত ও স্ফীত হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে অংশ যখন চন্দ্রের নিম্ন ভাগে থাকে, তখন সেই অংশে জোয়ার হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে দিবারাত্রে এক স্থানে এক বার মাত্র জোয়ার হইতে পারে, কিন্তু আমরা দিন রাত্রে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা দেখিতে পাই। এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ কি, পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।



এই ক্ষেত্রে চ চন্দ্র; ক খ গ ঘ পৃথিবী; খ সুমেরু অর্থাৎ উত্তর প্রান্ত; গ কুমেরু অর্থাৎ দক্ষিণ প্রান্ত; ছ পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্য স্থল। এ বিষয় সহজে বুঝিবার নিমিত্ত পৃথিবী চতুর্দ্দিকে জলে বেষ্টিত জ্ঞান করিতে হইবে। পৃথিবীর ক চিহ্নিত স্থান চন্দ্রের ঠিক নিম্ন ভাগে অবস্থিত, এবং অন্য অন্য অংশ অপেক্ষায় নিকটবর্ত্তী, এ নিমিত্ত সেই স্থানের জল চন্দ্র কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এবং তদপেক্ষায় দূরবর্ত্তী খ এবং গ চিহ্নিত স্থান নত হইয়া পড়িয়াছে। ক স্থানে জোয়ার এবং খ ও গ স্থানে ভাটার উৎপত্তি হইয়াছে। ঘ চিহ্নিত স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী, এ নিমিত্ত তথায় চন্দ্রের আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং তাহার উপরিস্থিত সমুদায় ভাগে তদপেক্ষায় অধিক, কারণ যে বস্তু যত নিকটে থাকে, আকর্ষক পদার্থ তাহাকে তত তেজে আকর্ষণ করে। অতএব, ঐ ঘ চিহ্নিত জলীয় ভাগ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ চন্দ্র কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে, চন্দ্রের দিকে কিছু দূর উত্থিত হয়, এ নিমিত্ত ঐ সর্ব্বাপেক্ষা অধঃস্থিত ঘ চিহ্নিত ভাগ নিম্ন দিকে নত হইয়া পড়ে। ঐ ভাগ নত হইয়া পড়া ও অবশিষ্ট ভাগ উঠিয়া যাওয়া উভয়ই তুল্য। এই নিমিত্ত, ক ও ঘ চিহ্নিত উভয় স্থানে এক সময়ে জোয়ার হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক প্রস্তাবে এইরূপ লিখিত হয়, ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু ভূমণ্ডলের কেন্দ্রাভিমুখে অর্থাৎ মধ্য দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং যে বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে যত দূরে অবস্থিত, তাহাতে পৃথিবীর আকর্ষণ তত অল্প। যখন পৃথিবীর ছ চিহ্নিত কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্য ভাগ চন্দ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের দিকে উত্থিত হয়, তখন ঘ চিহ্নিত স্থান ঐ কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে পতিত হওয়াতে, তথায় পৃথিবীর আকর্ষণ অল্প হইয়া যায়। সে স্থানের জল যে আকর্ষণ-শক্তিতে আকৃষ্ট থাকে, তাহার হ্রাস হইলে সেই জল সুতরাং নত হইয়া পড়ে।

এইরূপে সমুদ্রের যে অংশে যখন জোয়ারের উৎপত্তি হয়, তাহার বিপরীত ভাগেও সেই সময়েই জোয়ার হইয়া থাকে। যখন চন্দ্র মণ্ডল আমারদের মস্তকোপরি অবস্থিত থাকে, তখন ভূমণ্ডলের যে ভাগে আমারদের অবস্থান, সেই ভাগে এবং তাহার বিপরীত ভাগে এক কালে জোয়ার হয়। সেইরূপ, যখন চন্দ্র আমারদের বিপরীত দিকে থাকে, তখনও সেই দিকে ও আমারদের দিকে এক কালেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। এইরূপে প্রতিদিন এক এক স্থানে দুইবার করিয়া সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে।

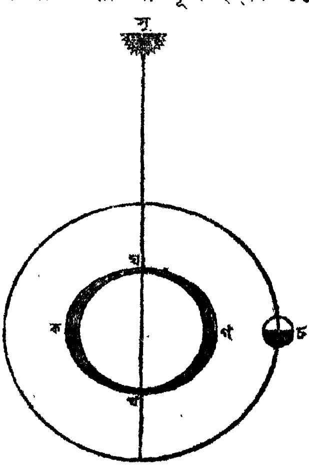
ইতি পূর্ব্বে পৃথিবীর যে চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহা দৃষ্টি করিলে, আ-

পাততঃ বোধ হয়, ভূমণ্ডল চন্দ্র মণ্ডলকর্ত্তৃক এইরূপ আকৃষ্ট হওয়াতে, গোলাকার না থাকিয়া ডিম্বের ন্যায় আকার ধারণ করে। বাস্তবিক, চন্দ্র যদি ভূমণ্ডলের এক ভাগের উপরেই নিয়ত অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে ঐ রূপ আকারই উৎপন্ন হইত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু চন্দ্রও ক্রমাগত চলিতেছে, পৃথিবীও নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে। এ নিমিত্ত, পৃথিবীর এক স্থানের জল উত্থিত হইতে হইতে, চন্দ্র মণ্ডল তথা হইতে অপসৃত হইয়া, অন্য স্থানের উপর উদিত হয়। একারণ সেই জল সম্পূর্ণরূপে স্ফীত ও স্থিরীকৃত হইতে পারে না। অতএব, জোয়ারের সময় পৃথিবীর ডিম্বের ন্যায় আকৃতি উৎপন্ন না হইয়া সমুদ্র মধ্যে এক অতি বিস্তৃত তরঙ্গ মাত্র উদ্ভাবিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, অনায়াসে প্রতীতি হইতে পারে, চন্দ্র মণ্ডল ভূমণ্ডলের এক স্থান অপেক্ষায় অন্য স্থানকে অধিক আকর্ষণ করে ইহাতেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। সূর্য্য পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত, যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার আকর্ষণের তাদৃশ ইতর বিশেষ অনুভূত হয় না। এ নিমিত্ত, চন্দ্রের আকর্ষণ জোয়ার ভাটার উৎপত্তির প্রতি যেমন বলবৎ কারণ, সূর্য্যের আকর্ষণ সেরূপ নহে। যদিও তত না হউক, তথাপি সূর্য্যও চন্দ্রের ন্যায় সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে এবং তদ্দ্বারা জোয়ারের হ্রাস বৃদ্ধি সাধন করে। কিরূপে সূর্য্য দ্বারা জোয়ারের হ্রাস বৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

যে সময় চন্দ্র সূর্য্য উভয়ে মিলিত হইয়া এক স্থানের জল আকর্ষণ করে, সে সময়ের জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়। অমাবস্যার সময়ে সূর্য্য চন্দ্র উভয়ে প্রায় সমসূত্র পাতে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ তৎকালে চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলের অধোভাগে অবস্থিতি করে। অতএব, উভয়ে এক দিকে থাকিয়া এক স্থানের জল আকর্ষণ করাতে, সে সময়ে জোয়ারের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্ণিমার সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র পরস্পর নভোমণ্ডলের বিপরীত ভাগে উদয় হয়। চন্দ্র যখন পূর্ব্ব ভাগে, সূর্য্য তখন পশ্চিম ভাগে অবস্থিতি করে, এবং চন্দ্র যখন পশ্চিম দিকে, সূর্য্য তখন পূর্ব্ব দিকে উদয় হয়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, চন্দ্র মণ্ডল ভূমণ্ডলের যে ভাগের উপরে অবস্থিতি করে, সেই ভাগে এবং তাহার বিপরীত ভাগে জোয়ারের উৎপত্তি হয়। সেই রূপ আবার সূর্য্যও যে ভাগের উপর উদিত হয়, সেই ভাগের ও তাহার বিপরীত ভাগের জলও সূর্য্য দ্বারা উচ্ছ্বসিত হয়। অতএব, যখন চন্দ্র সূর্য্য পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে, তখন উভয়ের আকর্ষণ এইরূপ মিলিত হইয়া উভয় দিকের জোয়ার প্রবল করিয়া তোলে। এই নিমিত্ত, অমাবস্যার ন্যায় পূর্ণিমার সময়েও জোয়ারের সর্ব্বাধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় নাবিকেরা ইহকেই কটাল কহে।

সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র সূর্য্য অমাবস্যার ন্যায় পরস্পর উপর্য্যধোভাবে অথবা পূর্ণিমার ন্যায় পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থিতি করে না, এ নিমিত্ত সে সময়ে জোয়ারের প্রাদুর্ভাব থাকে না। তখন সূর্য্য মণ্ডলের আকর্ষণ-শক্তি জোয়ারের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হইয়া উঠে।



এই চিত্রক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পৃথিবী, চ চন্দ্র, সু সূর্য্য। সূর্য্য এক দিকে ঘ চিহ্নিত স্থানের

জল আকর্ষণ করিতেছে, চন্দ্র অন্য দিক্ হইতে ঐ ঘ চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করিয়া গ চিহ্নিত স্থানে তুলিতেছে। ইহাতে, চন্দ্র সূর্য্য উভয়ের আকর্ষণ পরস্পর অনুকূল না হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করত পরস্পর প্রতিকূল হইয়া উঠে। সূর্য্য অন্য দিক্ হইতে আকর্ষণ না করিলে, চন্দ্র আরও অধিক জল উত্তোলন করিতে পারিত। কিন্তু তাহা না পারাতে, গ চিহ্নিত স্থানে যেমন জোয়ারের প্রাচুর্ভাব হয় না, সূর্য্য ঘ চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করাতে, তথায় ভাটারও আধিক্য হইতে পারে না।

চন্দ্র সূর্য্য সকল সময়ে পৃথিবী হইতে সমান দূরে অবস্থিত থাকে না, কখনও কিছু নিকট, কখনও কিঞ্চিৎ দূরে গমন করে। যখন অধিক নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সমুদ্রের জল অধিক আকর্ষণ করে, এবং যখন দূরবর্ত্তী হয়, তখন তদনুরূপ অল্প প্রমাণ জল আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাতেও জোয়ার ভাটার অনেক ইতর বিশেষ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সময়ে চন্দ্র মণ্ডল ভূমণ্ডলের সমধিক সমীপবর্ত্তী হয়, সে সময়ে অমাবস্যা বা পৌর্ণমাসী সংঘটন হইলে, জোয়ারের অত্যন্ত প্রাচুর্ভাব হইয়া থাকে।

জোয়ারের জল সকল স্থানে সমান দূর উত্থিত হয় না। যে সকল জলাশয় প্রশস্ত নহে, তাহাতেই অধিক দূর উত্থিত হয়, যে সমস্ত অত্যন্ত প্রশস্ত, তাহাতে সেরূপ উত্থিত হয় না। অতি বিস্তৃত পাসিফিক্ মহা সমুদ্রের কোন কোন দ্বীপে দুই এক ফুটের অধিক উঠে না, কিন্তু ব্রিটিস চেনেল নামক অনতিবিস্তৃত সাগরের তটস্থিত সেণ্ট মেলো নগরে জোয়ারের জল ৩৩ হাত উচ্চ হয় ও আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী নবস্কোশিয়া প্রদেশে ৪৭ হাত পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া থাকে। নদীর মধ্যেও জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। এতদ্দেশীয় গঙ্গানদীর বিষয় প্রসিদ্ধই আছে। আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তিনী এমেজন নদীর মুখ হইতে তাহার অভ্যন্তরে ২২০ ক্রোশ অপেক্ষায় অধিক দূর জোয়ার যায়। ইহাতে এত সময় লাগে, যে এক জোয়ার নিঃশেষিত না হইতে হইতে অন্য জোয়ারের জল নদী মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকে।

যে সময়ে নদী হইতে জোয়ারের জল নির্গত হইয়া মোহানায় পতিত হয়, সেই সময়ে যদি সমুদ্রে পুনর্ব্বার প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইয়া মোহানার দিকে আসিতে থাকে, তাহা হইলে, উভয় প্রবাহ পরস্পর সম্মুখীন ও প্রতিহত হইয়া জলময় প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, এবং সেই জলরাশি সতেজে নদী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে গমন করিতে থাকে। ইহাকেই বান কহে। জীবজন্তু নৌকা প্রভৃতি যাহা কিছু ইহার সম্মুখে পতিত হয়, তাহাই জলমগ্ন ও বিনষ্ট হয়। কলিকাতায় বানের সময়ে বড় বড় জাহাজ প্রভৃতি সমুদায় নৌকা আন্দোলিত হইতে থাকে, এবং কখন কখন নঙ্গরের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত আমেজন নদীর বান ভয়ঙ্কর জলময় পর্ব্বতের ন্যায় এক শত বিংশতি হস্ত উন্নত হইয়া প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইতে থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

দ্বিতীয়খণ্ডং

পঞ্চমাধ্যায়ঃ

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবেক; যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল, এবং তদ্বিপরীত অসন্তোষই দুঃখের মূল।

অসন্তোষপরামূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ
অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখং॥

মূর্খেরাই অসন্তোষ পরায়ণ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন। বিষয় তৃষ্ণার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ।

সুখং দুঃখং হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে।
সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ॥

মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ

করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক।

ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং।
শরীরমেবায়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ॥

চিরকাল দুঃখ থাকে না এবং চিরকাল সুখও লাভ হয় না। শরীর সুখ ও দুঃখ উভয়েরই আশ্রয়।

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাঽপ্রিয়ং।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা॥

সুখই হউক কিম্বা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবে, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক।

প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ।
ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ॥

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলে ম্রিয়মাণও হইবেক না। ধনকষ্ট হইলে মুগ্ধ হইবেক না, এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না।

সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে রূপং সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে বলং।
সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে জ্ঞানং সন্তাপাদ্ব্যাধিমৃচ্ছতি॥

সন্তাপেতে রূপ যায়, সন্তাপেতে বল যায়, সন্তাপেতে জ্ঞান যায়, এবং সন্তাপেতে ব্যাধিকে প্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥

আপনার যশ ও পৌরুষ, আর গোপন রাখিবার নিমিত্তে যে কথা কথিত হয় এবং পরের উপকারের নিমিত্তে আপনার দ্বারা যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ করিবেন না।

সত্যং মৃদু প্রিয়ং বাক্যং ধীরো হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন, এবং আত্ম প্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

সত্যই যাঁহার ব্রত, এবং সর্ব্বদা দীনেতে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার অধীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

যিনি পরস্ত্রীতে বিরক্ত, যিনি পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, যিনি দম্ভ মাৎসর্য্য বিহীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

ন বিভেতি রণাদ্যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্ম্ম যুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

সত্য কহিবেক ও প্রিয় কহিবেক, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না। ইহা সনাতন ধর্ম্ম।

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥

জল দ্বারা গাত্র শুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা মন শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্ম শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধি হয়।

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥

যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয়।

নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরং।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে॥

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছু নাই; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই।

প্রিয়ো ভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥

কেহ দানের দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রিয় হয়; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রোতাও দুর্লভ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ

সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে॥

সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয়। সাক্ষী হইয়া সত্য বলিলে ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না।

যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং সর্ব্বমেবাঞ্জসা বদ।
সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে॥

যথা দৃষ্ট যথা শ্রুত সমুদায়ই যথার্থ বলিবে। সত্য কথন দ্বারা সাক্ষী শুচি হয় এবং ধর্ম্ম রক্ষিত হয়।

যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞোনাভিশঙ্কতে।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেঽন্যং পুরুষং বিদুঃ॥

যে সাক্ষির সচেতন আত্মা মিথ্যা কহিয়াছি, এমত সন্দেহও করেন না; দেবতারা এই লোকে তাঁহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না।

একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না; এই পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

অষ্টমাধ্যায়ঃ

যৎকল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ॥

যাহা আপনার কল্যাণ জানিবে, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক; পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক।

কুশলঃ সুখদুঃখেষু সাধূংশ্চাপ্যুপসেবতে।
সত্যসাধুসমারম্ভাৎ বুদ্ধির্ধর্ম্মেষু জায়তে॥

সুখ দুঃখেতে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধু সেবা করেন; সত্য ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্ম পথে দীপ্তি পায়।

মোহজালস্য যোনির্হি মূঢৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ॥

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতি দিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

যস্তু নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপদ্যতে।
স দীর্ঘসূত্রোহীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে॥

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিতবাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়।

সতাং মতমতিক্রম্য যোঽসতাং বর্ত্ততে মতে।
শোচন্তে ব্যসনে তস্য সুহৃদোন চিরাদিব॥

যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মত অবলম্বন করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদাক্রান্ত দেখিয়া শোক করেন।

অবিসম্বাদকো দক্ষঃ কৃতজ্ঞো মতিমানৃজুঃ
কীর্ত্তিঞ্চ লভতে লোকে ন চানর্থেন যুজ্যতে॥

যিনি অবিবাদী, কর্ম্মক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও সরল হয়েন; তিনি ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি লাভ করেন, এবং কোন অনর্থ সাধন কর্ম্মে যুক্ত হয়েন না।

কুতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখং।
অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নোহি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥

কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডেঽষ্টমোধ্যায়ঃ

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

চতুঃষষ্ট অধ্যায়—আদিবংশাবতরণ পর্ব্ব

১১৯ সংখ্যক পত্রিকার ৫৮ পৃষ্ঠার পর

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে সকল রাজার নাম কীর্ত্তন করিলেন এবং যাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করেন নাই, বিশেষ রূপে তাঁহারদিগের সকলের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে মহাভাগ! মহারথ, দেবকল্প, রাজারা যে নিমিত্ত এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ রূপে আখ্যান করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন দেবতারাও এ রহস্য শ্রবণ করেন নাই, আমি ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া এই রহস্য আপনাকে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্ব কালে পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। ভার্গব দ্বারা ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংশ হইলে ক্ষত্রিয় কামিনীরা সুতার্থিনী হইয়া

ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণেরা সংযত হইয়া ঋতু কালে সেই সকল ক্ষত্রিয় কামিনীদিগের মনোরথ পূর্ণ করাতে তাহারা গর্ব্ভবতী হইল। তাঁহারা ঋতু কালের অতিরিক্ত কালে অথবা অভিলাষানুরূপ সমাগমে প্রবৃত্ত হয়েন নাই সুতরাং অতি বীর্য্যশালী পুত্র

ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এইরূপে নিস্পাপ [illegible] ব্রাহ্মণদিগের ঔরসে এবং ক্ষত্রিয় নারীদিগের গর্ব্ভে ধার্ম্মিক দীর্ঘায়ু ক্ষত্রিয়গণ জন্ম গ্রহণ করিলে, পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ প্রধান চারি বর্ণ হইল। পক্ষি ও অন্যান্য প্রাণিগণও তৎকালে ঋতুকালেই দারসমাগম করিত, ইচ্ছানুসারে বা ঋতু কালাতিরিক্ত কালে দারগমন করিত না। কেবল ঋতু কালে দারসম্ভোগ করিলে যে সন্ততি জন্মে সে ধার্ম্মিক, দীর্ঘায়ু, নীরোগ ও নিরাধি হইয়া দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়েরা পুনর্ব্বার এই পর্ব্বত নগর বন সমাকীর্ণ সসাগরা ধরার ধর্ম্মানুসারে শাসন করাতে ব্রাহ্মণাদি প্রকৃতি সমুদায় বর্ণ অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। রাজারা কাম ক্রোধাদি সম্ভূত দোষ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মানুসারে অপরাধিদিগের দণ্ড বিধান করত প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধর্ম্ম পরায়ণ হওয়াতে শতক্রতু ইন্দ্র যথা যোগ্য সময়ে ও যথাযোগ্য দেশে বর্ষণ করিয়া প্রজা পালনে তৎপর হইলেন। হে জনাধিপ! তৎকালে বালকের প্রাণ বিয়োগ হইত না, যৌবনবতী না হইলে কেহ তাহার সম্ভোগ করিত না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই রূপে দীর্ঘজীবি প্রজা দ্বারা এই সসাগরা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। ক্ষত্রিয়েরা বহু দক্ষিণা দান পূর্ব্বক মহা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিল, বিপ্রেরা উপনিষৎ ও সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, বেদ বিক্রয় বা শূদ্রের নিকটে বেদ পাঠ করিতেন না। বৈশ্যেরা গো দ্বারা কৃষি কর্ম্ম করিতে লাগিল, কিন্তু স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম করে নাই এবং বৃদ্ধ বা কৃশাঙ্গ গরুকে ভারবহন কার্য্যে নিযুক্ত করে নাই, অথচ তাহারদিগের প্রতিপালন করিত। দুগ্ধপায়ি বৎস থাকিতে কেহ গাভি দোহন করিত না, বণিকগণ কূট পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিত না। হে নরশ্রেষ্ঠ! মানবেরা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল, সকল বর্ণই আপন আপন বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, কিছুতেই ধর্ম্মের হ্রাস হয় নাই। যথাকালে গাভি ও নারীগণ সন্তান প্রসব করিতে লাগিল, যথাকালে বৃক্ষের পুষ্প ও ফল হইতে লাগিল। এইরূপে সত্যযুগ উপস্থিত হইলে বহুপ্রাণিগণ দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল, মনুষ্য লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইল। হে নরেশ্বর! অনন্তর রাজাদিগের ক্ষেত্রে অসুরগণ জন্ম গ্রহণ করিল, দৈত্যেরা দেবগণ কর্ত্তৃক সংগ্রামে বারম্বার পরাজিত এবং ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এই পৃথিবীতে জন্মিতে লাগিল। উন্নতাশয় অসুরেরা নরলোকেও দেবতুল্য ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করিয়া গো, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, পক্ষি, মাতঙ্গ, কুরঙ্গ প্রভৃতি ভূতযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিল। হে মহিপাল! জাত ও জায়মান সেই সকল অসুরের ভারে বসুন্ধরা আপনি আপনাকে ধারণ করিতে অশক্ত হইলেন। অনেক মদোন্মত্ত দৈত্য ও দানবেরা কেহ কেহ মহীপাল হইল। বীর্য্যশালি নানা রূপধারি অহঙ্কারি অরিবিনাশক অসুরেরা সসাগরা ধরাকে বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অন্য অন্য প্রাণিগণের পীড়া দিতে লাগিল। অবধ্য, বীর্য্য শক্তি ও মদোন্মত্ত সেই সকল অসুরের শত সহস্র একত্র দলবদ্ধ হইয়া প্রাণিদিগকে ত্রস্ত, হত ও আহত এবং আশ্রমস্থ মহর্ষিদিগের প্রতি অত্যাচার করত পৃথিবীর সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবল পরাক্রম, মহাসত্ত্ব মহাসুর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া পৃথিবী ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। দানব বলাক্রান্ত ভূধরসমেত ধরা ধারণ করিতে অনন্তদেব ও দিগ্‌গজ প্রভৃতি কেহই শক্ত হইল না, সুতরাং ভারাক্রান্তা বসুন্ধরা ভীত হইয়া সর্ব্বভূত পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। পৃথিবী তথায় উপস্থিত হইয়া

সৌভাগ্যশালি, দেব-দ্বিজ-মহর্ষি-পরিবেষ্টিত, সৃষ্টিকর্ত্তা, অবিনাশি এবং হৃষ্টচিত্ত, দৈবকর্ম্ম নিরত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ দ্বারা পরিবৃত ব্রহ্মাকে দেখিলেন এবং নিকটে গিয়া প্রণাম করিলেন। শরণার্থিনী ধরণী সকল লোক পালের সাক্ষাতে ব্রহ্মাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সর্ব্বভূত প্রভব সর্ব্বভূতান্তর্যামি স্বয়ম্ভূ প্রভু প্রজাপতি ভূমিপতি মহাত্মা ব্রহ্মা ভূমির অভিপ্রায় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া ছিলেন। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সমুদায় লোকের মনোগত অভিপ্রায় সর্ব্বদা দেখিতেছেন, কি নিমিত্ত পৃথিবীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন না? এবং কহিলেন, হে বসুন্ধরে। তুমি যে নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছ, দেবতাদিগকে সেই কার্য্যে আমি নিযুক্ত করিব। পৃথিবীকে এই কথা কহিয়া বিদায় করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণকে আদেশ করিলেন, যে বসুন্ধরার ভার হরণ ও অসুরদিগের পরাজয় নিমিত্ত তোমরা অংশ ক্রমে পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ কর এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকে ডাকাইয়া এই অর্থ যুক্ত বাক্য বলিলেন, যে তোমরা মানুষ লোকে অংশ ক্রমে অবতীর্ণ হও। সুর প্রধান ব্রহ্মার এই হিতকর অর্থ যুক্ত সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সম্মত হইলেন এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত কৃত নিশ্চয় হইয়া শত্রু বিনাশক, বৈকুণ্ঠবাসি, নারায়ণের নিকট গমন করিলেন, ইঁহাকেই চক্রপাণি, গদাপাণি, পীতবসন, পদ্মনাভ, শিতিপ্রভ, অসুরবিনাশক, স্থূলবক্ষাঃ, সুলোচন, প্রজাপতি, সুরপতি, মহাবল, শ্রীবৎসাঙ্ক, হৃষীকেশ, সর্ব্বদেবপূজিত বলিয়া থাকে। ইন্দ্র সেই পুরুষোত্তমকে ভূভার হরণের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, ব্রহ্মা যেরূপ কহিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ, তোমরা অংশক্রমে পৃথিবীমণ্ডলে অবতীর্ণ হও, এই কথা কহিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা প্রবেশ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ শর্ম্মা, গোবিন্দচন্দ্র ধর, উমেশচন্দ্র দের, প্রাণকৃষ্ণ সেন, ক্ষেত্রনাথ শীল, গোপীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচরণ সিকদার, উমাচরণ সেন, কৃষ্ণকুমার সেন, যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামানন্দ গোস্বামী, এবং শ্রীনারায়ণ দাস, ইঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে বহিষ্কৃত

কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র রায়, যশোহরস্থ শ্রীযুক্ত রামগোপাল বসু, চন্দ্রকোনাস্থ শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর তর্কালঙ্কার, বর্দ্ধমানস্থ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মদনলাল বর্ম্মা, ও শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, বরিশালস্থ শ্রীযুক্ত ধরণীধর রায়, কসোলিস্থ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, জোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, চাপাতলাস্থ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ শীল, খিদিরপুরস্থ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, শাঁখারিটোলাস্থ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং চৈনাবেনেস্থ শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বসু, দ্বাদশ মাসেরও অধিক মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে প্রচলিত নিয়মানুসারে ইঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে খিদির পুরস্থ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন মিত্র মহাশয় এন্ সি ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পুস্তক এবং রঙ্গপুরস্থ শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র রায় মহাশয় পতিব্রতোপাখ্যান পুস্তকের পাঁচ খণ্ড এই সভায় প্রদান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

চারুপাঠ

চারুপাঠের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার মূল্য ।।০ আট আনা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পের তৃতীয় ভাগ	৫
ঐ চতুর্থ ভাগ	৫
ঐ দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ	৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৫
ঐ তৃতীয় ভাগ	৫
ঐ চতুর্থ ভাগ	৫
ঐ তৃতীয় কল্পের প্রথম ভাগ	৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৫
ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম খণ্ড	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	১
ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অনুবাদ	ভাল বাঁধা ১
ঐ কেবল বাঙ্গলা অনুবাদ	।১
ঐ কেবল সংস্কৃত	।।০
বস্তু বিচার	।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ	।।০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৵০
পদার্থ বিদ্যা	।।০
বর্ণমালা	৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	।।০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়	।।০
বেদান্তিক ডক্ট্রিন বিন্ডিকেটেড্	।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক	।০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৵০
বাঙ্গলা ভাষায় কঠোপনিষৎ	৵০
বৃত্তি সহিত ঐ নাগর অক্ষরে	।।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ অক্ষরে	।।০
[illegible]	।৵০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৵০
বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক	১৵০
কৌতুক তরঙ্গিনী	১৵০
নবনারী	১।।০
ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধ	৩
সারাবলি	১
সঙ্গীত গৌরীশ্বর	।০
আরব্য উপন্যাসের প্রতি খণ্ড	১

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৫ শকের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দান প্রাপ্ত	৯৮৷৵১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকবিক্রয়	১০
গতমাসের স্থিত	৩৮৩ /১৫
	৪৯১৷৶১০

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	১৫৮৷০
বিবিধ ব্যয়	৪৬৷ ১০
	২০৫ /১০

স্থিতি

নগদ	২৮৬৷৹০
অনরিবিল কম্পানির কাগজ	[illegible]

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত নীলমণি মল্লিক	১
„ আনন্দচন্দ্র পাল	[illegible]
„ নীলমণি বসাক	[illegible]
„ নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	৩
„ রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৩
„ ঈশ্বরচন্দ্র [illegible]	৩
„ মহেশ্বর বসু	[illegible]
„ ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১
„ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
„ যশোদাকুমার পাইন	২
„ নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
„ কানাইলাল পাইন	১
„ মহেন্দ্রনাথ বসাক	১
„ মতিলাল গুপ্ত	৬
„ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১
„ বৈষ্ণবদাস আঢ্য	১
„ উমেশচন্দ্র মিত্র	১
„ নীলাম্বর গঙ্গোপাধ্যায়	৪
„ রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১০
অল্প দানের সমষ্টি	৪।।০
দানাধারে প্রাপ্ত	১৮ /৫
	৯৮৷৵১৫

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ ভাদ্র মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১০। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৪।

সভাপ্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
১২২ সংখ্যা
আশ্বিন ১৭৭৫ শক

তৃতীয় কল্প　　　　তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কৃষ্ণনগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

ধর্ম্ম-পথের পান্থ হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। সে পথ অতীব দুর্গম। তাহাতে প্রথম প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রায় প্রতি পদ বিক্ষেপে প্রতিবন্ধক দ্বারা প্রতিহত হইতে হয়। কিন্তু যিনি অধ্যবসায় সহকারে ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রতিবন্ধক মোচন পূর্ব্বক সে পথের পথিক হয়েন, তিনি অতি সাধু, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই, তিনি আত্মপ্রসাদ-জনিত অপর্য্যাপ্ত পবিত্র সুখ সম্ভোগ করেন। এক্ষণে এসংসারের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে যিনি যত ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত হউন না কেন, কখন কোন বিষয়ে কিছু পাপাচরণ করেন না এমন পুণ্যবান্ লোক অতি বিরল। শাণিত ক্ষুর-ধারের উপর দিয়া গমন করা যেরূপ কঠিন কর্ম্ম, নির্ম্মল ধর্ম্ম পথে সঞ্চরণ করাও সেইরূপ দুষ্কর। আমি কখন কোন বিষয়ে মিথ্যা বলি নাই, অহঙ্কার মদে মত্ত হইয়া কখন কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করি নাই, দীন দরিদ্রের দুঃখ দূর করিতে কখন কিছু অযত্ন ও ঔদাস্য করি নাই, ঈর্ষ্যা ও অসূয়া পরবশ হইয়া কখন কাহার দ্বেষ ও নিন্দাবাদ করি নাই, পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে কখন কিছু ত্রুটি করি নাই, পরম হিতকারী করুণাকর পরমেশ্বরের নিকট অবশ্য-কর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও প্রীতি প্রকাশ করিতে কোন দিন ভুলিয়া যাই নাই, জানিয়া শুনিয়া তাঁহার স্থাপিত কোন নিয়ম কখন লঙ্ঘন করি নাই, প্রত্যুত যেরূপ ভক্তি ও প্রীতি সহকারে প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করা উচিত, তদীয় করুণা রচিত সুচারু নিয়ম সকল অবগত হইয়া তৎ প্রতিপালনার্থে যত যত্ন করা কর্ত্তব্য, স্বদেশের হিতকার্য্য সাধনার্থে যেরূপ প্রগাঢ় যত্ন ও পরিশ্রম করা বিহিত, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করা উচিত, প্রতিবাসির প্রতি যেরূপ ন্যায়ানুগত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; সে সমুদায়ই আমি সাধন করি, ও সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকি, একথা প্রায় কেহই বলিতে সমর্থ হন না। ফলতঃ একান্ত শান্ত ও বিনীত হওয়া, কোন প্রকার অসৎ চিন্তা না করা, যাবতীয় পাপ কর্ম্ম হইতে এক কালে বিরত থাকা, ধর্ম্মানুরোধে অম্লান বদনে দুঃসহ দুঃখ ও লোকনিন্দা সহ্য করা, বিশেষতঃ পরম পাতা পরমেশ্বরের অপার মহিমা ও অসীমকরুণা সর্ব্বদা মনোমধ্যে জাগরূক রাখা ও তদীয় সহবাসে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ সুখে সুখী হওয়া এবং সুশীতল শান্তি-সলিল-

সেবিত বিশুদ্ধ সুখ সমাশ্রিত ধর্ম্মপথে অবিরত ভ্রমণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাহাতে যে কত যত্ন, কত ধৈর্য্য, কত অধ্যবসায় ও কতই বা তিতিক্ষা আবশ্যক করে, তাহা বলিবার নহে।

পুণ্যাচরণে প্রথম প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা কামাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনাতে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন কখন পাপ-পথের পথিক হয়েন; অপ্রতিহত চিত্তে এক ভাবে পুণ্য-পদবীতে নিরন্তর গমন করিতে পারেন না, ইহা আলোচনা করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া ধর্ম্মাচরণে নিবৃত্ত হওয়া কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে। ধর্ম্ম রূপ পরম রমণীয় রত্ন লাভার্থে অবিশ্রান্ত যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কেন না পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে কখন না কখন সফল-যত্ন হইতে পারা যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি পবিত্র ধর্ম্ম-পথে চলিতে হইলে লোকে যথোচিত আদর অপেক্ষা না করে, বাসনানুরূপ অর্থ উপার্জ্জিত না হয়, প্রভুর নিকট প্রতিপত্তি লাভের ব্যাঘাত জন্মে, ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগ সম্পন্ন না হয়, মনোহর অট্টালিকায় অবস্থিতি করা ঘটিয়া না উঠে, কেবল সামান্য বস্ত্র পরিধান ও সামান্য দ্রব্য ভোজন পূর্ব্বক যৎসামান্য রূপে জীবন যাপন করিতে হয়, তথাপি বিশুদ্ধ-সুখ-সেবিত পুণ্য-পদবী পরিহার পূর্ব্বক পাপ-পথের পান্থ হওয়া উচিত নহে। একেবারে কেহ কখন সাধু ও ধর্ম্মশীল হইয়া উঠিতে পারেন না; পুণ্যের মনোহর স্বরূপ আলোচনা পূর্ব্বক তদীয় সুমধুর প্রেমে মগ্ন হইবার নিমিত্তে একান্ত ব্যগ্র হইলেও যথার্থ ধার্ম্মিক হইতে অনেক যত্ন ও অনেক সময় আবশ্যক করে। বদ্ধ-মূল অসাধু বাসনা ও কুসংস্কার সকল কি কখন একেবারে সমূলে উন্মূলন করা যাইতে পারে? চিরবর্দ্ধিত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে কি কখন অল্প কালের মধ্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশীভূত করা সম্ভাবিত হয়? না গভীর পাপ অন্ধকূপে নিমগ্ন ব্যক্তি একেবারে ধর্ম্মজ্যোতি বিকীর্ণ শৈল-শিখরে আরোহণ করিতে পারে? ধর্ম্মানুষ্ঠানের চেষ্টা কখন অনায়াসে সফল হইবার নহে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ বিফল-যত্ন হইলেও ধর্ম্মাচরণে বিমুখ বা নিবৃত্ত হওয়া অতি অকর্ত্তব্য। কেন না অধ্যবসায় সহকারে ক্রমাগত যত্ন করিলে পরিশেষে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ব্যভিচারাদি কোন চির-আচরিত পাপ-কর্ম্মে বিরত হইবার অভিপ্রায়ে কিছু কাল যত্ন করিয়া দেখিয়া সম্পূর্ণ রূপে নিবৃত্ত হইতে না পারিলে বুঝি এ পাপ বন্ধনে কখনই বিমুক্ত হইতে পারিব না, মনে মনে এই রূপ আশঙ্কা করিয়া ভগ্নোৎসাহ হওয়া কদাপি বিধেয় নহে; বরং পূর্ব্বাপর কৃত-পাপের নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ অকৃত্রিম অনুতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক আর কখনই অধর্ম্ম-পথে চলিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া উচিত ও পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক যত্ন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। চির দূষিত চিত্তের বিমলতা সম্পাদন করা অল্পায়াস-সাধ্য নহে, বিশুদ্ধ পুণ্য-পদবীতে বিচরণ করিতে হইলে, কুৎসিত ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগে বিমুখ হইতে হয়, স্বার্থপরতা পরিহার পূর্ব্বক পরোপকার সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতে হয়, প্রজ্বলিত অনল সদৃশ ক্রোধ দমন করিয়া ক্ষমাশীল হইতে হয়, বিষম বিষয়-তৃষ্ণার শান্তি সাধন পূর্ব্বক সন্তোষাবলম্বন করিতে হয়, মাৎসর্য্যকে সংযত করিয়া পরের সুখে সুখী হইতে হয়, কপটতার ছদ্ম বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরলতার স্বরূপ বেশ ধারণ করিতে হয়, নির্দয়-স্বভাব সম্বরণ করিয়া দয়ার্দ্র-চিত্ত হইতে হয়, যাবতীয় অসৎ কার্য্য হইতে এক কালে বিরত হইয়া পুণ্য-কর্ম্মে রত হইতে হয়, বিশেষতঃ যিনি জীবনের জীবন, জননীর জননী, সেই পরম প্রেমাস্পদ বন্ধুর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতে হয় এবং তাঁহার কল্যাণকর নিয়ম সকল প্রতিপালনার্থে একান্ত যত্ন করিতে হয়।

ধর্ম্মনীতি

(১২১ সংখ্যক পত্রিকার ৬০ পৃষ্ঠার পর

১৪। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত যে রূপ শিক্ষাস্থানে যাদৃশ শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য,

তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে*। কিন্তু সে দুই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেও, শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবার অনেক অপেক্ষা থাকে। তথায় শিক্ষা-কার্য্যের কেবল সূত্রপাত মাত্র হয়। তথায় জ্ঞান-ভূমি আরোহণের সোপান মাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় যে পরম পরিশুদ্ধ শিক্ষা-ব্রত অবলম্বন করিতে হয়, অপর কোন প্রধান বিদ্যালয়ে তাহা উদ্‌যাপন করা কর্ত্তব্য। আমারদের চিরজীবনই শিক্ষা-কাল বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। বিশেষতঃ, ১৫ বর্ষ বয়ঃক্রম অবধি ২০।২২ বর্ষ পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ বিষয়ে বিশিষ্ট রূপ যত্নবান্ হওয়া অতীব আবশ্যক। সে সময়ে মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তি সমুদায় দিন দিন পরিপক্ব হইতে থাকে, এবং তন্নিমিত্ত তখন বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রগাঢ় তত্ত্ব সমুদায়ের আলোচনায় অভিনিবেশ করিতে পারা যায়। মনোবৃত্তি সকল সে সময়ে যে পথ অবলম্বন করিবে, সেই পথেই উত্তরোত্তর দৃঢ়তর প্রবৃত্তি ও প্রগাঢ়তর অনুরক্তি জন্মিবে। বাস্তবিক, সে সময়ে যে বিষয়ে যেরূপ প্রত্যয় জন্মে, যাদৃশ সংস্কার উৎপন্ন হয় ও যে প্রকার ব্যবহার অভ্যাস পায়, ভবিষ্যতে প্রায় তদনুরূপ চরিত্র উৎপাদিত হইয়া থাকে। অতএব, সে সময়ে মনুষ্যদিগকে বিহিত বিধানে শিক্ষাদান করিয়া সদ্বিদ্যায় শিক্ষিত ও সৎ পদবীতে প্রবৃত্ত করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিদ্যালয়ে যে সমস্ত বিদ্যা সংক্রান্ত স্থূল স্থূল বিষয় মাত্র শিক্ষিত হয়, তৃতীয় বিদ্যালয়ে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বাহুল্য করিয়া অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। এ বিদ্যালয়ে গণিত, আম্বীক্ষিকী, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষাদি যাবতীয় বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের প্রধান প্রধান অঙ্গ সমুদায় রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্ম নীতি ও পরমার্থ-তত্ত্ব এরূপ বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্য। বোধ হয় এই দুই গুরুতর বিষয়ের অধ্যাপক সপ্তাহে ৩।৪ দিবস সায়ংকালে ছাত্রগণকে একত্র করিয়া সুপ্রণালী-সিদ্ধ উপদেশ প্রদান করিলে বিস্তর উপকার দর্শে। ছাত্রগণের ধর্ম্মানুশীলন ও চরিত্র সংশোধন বিষয়ে যথোচিত যত্ন প্রকাশ না করা এক্ষণকার শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান দোষ।

এক্ষণে জনসমাজের যেরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে অপর সাধারণ সকলেরই ২০।২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পাঠদ্দশায় থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় না। কিন্তু নিতান্ত নিঃস্ব লোকের সন্তানদিগেরও প্রথমোক্ত দুই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তৎপরে তাহারা ব্যবসায় শিক্ষায় নিযুক্ত হইতে পারে।

এস্থলে অনুষঙ্গাধীন ব্যবসায় শিক্ষার বিষয় উল্লিখিত হইল, কিন্তু তাহাও অতিশয় গুরুতর কার্য্য বলিতে হইবে। বিশেষতঃ, এতদ্দেশীয় লোকের দৈন্য দশার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ব্যবসায় শিক্ষার সুবিধা করা অতি মাত্র আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুপ্রণালী-সিদ্ধ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, কোন ব্যবসায়েই সুনিপুণ হওয়া যায় না। বিহিত বিধানে অনুশীলিত না হওয়াতে, এতদ্দেশে কৃষি-কার্য্য ও শিল্প-কার্য্য অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে নানা বিদ্যা উপার্জ্জন পূর্ব্বক আপনারদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জন ও ভাব সংশোধন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে, কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কোন ব্যবসায় শিক্ষা না করাতে, তাহারদের মধ্যে অনেককে অতিশয় অর্থ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়। তাহারা পাঠ সাঙ্গ করিয়া, পাঠ-গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময়ে, চতুর্দ্দিক্ শূন্যবৎ

* অবগত হওয়া গিয়াছে, ইতি পূর্ব্বে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী আনুষ্ঠিকী প্রণালী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, জোনাই গ্রামের বিদ্যালয়ে তদনুসারে শিক্ষাদান হইয়া থাকে। তবে যে তাহার অধ্যক্ষেরা পর্য্যাপ্ত অর্থাভাবে শিক্ষোপযোগী সমুদায় উপকরণ সঙ্কলন করিয়া বিদ্যালয়কে উচিতমত সুসজ্জীভূত করিতে পারেন নাই, তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকের অযত্ন ও অনুৎসাহই তাহার কারণ। ফলতঃ এবিষয়ে তাঁহারদের যথেষ্ট প্রশংসা ও বিস্তর সাধুবাদ করিতে হয়। তাঁহারা যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, অপরাপর গ্রামের লোকদিগের তাহা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

দৃষ্টি করে। দুই এক ব্যক্তির ভাগ্য ক্রমে কোন রাজ-সংক্রান্ত কর্ম্ম মিলিলে মিলিতে পারে, কিন্তু অনেককেই জীবিকা নির্দ্ধারণের উপায় না দেখিয়া উৎকণ্ঠায় আকুল হইতে হয়। উপজীবিকা অবধারিত না হওয়াতে, পূর্ব্বাশার সমুদায় উৎসাহ ভগ্ন হয়, বিদ্যানুশীলনে অনভ্যাস পায় এবং সকল মনোরথ মনেতেই লীন হইয়া যায়। রাজপুরুষেরা কলিকাতা নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া যাদৃশ উপকার করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা তথায় শিক্ষা লাভ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা জীবিকা লাভ বিষয়ে স্বাধীন থাকিয়া সম্মানে ও সসম্ভ্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এতদ্দেশীয় অন্যান্য বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা এবিষয়ে তাঁহারদের ন্যায় সৌভাগ্যশালী নহেন। যদি চিকিৎসা বিদ্যার ন্যায় গৃহ নির্ম্মাণ, পোত-নির্ম্মাণ, যন্ত্র-নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উপায় থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারদিগকে উপজীবিকার নিমিত্ত তাদৃশ চিন্তান্বিত ও দুরবস্থায় পতিত হইতে হইত না। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এইরূপ জনশ্রুতি শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, রাজপুরুষেরা কলিকাতায় একটি প্রধান শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপন করিবেন। কিন্তু এক্ষণে আর তাহার বাষ্পও শুনিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারদের রাজ্যের কল্যাণ ও প্রজার দুঃখ বিমোচন বিষয়ে কিছুমাত্র অনুরাগ আছে, তাঁহারা এরূপ শুভ প্রস্তাব সুসিদ্ধ না করিয়া কিরূপে নিরস্ত থাকিতে পারেন?

যেমন দুঃখিদিগের সন্তানগণকে শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ তাহারদের অবস্থার উন্নতি সাধনার্থে সচেষ্টিত হওয়াও বিধেয়। স্থানে স্থানে কৃষি বিদ্যালয় ও শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপন না করিলে, এই পরম রমণীয় মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত হিতকারী বিষয় শিক্ষা করা বিদ্যা শিক্ষার অন্তর্ভূত জ্ঞান করা উচিত। ইউরোপে ও আমেরিকা খণ্ডে এরূপ ভূরি ভূরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এক ফরাশিশ গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, আমেরিকায় এত শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে, যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই সুচারু ব্যবস্থা তত্রস্থ সামান্য লোকদিগের শ্রীবৃদ্ধির এক প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই। এতদ্দেশেও যে তদ্দ্বারা বহু উপকার দর্শিতে পারে, রুর্কির শিল্পবিদ্যালয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বারাসত গ্রামস্থ কতিপয় স্বদেশহিতৈষী মহাশয় ব্যক্তির বারম্বার সাধুবাদ করিতে হয়। তাঁহারা তথায় এক কৃষিবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া এবিষয়ের শুভ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারদের প্রদর্শিত এই পরম কল্যাণকর পথ অবলম্বন করা অন্যান্য গ্রামস্থ লোকদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গ্রামে গ্রামে এই প্রকার কৃষিবিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তদ্ব্যতিরেকে অপর সাধারণের দৈন্যদশা দূরীকৃত হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে।

যেরূপ শিক্ষা প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল, তদনুসারে আপন আপন সন্তানগণকে শিক্ষাদান করা সকলেরই কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বদেশে তদনুরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, ইহা কোন মতেই সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব, সকলে মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে সুপ্রণালী-সিদ্ধ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কেবল বিদ্যালয় কেন? নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় ও পাঠাগার সংস্থাপন করাও কর্ত্তব্য। আবশ্যক মত সমুদায় পুস্তক সংগ্রহ করা প্রায় কাহারও পক্ষে সুসাধ্য নহে। অতএব, সাধারণ পুস্তকালয় ও তৎসংক্রান্ত সাধারণ পাঠাগার নিতান্তই আবশ্যক। তাহা হইলে, লোকে তথায় গমন করিয়া অথবা তথা হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ-জনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে, এবং এক্ষণে অনর্থক বা অনিষ্টকর কর্ম্মে যে সমস্ত সময় নষ্ট করে, তাহাও বহূপকারিণী পাঠ-ক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া সার্থক হইতে পারে। কিন্তু রাজার যত্ন ও আনুকূল্য ব্যতিরেকে এই সমস্ত পরম

প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয় কোন মতেই উচিতমত সম্পাদিত হইবার নহে। যদি প্রজাগণের পরস্পর ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার নিরূপণ করা এবং তাহারদিগকে রাজ্যের কার্য্য সাধনে সমর্থ করিয়া সুস্থ, সুখী ও স্বচ্ছন্দ রাখা রাজপুরুষদিগের বিধেয় হয়, তবে তাহারদিগের সুচারু রূপ শিক্ষা সম্পাদনের উপায় ও ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই, কারণ প্রজাগণ বিহিত বিধানে বিদ্যা শিক্ষা না করিলে এই সমস্ত শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। জগদীশ্বর যেরূপ নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, মনুষ্য-প্রতিষ্ঠিত রাজনিয়মও তাহার অনুগত হওয়া আবশ্যক। রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজাদিগের প্রতিনিধি মাত্র। যে বিষয়ে একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ আছে, অথবা অনেকে একত্র মিলিত হইয়া যে বিষয় সম্পন্ন করিতে হয়, রাজা ও রাজপুরুষদিগের তত্তদ্ বিষয়ের ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। "শারীরিক নিয়ম না জানিলে, শরীর ভগ্ন হইয়া সামাজিক কার্য্য সাধনে অশক্ত হইতে হয়, এবং এক জন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তদ্দ্বারা নানা প্রকারে প্রতিবাসিদিগের পীড়া হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে প্রত্যেক প্রজা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যাঁহার রিপু সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকে, তাঁহা কর্ত্তৃক সংসারের অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব প্রজাদিগের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি প্রবল ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায় সংযত করিবার নিমিত্ত তাঁহারদিগকে রীতিমত ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা দেওয়া ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার সুবিধা করা আবশ্যক। শিল্পবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, লোকযাত্রা-বিধান প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে, উত্তমোত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসমাজের দুঃখ মোচন ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে পারা যায়, তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত সদ্বিদ্যা শিক্ষার উপায় করিয়া না দিলে, রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজার ঋণ হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারেন না।" যেমন তাঁহারদের রাজ্যের সর্ব্ব স্থানে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা বিধেয়, সেই রূপ অপর সাধারণ সকল প্রজাকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম বিষয়ে শিক্ষাদানের বিধান করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইল, সমুদায়ই অর্থ-সাধ্য। অর্থ সংগ্রহ ব্যতিরেকে তৎ সমুদায় কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু রাজপুরুষেরা লোভ সম্বরণ করুন, যুযুৎসা রূপ অনর্থকরী প্রবৃত্তির দমন করুন, এবং দয়া রূপ শুভকরী প্রবৃত্তিকে কিঞ্চিৎ প্রবল করুন, এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা নানা প্রকার অনিষ্টকর ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে যত অর্থ ব্যয় করেন, তাহা সঞ্চয় করিয়া এই পরম কল্যাণকর ব্যাপার সম্পাদনার্থে প্রদান করুন, তাহা হইলে, অপর সাধারণ সকল লোককে সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষাদান করিবার নিমিত্ত যত অর্থ আবশ্যক হইবে, তাহার আর তাদৃশ অপ্রতুল থাকিবে না। যখন যে বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি ও অনুরাগ থাকে, তখন তাহারা সে বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিতে কাতর হয় না। রাজপুরুষেরা যুদ্ধানলে আহুতি প্রদান করিয়া নরগণের নিঃসৃত শোণিত-প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করণার্থে যে বিপুল অর্থ নষ্ট করেন, এবং প্রজাগণ অনিষ্টকর অপবিত্র আমোদ সম্পাদন ও সুরা রূপ সাংঘাতিক গরল গলাধঃকরণ করণার্থে যে রাশি রাশি মুদ্রায় জলাঞ্জলি দেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণ জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত করিয়া তাহারদিগের হীনতা ও দীনতা পরিহার পূর্ব্বক সৌভাগ্য সাধন উদ্দেশে ব্যয় হইলে, এদেশ কত দিন আর এরূপ শ্রীহীন থাকে? ধনশালী সম্ভ্রান্ত লোকেরা সচরাচর নানা প্রকার নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে যত অর্থ ব্যয় করেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? যে সকল ধনশালী ব্যক্তি নিঃসন্তান, তাঁহারা

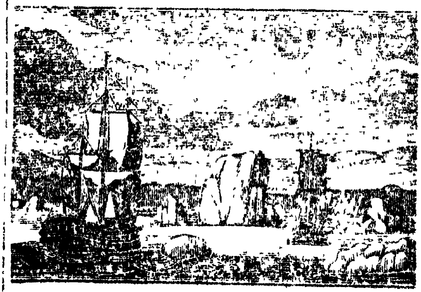
মৃত্যু কালে বিদ্যা প্রচারার্থে স্বীয় সম্পত্তি দান করিয়া গেলে, কি পর্য্যন্ত উপকার না হইতে পারে? ইহা অপেক্ষায় তাহারদের অর্থ সার্থক করিবার উৎকৃষ্টতর উপায় আর কি আছে? ইউরোপের ধনাঢ্য লোকদিগের মধ্যে অনেকে মুমূর্ষু অবস্থায় এই পরম শুভদায়ক বিষয়ে অর্থ দান করাতে, তথায় বিদ্যা-প্রবাহ সমধিক প্রবল হইয়া লোকের সুখ সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে। এতদ্দেশীয় লোকের কুরীতি ও কুসংস্কারের কথা কি কহিব? তাঁহারা সন্তানদিগের অনাবশ্যক বেশভূষা ও অসময়ে উদ্বাহ সংস্কার সমাধানার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু তাহার শিক্ষা সাধন রূপ অতিমাত্র আবশ্যক বিষয়ে ব্যয় করা এক প্রকার নিরর্থক অতিরেক ব্যয় বোধ করিয়া থাকেন। আমারদের দেশীয় লোকে অর্থ ব্যয়ে কাতর নহেন। রাজপুরুষেরাও সে বিষয়ে কুণ্ঠিত নহেন। যে যে বিষয়ে তাঁহারদের প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি আছে, তাহাতে তাঁহারা সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন। অপর সাধারণ সকলকে শিক্ষাদান করা অতীব আবশ্যক ও নিতান্ত কর্ত্তব্য; সুপ্রণালী-সিদ্ধ শিক্ষালাভ সকল প্রকার সুখসৌভাগ্যের মূলীভূত; এই পবিত্র বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা অন্য প্রকার ব্যয় অপেক্ষায় অধিক ফলদায়ক; যত প্রকারে মনুষ্য বর্গের উপকার করা যাইতে পারে, বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী; পুত্র কন্যা ও প্রজাগণের প্রতি যত প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, তাহারদের সুচারুরূপ শিক্ষা সাধনের উপায় করিয়া দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম্ম, এই সমস্ত সুনীতি-সূত্র তাঁহারদের দৃঢ়তর হৃদয়ঙ্গম হইলে, তাহা সম্পন্ন হওয়া আর অসাধ্য বলিয়া বোধ থাকে না। এই সমস্ত শুভ তত্ত্বে স্পষ্ট প্রতীতি ও প্রগাঢ়রূপ প্রত্যয় জন্মিলে, তদর্থে অর্থেরও আর অপ্রতুল থাকে না।

সন্তানগণের ভরণ পোষণের উচিতমত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া জনক জননীর আর এক গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এবিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহার কিয়দংশ ব্যবসায় শিক্ষার প্রসঙ্গ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের সমধিক তেজস্বিতা ও নিয়মানুগত চালনাই যে সুখোৎপত্তির মূল, এবং সমস্ত বাহ্য বস্তুর শৃঙ্খলা যে তাহার সম্যক্ উপযোগী, ইহা বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক পুস্তকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইল, তবে যে পিতা মাতা স্বীয় সন্তানের উৎকৃষ্ট প্রকৃতি উৎপাদন করিয়াছেন, শারীরিক নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার শরীর সুস্থ রাখিয়াছেন, তাহাকে যথা বিধানে উত্তম রূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এবং কোন হিতকারী ব্যবসায়ে শিক্ষিত ও সুনিপুণ করিয়া দিয়াছেন, এবং সে যাবৎ সেই উপজীবিকা অবলম্বনে অসমর্থ থাকে, তাবৎ তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁহারা সন্তানের ভরণ পোষণার্থে যথেষ্ট সংস্থান করিয়া দিয়াছেন বলিতে হইবে।

যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা পার্য্য ও শিক্ষা না করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করা অতিশয় অবিবেচনার কর্ম্ম। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা বিবেচনা করেন না, এবং তন্নিমিত্ত ইচ্ছানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হয়েন না। তাঁহারা কোন বিষয়ে শিক্ষিত ও সুদক্ষ না হইয়া বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পোত পরিচালন কর্ম্মে কিছু মাত্র নিপুণ নহে, সে যদি আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও সমস্ত সম্পত্তি এক পোতারূঢ় করিয়া স্বয়ং সেই পোত চালনার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদ্র-প্রবাহে ছাড়িয়া দেয়, অথচ যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করা তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষিপ্ত ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে? সেই রূপ যাহারা আপন জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য অবধারণ না করিয়া, এবং কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে শিক্ষিত না হইয়া, সংসার সমুদ্রে সন্ত-

রণ করে, তাহারদিগকেও অজ্ঞ ও অব্যবস্থিত কহিতে হয়। অনেকে পদ-লাভের প্রত্যাশায় পথে পথে পর্য্যটন পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু আপনি কোন্ পদের উপযুক্ত ও কোন্ কর্ম্মে সুশিক্ষিত তাহা ভ্রমেও এক বার বিবেচনা করেন না। করুণা-নিধান বিশ্ব-বিধানকর্ত্তা আমারদিগকে যে সমস্ত মানসিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়কে তাহার যেরূপ উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে জনসমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আপনার শক্তির ও প্রবৃত্তির অনুরূপ ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত হইয়া, সংসার বর্ত্মে পদার্পণ করিলে, কৃতকার্য্য হওয়া যায় তাহার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর সৌভাগ্য সাধনার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া ও তদনুযায়ী উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া তৎসংক্রান্ত কর্ম্ম সমুদায় সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে, এক্ষণকার অদূরদর্শী লোকদিগের ন্যায় অন্ন বস্ত্রাভাবে ক্লেশ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। সংসার রূপ মহাসিন্ধুর নানা দিকে নানা প্রকার প্রবল প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার একটি প্রবাহও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলে না। যাঁহার যে প্রদেশে গমন করা আবশ্যক, তিনি সেই দিকের স্রোত অবলম্বন করিয়া চলিলে, উদ্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। কি বণিক্, কি শিল্পকার, কি চিকিৎসক, কি অন্য উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী মর্য্যাদাপন্ন ব্যক্তি, সকলের কার্য্যই জন সমাজে সকল সময়ে আবশ্যক হইয়া থাকে। নৈপুণ্য, ন্যায়পরতা, ও সাবধানতা সহকারে স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। এই পরম কল্যাণকর প্রকৃষ্ট তত্ত্ব তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত এবং যেরূপ কার্য্যকারণপ্রবাহ দ্বারা এই শুভ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহারদিগকে তাহাও উপদেশ দেওয়া বিধেয়। তাহা হইলে, তাহারা প্রজা পরিপালন বিষয়ে পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার কারুণ্য স্বরূপ প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্টি করিয়া, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় অবিকল্প স্বভাবে আস্থা রাখিয়া, এবং তাঁহার প্রসাদ লাভের অধিকারী হইতে হইলে তৎ প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলময় নিয়ম সমুদায় শিক্ষা ও পরিপালন করা আবশ্যক এই শুভ তত্ত্বে স্থির-নিশ্চয় হইয়া, লোকযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সুখস্বচ্ছন্দে কাল হরণ করিতে পারে।

হিমশিলা।



জল শীতল হইলে জমিয়া বরফ হয়, ইহা ইতি পূর্ব্বে অনেক বার উল্লিখিত হইয়াছে। সাধু ভাষায় বরফের নাম হিমশিলা ও তুষারশিলা বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, নারোয়ে প্রভৃতি হিম প্রধান জনপদে নদী, হ্রদ, সরোবরাদি জমিয়া এমন কঠিন হয়, যে লোকে তাহার উপর দিয়া অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে। কোন কোন প্রদেশ বরফে আচ্ছন্ন হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শুভ্র বর্ণ দেখায়। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত অত্যন্ত শীতল, এ নিমিত্ত ঐ উভয় প্রদেশ বরফে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। উত্তর মহাসমুদ্রে ও দক্ষিণ মহাসমুদ্রে ভূরি ভূরি বরফ একত্র রাশীকৃত হইয়া ভাসিতে থাকে। সেই সমস্ত বরফ-রাশি এমত উচ্চ ও এত প্রশস্ত, যে লোকে তৎ সমুদায়কে বরফের দ্বীপ ও বরফের পর্ব্বত কহিয়া থাকে। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে তাহার এক চিত্রময় প্রতি-

রূপ প্রকাশিত হইল। সেই সকল ভয়ঙ্কর স্তূপাকার বরফের মধ্যে পতিত হইয়া অনেক অনেক অর্ণবযান নাবিক ও মাল্লাগণ সম্বলিত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ১০ ই ডিসেম্বরে জগদ্বিখ্যাত কুক সাহেব দক্ষিণ মহাসমুদ্রে অতি বৃহৎ এক বরফ-রাশির সম্মুখে পতিত হইয়াছিলেন তাহার উচ্চতা প্রায় ৩৩ হাত ও বেড় প্রায় ৩৫০০ হাত। সেই দিবস অপরাহ্নে তিনি আর একটা পর্ব্বতাকার বরফ-রাশির সমীপে উপস্থিত হন, তাহার দৈর্ঘ্য ১৩৩০ হাত, প্রস্থ প্রায় ২৬০ হাত এবং বেধও ন্যূনাধিক ১৩৩০ হাত।

বেফিন বে নামক সমুদ্র-খণ্ডে ন্যূনাধিক এক ক্রোশ দীর্ঘ, ও স্থানে স্থানে এক ক্রোশ প্রস্থ অনেক অনেক বরফ-রাশি দেখিতে পাওয়া যায়। তৎ সমুদায়ের উপরিভাগে মন্দিরের চূড়ার ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট ন্যূনাধিক ৭০ হাত উচ্চ ভূরি ভূরি বরফ-রাশি উন্নত হইয়া থাকে। সমুদ্রের এক এক স্থান এত দূর পর্য্যন্ত বরফে আবৃত, যে বড় বড় মাস্তুলের অগ্র ভাগে আরোহণ করিয়া দেখিলেও, তাহার প্রান্তভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না।

সমুদ্র জমিয়া কঠিন হওয়াতে, গ্রীনলণ্ড-নিবাসি এস্কুইমক্স নামক লোকেরা তাহার উপর গমন করিয়া মৎস্যাদি জলজন্তু সকল ধরিয়া আনে। বরফ মৃত্তিকা অপেক্ষায় মসৃণ, এপ্রযুক্ত রুশ, লাপ্লাণ্ড, কেনেডা প্রভৃতি শীতল প্রদেশীয় লোকেরা এক প্রকার চক্রহীন শকট আরোহণ পূর্ব্বক বরফের উপর অতি দ্রুত গমনাগমন করে।

এই সমস্ত পর্ব্বতাকার বরফ-রাশি সহজেই ভয়ানক। তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে তাহারদের পরস্পর ঘর্ষণ হইয়া অতিশয় ভীষণ শব্দ উৎপাদন করে। সে শব্দ এরূপ প্রচণ্ড, যে তৎ কালে তথায় অন্য কোন প্রকার শব্দ কর্ণগোচর হয় না। স্থানে স্থানে সমুদ্রের তরঙ্গ সকল উত্থিত হইয়া যেমন ঐ সমস্ত বরফময় পর্ব্বতের উপর প্রবল বেগে পতিত হয়, অমনি শীতে কঠিন হইয়া গৃহ, মন্দির, চূড়া, নগর প্রভৃতি অশেষ প্রকার বস্তুর আকার ধারণ করে, এবং ধারণ করিয়া কৌতূহলাবিষ্ট জনগণের নেত্রদ্বয় পরিতৃপ্ত করিয়া পরম পরিতোষ সম্পাদন করে।

বরফ সততই শ্বেতবর্ণ দেখায়। স্থানে স্থানে সূর্য্যের আভা পতিত হইয়া ধূমল পীতাদি অন্য অন্য মনোহর বর্ণও উৎপাদন করে। তখন উহা দেখিতে পরম রমণীয় ও অতীব আশ্চর্য্য। কখন কখন উহার উপরে সূর্য্যের জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া তৎ সন্নিহিত সমুদায় স্থান জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে।

এই বিষয় যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহা পাঠ করিলে আপাততঃ বোধ হইতে পারে, যে যে সমস্ত সমুদ্র ও অন্যান্য জলাশয় বরফে আচ্ছন্ন থাকে, তাহাতে জীব জন্তু কোন ক্রমেই বাস করিতে পারে না; সমুদায় জলজন্তুই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর এ আশঙ্কার সম্যক্ নিরাকরণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বরফকে জল অপেক্ষা লঘু করিয়া কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন। বরফ অপেক্ষাকৃত লঘুতর হওয়াতে জলজন্তুগণের জলময় নিকেতনের ছাদ স্বরূপ হইয়া থাকে, এবং তাহারা সেই তুষারময় ছাদের নিম্নভাগে অবস্থিতি করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করে। তাহারা শীতের প্রভাবে পীড়িত হওয়া দূরে থাকুক, মস্তকের উপর বরফের আবরণ থাকাতে, উপরিস্থিত অতীব শীতল বায়ু তাহারদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না। কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা!

পদার্থবিদ্যা

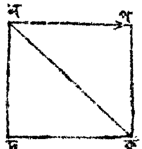
১১৯ সংখ্যক পত্রিকার ৩৫ পৃষ্ঠার পর

মিশ্রগতি

যদি কোন বস্তু একেবারে দুই অথবা বহু শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে চালিত হয়; তাহা হইলে সেই বস্তু এক সময়েই ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিতে না পারিয়া, সকল দিকের

মধ্যবর্ত্তী এক স্বতন্ত্র দিক্ অবলম্বন করিয়া চলে। কোন নৌকা উত্তরীয় বায়ু দ্বারা দক্ষিণাভিমুখে যত বেগে চালিত হয়, যদি জলের প্রবাহ তাহাকে তত বেগে পূর্ব্ব দিকে চালনা করে, তাহা হইলে সে নৌকা না দক্ষিণ দিকেই চলে, না পূর্ব্ব দিকেই গমন করে, উভয় দিকের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভাগে অর্থাৎ অগ্নিকোণে গমন করিতে থাকে। এ বিষয়ের এক চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইতেছে, দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। ন নৌকার স্থান, প পূর্ব্ব দিক্, দ দক্ষিণ দিক্, ক উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অগ্নি কোণ। যদি বায়ুর প্রবাহ দক্ষিণ দিকে বহে এবং জলের স্রোত পূর্ব্ব দিকে চলে, তাহা হইলে ঐ নৌকা, নিরবচ্ছিন্ন পূর্ব্বে অথবা দক্ষিণে চালিত না হইয়া, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ন ক চিহ্নিত পথে অগ্নিকোণাভিমুখে গমন করিয়া ক চিহ্নিত স্থানে উপনীত হইবে।

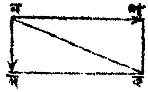
১ ক্ষেত্র



ঐ নৌকা যদি অগ্রে বায়ু দ্বারা ন চিহ্নিত স্থান হইতে দ চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত এক ক্রোশ চালিত হয়, পরে জোয়ার আসিয়া তাহাকে দ হইতে ক পর্য্যন্ত এক ক্রোশ চালনা করে, তাহা হইলেও সেই ক চিহ্নিত স্থানেই উপনীত হইবে। অতএব, কোন বস্তু অনেক শক্তির যুগপৎ নিযোজন দ্বারা চালিত হইলেও যে স্থানে উপনীত হয়, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক এক শক্তি দ্বারা পরে পরে চালিত হইলেও সেই স্থানে উপস্থিত হয়। ফলের কিছু মাত্র তারতম্য হয় না।

এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত যে চিত্রময় ক্ষেত্র প্রকাশিত হইল, তাহার চারি ভুজ পরস্পর সমান এবং চারি কোণও পরস্পর সমান। উভয় শক্তি সমান ও আড়া আড়ি হইলে এইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি এক শক্তি অন্য শক্তি অপেক্ষা প্রবল হয়, তাহা হইলে ওরূপ না হইয়া দ্বিতীয় ক্ষেত্রের ন্যায় হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রের কোণ চতুষ্টয় সমান বটে, কিন্তু ভুজ চতুষ্টয় সমান নহে। ন প এবং দ ক চিহ্নিত

২ ক্ষেত্র



ভুজদ্বয় ন দ এবং প ক চিহ্নিত ভুজদ্বয় অপেক্ষায় দীর্ঘ। এই রূপ প্রণালিকা শক্তির ইতর বিশেষ অনুসারে চালিত বস্তুর গমনের নানা বিষয়ে ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

কোন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দুই শক্তি দ্বারা দুই দিকে চালিত হইলে যে তাহার মধ্যবর্ত্তী দিকে গমন করে, ইহা সচরাচর সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নৌকা বাহকেরা নৌকার দুই দিকে দুই পাঁতিতে উপবিষ্ট হইয়া নৌকা বাহন করে। নৌকার বাম পার্শ্বস্থ বাহকেরা তাহাকে এক দিকে আকর্ষণ করে, এবং দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বাহকেরা অন্য দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাতে সেই নৌকা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পথে সম্মুখ দিকে সরল ভাবে চলিয়া যায়। পক্ষীগণ পুনঃ পুনঃ দুই দিকে দুই পক্ষ চালনা করিয়া এবং মনুষ্যগণ সন্তরণের সময়ে দুই হস্ত পুনঃ পুনঃ দুই দিকে সঞ্চালন করিয়াও যে সম্মুখ দিকে সম্পূর্ণ রূপ সরল ভাবে গমন করে, তাহারও কারণ এই।

কোন বস্তু দুই শক্তি দ্বারা দুই দিকে চালিত হইলে, কোন্ দিকে গমন করিবে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনায়াসে তাহার নিরূপণ হইতে পারে। সেই রূপ আবার যদি কোন বস্তুকে কোন দিকে গমন করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে কোন দিক্ হইতে কিরূপ দুই শক্তি দ্বারা চালিত হইলে, সে বস্তু সে দিকে গমন করিতে পারে, তাহাও নিরূপণ করিতে পারা যায়। যদি কোন বস্তুকে অগ্নি কোণে চলিতে দেখা যায়, তাহা হইলে উহা দুই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দ্বারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে চালিত হইলে যে ঐ কোণাভিমুখে গমন করিতে পারে, ইহা সহজেই নিরূপিত হইতে পারে। যদি একটা গোলা ১ ক্ষেত্রের ন চিহ্নিত স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া ক চিহ্নিত স্থানে আসিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই নিশ্চয় করা যায়, ঐ গোলা দুই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তি দ্বারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণাভিমুখে চালিত হইলেও, ঐ ক চিহ্নিত স্থানে গমন করিত। তাহার মধ্যে এক শক্তি দ্বারা পূর্ব্বাভিমুখে

চালিত হইলে প চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হইত এবং তথা হইতে দ্বিতীয় শক্তি দ্বারা দক্ষিণাভিমুখে চালিত হইলে ক চিহ্নিত স্থানে উপনীত হইত। আর একেবারে উভয় শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইলেও একেবারে ন ক চিহ্নিত পথে ভ্রমণ করিয়া ক চিহ্নিত স্থানে উপনীত হইত।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

দ্বিতীয়খণ্ডং

নবমোধ্যায়ঃ

সম্বিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান সুখবান্নরঃ।
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে ॥

যিনি ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া অন্যের সহিত পান ভোজন করেন, এবং দানশীল, ভোগবান্, সুখবান্ ও অহিংসক হয়েন তিনি পরম আরোগ্য সম্ভোগ করেন।

পাত্রশক্তি বিশেষেণ শ্রদ্দধানতয়ৈব চ।
অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলং ॥

দাতা আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে এবং পাত্রের যোগ্যতা অনুসারে দান ক্রিয়ার অল্প বা বহু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত হয়।

দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা স চ দুঃখেন লভ্যতে ॥

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই; যেহেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সেই অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয়।

অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মো ধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দান ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ জনিত মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না।

ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণং।
অন্যায়েন তু যো জীবেৎ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥

ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা জ্ঞান রক্ষা করিবেক। অন্যায় আচরণ করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়।

শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যথার্হং প্রতিপূজা চ সর্ব্বভূতেষু বৈ সদা ॥

যথা শক্তি সতত অন্ন দান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রাণিতে যথোচিত সমাদর করিবেক।

দেহমার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনং।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনং ॥

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয়, এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক।

অন্নদঃ সুখমাপ্নোতি সুতৃপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকং ॥

অন্নদাতা সর্ব্ব বস্তুতে সুতৃপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমি দানের পর আর নাই; বিদ্যা দান তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ং।
দানান্যেতানি দেয়ানি অন্যানি চ বিশেষতঃ।

দীন অন্ধ প্রভৃতি কৃপা পাত্রদিগকে ঔষধ, পথ্য, আহার, ম্রক্ষণীয় স্নেহ দ্রব্য, ও স্থান, এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও দিবেক।

দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ প্রযত্নাদেয়মেব ধীমতা ॥
শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ ॥

যে দানক্ষম ব্যক্তি দুঃখজীবী স্ত্রী পুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরজনকে দান করে, তাহার সে দান ক্রিয়া ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে; তাহা আপাতত মধু সমান সুস্বাদু হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল সমান আস্বাদ হয়।

দশমোধ্যায়ঃ

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাৎ শারীরমৌষধৈঃ।
ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাঙ্গতিং ॥

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম গতিকে প্রতীতি করিয়া আর শোক করেন না।

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনা-শূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হইবেক, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক।

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ॥

ক্রোধ অতি দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব্বজীবের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি।
ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ং॥

যিনি ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযম করিয়াছেন, তিনি আর বারম্বার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন না। শান্তচিত্ত ব্যক্তি পর-শ্রী দেখিয়া কখন কাতর হয়েন না।

যঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্য্যে কুলান্বয়ে।
সুখসৌভাগ্যসৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ॥

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সম্মানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সৎক্রিয়াতে যে ব্যক্তি ঈর্ষা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই।

মিত্রধ্রুক্ দুষ্টভাবশ্চ নাস্তিকোহথানৃজুঃ শঠঃ।
গুণবদ্বেষ্ট যোদ্বেষ্টি তমাহুঃ পুরুষাধমং॥

মিত্রদ্রোহী, দুষ্টস্বভাব, নাস্তিক, ক্রূর, শঠ, এবং গুণবানের যে দ্বেষী, তাহাকে পণ্ডিতেরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন।

অনর্থমর্থতঃ পশ্যন্নর্থঞ্চৈবাপ্যনর্থতঃ।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈর্বালঃ সুদুঃখং মন্যতে সুখং॥

যে ব্যক্তি কার্য্যকে অকার্য্য এবং অকার্য্যকে কার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সে ইন্দ্রিয় সংযমশূন্য বালক স্বরূপ। সে অত্যন্ত দুঃখকে সুখ বোধ করে।

একাদশোধ্যায়ঃ

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥

ধৈর্য্য; ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শাস্ত্র জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ।

হ্রীমান্ হি পাপং প্রদ্বেষ্টি তস্য শ্রীরভিবর্দ্ধতে।
হ্রীর্হতা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মো হন্তি হতঃ শ্রিয়ং॥

হ্রীবিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, হ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা জন্মে, এবং ধর্ম্ম হানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয়।

অনসূয়ঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে।
সুখানি ধর্ম্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ॥

যিনি অসূয়া-শূন্য ও কৃতজ্ঞ হয়েন এবং শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন।

সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে॥

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়। শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ। দণ্ড ভয়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হইতেছে।

অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনং।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

অন্যায় দণ্ড করিলে ইহলোকে যশঃ ও কীর্ত্তি নাশ হয়, এবং পরলোকে স্বর্গ হানি হয়; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক।

ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং।
ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা॥

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ।

যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা।
সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে দেখিবেন; কারণ আত্ম পর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান।

মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

যিনি পরস্ত্রীদিগকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্য সমূহকে লোষ্ট্রবৎ ও সর্ব্ব প্রাণিকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডে একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় হিন্দু-কলেজ হইতে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হয়েন এবং তথায় তাঁহার পত্রিকা প্রেরিত হইত এক্ষণে তিনি তথায় না থাকাতে তাঁহার অবগতি জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাইতেছে।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র দত্ত
মহাশয়েষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং।

[illegible] হইয়া আপনাকে জানাইতেছি, আপনার নিকটে তত্ত্ববোধিনী সভার ১২ মাসের দাতব্য অনাদায়ী রহিয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে তাহা প্রেরণ করিবেন। যদি উক্ত টাকা আর এক মাসের মধ্যে প্রেরিত না হয় তবে নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে অধ্যক্ষদিগের নিকট আপনার নাম রহিত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইবে, অতএব প্রার্থনা আপনি এবিষয়ে আশু মনোযোগ করেন ইতি।

১ আশ্বিন ১৭৭৫ শক | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
তত্ত্ববোধিনী সভা. | সম্পাদকস্য

নিয়ম

যদি কোন সভ্য দ্বাদশ মাসের দাতব্য না দেন, সম্পাদক তাঁহাকে পত্র দ্বারা সংবাদ দিবেন, যে এক মাসের মধ্যে তাঁহার দাতব্য আদায় না হইলে সভ্য শ্রেণী হইতে তাঁহার নাম রহিত করিবার নিমিত্তে অধ্যক্ষদিগের নিকট প্রস্তাব করা যাইবেক ইহাতেও যদি তাঁহার [illegible] তবে তাঁহাকে বর্জ্জিত করিয়া তাঁহার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবেক।

তত্ত্ববোধিনী সভা প্রবেশ

শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র ঘোষ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানকীনাথ মজুমদার, এবং মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায়, ইহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে বহিস্কৃত

কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীযুক্ত [illegible] চরণ চট্টোপাধ্যায়, কাশীস্থ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, কোচবেহারস্থ শ্রীযুক্ত বেণীপ্রসাদ নিয়োগী, হুগলিস্থ শ্রীযুক্ত শিবনাথ রায়, আন্দুলিস্থ শ্রীযুক্ত [illegible] দাস মল্লিক, চাঁপাতলাস্থ শ্রীযুক্ত মহেশনারায়ণ রায়, সিমুলিয়াস্থ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মিত্র, এবং শিকদার বাগানস্থ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বাদশ মাসেরও অধিক মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে প্রচলিত নিয়মানুসারে ইহাঁরা তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে বহিস্কৃত হইলেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৫ শকের শ্রাবণ মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দানপ্রাপ্ত	২৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	৫
গত মাসের স্থিত	২৮৬॥৶০
	৩২০॥৶০

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	৭৯।০
বিবিধ ব্যয়	১৬৬/১০
	৯৬/১০

স্থিত

নগদ	২২৪॥১০
তদতিরিক্ত কম্পানির কাগজ	৫০০

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১
,, শ্যামাচরণ সেন	১
,, শ্যামাচরণ সরকার	২
,, গৌরগোপাল বসাক	২
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ	১
,, রামতনু চক্রবর্ত্তি	১
,, কালাচাঁদ মিত্র	১
,, রামনারায়ণ কর	২
,, শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
,, জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৩
,, রাধামোহন বসু	২
অল্প দানের সমষ্টি	৪
দানাধারে প্রাপ্ত	৭
	২৯

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ আশ্বিন শুক্রবার সম্বৎ ১৯১০। কলিকাতা ১২৬০।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
১২৩ সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৭৭৫ শক

তৃতীয় কল্প

তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মেদিনীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

৬ ভাদ্র ১৭৭৫ শক

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

প্রীতি কি রমণীয় বৃত্তি! এ উৎকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থতা কোন মর্ত্ত্য পদার্থ দ্বারা হয় না। অতএব মন স্বভাবতঃ তাঁহারই প্রতি ধাবিত হয়, যাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, যিনি পূর্ণ ও পরিশুদ্ধ, যিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। যখন আমরা মনে করি, যে যিনি নিত্য ও নির্ব্বিকল্প, পরিশুদ্ধ ও পরাৎপর, তিনিই আমারদিগের জীবনের কারণ ও সকল সুখ দাতা, তিনিই আমারদিগের পিতা ও সুহৃৎ, তিনিই শিশু সন্তানের রক্ষার একমাত্র উপায় স্বরূপ মাতার মনে প্রগাঢ় স্নেহ স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই কি পুণ্যবান্ কি পাপশীল সকলেরই পালনার্থে তৃষিত মেদিনীর উপর অমৃতরূপ বারি ধারা বর্ষণ করেন, তিনিই সকল প্রীতির প্রস্রবণ, তিনিই প্রেম স্বরূপ; তখন স্বভাবতঃ মন তাঁহারই প্রতি প্রীতি প্রবাহ প্রবাহিত করিতে অগ্রসর হয়। যখন সুখ কেবল প্রীতিতেই আছে, তখন যিনি সকল পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রতি প্রীতিতে অত্যন্ত সুখ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা যথার্থ বটে, যে পুত্র ও বিত্তের প্রতি প্রীতি ঈশ্বরের নিয়মানুগত, কিন্তু এ মত যেন সর্ব্বদা আমারদিগের মনে জাগরূক থাকে যে পুত্র ও বিত্ত হইতে অনন্ত গুণে এক প্রিয় পদার্থ আছেন, যিনি আমারদিগের পরম বন্ধু, যিনি সৌন্দর্য্য ও শোভার অনন্ত উৎস, কেবল যাঁহার সহিত সহবাসের ভূমা সুখ মনের অনন্ত আশাকে পরিপূর্ণ করিতে পারে, আর যিনি আমারদিগের পরা গতি হয়েন।

ঈশ্বর প্রীতির লক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম নিষ্ঠা। ঈশ্বরকে পিতা মাতা সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার উপাসনায় কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হওয়া, তাঁহার সহিত সহবাস ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে না পারা, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহা ব্যতীত আর কিছু প্রার্থনা না করা, তাঁহাকে পাইবার জন্য সতৃষ্ণ হওয়া ঈশ্বর-প্রীতির যথার্থ লক্ষণ হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি কেবল কৃতজ্ঞ হইলে যে তাঁহাকে প্রীতি করা হইল, এমত নহে, প্রীতি কৃতজ্ঞতা হইতে উচ্চ ও ব্যাপক ভাব। এই ভাবেতে কৃতজ্ঞতা ভুক্ত আছে: এই ভাব প্রকৃত ধর্ম্মের জীবন স্বরূপ হইয়াছে। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরেতে অর্পিত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার নিকটে তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে মহান্ আনন্দ

অনুভব হয়, যাঁহার পরিশুদ্ধ চিত্ত হইতে অন্তঃস্ফূর্ত্ত্য ঈশ্বর গুণ কীর্ত্তন সর্ব্বদা উদ্ভব হইতে থাকে,যাঁহার মন তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরের নিকট অহর্নিশি সঞ্চরণ করে ও তাঁহাতে রমণ করে, তাঁহাকেই পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বলা যায়, তিনিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপাসক। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার প্রসঙ্গ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক, কারণ তাঁহার সকল ক্রীড়া ও সকল আমোদ,সকল রতি ও সকল সুখ,সেই এক স্থানে একত্রীভূত হইয়াছে। সাংসারিক মহৎ বিপদও তাঁহার মনকে তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না,কারণ তিনি সেই পদার্থ পাইয়াছেন, যাহা লাভ করিলে অপর লাভকে লাভ জ্ঞান হয় না, যাঁহাতে স্থিত থাকিলে গুরু দুঃখও মনকে বিচলিত করিতে পারে না। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।"

শান্তি ঈশ্বর-প্রীতির নিবাস ভূমি, ঈশ্বর প্রীতি শান্তির অদ্বিতীয় রত্নাকর। যাহার মনে শান্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার মনে ঈশ্বর-প্রীতি স্থান পায়, যাঁহার মনে ঈশ্বর-প্রীতি সঞ্চরণ করে, তাঁহার মনে শান্তি-সুখ ব্যাপ্ত হয়। নতুবা ইন্দ্রিয় লৌল্য হেতু যাহার মন অশান্ত রহিয়াছে এবং দুর্জ্জয় বিত্তৈষণা, মানৈষণাতে, যাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার ঈশ্বরেতে প্রীতি কোথায়?

যাঁহার প্রিয় ঈশ্বর, সৃষ্ট জগৎও তাঁহার প্রিয়। যাঁহার প্রীতি ঈশ্বরেতে স্থাপিত হয়, তাহার প্রীতি অতি বিশুদ্ধ হইয়া সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত হয়। অন্য লোক যেখানে ধনের বা যশের বা মানের বা সাংসারিক সুখের নিমিত্তে কর্ম্ম করে, তিনি সেখানে কেবল তাঁহার প্রীতির উদ্দেশেই কার্য্য করেন। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য,ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই তাঁহার লক্ষ্য।

সাধু সঙ্গ ঈশ্বর-প্রীতির দ্রঢ়য়িতা। ঈশ্বর-প্রীতি মনেতে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য সর্ব্বদা সেই সঙ্গে থাকা উচিত, যেখানে তাঁহার কথা সর্ব্বদা উপস্থিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন, ব্রহ্ম-প্রীতির উদ্দীপন, সাধুসঙ্গ ব্যতীত আর কি প্রকারে হইতে পারে? "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" সঙ্গের গুণ এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না। কোন মনুষ্যের সঙ্গিকে জানিলে বলা যাইতে পারে যে সে কিপ্রকার মনুষ্য। যখন সাধু সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ নিকেতনে প্রত্যাগমন করিলে সেই সঙ্গের অভাবে মনে ক্ষোভ উপস্থিত হইবে; তখন নিশ্চয় জানিবে, যে তোমার কল্যাণ হইবার পথ হইয়াছে। সাধু সঙ্গেতে পরম রমণীয় অপরিসীম আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে সাধু ব্যক্তির অধিষ্ঠানরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয়, যেখানে ঈশ্বর মহিমা বর্ণনরূপ শ্রবণ মনোহর সঙ্গীত শ্রুত হইতে থাকে, যেখানে আমারদিগের প্রকৃত স্বদেশের সুমন্দ সুগন্ধ সমীরণের আভাস প্রবাহিত হইতে থাকে, সেখানে সুখের অভাব কি।

ঈশ্বর-প্রীতির ফল ঐহিক ও পারত্রিক সুখ। প্রিয়তমের জগতে কি ভয় ও কি দুঃখ, এমত মনে করিয়া ঈশ্বর প্রেমী সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকেন। সকলই প্রীতিস্বরূপ পদার্থের কার্য্য জানিয়া তিনি জগৎকে নিরন্তর প্রীতির নয়নে দেখেন. তিনি জগৎকে কি অনির্ব্বচনীয় দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার দৃষ্টিতে তাঁহার প্রিয়তমের সূর্য্য কি শোভার সহিত উদয় হয়, তাঁহার প্রিয়তমের পূর্ণচন্দ্র কি পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণকে আহ্লাদিত করে, তাঁহার প্রিয়তমের সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোল তাঁহার নিকট কি উল্লাস বহন করে, তাঁহার প্রিয়তমের অটবী নিঃসৃত বিহঙ্গকূজিত সুশব্দ তাঁহার হৃদয়ে কি আহ্লাদ সঞ্চার করে, তাহা তিনিই জানেন; অন্য লোকে তাহা কি অনুধাবন করিবে। বিশেষতঃ পারত্রিক দৃষ্টি যাহা অন্যের সম্বন্ধে এক ক্ষীণ প্রতীতি মাত্র কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এক দৃঢ় প্রত্যয়; সেই পারত্রিক সুখাশা সদানন্দ রূপ অমৃত দ্বারা তাঁহার চিত্তকে নিরন্তর সুধাভিষিক্ত রাখে; পারত্রিক সুখ প্রত্যাশা রূপ চন্দ্র তাঁহার দুঃখ রজনীকে সুস্নিগ্ধ সুরম্য জ্যোতি দ্বারা আবৃত করে।

তাঁহার হৃদয় স্থিত পুণ্য পাপ দর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকে সর্ব্বদা এই আশ্বাস বাক্য বলিতেছেন যে "খিন্ন হইবে না, আমার যে ভক্ত সে কখন বিনাশ পাইবে না।" যে সকল কুতর্কবাদিদিগের মানসিক নয়নেতে পরকাল কোন প্রকারেই প্রতিভাত হয় না, তাহারদিগের মধ্যে তিনি দ্রঢ়িষ্ঠ হইয়া বলেন, যে আমার যে সুহৃৎ, আমার যে শরণ, তিনি আমাকে কখনই বিস্মরণ হইবেন না, তিনি তাঁহার উৎসাহজনন আহ্লাদকর মুখ দ্বারা চিরকাল আমাকে রক্ষা করিবেন। শীত ঋতুর অবসানে যখন বসন্ত সমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকে তখন যে অননুভূতপূর্ব্ব এক অপূর্ব্ব সুখানুভব হয়, সেই প্রকার সংসার রূপ শীত ঋতুর অবসানে মোক্ষরূপ বসন্তের উদয়ে যে এক অননুভূত পূর্ব্ব বাক্য মনের অগোচর সুখ সম্ভোগ হইবে, তাহার প্রত্যাশাতে তাঁহার মন সর্ব্বদা সন্তোষামৃত উপভোগ করে; মোক্ষ প্রতিপাদক বাক্য শুনিলে বিদেশীয় নগরে স্বদেশীয় রাগিণীর গীত শ্রবণের ন্যায় বা বিদেশীয় অরণ্যে স্বদেশীয় পুষ্পের আঘ্রাণ পাওয়ার ন্যায় তাঁহার ভাব হয়। তিনি এই ঈশ্বর-প্রীতিরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় ও জগতের প্রিয় হইয়া সদানন্দ চিত্ত থাকেন। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।" ইনি ইহার কুলকে পবিত্র করেন, ইহাঁর জননীকে কৃতার্থা করেন, এই বসুন্ধরাতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বসুন্ধরাকে পুণ্যবতী করেন। অতএব হে গুরু-ভারাক্রান্ত মনুষ্য সকল! প্রীতিরূপ পুষ্প দ্বারা সেই পরম পাতার উপাসনা কর, যে আরাম পাইবে।

ওঁএকমেবাদ্বিতীযং

হিন্দুধর্ম্ম

ভারতভূমিতে যে সমস্ত হিন্দু মতাবলম্বী উপাসক সম্প্রদায় প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশেরই বিবরণ করা গিয়াছে। তাহার আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, হিন্দুদিগের জাতীয় ধর্ম্ম চিরকাল এক অবস্থায় অবস্থিত নহে, অবিরতই রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। এপর্য্যন্ত কোন ভিন্ন দেশীয় উপাসক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রবল হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় সম্প্রদায়দিগের পরস্পর এরূপ বৈসাদৃশ্য ও অনৈক্য ঘটিয়া আসিতেছে, যে এক এক সময়ে ঐ উপলক্ষে পরস্পর বিষম কলহ ও তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে যে ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রথিত আছে, অবিকল তাহাই যে হিন্দুদিগের প্রথমকার ধর্ম্ম ছিল এমন নহে; সমগ্র বেদ এক সময়ের রচিত নহে এবং সমুদায় বৈদিক ক্রিয়াও এক সময়ে প্রচলিত হয় নাই। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। ইতি পূর্ব্বে, [illegible] ঋগ্বেদসংহিতার কতিপয় অধ্যায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্যার্থ, রচনা প্রণালী ও ব্যাকরণ-ঘটিত বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক সংহিতার তুল্যরূপ প্রাচীন অন্য কোন পুস্তক প্রচলিত নাই*।

* কিন্তু সকল সংহিতা এক রূপ নহে এবং এক সংহিতার সকল মন্ত্রও এক সময়ে রচিত হয় নাই। সংহিতার মধ্যেই ইহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে কোন কোন ঋষি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ঋষিদিগের প্রসঙ্গ করিয়াছেন এবং পুরাতন ও নূতন রচিত শ্লোকের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাং এহ বক্ষতি॥

ঋগ্বেদ সংহিতা ২ শ্লোক.

অগ্নি পূর্ব্বকালীন এবং ইদানীন্তন ঋষিগণকর্ত্তৃক স্তবনীয়। তিনি এ যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করুন।

ইমমধু অস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসং।
অগ্নে দেবেষু প্রবোচঃ॥

২ ম.৬ অনু ৪ সূক্ত,৪ ঋক॥

হে অগ্নি! তুমি দেবগণকে আমাদের হবির্দানের বিষয় ও গায়ত্রচ্ছন্দে রচিত অভিনব স্তোত্র অবগত কর।

সমুদায়ে পাঁচ সংহিতা, ঋগ্বেদ সংহিতা, সাম বেদ সংহিতা, কৃষ্ণ যজুঃ সংহিতা, শুক্ল যজুঃ সংহিতা, ও অথর্ব্ব বেদ সংহিতা। আদি ধর্ম্মের ইতি বৃত্ত সঙ্কলন বিষয়ে ঋগ্বেদ সংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় বোধ হয়। সাম বেদীয় সংহিতার প্রায় সমুদায় ঋক্‌মন্ত্র, যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার প্রায় অর্দ্ধেক, এবং অথর্ব্ববেদীয় সংহিতারও কিয়দংশ ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে

ফলতঃ অবনী মণ্ডলে কোন ভাষায় এতাদৃশ প্রাচীন গ্রন্থ আছে কি না সন্দেহ।

যে সময়ে কেবল পূর্ব্বোক্ত সংহিতা প্রোক্ত মন্ত্র মাত্র হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল, তাঁহারদের তৎকালের ধর্ম্মের সহিত এক্ষণকার হিন্দু ধর্ম্মের বিস্তর বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইদানীন্তন কালে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থকারেরা যে সমস্ত অভিনব দেব দেবীর উপাসনা প্রণালী প্রচার করিয়াছেন, তখন তাহা প্রচলিত থাকা যে নিতান্ত অসম্ভব, এ কথা বলা বাহুল্য। সে সময়ে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ইন্দ্র* প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গোচর পদার্থের আরাধনাই প্রচলিত ছিল। উপাসকেরা অন্নাদি লাভের উদ্দেশে, এবং বিপদুদ্ধার ও দুঃখ পরিহার প্রার্থনায়, তাঁহারদের স্তুতি করিতেন, তাঁহারদিগকে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন, এবং সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন। বাস্তবিকও, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সর্ব্ব প্রথমে এই সমস্ত বস্তুর উপাসনা প্রচলিত হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব। সে সময়ে মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ মার্জ্জিত ও পরিপক্ব হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা এই সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর বিশ্বযন্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুর অসামান্য প্রভাব ও উপকারিতা গুণ দৃষ্টি করিলেন, তাঁহারদেরই দেবত্ব ও প্রধানত্ব স্বীকার করিয়া অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভাবে তাঁহারদের স্তুতি বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল ভারতবর্ষে নহে, অবনীমণ্ডলের অন্যান্য প্রদেশেও এইরূপ পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব কালীন পারসীকেরা পর্ব্বত-শিখরোপরি অধিরূঢ় হইয়া অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও পৃথিবীর স্তুতি পাঠ করিত, এবং ইন্দ্রের তুল্য স্বভাব বিশিষ্ট, নভোমণ্ডল রূপী, অন্য এক কল্পিত দেবতার আরাধনা করিত*। অতি প্রাচীন গ্রীকেরাও সূর্য্য চন্দ্র, নক্ষত্র, এবং ভূলোক ও স্বর্গ লোকের উপাসনা করিত¶, যিহুদিদিগের পরম্পরাগত পুরাবৃত্ত পাঠে প্রতীত হয়, তাহারাও অতি পূর্ব্বে নক্ষত্রগণের আরাধনা করিত†, এই প্রকার অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি লৌকিক পদার্থের সহজ প্রকার উপাসনা যে পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাচীন মানব জাতির ন্যায় হিন্দুদিগেরও জাতীয় ধর্ম্ম ছিল, তাঁহারদের আদিম শাস্ত্র বৈদিক সংহিতা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। তৎকালে দেব-মন্দির ও দেব প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইবারও কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যজমানের নিজ নিকেতনেই আরাধনা ক্রিয়া সম্পন্ন হইত।

কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধি চিরকাল সমান ভাবে থাকে না। এ পর্য্যন্ত যে দেশে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সকলই উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতায় হিন্দু ধর্ম্মের যে প্রকার সহজ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রমে ক্রমে তাহার অন্যথা হইয়া বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে ক্রিয়া কলাপের যে প্রকার

লিখিত আছে। সায়নাচার্য্যও একথা লিখিয়া গিয়াছেন।

মন্ত্রকাণ্ডেষ্বপি যজুর্ব্বেদগতেষু তত্র তত্রাধ্বর্য্যবা প্রযোজ্যাঃ ঋচোবহব আম্নাতাঃ। সাম্নান্তু সর্ব্বেষাং ঋগাশ্রিতত্বং প্রসিদ্ধং। আথর্ব্বণিকৈরপি স্বকীয় সংহিতায়ামৃচ এব বাহুল্যেন ধীয়ন্তে॥

ঋগ্বেদ ভাষ্যানুক্রমণিকা॥

এই সমস্ত সংহিতার মধ্যে অথর্ব্ববেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় সংহিতার কিয়দংশ গদ্যে রচিত। অথর্ব্ব সংহিতার অনেক ভাগ অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এই প্রকারে হিন্দুদিগের আদিম ধর্ম্মের বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, ঋগ্বেদ সংহিতাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতারও সকল শ্লোক এক সময়ের রচিত নহে, এমত বোধ হয়।

* ইন্দ্র কোন প্রত্যক্ষ গোচর পদার্থ নয় বটে। কিন্তু তদীয় উপাসকেরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ গোচর বারি বর্ষণের নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারদের মতে মেঘ রূপী বৃত্রাসুরকে পরাজয় করিয়া তাহার নিকট হইতে জল গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বর্ষণ করা ইন্দ্রের প্রধান কর্ম্ম।

* Herodotas, Cled, Chap. 131.

¶ Mackay's Progress of the Intellect. London 1850 Vol. I. P. 181.

† Mackay's Progress of the Intellect London 1850, Vol. 1. p. 122.

বিস্তারিত বর্ণনা আছে, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বৈদিক সংহিতা মধ্যে তাদৃশ বাহুল্য দৃষ্ট হয় না। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয় ভাগের রচনা-প্রণালী পরস্পর ঐক্য করিয়া দেখিলে, ব্রাহ্মণ ভাগ অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালের রচিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়। বোধ হয়, সংহিতা ভাগ সঙ্কলিত ও বিভক্ত হইবার কিছু কাল পরে ব্রাহ্মণ-ভাগ প্রস্তুত ও প্রচারিত হইয়াছে, কারণ সংহিতা-প্রোক্ত শ্রুতি সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যেরূপ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সময়ে সংহিতা সঙ্কলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ না থাকিলে, সেরূপ ভাবে* উদ্ধৃত করা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। আর ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্রিয়া কলাপের যেরূপ প্রণালী ও বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ঐ ভাগের অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্ব সংস্থাপন পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সংহিতার অধিকাংশ ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতি ও তাঁহারদের সমীপে অন্নাদি প্রার্থনার বিবরণেই পরিপূর্ণ, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভাগে যজ্ঞাদি সংক্রান্ত বিধি নিষেধ ও তৎ সম্বন্ধীয় উপাখ্যানই অধিক। বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ভাগ প্রস্তুত হইবার সময়ে যে সকল ক্রিয়া কলাপ প্রচলিত হইয়াছিল, গ্রন্থ কর্ত্তারা তাহারই প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ সংহিতা প্রোক্ত প্রাচীন শ্লোক এবং সে সময়ের প্রচলিত উপাখ্যান সমুদায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, বেদ প্রথমে লিপি বদ্ধ ছিল না; বাচনিক উপদেশ দ্বারা শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। লোকে কেবল গুরু পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া বেদ শিক্ষা করিত, এই নিমিত্ত বেদের এক নাম শ্রুতি। কিন্তু এই জনশ্রুতি সংহিতা বিষয়ে যেরূপ সঙ্গত বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ভাগের পক্ষে সেরূপ কথনই হয় না। যদি সংহিতা ভাগ, ব্রাহ্মণ ভাগ রচিত হইবার পূর্ব্বে সঙ্কলিত ও শৃঙ্খলা বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই লিপি ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল বলিতে হইবে; কারণ লিপি বদ্ধ করিবার উপায় না থাকিলে, সঙ্কলিত করা সম্ভব হয় না।

অতএব, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সংহিতাকেই মূল বেদ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এক সময়ে তন্মাত্রই হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত ছিল, তখন অন্য কোন হিন্দু শাস্ত্র প্রস্তুত হয় নাই। তাহার বহুকাল পরে ব্রাহ্মণ সকল প্রস্তুত ও প্রচারিত হইয়াছে। সংহিতা মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম রূপ বিশাল পুষ্পের কলিকা মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণ ভাগে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ব্রাহ্মণ ভাগ প্রস্তুত হইবার সময়ে বেদবিহিত ক্রিয়া কলাপের বিলক্ষণ বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্রাহ্মণের মধ্যে যে প্রকার ধর্ম্মের সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে, আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, গোভিলাদি সূত্রে তাহারই প্রাচুর্য্য ও পরিপাটী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদায় সূত্র অতি প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ অপেক্ষায় ইদানীন্তন কালে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

---

* ব্রাহ্মণ-বিরচক গ্রন্থ কর্ত্তারা সংহিতা প্রোক্ত অনেক অনেক শ্লোকের কেবল প্রথমের দুই চারি টি পদ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সে সকল শ্লোক কোন প্রকারে প্রণালী বদ্ধ ও বিশেষ রূপে প্রচারিত না থাকিলে এ প্রকার ভাবে উদ্ধৃত করা সম্ভব হয় না। এই স্থলে তাহার ২।৪ টি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে; তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বর্গের হৃদয়ঙ্গম হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকার তৃতীয়াধ্যায়ে শুনঃশেপের উপাখ্যান আছে, তাহা হইতে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

সোগ্নিমুপসসারাগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানামিত্যেতয়র্চা।

শুনঃ শেপ "অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং" ইত্যাদি শব্দ ঘটিত এই ঋক্ পাঠ করিয়া অগ্নির আরাধনা করিলেন।

সপ্রজাপতিমেব প্রথমং দেবতানামুপসসার কস্য নূনং কতমস্যামৃতানামিত্যেতয়র্চা।

শুনঃ শেপ "কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং" ইত্যাদি শব্দ ঘটিত ঋক্ পাঠ করিয়া সর্ব্বদেবের আদি দেব প্রজাপতির আরাধনা করিলেন।

সসবিতারমুপসসারাভি ত্বা দেব সবিতরিত্যেতেন তৃচেন।

শুনঃ শেপ 'অভি ত্বা দেব সবিতঃ' ইত্যাদি শব্দ ঘটিত এই তিন ঋক্ পাঠ করিয়া সবিতার উপাসনা করিলেন।

সবরুণং রাজানমুপসসারাতউত্তরাভিরেকত্রিংশতা।

শুনঃ শেপ একত্রিংশৎ ঋক্ পাঠ করিয়া বরুণ রাজার আরাধনা করিলেন।

কারণ এই সমস্ত গ্রন্থকারেরা বিষয় বিশেষের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফলতঃ যে সমুদায় মন্ত্র ব্রাহ্মণের মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কোন্ ক্রিয়াতে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় এই বিষয় প্রদর্শন করাই গোভিলাদি সূত্রের উদ্দেশ্য। অতএব ব্রাহ্মণ সকল প্রস্তুত ও প্রচারিত হইবার পর, যে সময়ে উল্লিখিত সূত্র সমুদায় প্রস্তুত হয়, তখন সংহিতা ও ঐ ব্রাহ্মণ-প্রতিপাদ্য বহু-বিস্তৃত বৈদিক ধর্ম্মই প্রবল ছিল, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুপ্রণালী-সিদ্ধ হইয়াছিল।

যে সময়ে ভারতবর্ষে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ মাত্র হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া প্রথিত ছিল; রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতি প্রস্তুত ও প্রচারিত হয় নাই, সেই সময়কার হিন্দু ধর্ম্মের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। তখন রাম, কৃষ্ণ, শিব, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেব দেবী গণের পূজা প্রচলিত হয় নাই*। ইদানীং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই মূর্ত্তি ত্রয়ের যেরূপ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক শাস্ত্র কারেরা ঐ মূর্ত্তি ত্রয়কে প্রণবের প্রতিপাদ্য বলিয়া তাঁহারদের যাদৃশ অভেদ-ভাব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও তৎকালে কল্পিত হয় নাই। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্র, বিষ্ণু ও শিবাবতারের বর্ণনায় পরিপূর্ণ, কিন্তু বেদের মধ্যে কোন দেবাবতারেরই প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না¶।

পূর্ব্বোল্লিখিত সংহিতা-প্রোক্ত মূল ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া গোভিলাদি সূত্র প্রতিপাদ্য বিস্তৃত ধর্ম্মে পরিণত হইতে বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। পরে হিন্দুদিগের মধ্যে কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি উত্তরোত্তর মার্জ্জিত ও পরিপক্ক হইল। তখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, এই সকল মনঃকল্পিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা কখনই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব তাঁহারা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে নিকৃষ্ট কল্প স্থির করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ নিরাকার নির্ব্বিকার চৈতন্যময় পরমেশ্বরের আরাধনাই প্রধান কল্প বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারদের গ্রন্থ সমুদায় উপনি-

---

* সংহিতার মধ্যে কোন কোন সূক্তে রুদ্র শব্দের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহা শিব-প্রতিপাদক বলিয়া কোন রূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বরং অগ্নি বাচক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায় স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং॥

১ অষ্টকে ১ অধ্যায়ে ৪ সূক্তে ১০ ঋক্॥

অগ্নি! তুমি স্তুতি শ্রবণে জাগরিত হইয়া থাক। এক্ষণে যজমানের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ও তাহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সিদ্ধ্যর্থে সেই যজ্ঞে প্রবেশ কর। যজমান রুদ্রের অর্থাৎ তোমার সম্যক্ রূপে স্তব করিতেছে।

¶ প্রথম মণ্ডলের পঞ্চমানুবাকে পঞ্চম সূক্তে অষ্টাদশ ঋকে "ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুঃ" এই কয়েক টি শব্দ সমাবিষ্ট আছে। ইহার অর্থ এই, যে বিষ্ণু তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সায়নাচার্য্য এই ঋকের ভাষ্য লিখিবার সময়ে বামনাবতারের বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু মূলে অবতারের প্রসঙ্গ মাত্র নাই। শাকপূণি, ঔর্ণনাভ প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা স্বীয় স্বীয় সংস্কারানুসারে ইহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৬১ সংখ্যক পত্রিকার ৮৯ পৃষ্ঠে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি সংহিতায় বিষ্ণুর ত্রিপদ বিক্ষেপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সে স্থলে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই, যে বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য স্বরূপে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ, এই তিন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য শাকপূণি ঔর্ণনাভের অভিপ্রায় উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্ট লিখিয়াছেন, এস্থলে বিষ্ণু সূর্য্যেরই সংজ্ঞা বিশেষ; এক প্রকার আদিত্য মাত্র; তাঁহার ত্রিপদ বিক্ষেপের উল্লেখ দ্বারা কেবল সূর্য্যের উদয়, অস্ত ও অন্তরিক্ষ আরোহণ মাত্র সূচিত হইয়াছে। তিনি শাকপূণি ও ঔর্ণনাভের মতের যে রূপ বিবরণ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা দিবি সূর্য্যাত্মনা॥

শাকপূণি কহেন, বিষ্ণু অর্থাৎ আদিত্য পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গে ত্রিবিধ পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অগ্নি স্বরূপে পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুতে অধিষ্ঠান করেন, বিদ্যুৎ স্বরূপে অন্তরিক্ষে অবস্থিতি করেন, এবং সূর্য্য স্বরূপে স্বর্গ লোকে অবস্থান করেন।

সমারোহণে উদয়গিরাবুদ্যন্ পদমেকন্নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তগিরাবিত্যৌর্ণনাভআচার্য্যোমন্যতে॥

ঔর্ণনাভ আচার্য্য বিবেচনা করেন, বিষ্ণু অর্থাৎ আদিত্য উদয় গিরিতে উদয় হইয়া এক পদ স্থাপন করেন, এবং অন্তরিক্ষের ঊর্দ্ধতম স্থানে দ্বিতীয় পদ ও অস্ত গিরিতে তৃতীয় পদ বিক্ষেপ করেন।

বৎ বলিয়া বিখ্যাত আছে। কোন্ সময়ে তাহা রচিত ও প্রচারিত হয় নিরূপণ করা সুকঠিন। যদিও এই সমস্ত গ্রন্থ ব্রাহ্মণ ও সংহিতার অন্তর্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এবং বাস্তবিকও কোন কোন উপনিষদ্, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বিশেষের অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অনেক উপনিষদেরই রচনা-প্রণালী দৃষ্টে বোধ হয়, তাহারা বেদের অপরাপর ভাগ অপেক্ষায় ইদানীন্তন কালে রচিত। বাস্তবিকও তৎসমুদায় বেদের অন্তভাগ বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে, এ নিমিত্ত তাহারদের আর এক নাম বেদান্ত। বিশেষতঃ, উপনিষদ্ বিশেষে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের যেরূপ নিন্দা আছে,* তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, তত্তৎ উপনিষদ্ যে সর্ব্ব শেষে রচিত হইয়াছে; ইহাতে আর সংশয় থাকে না।

কোন্ সময়ে হিন্দুরা অখিল সংসারের সৃজন কর্ত্তা একমাত্র অদ্বিতীয় চৈতন্যময় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। প্রথমে সকল জাতীয় লোকেই, অনেক অনেক দেব দেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকিয়াও তন্মধ্যে দেবতা বিশেষকে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন। মিসর দেশীয়েরা অসিরিসকে, গ্রীশ দেশীয়েরা জুপিটর কে, এবং পারসীকেরা অখণ্ড নভোমণ্ডলকে সর্ব্ব দেবের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতেন। আদিম হিন্দুরাও, সেইরূপ, ইন্দ্রকে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন†। পূর্ব্বতন ঋষিগণ ইন্দ্র দেবের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে মনুষ্যের তুল্য স্বভাববিশিষ্ট বিবেচনা করিতেন। পরে যখন উত্তর কালবর্ত্তী ঋষিগণ এ বিষয়ে পূর্ব্ব পুরুষদিগের ঘোরতর ভ্রান্তি নিরাকরণ করিয়া পরাৎপর পরমেশ্বরের অচিন্ত্য, অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয়, চৈতন্যময় স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারিলেন, এবং কেবল তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ মাত্র পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখনই উপনিষদ্ সকল প্রস্তুত ও প্রচারিত হইতে লাগিল। সৃষ্টি প্রক্রিয়া, সৃষ্টি কর্ত্তার গুণ ও স্বরূপ, জীবাত্মার স্বভাব, মুক্তির লক্ষণ ও উপায় ইত্যাদি গুরুতর বিষয় সকল উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তি বহুকাল পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়া পরিপক্ব না হইলে, এ সকল বিষয় গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে না। ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্বর্ত্তী মন্ত্র সমুদায় রচিত হইবার পরে, বহু শতাব্দী অতীত না হইলে, লোকের এ সকল বিষয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে অনুরক্তি ও তত্ত্বিষয়ে বিচারের সামর্থ্য উৎপন্ন হওয়া কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-প্রোক্ত ধর্ম্ম এবং উপনিষৎ-প্রোক্ত ধর্ম্ম পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম-কাণ্ড এবং শেষোক্ত ধর্ম্ম জ্ঞান-কাণ্ড বলিয়া প্রথিত হইল। কিন্তু কোন ধর্ম্ম বহু স্থানে-প্রচলিত হইলে, তাহাতে সকলে এক মতস্থ থাকা অতিশয় দুর্ঘট, অতএব, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ছয় দর্শন উৎপন্ন হইল।

ধর্ম্মনীতি

১১২ সংখ্যক পত্রিকার ৭৫ পৃষ্ঠার পর

সন্তানদিগের ভরণ পোষণের উপায় অবধারণ করিয়া দেওয়া যে পিতা মাতার কর্ত্তব্য, এ বিষয়ের বিবরণ করা গিয়াছে। এক্ষণে অনুবন্ধাধীন দায়াধিকারের বিষয় কিঞ্চিৎ না লিখিলে, এ প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত পুস্তকের মধ্যে এ প্রস্তাবের বিস্তারিত বিবরণ করাও সঙ্গত বোধ হয় না। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, এক খানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া উঠে। অতএব, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অন্য অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের ন্যায় ইহাও

* প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঅষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়োযেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াজরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ১ মুণ্ডক ২খণ্ড॥

† কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতার স্থানে স্থানে বরুণও সর্ব্বজ্ঞ, পাপের শাস্তা, পুণ্যের পুরস্কর্তা, জগদ্রাজা বলিয়া, উল্লিখিত হইয়াছে।

যে এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই মাত্র লিখিয়া নিরস্ত হওয়া যাইতেছে। যদি পরলোক যাত্রা কালে সমস্ত সম্পত্তি অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং যদি কোন না কোন ব্যক্তি অবশ্যই তাহার স্বত্বাধিকারী হইবে তাহার সন্দেহ নাই, তবে তাহা কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাওয়া উচিত তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর আমারদিগকে যে স্বভাব সিদ্ধ অপত্যস্নেহ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে সন্তানদিগকে দান করিয়া যাওয়া সকলেরই যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয়। বিশেষতঃ যে সকল সন্তান সামান্য প্রকার অবস্থায় অবস্থিত থাকে তাহারদের প্রতি এইরূপ অনুকূল ব্যবহার করা যে কর্ত্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ নাই; কারণ জনক জননী যাহারদিগকে জীবন-পথে অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহারদিগকে সাধ্যানুসারে সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিবার চেষ্টা করা তাঁহারদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদিও সকলকে সমান অংশ প্রদান করাই বিধেয়; তথাপি স্থল বিশেষে ইতর বিশেষ করা অবিহিত বোধ হয় না। সন্তানদিগের মধ্যে যাহারা স্বকীয় প্রকৃতি-দোষে বা শিক্ষা-দোষে অথবা অন্য কোন কারণে আপনারদের নির্ব্বাহ করিতে না পারে, তাহারদের বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যেমন অপর লোকের মধ্যে উপায় বিহীন দীন ব্যক্তিদিগকে সমধিক দয়া করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ অনির্ব্বিঘ্ন অক্ষম সন্তানদিগের ভরণ পোষণার্থে কোন প্রকার স্থিত করিয়া দেওয়া অধিক আবশ্যক। ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন রীতি নীতি প্রচলিত আছে এবং নানা জাতির বিষয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও ব্যবহারের পরস্পর যাদৃশ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে একণে এ বিষয়ে সকল দেশে এক রূপ নিয়ম প্রচলিত হওয়া কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে। কিন্তু সেই সমুদায় রীতি নীতি ক্রমে ক্রমে সংশোধন করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত করা কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই।

কোন কোন দেশে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া থাকে, কিন্তু এ ব্যবহার সাধু ব্যবহার নহে। এক পুত্রকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া অন্য সকলকে বঞ্চিত করা কোন মতেই ন্যায্য নহে। কেহ কেহ এই ন্যায়-বিরুদ্ধ কুরীতির অনুকূলে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যে সে সকল দেশে জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক পদ ও উপাধি প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই পদ ও উপাধি সংক্রান্ত মান সম্ভ্রম রক্ষার্থে অধিক ব্যয় আবশ্যক করে, সুতরাং তাহাকেই পৈতৃক ধনে অধিকারী করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারদের এ যুক্তির মূলেই দোষ রহিয়াছে। বংশ-মর্য্যাদা অর্থাৎ বংশ-পরম্পরাগত মান ও উপাধি প্রাপ্তি যে ন্যায়-বিরুদ্ধ ও অনিষ্টকর, ইহা বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক পুস্তকে স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। বংশমর্য্যাদাই যদি বিহিত না হইল, তবে তন্নিবন্ধন সর্ব্ব প্রকার আচার ব্যবহারও অবৈধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই।

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা এক প্রকার প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে পিতা মাতার সহিত সন্তানের কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয় তাহার বিবরণ করা যাইতেছে। তিনি তাঁহারদের সন্নিধানে যত উপকার প্রাপ্ত হন, ততই দুষ্পরিশোধ্য ঋণ-পাশে বদ্ধ হইতে থাকেন। যদিও সে ঋণ নিঃশেষে পরিশোধ করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে, তথাপি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা যে পরমারাধ্য ভক্তি-ভাজন জনক জননী হইতে জীবন প্রাপ্ত হই, এবং যাঁহারা আমারদের লালন পালন ও সর্ব্ব প্রকার কল্যাণ বর্দ্ধনার্থে প্রাণপণে যত্ন করেন ও অশেষ প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়াও আমারদের সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে পারিলেই পরম প্রীতি লাভ করেন, তাঁহারদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা ও যথা শক্তি তাঁহারদের প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না। প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপা স্নেহময়ী জননী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সন্তানের শুভ সাধনার্থে যাদৃশ যত্ন প্রকাশ ও উৎকণ্ঠা ভোগ করেন,

ও যেরূপ দুঃসহ ক্লেশ ও দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেন, তাহা স্মরণ করিলে কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভক্তিরস প্রকটিত, নয়ন যুগলে অশ্রুজল বিগলিত ও সর্ব্ব শরীর লোমাঞ্চিত না হয়। মাতা আমারদের দুঃখের সময় দুঃখ ভোগ করেন, বিপদের সময়ে বিপদ ভোগ করেন, এবং রোগের সময়ে রোগির ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুগ্ধ-পোষ্য শিশু সন্তান পীড়িত হইলে; তদীয় জননীকে যে পীড়িতবৎ ব্যবহার করিতে হয় ইহা কাহার অবিদিত আছে? তিনি সন্তানের কি না করিয়া থাকেন?—স্বকীয় শরীর-নিঃসৃত স্তন্য দান দ্বারা তাহার শরীর পোষণ করেন এবং অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয়, মধুরময় স্নেহ প্রদান দ্বারা তাহার সুখ সৌভাগ্য সম্বর্দ্ধন করেন। তিনি সন্তানের কল্যাণার্থে যথার্থই জীবন সমর্পণ করিতে পারেন! আমারদের সর্ব্বশরীর তাঁহার অসামান্য কারুণ্য প্রকাশ করিতেছে। এই দেহের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু তাঁহার নিরুপম স্নেহ পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এরূপ স্বর্গোচিত স্নেহময় ভাব—এ প্রকার নিতান্ত স্বার্থ-শূন্য প্রগাঢ় প্রীতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। যাঁহারা আমারদের এতাদৃশ শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারদের প্রতি কি রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা কি কথায় বলিয়া শেষ করা যায়? যাহার মন স্বভাবতঃ ধর্ম্ম-পথে অনুরাগী ও দয়া ভক্তিতে পরিপূর্ণ, সেই তাহা অনুভব করিতে পারে। তাঁহারদের দুঃখ দূরী করণ ও সুখ সম্বর্দ্ধন করিতে পারিলেই আমারদের জীবন সার্থক হয়। কায়মনোবাক্যে তাঁহারদের আজ্ঞাবহ থাকা ও অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে তাঁহারদের প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য। তাঁহারদের প্রতি আমারদের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, সমুদায়ই এই দুই সংক্ষিপ্ত নীতি-সূত্রের অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

শিশু সকলে স্বকীয় শুভাশুভ কিছুই জানিতে পারে না, অতএব তৎকালে তাহারদিগকে অনন্য ভাবে জনক জননীর বশবর্ত্তী থাকিয়া তদীয় আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে হয়। তাঁহারা তাঁহারদিগকে যাহা কিছু অনুমতি করেন, সমুদায়ই তাহারদের শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত। যাঁহারা তাহারদের সুখে সুখী ও তাহারদের দুঃখে দুঃখী, তাঁহারা তাহারদের যত কল্যাণ চিন্তা করিবেন, ভূমণ্ডলে অন্য ব্যক্তি তাহার দশাংশের একাংশও করিবে না। এই পরম শুভ দায়ক তত্ত্ব শিশুগণের যত হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। ততই তাহারা পিতা মাতার আজ্ঞা পরিপালন করা সুখের বিষয় বোধ করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অনেকানেক বালককে ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার অবাধ্য হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, পিতা মাতার অনুকম্পা, অভিজ্ঞতা ও স্নেহ প্রবৃত্তির অল্পতাই ইহার প্রধান কারণ। তাহারা পিতা বা মাতা বলিয়া জানিলেই যে তাঁহার বশীভূত হয় এমত নহে। জনক জননীর প্রবল বুদ্ধি, প্রচুর জ্ঞান ও সন্তানের শুভোন্নতি সাধনার্থ একান্ত যত্ন না দেখিলে, তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা উদয় হয় না। কোন ব্যক্তিকে বিস্বাদ বস্তু সুস্বাদ বোধ করিতে আদেশ করিলে, সে যেমন তাহা কোন মতেই সুস্বাদ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারে না, সেইরূপ যে ব্যক্তির সতেজ বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য না দেখা যায়, তাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় না। শিশুগণের সমক্ষে সদ্গুণ ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন না করিয়া কেবল তিরস্কার করিলে, বরং বিপরীত ফলেরই উৎপত্তি হয়। যাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার ও কর্কশ কথা প্রয়োগ করা যায়, তদ্দ্বারা তাহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদয় হওয়া দূরে থাকুক, জিঘাংসা, প্রতিবিবিৎসা, আমাদর এই সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিই উত্তেজিত হইয়া উঠে। বিষাক্ত শর বিদ্ধ করিয়া কি কাহারও শরীর সুস্থ করা যায়, না ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া প্রদীপ্ত অনল শীতল করা যায়? নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিয়া রসপূরিত অমৃত ফল লাভের প্রত্যাশা করা আর তিরস্কার ও শাস্তি প্রদান দ্বারা বালকগণের শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রীতিভাজন হইবার

আশা করা উভয়ই তুল্য। উভয়ই নিতান্ত নিষ্ফল হয়। তাহারদের প্রেমাস্পদ ও ভক্তিভাজন হইতে হইলে, তাহারদের নিকট আপনার জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রদর্শন করিতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি বালকগণের সমীপে সুবিজ্ঞতা ও সদ্ব্যবহার দ্বারা আপনার এক প্রকার মনোহর স্বভাব প্রকাশ করিতে পারেন, যে তাহা দেখিলে স্বভাবতই ভক্তি ও প্রীতির উদয় হয়, এবং যদি তদ্দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্ম পরায়ণ বলিয়া তাঁহারদের হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা হইলে, যদিও নিতান্ত অধম বালকেরা তাঁহার সম্যক্ বশতাপন্ন না হয়, কিন্তু উত্তম ও অধম বালকেরা তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার বশবর্ত্তী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যেমন সুশীতল চন্দন লেপন করিলে শরীর সুশীতল হয়, সেইরূপ সুধাময়ী ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সংস্পর্শে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়।

কোন কোন বালকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এরূপ দুর্ব্বল ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি এতাদৃশ প্রবল, যে তাহারা কোন মতেই বিনীত ও বশবর্ত্তী হয় না। কিন্তু তাহারা সহজে বশীভূত হয় না বলিয়া তাহারদের চরিত্র সংশোধনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, সর্ব্বপ্রযত্নে [illegible] করিয়া দেখা উচিত [illegible] ত্তির এতাদৃশ প্রবলতাকে এক প্রকার রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যেমন শরীরস্থ শোণিত প্রবাহের অতিমাত্র প্রবলতা হইয়া জ্বর রোগের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অতি তেজস্বিনী নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া দুশ্চরিত্র রূপ মহারোগ উৎপাদন করে। পাপরূপ পীড়ায় পীড়িত বালকদিগকে এক স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে লোভের সামগ্রী ও অন্য অন্য নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বিষয় উপস্থিত না থাকে, সেই স্থানে তাহারদিগকে স্থাপিত করা উচিত। তাহারদিগের ব্যবহারের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিবার ও তাহারদের উপরে সর্ব্বদা অধ্যক্ষতা করিবার নিমিত্ত এক এক জন শিক্ষক নিযুক্ত রাখা আবশ্যক। তাহারদের যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দুর্ব্বল, তাহা সবল করিবার নিমিত্ত নানা মত উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে সেই সকল বৃত্তি পরিচালিত হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বিধেয়। আপন আপন সন্তানদিগের চরিত্র শোধনার্থ এপ্রকার উপায় করা অনেকের পক্ষে সুসাধ্য নহে, অতএব এই বহু কল্যাণকর বিষয় সম্পাদনার্থে সাধারণ বিদ্যালয়ের ন্যায় এক এক সাধারণ স্থান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। অধম বালকেরা তথায় অবস্থিতি করিয়া বিনীত ও শুদ্ধ-চরিত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়। এরূপ উপায় দ্বারা যাহারা ন্যায়ানুগত ও ধর্ম্মপথাবলম্বী না হয়, তাহারদের পরিত্রাণ প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই।

যদি পিতা মাতা সন্তানগণের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন এবং অবগত হইয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে বালকেরা এক্ষণকার অপেক্ষায় অনেক বাধ্য হয় তাহার সন্দেহ নাই। করুণাময় পরমেশ্বর শিশুগণের অভিপ্রায়ে তাহারদের কোন কোন বৃত্তিকে এতাদৃশ তেজস্বিনী করিয়া দিয়াছেন, যে তাহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বদা অস্থির থাকে। তৎ সমুদায় সঞ্চালন করিতে নিষেধ করিলে তাহারা ক্ষুণ্ণ, অপ্রসন্ন ও বিরক্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহারদের অবাধ্য হইবার সূত্রপাত হইতে থাকে। তাহারা গমন, ধাবন, কুর্দ্দন প্রভৃতি নানা বিষয়ে অঙ্গ সঞ্চালন করিবার নিমিত্ত সতত ব্যস্ত। শারীরবিধান বেত্তা পণ্ডিতেরাও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ অঙ্গ পরিচালন করা শিশুগণের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। তাহারা শরীর সঞ্চালন করিয়া আহ্লাদিত হইবে এবং আহ্লাদিত হইয়া বল ও স্বাস্থ্য লাভ করিবে এই অভিপ্রায়ে পরম পিতা পরমেশ্বর তাহারদিগকে অঙ্গচালনা বিষয়ে দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! অনেকে এই কল্যাণ প্রবৃত্তির প্রকৃত প্রয়োজন অবগত না থাকাতে,

বালকগণকে অঙ্গ চালনা করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহারা চালনা করিলে, তিরস্কার ও প্রহার করেন। ইহাতে তাহারদের সুখ ও স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয় এবং অসন্তোষ, গ্লানি ও বিরক্তির উৎপত্তি হয়।

যে কোন ব্যাপার দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তাহাই তাহারদের অবাধ্য হইবার বলবৎ হেতু হইয়া উঠে। কোন অসাবধান বালক দৈবাৎ ভূমিতে পতিত হইয়া আহত হইলে, স্ত্রীলোকেরা তাহার সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত সেই ভূমির উপর পদাঘাত করে। ইহাতে তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহার জিঘাংসা ও আত্মাদর এই দুই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া প্রবলা হইতে থাকে; কিন্তু যদি সে স্থলে এরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার না করিয়া, সেই শিশুকে তাহার পতনের কারণ বিশেষ রূপে অবগত করা যায় এবং ভবিষ্যতে এবিষয়ে সাবধান হইতে উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শে তাহার সন্দেহ নাই। বালকের সাবধানতা শিক্ষা ও সতর্কতা বৃদ্ধি হয়, বুদ্ধি পরিচালন করা অভ্যাস পায়, ভবিষ্যতে এরূপ দুর্ঘটনার অনেক নিবারণ হয়, সুতবলিতে হয়, করুণাময় পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে এরূপ স্থলে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হয়। লোকে এ সকল বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া শিশুগণের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল করিয়া দেয়, সুতরাং তাহারা উত্তরোত্তর অবিনীত ও অবাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু যদি তাহারা পরস্পর সমঞ্জসীভূত ধর্ম্মানুকুল মনোবৃত্তি সকল প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং পিতা মাতা তাহারদিগকে উচিতমত শিক্ষিত ও বিনীত করিয়া তাহারদের কোন প্রকার উপজীবিকার অবধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে, তাহারা কখনই তাঁহারদের নিকট অকৃতজ্ঞ হয় না, এবং জনক জননীর প্রতি যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপিত আছে, তাহা সাধন করিতেও অবহেলা করে না।

সকল অবস্থাতেই পরমারাধ্য পিতা মাতার আজ্ঞাবহ থাকা সন্তানের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থল ভেদে ইহার কিছু কিছু ইতর বিশেষ হইতে পারে। শিশুগণ সদসৎ বিবেচনায় অসমর্থ, অতএব ভাল মন্দ বিচার না করিয়া পিতা মাতার নিতান্ত অনুগত হইয়া চলাই তাহারদের পক্ষে আবশ্যক। কিন্তু যখন মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত ও পরিপক্ব হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারে পারদর্শিনী হয়, তখন আর নিতান্ত অন্ধবৎ অন্যদীয় আদেশের অনুগামী হইয়া চলা বিধেয় নহে। যদি পিতা মাতার কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, অথবা কোন সঞ্চারিত সুখের ব্যাঘাত জন্মে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি কোন বিষয়ে তাঁহারদের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইলে, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে হয়, তাহা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। পিতা মাতার অনুমতি পালন করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করা তদপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি কাহারও পিতা বা মাতা তাঁহাকে চৌর্য্য, প্রতারণা, মিথ্যা কথনাদি পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করেন, তাহা প্রতিপালন করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। তাঁহারদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা, তাঁহারদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা, তাঁহারদিগকে প্রতিপালন করা এবং সাধ্যানুসারে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কিন্তু তাঁহারদের অনুরোধে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পরম কল্যাণকর নিয়ম সমুদায়ের বিরুদ্ধ কার্য্য করা শ্রেয়স্কর বলিয়া কোন রূপেই উল্লেখ করা যায় না। ইতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যদি পিতা মাতার কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে সন্তানকে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তবে তিনি অবশ্য তাহা করিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা আপনারদের অবিবেচনা দোষে তাঁহাকে অনর্থক দুঃসহ দুঃখ সাগরে মগ্ন হইতে কহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যে অবশ্যই সে আজ্ঞা পালন করিতে হইবে এ কথা

কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। কিন্তু এতাদৃশ স্থলে তাঁহারদের কোন্ কোন্ আজ্ঞা পালন করা আবশ্যক ও কোন্ কোন্ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা বিধেয় তাহাও নির্দ্ধারিত লিখিত হইতে পারে না। তাহা তাঁহারদের স্নেহ ও অনুকম্পা এবং তাঁহারদের আজ্ঞাপালন-জনিত কষ্টের পরিমাণের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। তবে সংশয় স্থলে, সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন ধর্ম্মশীল সন্তান আপনার সুখোৎপত্তি অপেক্ষা পরমপূজনীয় পিতা মাতার সন্তোষ সাধনে অধিক মনোযোগী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

ভবানীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৪ শকের ৫ আষাঢ় অবধি ১৭৭৫ শাকের ৪ আষাঢ় পর্য্যন্তের আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

মাসিক দাতব্য প্রাপ্তি	১৭৯॥০
দানপ্রাপ্তি	২০ ।০
গৃহ নিম্মাণ জন্য দানপ্রাপ্তি	২৮৯
	৷৮৮৸০

ব্যয়

পাঠকের বেতন	৮৭।০
বাটী ভাড়া	৩১॥০
তৈল প্রভৃতি ক্রয়	১৮৸৶১০
গৃহ নির্ম্মাণ	৩০৭॥৴১৫
বিবিধ ব্যয়	৩৮৸৶০
	৪৮৪৶৫

স্থিতি

সম্পাদকের হস্তে	৩০৪॥১৫

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৫ শকের ভাদ্র মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দানপ্রাপ্তি	২৪৸ ১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয়	৭ ।০
গত মাসের স্থিত	২২৪॥ ১০
	২৫৬॥৴ ৫

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন	৭৯ ।০
বিবিধ ব্যয়	৩৯॥৶১৫
	১১৮৸৶১৫

স্থিতি

নগদ	১৩৭॥৴১০
তদতিরিক্ত কম্পানির কাগজ	৫০

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঠাকুর	২
,, শ্যামাচরণ সরকার	২
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
,, সাগরলাল দত্ত	১
,, রাজকুমার দাস	১
অল্প দানের সমষ্টি	৩
দানাধারে প্রাপ্ত	১৪৸১৫
	২৪৸১৫

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১ কার্ত্তিক রবিবার সম্বৎ ১৯১০। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫৪।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় কল্প তৃতীয় ভাগ তৃতীয় কল্প

১২৪ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৭৭৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্ম

ধর্ম্মের পথ পরম সুখের পথ, তাহার পথিকদিগের সুখ-সৌভাগ্যের সীমা নাই, সে পথের আদি অন্ত মধ্যে সর্ব্বত্রই সমান সুখ, দুঃখ তাহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না, সে পথে দস্যু ভয় নাই, কণ্টক নাই, রৌদ্র নাই, কঙ্কর নাই, তাহা বক্র বা বন্ধুর নহে এবং তাহার পথিকদিগের পথ-শ্রান্তি নাই, সে পথ কি সুখাবহ, কি সুনির্ম্মল, কি শীতল স্নিগ্ধ ছায়াবৃত, কি পরম রমণীয় এবং কেমনই বা নিভৃত। তাহার এক দিকে সন্তোষ আর দিকে শান্তি বিরাজ করে। সে পথের পান্থদিগেরই বা কি প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচন, কি সুচারু প্রীতি-প্রসন্ন বদন, কি অমৃতাভিষিক্ত মধুর বচন, তাঁহারা কি ঋজু স্বভাব, কি উদার প্রকৃতি, কি শান্তমূর্ত্তি এবং কেমনই বা দয়ার্দ্র চিত্ত; তাঁহারদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তাঁহারা কোন পরম সুখাস্পদ লোকান্তর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এই অবনী মণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারদের সাধু দৃষ্টান্ত, চিত্তদ্রবকারী সুজনতা, অগাধ শ্রদ্ধা, অবিচলিত ভক্তি আলোচনা করিলে বিষম পাপ পঙ্কে কলঙ্কিত কলুষিত চিত্ত ব্যক্তির মনও একবার ধর্ম্ম পথের প্রতি ধাবিত হয়, অতএব যে পথের অনুগামিদিগের এরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা, যে পথে অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ সুখ সঞ্চারিত আছে, সে পথের পান্থ হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি ঐ পথে চির জীবন এক ভাবে বিচরণ করেন, তাঁহারই জীবন সার্থক, তিনিই সাধু, তিনিই সুখী এবং তিনিই প্রকৃত মনুষ্য।

পরমেশ্বরের নিয়ম পালনের নামই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের পথ বড় বিশুদ্ধ সুখের পথ, ধর্ম্মও অতি অমূল্য পদার্থ। বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক ধর্ম্মের মনোহর স্বরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সকলেরই প্রতীতি হইবে, যে ধর্ম্ম মনুষ্যের পরম সম্পদ, পরমাশ্রয় ও পরম সুহৃৎ। যিনি যে স্থানে যে লোকে যত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করুন, ধর্ম্মই সে সমস্ত সুখের মূল স্বরূপ বলিতে হইবে। ধর্ম্ম মনুষ্যের কিরূপ পরম বন্ধু তাহা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা মৃত্যু কালেই বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারেন। ঐ সময়ে ধর্ম্মের অনির্ব্বচনীয় অকৃত্রিম মিত্রতার কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এককালে প্রেমামৃত রসে আর্দ্র হইতে হয়।

“একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥”

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ কালেও অনুগামী হয়েন। আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

ধর্ম্মনীতি

১২৩ সংখ্যক পত্রিকার ৯৭ পৃষ্ঠার পর

ইতি পূর্ব্বে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, কায়মনোবাক্যে পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকা এবং অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে তাঁহারদের প্রত্যুপকার করা সন্তানদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারদের কিরূপ আজ্ঞাবহ থাকিতে হয়,

কিরূপ প্রত্যুপকার করিতে হয়,

লিখিত হইতেছে।

পরমারাধ্য পিতা মাতা সন্তানের যাদৃশ উপকারী, ভূমণ্ডলে অন্য কোন ব্যক্তি তাদৃশ নহে। আমরা অন্য লোকের নিকটে যত উপকার প্রাপ্ত হই, তাহাও তাঁহারদের যত্ন সাপেক্ষ। তাঁহারা অশেষ প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমারদিগকে জীবিত ও সুস্থ না রাখিলে আমরা অন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত সুখ সম্ভোগ করিতে পারিতাম না। তাঁহারা অনুকম্পা পুরঃসর আমারদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত না করিলে আমরা অন্য সমীপে ধন, মান, যশ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতাম না; আমারদিগকে শৈশব কালে রক্ষা করিয়া বাল্যাবস্থাতে অবতীর্ণ করিতে তাঁহারদিগকে কত ক্লেশ স্বীকার করিতে এবং কত উৎকণ্ঠা ও কত যাতনাই সহ্য করিতে হইয়াছে, এবং সুচঞ্চল বাল্য-স্বভাবকে সুশিক্ষিত বৈচক্ষণ্য-সংযুক্ত যৌবন-দশায় পরিণত করিতেইবা কত যত্ন ও ব্যয় অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। যাঁহারা আমারদের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী, ও আমারদের উপকারার্থে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার ও স্থল বিশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে উদ্যত, তাঁহারা যদি কদাচিৎ আমারদিগকে নিষ্প্রয়োজন তিরস্কার করেন, অথবা শক্তি সত্ত্বেও কোন বিষয়ে আমারদের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিতে বিরত হইয়া থাকেন; তাহা কোন মতেই ধর্ত্তব্য নহে। যেমন গুণগ্রাহী সুরসজ্ঞ সৎকবিগণ, সুধাময় পূর্ণ চন্দ্রের পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তদীয় কলঙ্ক সমূহ একেবারেই অগ্রাহ্য করেন, সেইরূপ, পরম ভক্তি-ভাজন জনক জননীর অতুল্য স্নেহ ও নিরুপম অনুকম্পা বিবেচনা করিলে, উল্লিখিত রূপ কোন প্রকার কর্কশ ব্যবহার দোষ-পর্য্যায় মধ্যে ধর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারদের অত্যাশ্চর্য্য অপত্য-স্নেহ স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রস একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আমরা তাঁহারদের সহিত একত্রই বাস করি, অথবা হেতু বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রই অবস্থিতি করি, তাঁহারদের দুঃখ নিবারণ এবং সুখ ও সন্তোষ সাধনার্থ সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরম পূজনীয় জনক জননীর ক্লেশ থাকিতে, আপনার সুখ স্বচ্ছন্দে নিত্য নিত্য অন্ন পান গ্রহণ করা অপেক্ষায়, বিষপান করাই শ্রেয়ঃ। যদি এক সময়ে সন্তান ও পিতা মাতা উভয়েরই অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, পিতা মাতার অপ্রতুল পরিহারের বিষয় আদৌ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তাঁহারদের বার্দ্ধক্য-কাল সন্তানের শ্রদ্ধা ও যত্ন প্রকাশের প্রধান সময়। সে সময়ে তাঁহারদের সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিলে, সন্তানদিগের জন্ম গ্রহণ করা সার্থক হয়। জরা-গ্রস্ত হইলে, মনুষ্য স্বভাবতই উগ্র হইয়া উঠেন, অত্যল্প অকৃত-সঙ্কল্প ত্রুটি দেখিলেও তিরস্কার করিতে থাকেন, এবং এরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ত হন, যে পূর্ব্বাহ্ণে যে বিষয় তাঁহার অত্যন্ত মনোগত হইয়াছিল, অপরাহ্ণে তাহা অতি নিন্দনীয় ও নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। বৃদ্ধ পিতা মাতার এই সমস্ত দোষ অম্লান বদনে অক্ষুব্ধ মনে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকে, তাঁহার নিমিত্ত অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করিতে পারা যায়। পিতা মাতা যেমন সন্তানকে নিতান্ত ভাল বাসেন বলিয়া, তাহার নিমিত্ত নানা প্রকার কষ্ট স্বীকার করেন, ভক্তি বিশিষ্ট, শ্রদ্ধাবান্

সৎ পুত্র সেইরূপ অবিচলিত চিত্তে অবিষণ্ণ বদনে জনক জননীর সর্ব্ব প্রকার তিরস্কার ও কর্কশ ব্যবহার অঙ্গীকার করিয়া লয়েন। সকলেই যে বার্দ্ধক্য-দশায় এইরূপ অপ্রসন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়েন এমত নহে। কেহ কেহ চরম কাল পর্য্যন্ত প্রফুল্ল মনে প্রেমোৎফুল্ল নয়নে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারদের তাহার বিপরীত ভাব ঘটিয়া উঠে—যাঁহারদিগের অনুজ্জ্বল বিবর্ণ লোচন স্নেহ ও প্রীতি-ভরে উজ্জ্বল না হইয়া মধ্যে মধ্যে ক্রোধ-ভরে প্রখর হইয়া উঠে, এবং যাঁহারদের মৃদু কণ্ঠ-স্বর স্নেহ-রসে স্নিগ্ধ না হইয়া কোপবশে ক্ষণে ক্ষণে উচ্চ হইয়া উঠে, তাঁহারদের সন্তানদিগের পক্ষে অক্ষুব্ধ মনে অবিষণ্ণ বদনে এ সমস্ত অঙ্গীকার করিয়া তাঁহারদের সেবা শুশ্রূষায় নিয়ত নিরত থাকা বিধেয়। পুত্রের পরম পবিত্র স্বরূপ সর্ব্বত্রই অতি মনোহর, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এ সকল স্থলে তাহার অতীব রমণীয় ভাব প্রকাশ পায়। যদি দেখা যায়, কোন পিতৃভক্তি-পরায়ণ, শ্রদ্ধাভিষিক্ত, ধর্ম্মশীল সন্তান স্বকীয় জরা জীর্ণ পীড়িত পিতার শয্যা সন্নিধানে উপবেশন পুরঃসর আলস্য ও নিদ্রাকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার নিয়ত প্রদীপ্ত যন্ত্রণা শিখায় সাধ্যানুসারে শান্তি সলিল সেচন করিতেছেন, এবং সেই সন্তানের বয়স্যেরা প্রমোদ-প্রবাহে অবগাহন করত যে দীর্ঘ কালকে অল্প বলিয়া বোধ করিতেছেন, তিনি তাহা অবশ্য-পরিশোধ্য পিতৃ-ঋণ পরিশোধ রূপ উৎকৃষ্টতর পবিত্র ব্যাপারে অক্ষুণ্ণ মনে ক্ষেপণ করিতেছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, জগতে ইহা অপেক্ষায় সুদৃশ্য ব্যাপার বুঝি আর কিছুই নাই।

পিতা মাতার ক্রোধ প্রকাশ ও কঠিনতর তিরস্কার প্রভৃতি নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-ঘটিত দোষ যেমন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ, তাঁহারদের অল্প বুদ্ধি সংক্রান্ত ত্রুটিও গ্রহণ করা বিধেয় নহে। পিতা মাতা নিজে অশিক্ষিত হইলেও প্রযত্ন ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনারা বিদ্যা-রসের রসিক না হউন, তথাপি স্বীয় সন্তানদিগকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেখিলে, অতুল আনন্দ অনুভব করেন, এবং পুত্র কৃত-বিদ্য হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারদের বার্দ্ধক্য-দশায় ভরণ পোষণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধন করিবেক এই প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন হইয়া তাঁহারা শিক্ষা লাভ বিষয়ে সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করেন। ইহাতে এরূপ ঘটিতে পারে পুত্রেরা যে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হয়, পিতা মাতারা কস্মিন্ কালে তাহার নামও শুনেন নাই, যদি কদাচিৎ নাম শ্রবণ করিয়া থাকেন, সে নামের শব্দার্থেও অবগত নহেন। জনক জননীর চিত্ত ভূমি যে অজ্ঞানরূপ ঘন তিমিরে আবৃত থাকে, তাহা জ্ঞানরূপ উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ দ্বারা পুত্রের অন্তঃকরণ হইতে অপনীত হইয়া যায়। তাঁহারদের হৃদয় যে সমস্ত কুসংস্কার পাশে বদ্ধ রহিয়াছে, পুত্র বিদ্যারূপ শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তাহা একেবারেই ছেদন করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে, তাঁহার যে এইরূপ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পিতা মাতার যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ই তাহার মূল। ইহাতে যে কোন কোন অকৃতজ্ঞ সন্তান তাঁহারদিগকে অজ্ঞান ও অশিক্ষিত বলিয়া অবজ্ঞা করেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। যাঁহারা তাঁহারদের বিদ্যালাভের মূলীভূত ও অন্য অন্য সকল সম্পদের আস্পদ সেই বিদ্যা ও সম্পদের অভিমানে তাঁহারদিগকে অনাদর করা অপেক্ষায় অপরাধ-জনক আর কি আছে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ স্থলে অকৃতজ্ঞ, অভিমানী, গর্ব্বিত পুত্রের বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষায় সন্তানের শুভানুধ্যায়ী হিতকারী জনক জননীর অজ্ঞানের অধিক প্রসংশা করিতে হয়। যদি অশিক্ষিত পিতা মাতার সহিত শিক্ষিত সন্তানের কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, ভক্তি সহযোগে বিনয় বচনে তাঁহারদিগকে তাহা নিবেদন করা কর্ত্তব্য; অবজ্ঞা ও অনাদর প্রকাশ করা কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে।

অবশেষে, এই অবিতর্কিত শুভ তত্ত্ব স্মরণ রাখা উচিত, যে পরমারাধ্য, ভক্তিভাজন, জনক জননীর প্রতি যে রূপ ভক্তি সহ-

কৃত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য,তাহা সম্যক্ সম্পন্ন করিতে পারিলেও, সন্তান তাঁহারদের ঋণ-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি তাঁহারদের নিকট যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হন, তাদৃশ প্রত্যুপকার করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হন না। তথাপি আমি সাধ্যানুসারে জনক জননীর সন্তোষ সাধন করিতে যত্ন করিয়াছি এরূপ ভাবিতে ও বলিতে পারাও অনেক তৃপ্তির বিষয়। উহা হইলে, তাঁহারাও সন্তুষ্ট হন, সন্তানের অন্তঃকরণও প্রসন্ন থাকে, এবং পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে সন্তানের সহিত পিতা মাতার এইরূপ গুরুতর সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, তাহাও সম্পন্ন হয়। যৎকালে সন্তান নিতান্ত নিরুপায় ও অত্যন্ত অক্ষম থাকে, তখন জনক জননী তাহাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া প্রতিপালন করেন, এবং জনক জননী যখন পীড়িত ও জরা-জীর্ণ হইয়া ক্ষমতাহীন ও উপায় বিহীন হন, তখন শ্রদ্ধাভিষিক্ত ভক্তিপরায়ণ সন্তান তাঁহারদের তৎকালোচিত সেবা শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। বিশ্বপাতার কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি মনোহর ব্যবস্থা!

পদার্থবিদ্যা

১৯ সংখ্যক পত্রিকার ৬৭ পৃষ্ঠার পর

ভারকেন্দ্র

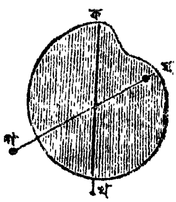
যে কাষ্ঠময় বা লৌহময় দণ্ডের সর্ব্ব স্থান সমান স্থূল, তাহার মধ্যভাগ মাত্র ধৃত হইলেই সমুদায় ভাগ স্থির হইয়া থাকে। সেই মধ্য ভাগ রজ্জু বা অঙ্গুলির উপরেই ধারণ করা যাউক, আর রজ্জুতে বদ্ধ করিয়াই বা লম্বমান করা যাউক, উভয় কল্পেই উহা অবিচলিত থাকে, নিম্ন দিকেও নত হয় না এবং অন্য কোন দিকেও হেলিয়া থাকে না। সকল বস্তুরই এইরূপ এক এক সূক্ষ্ম স্থান আছে, তাহা ধৃত অথবা অবলম্বন প্রাপ্ত হইলেই, সেই সেই বস্তুর সমুদয় ভাগ ধৃত ও স্থির হইয়া থাকে। সেই অতি সূক্ষ্ম বিন্দু মাত্র স্থানকে ভারকেন্দ্র কহে।

যে সমস্ত বস্তু গোল,চতুষ্কোণ অথবা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট,তাহার ভারকেন্দ্র অনায়াসেই নিরূপণ করা যাইতে পারে। এ সকল বস্তুর ঠিক মধ্য স্থানই ইহারদের ভারকেন্দ্র। কিন্তু যে সকল বস্তু সেরূপ সুনির্দ্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট নহে, তাহারদের ভারকেন্দ্র নিরূপণ করা সুকঠিন। কিন্তু পদার্থ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাও নিরূপণ করিয়া নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

সকল বস্তুর ভারকেন্দ্র সেই বস্তুতেই থাকে এমত নহে। অঙ্গুরীয়ক ও চক্রের ভারকেন্দ্র তাহার মধ্যবর্ত্তী শূন্য স্থানে অবস্থিত থাকে।

ক গ খ ঘ একখানি কাষ্ঠ ফলক। প্রথমে উহা ক চিহ্নিত স্থান হইতে ঝুলাইয়া তথা হইতে ক খ চিহ্নিত ওলন দড়ি নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। পরে ঐ কাষ্ঠ ফলক ঘ চিহ্নিত স্থান হইতে ঝুলাইয়া ঘ গ চিহ্নিত ওলন দড়ি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যখন যে স্থান দিয়া ওলনদড়ি পতিত হইয়াছে, তখন সেই স্থান মসী দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে, ঐ দুই মসী চিহ্নিত রেখা যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানই ঐ কাষ্ঠফলকের ভারকেন্দ্র। অন্যান্য অনেক প্রকার বস্তুর ভারকেন্দ্র এইরূপে নিরূপিত হইতে পারে।

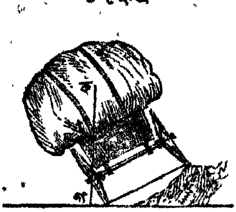
৩ ক্ষেত্র



কোন বস্তুর ভারকেন্দ্র হইতে ভূতলে এক লম্ব রেখা-পাত করিলে, সেই রেখা যদি ঐ বস্তুর তলায় না পড়িয়া উহার বহির্দ্দিকে পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তুর ভারকেন্দ্র অবলম্বন প্রাপ্ত না হওয়াতে, উহা স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূতলে পতিত হইয়া যায়। যদি কোন ভারাক্রান্ত শকট কোন বন্ধুর পথে গমন করিতে করিতে এত হেলিয়া পড়ে, যে তাহার ভারকেন্দ্র হইতে ভূতলে লম্ব রেখা-পাত করিলে, সে রেখা শকটের তলায় না পড়িয়া তাহার বহির্দ্দিকে পতিত হয়,তাহা হইলে সেই শকট বিপথস্থ বা এক

দিকে নত হইয়া পড়ে। এই চিত্র ক্ষেত্র এক খানি শকটের প্রতিরূপ। ক ইহার ভারকেন্দ্র; ঐ ভারকেন্দ্র হইতে ক গ চিহ্নিত রেখা পাতিত হইয়াছে, তাহা শকটের তলায় না পড়িয়া বহির্দ্দিকে পতিত হইয়াছে। যে শকট এরূপ হেলিয়া পড়ে তাহা ভূতলে পতিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

৪ ক্ষেত্র



প্রাচীর বা কীর্ত্তিস্তম্ভ যদি ঠিক সরল ভাবে উন্নত থাকে, তাহা হইলে তাহার ভারকেন্দ্র এরূপ স্থলে অবস্থিত হয়, যে তথা হইতে ভূতলে লম্ব রেখা পাত করিলে, সে রেখা তাহার তলায় পড়ে, এই নিমিত্ত তাহা ভূতলে পতিত ও ভগ্ন হয় না।

মনুষ্য উন্নতভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে, তাঁহার শরীরের ভারকেন্দ্র-বিনির্গত লম্ব রেখা তাহার পদ দ্বয়ের মধ্যে কোন স্থলে পতিত হয়। কিন্তু যদি পিচ্ছিল ভূমিতে পদ চালনা করিয়া হেলিয়া পড়েন, তবে তাঁহার শরীরের ভারকেন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবলম্বন প্রাপ্ত না হওয়াতে, তিনি সহসা ভূতলে পতিত হন।

যে বস্তুর তলা প্রশস্ত, তাহা সঙ্কীর্ণ-তল বস্তু অপেক্ষায় অধিক কাল উন্নত থাকিতে পারে; কারণ তাহা অধিক হেলিয়া না পড়িলে, তাহার ভারকেন্দ্র নিরবলম্ব হয় না। দ্বিপদ মানব শরীর যেমন দীর্ঘ, তদনুরূপ বিস্তৃত নহে, এ নিমিত্ত শিশুগণের গমন ক্রিয়া শিক্ষায় অধিক সময় আবশ্যক করে। চতুষ্পদ পশুদিগের শরীর নিম্ন ভাগে সমধিক আয়ত, এ নিমিত্ত পশু-শাবকেরা প্রায় ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত কাল পরেই দণ্ডায়মান হয় ও অবিলম্বেই চলিতে আরম্ভ করে।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, বাজিকরেরা রজ্জুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করে। তাহারদের শরীরের ভারকেন্দ্র হইতে লম্বরেখা পাত করিলে, সে রেখা রজ্জুর উপরেই পতিত হয়, এই নিমিত্ত তাহারদের শরীর ভূতলে পতিত না হইয়া রজ্জুর উপর স্থির থাকে। তাহারা হস্তে এক এক গাছি যষ্টি রাখে, তাহার উভয় প্রান্ত সীসক-সংযুক্ত করিয়া ভারী করিয়া দেয়। যদি কদাচিৎ এক দিকে হেলিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার বিপরীত দিকে সেই যষ্টির অধিক ভাগ চালনা করিয়া দুই দিকের ভার সমান করে। অনেককে অঙ্গুলির উপর যষ্টি দণ্ডায়মান করাইয়া স্থির রাখিতে দেখা গিয়াছে। যত ক্ষণ যষ্টির ভারকেন্দ্র হইতে পাতিত লম্বরেখা অঙ্গুলির উপর পতিত হয়, তত ক্ষণ যষ্টি স্থির থাকে; ভারকেন্দ্র অবলম্বশূন্য হইলেই এক দিকে হেলিয়া পড়ে।

চৌকির উপর উপবিষ্ট থাকিলে, তথা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময়ে, অগ্রে শরীরের ঊর্দ্ধ ভাগ সম্মুখ দিকে কিঞ্চিৎ নত করিয়া তাহার ভারকেন্দ্রকে পদ দ্বয়ের উপ আনিতে হয়। তাহা না আনিয়া উত্থান করিলে, চৌকির উপর পতিত হইতে হয়।

সহজ বেগে গমনাগমন করিবার সময়ে শরীরের ভারকেন্দ্র, একবার বাম পদের, একবার দক্ষিণ পদের, ঊর্দ্ধ ভাগে অবস্থিত হয়। যখন যে পদের উপর অবস্থিত হয়, তখন সেই পদে নির্ভর দেওয়াতে শরীর উন্নত থাকে।

ধাবমান হইবার সময়ে অগ্রে শরীরের ঊর্দ্ধ ভাগ সম্মুখ দিকে আনত করিতে হয়। এরূপ আনত হইলে, শরীরের ভারকেন্দ্র নিরবলম্ব হইয়া, ভূতলে পতিত হইবার উপক্রম হয়, সুতরাং তখন অধঃপতন নিবারণ করিবার নিমিত্ত পদ দ্বয় অগ্রসর করিয়া দিতে হয়। এইরূপে ধাবমান ব্যক্তির বেগ সঞ্চারিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে। *

এইরূপ, শরীরের ভারকেন্দ্রকে উভয় পদের ও তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থানের উপরি দেশে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্থল বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে শরীরের নানা প্রকার ভঙ্গি করিতে হয়; যেমন, মস্তকে ভার বহন করিতে হইলে, শরীর উন্নত রাখিতে হয়; পৃষ্ঠ দেশে ভার গ্রহণ করিতে হইলে, সম্মুখভাগে হেলিয়া চলিতে হয়; এক পার্শ্বে

কোন ভার লইতে হইলে অন্য পার্শ্বে কিঞ্চিৎ অবনত হইতে হয়; গর্ব্ভবতী স্ত্রীগণের ও উদর-রোগ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শরীর সম্মুখ ভাগে অধিক ভারাক্রান্ত, এ প্রযুক্ত তাহারদের মস্তক ও স্কন্ধ দেশ পশ্চাদ্ভাগে কিঞ্চিৎ হেলিয়া থাকে।

এই ভারকেন্দ্র বিষয়ক সুচারু নিয়মের সমুহ উদাহরণ সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাতে জন্তু ও উদ্ভিদ সমুদায়ের ভারকেন্দ্র অবলম্বন প্রাপ্ত হইয়া তাহারদের শরীর উন্নত ও স্থির রাখিতে পারে, জগদীশ্বর তাহারদের তদুপযোগী আকৃতি করিয়া দিয়াছেন। তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষ এত উচ্চ হয় বটে, কিন্তু এমন সুন্দর সরল ভাবে উত্থিত হয়, যে কোন দিকে কিছু মাত্র হেলিত হয় না। তাহারদের ভারকেন্দ্র হইতে ভূতলে লম্বরেখা পাত করিলে; সে রেখা স্কন্ধ মধ্যেই পতিত হয়, কখনই বৃক্ষের বাহিরে পড়ে না। আম্র, পনস, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শাখা সমুদায় যদি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত না হইয়া এক দিকে একত্র হইয়া থাকিত, তাহা হইলে, বৃক্ষ সেই দিকে নত হইয়া পড়িত; শাখা সমুদায় চতুঃপার্শ্বে সমভাবে বিস্তৃত হওয়াতে, তাহারা সুন্দররূপ উন্নত থাকিয়া সুচারু শোভা প্রকাশ করে। তাল, খর্জ্জুরাদি সুদীর্ঘ বৃক্ষের ন্যায় যব, গোধূম, ধান্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষেরও ভারকেন্দ্র যথা স্থানে স্থাপিত হইয়া তাহারদিকে উন্নত করিয়া রাখে। যে সমস্ত উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাতেও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এইরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। যাদৃষ্টিগোচর অতি সূক্ষ্ম বীজ হইতে কি রূপে এরূপ সুকৌশল-সম্পন্ন সুচারু ব্যাপার সম্ভূত হয়, তাহা তিনিই জানেন।

সমান ভূমির উপর কোন গোলাকার বস্তু স্থাপন করিলে, তাহা স্থির হইয়া থাকে; কারণ তাহার যে স্থান ভূমি স্পর্শ করে, সেই বস্তুর ভারকেন্দ্র-বিনির্গত লম্বরেখাও সেই স্থানে পতিত হইয়া অবলম্বন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রবণ* ভূমির উপর কোন গোল দ্রব্য স্থাপন করিলে, তাহার যে স্থান ভূমি স্পর্শ করে, ভারকেন্দ্র-বিনির্গত রেখা সে স্থানে পতিত না হইয়া তাহার সম্মুখের দিকে পতিত হয়। এই নিমিত্ত, গোল বস্তু প্রবণ ভূমির উপরে স্থির থাকিতে না পারিয়া ক্রমাগত ঘূর্ণিত হইতে হইতে অধোদিকে গমন করে।

লৌহ-দণ্ডের সর্ব্ব স্থান সমান স্থূল হইলে, তাহার ভারকেন্দ্র মধ্য স্থলে অবস্থিত থাকে, ইহা একবার উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু যদি তাহার এক প্রান্তে এক টা লৌহপিণ্ড সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তবে সেই লৌহ-দণ্ডের ভারকেন্দ্র আর মধ্য স্থলে অবস্থিত না হইয়া লৌহ-পিণ্ডের নিকটবর্ত্তী হয়। ভূমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল এ বিষয়ের উত্তম উদাহরণ-স্থল। পৃথিবী চন্দ্রকে আকর্ষণ করে এবং চন্দ্রও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। যদি উভয়ের পরস্পর আকর্ষণকে এক টি দণ্ড স্বরূপ জ্ঞান করা যায়, এবং ভূমণ্ডল ও চন্দ্র মণ্ডল রূপ দুই প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড তাহার দুই দিকে সংযুক্ত বোধ করা যায়, তাহা হইলে তাহার ভারকেন্দ্র পৃথিবী রূপ বৃহৎ পিণ্ডের সন্নিকটে অথবা তাহার অভ্যন্তরে কোন স্থানে অবস্থিত বলিয়া অবশ্যই প্রতীয়মান হয়। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ ভারকেন্দ্র পৃথিবীর উপরি ভাগের কিঞ্চিৎ নিম্নে অবস্থিত আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

দ্বিতীয়খণ্ডং

দ্বাদশোধ্যায়ঃ

অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যাং স্তুষ্টোভবতি দুর্জ্জনঃ॥

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন, দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয়।

বিপক্ষিবৃষবোদকোনিত্যমুত্থানশালবং।
অপ্রমত্তোবিনীতাত্মা নিত্যং ভদ্রাণি পশ্যতি॥

---

* ক্রমনিম্ন ভূমি।

যিনি বিপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কর্ম্ম-দক্ষ, সদা উদ্যোগী, প্রমাদ রহিত ও বিনীত-স্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল দর্শন করেন।

বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে॥

অবিনয় দোষে অশ্বরথাদি বহু পরিচ্ছদ বিশিষ্ট অনেক রাজাও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসি হইয়াও বিনয় গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন।

যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ॥

যে কর্ম্ম করিলে আত্মতুষ্টি লাভ হয়, তাহা অতি যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক, তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক।

ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তো ভবতি তৎ পুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ॥

মনুষ্য স্বসাধ্যমত কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনে যত্ন করিয়াও যদি কৃতকার্য্য না হয়েন; তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ করেন ইহাতে আমার সংশয় নাই।

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান যন্তেব বাজিনাং॥

সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রূপ অপহরণশীল বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলের সংযমে জ্ঞানি ব্যক্তি যত্ন করিবেন।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

মন যদি স্বেচ্ছাচারি ইন্দ্রিয় সকলের অনুগামি হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায়।

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিযন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥

যেমন জ্ঞান অবলম্বন দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না।

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগং॥

এসংসারে কাম ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি অবিদ্বান হউক বা বিদ্বানই হউক, কামিনীগণ তাহাকে বিপথ-গামি করিতে সমর্থ হয়।

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুং॥

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক।

চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ

যদা ন কুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

যখন মনুষ্য কোন প্রাণির প্রতি কর্ম্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন।

পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি।
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে॥

মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন. পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ।
তস্যাধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য গুণানশ্যন্তি সাধবঃ॥

যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান করে, তাহার সদ্গুণ সকল নষ্ট হয়।

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং॥

যাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন; যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না।

প্রাজ্ঞোধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মমেবোপজীবতি।
ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তঞ্চাস্য প্রসীদতি॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্মপথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হয়, এবং ইঁহার চিত্ত, প্রসাদ লাভ করে।

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ।
তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা॥

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে, এবং শুভকার্য্যে রত হইয়াছে, তিনি জানেন, যে কি স্বভাব সিদ্ধ আর কি স্বভাব বিরুদ্ধ।

প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরইহ দোষৈর্নৈবানুবধ্যতে।
বিরজ্যতে যথাকামং নচ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি॥

যে মনুষ্য জ্ঞান নেত্র লাভ করিয়াছেন, তিনি আর ইহলোকে দোষেতে আবদ্ধ হয়েন না। তিনি স্বেচ্ছানুসারে রাগ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না।

বার্য্যমাণোঽপি পাপেভ্যঃ পাপাত্মা পাপমিচ্ছতি।
চোদ্যমানোঽপি পাপেন শুভাত্মা শুভমিচ্ছতি॥

পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিকে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন।

ধর্ম্মএব হতোহন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মোন হন্তব্যো মা নোধর্ম্মোহতোবধীৎ॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবেক না। ধর্ম্ম হত হইয়া আমারদিগকে নষ্ট না করুন।

একএব সুহৃদ্ধর্ম্মোনিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ কালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

ন ধর্ম্মোঽস্তীতি মন্বানাঃ শুচীনবহসন্তি যে।
অশ্রদ্দধানা ধর্ম্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে, এবং ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায়।

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥

অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেতে জাগ্রৎ হয় এবং সুখেতে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু যে অপমান করে সে বিনাশ পায়।

পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলং।
পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশ্নুতে॥

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ ফল ভোগ করে, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে।

তস্মাৎ পাপং ন কুর্ব্বীত পুরুষঃ সংশিতব্রতঃ।
পাপং প্রজ্ঞাং নাশয়তি ক্রিয়মাণং পুনঃ পুনঃ॥

অতএব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ করিবেক না। পুনঃ পুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধি নাশ হয়।

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধানএতৎ পণ্ডিতলক্ষণং॥

যিনি প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, এবং শ্রদ্ধাবান্ ও অনাস্তিক হয়েন, তাঁহার এই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ।

একোধর্ম্মঃ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষমৈকা শান্তিরুত্তমা।
বিদ্যৈকা পরমা তৃপ্তিরহিংসৈকা সুখাবহা॥

ধর্ম্মই এক মঙ্গল সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ।

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবং।
কর্ম্মজাগতয়োনৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥

মানসিক, বাচনিক, এবং শারীরিক, এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম, অধম, তিন প্রকার কর্ম্ম-জনিত গতি হয়।

পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥

পরদ্রব্য প্রাপ্তের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট চিন্তন, এবং ঈশ্বরেতে পরকালেতে অবিশ্বাস, এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম।

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥

নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পরনিন্দা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য; এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম।

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতং॥

অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদার সেবা; এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম।

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি॥

সকল প্রাণির হিতার্থে আপনার মন ও বাক্য ও শরীর এই তিনকে দমন করিয়া এবং কাম ক্রোধকে সংযম করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমন কর্ম্ম আর করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

পঞ্চষষ্টি অধ্যায়—সম্ভব পর্ব্ব।

১২১ সংখ্যক পত্রিকার ৬৪ পৃষ্ঠার পর

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র নারায়ণের সহিত পরামর্শ করিয়া দেবতাদিগকে পৃথিবীতে অংশে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিয়া দেবগণের সহিত নারায়ণের নিকেতন হইতে নিবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! স্বর্গবাসিরা অসুর বিনাশ দ্বারা সকল লোকের সুখ বিধানের বাসনায় স্বর্গ হইতে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ইচ্ছানুসারে কেহ ব্রহ্মর্ষি বংশে কেহ রাজর্ষি বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া দানব রাক্ষস গন্ধর্ব্ব পন্নগ ও অন্যান্য অনেক মানুষ সংহারি প্রাণী বিনাশ করিলেন। হে ভরত প্রপিতামহ! দেবতারা বাল্য কালেও বলশালী ছিলেন; সুতরাং দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পন্নগেরা তাঁহারদিগকে বিনাশ করিতে পারে নাই।

জনমেজয় কহিলেন, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণি সকলের প্রকৃত জন্ম বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় শুনিতে বাসনা করি, তাহা বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, স্বয়ম্ভুকে প্রণাম করিয়া আমি লোক সকলের ও দেবগণের উৎপত্তি বিনাশ বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিব। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, এই ছয় বিখ্যাত মহর্ষি ব্রহ্মার মানস পুত্র। কশ্যপ মরীচির পুত্র; কশ্যপ হইতে সকল প্রজা উৎপন্ন হয়। হে নরশ্রেষ্ঠ! অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ুঃ, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু, এই সৌভাগ্যশালিনী ত্রয়োদশ দক্ষ কন্যা কশ্যপের পত্নী; ইঁহারদের গর্ভে কশ্যপের অসংখ্য বীর্য্য সম্পন্ন সন্তান জন্মে। হে ভুবনেশ্বর! যে দ্বাদশ আদিত্য অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি: ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। হিরণ্যকশিপু দিতির পুত্র; হিরণ্যকশিপুর পাঁচ মহানুভব পুত্র; প্রহ্লাদ সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, সংহ্লাদ দ্বিতীয়, অনুহ্লাদ তৃতীয়, শিবি ও বাস্কল, চতুর্থ ও পঞ্চম। সর্ব্বত্র বিখ্যাত বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ, এই তিন জন প্রহ্লাদের পুত্র। বিরোচনের পুত্র বলি, তিনি প্রতাপশালী ছিলেন। সৌভাগ্যশালী মহাসুর বাণ বলির পুত্র; এই বাণ মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিল এবং ইহাকেই মহাকাল কহে। প্রথম রাজা বিপ্রচিত্তি, মহাযশা, সম্বর, নমুচি, পুলোমা, বিশ্রুত, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, দানব, অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অশ্বশঙ্কু, বীর্য্যবান্, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, মহাবল, একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য, চ-

ক্রমশঃ এই সর্ব্বত্র খ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত চত্বারিংশৎ দানব দনুর পুত্র।

একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, শত্রুতপন, শঠ, গরিষ্ঠ, বনায়ু, দীর্ঘজিহ্ব, এই দশ দানবের পুত্র পৌত্র অসংখ্য। রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্রপ্রমর্দ্দন, সিংহিকা এই কতিপয় পুত্র প্রসব করেন, তন্মধ্যে রাহু, চন্দ্র সূর্য্যের অত্যন্ত ক্লেশকর। সিংহিকা ক্রূর ছিল বলিয়া তাহার পুত্র পৌত্রও ক্রূর। ইহারদিগকে ক্রূরকর্ম্মা, অরিমর্দ্দন ও ক্রোধবশ কহে। বিক্ষর, বল, বীর, ও বৃত্র, অসুর শ্রেষ্ঠ এই চারি দনায়ুর পুত্র। বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, শত্রু, প্রভৃতি কৃতান্ত তুল্য বলশালি সুবিখ্যাত কতিপয় কালার পুত্র। ঋষি পুত্র শুক্রাচার্য্য অসুরদিগের উপাধ্যায় ছিলেন। ত্বষ্টাধর, অত্রি ও অন্য দুই কঠিন কর্ম্মা সূর্য্য তুল্য তেজস্বী ব্রহ্ম লোক পরায়ণ, শুক্রাচার্য্যের এই চারি পুত্র অসুরগণেরযাজন কর্ম্মকারি ছিলেন। দেবাসুরের বংশক্রম পুরাণে যাহা শুনিয়াছি তাহা কহিলাম, কিন্তু ইহারদের অসংখ্য পুত্রাদির সবিশেষ বর্ণন করা দুঃসাধ্য। তার্ক্ষ্য, অরিষ্ট, নেমি, গরুড়, অরুণ, আরুণি, বারুণি, ইহারা বিনতার পুত্র। শেষ অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কূর্ম্ম, কুলিক, ইহারা কদ্রুনন্দন। হে রাজন্! ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্ররথ, শালি, শিরা, চতুর্দ্দশ পর্জ্জন্য, পঞ্চদশ কলি, ষোড়শ নারদ, এই দেবগন্ধর্ব্বেরা মুনির গর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করেন। হে ভারত! এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক কীর্ত্তন করিব। অনবদ্যা, মনু বংশা, অসুরা, মার্গণপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা, ভাসী, এই কয়েকটি প্রধার কন্যা। আর সিদ্ধার পূর্ণবহী যশস্বী, পূর্ণায়ুঃ, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সাধুশ্রেষ্ঠ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানুঃ দশম চন্দ্র, এই দশ পুত্র জন্মে। ইহার মধ্যে কতিপয় দেবতা ও কতিপয় গন্ধর্ব্ব। সৌভাগ্য শালিনী প্রধা দেবী পূর্ব্ব কালে দেবর্ষির ঔরসে পবিত্র বিখ্যাত অপ্সরোবংশ উৎপন্ন করেন। পুরাণে কীর্ত্তিত আছে, অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা, সুপ্রিয়া, অতিবাহু হাহা হূহূ তুম্বুরু এই চারি গন্ধর্ব্ব, অমৃত, ব্রাহ্মণ, অপ্সরা, গো, গন্ধর্ব্ব, এই সমুদায় কপিলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পুণ্যবান্, শ্রীমান্, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, ভুজগ, সুপর্ণ, রুদ্র, দেবতা, গোব্রাহ্মণ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রাণির জন্ম বৃত্তান্ত তোমার নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া কর্ণ সুখ জনক ইহা সতত শ্রবণ করে ও অন্যকে শ্রবণ করায়, তাহার আয়ুঃ, পুণ্য ও ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি নিয়ম করিয়া মহাত্মা দেব ব্রাহ্মণ সন্নিধানে পাঠ করে, সে অপত্য, ধন ও যশোলাভ করিয়া পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়।

ষট্‌ষষ্ট অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জানিলাম, ছয় মহর্ষি ব্রহ্মার মানস পুত্র। মৃগ ব্যাধ, সর্প, যশস্বী নিঋতি, অজৈকপাদ, অহি বুধ্ন, শত্রুতাপী পিনাকী, দহন, ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন শোভাশালী, কপালী, ভগবান্ স্থাণু ও ভর্গ এই একাদশ তেজস্বি স্থাণুর পুত্র। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বীর্য্যবান্, এই ছয় মহর্ষি ব্রহ্মার তনয়। বৃহস্পতি, উতথ্য, সম্বর্ত্ত, ব্রতপরায়ণ সর্ব্বত্র বিখ্যাত এই তিন অঙ্গিরার পুত্র। হে নরনাথ! শুনিয়াছি, অত্রির অনেক পুত্র সকলেই বেদজ্ঞ, সিদ্ধিযুক্ত, শান্ত ও মহর্ষি। হে মানবেন্দ্র! রাক্ষস বানর কিন্নর ও যক্ষ ইহারা ধীশক্তি সম্পন্ন পুলস্ত্যের পুত্র। শলভ সিংহ ব্যাঘ্র কিম্পুরুষ ঈহামৃগ এই সকল পুলহ হইতে উৎপন্ন। সত্যব্রত পরায়ণ লোকত্রয় বিখ্যাত পিতার ন্যায় গুণবান্ ক্রতুপুত্রেরা সূর্য্যের পতঙ্গের সহচারী হইয়াছিলেন। তপঃপরায়ণ শান্ত-প্রকৃতি ভগবান্ দক্ষ ঋষি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন। আর ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে সেই মহাত্মা দক্ষের ভার্য্যার উৎপত্তি হয় এবং ইহাঁর গর্ত্তে দক্ষের পঞ্চাশৎ কন্যা জন্মে। প্রজাপতির পুত্র ছিল না, এ নিমিত্ত তিনি সুন্দরাবয়ব পঞ্চাশটী কন্যা সকলকে পুত্রিকা পুত্র করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দশ ধর্ম্মকে, সপ্ত বিংশতি চন্দ্রকে, ও ত্রয়োদশ কশ্যপকে, বিধি বিধানানুসারে দান করেন। ধর্ম্ম [illegible] ও কন্যাদের [illegible]

ধর্ম্ম পত্নীদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বয়ম্ভু ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া বুদ্ধি লজ্জা মতি এই সকল ধর্ম্মপত্নী রূপ ধর্ম্মের উপায় করিয়া দিয়াছেন। যথা বিধি লোকযাত্রা প্রবর্ত্তক নক্ষত্র রূপিণী সময়াবগতি হেতু পবিত্রব্রতচারিণী লোক বিখ্যাত অশ্বিন্যাদি সপ্ত বিংশতি চন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী। ব্রহ্মার পুত্র মনু, তাঁহার পুত্র প্রজাপতি। আর ধর ধ্রুব সোম অহঃ অনিল অনল প্রত্যূষ প্রভাস এই অষ্টবসু প্রজাপতির সন্তান। তাহারদের বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিব। তন্মধ্যে ধর ও ব্রহ্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন ধ্রুব ধূম্রার, চন্দ্রমাঃ মনস্বিনীর, শ্বসন শ্বাসার, অহঃ রতার, হুতাশন শাণ্ডিলীর, প্রত্যূষ ও প্রভাস প্রভাতার পুত্র, দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ ধরের পুত্র। লোকবিনাশকারী ভগবান্ কাল ধ্রুবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন, যদ্দ্বারা লোক তেজস্বী হয়. সেই বর্চ্চা সোমের তনয় শিশির। প্রাণ রমণ মনোহরার পুত্র। জ্যোতিঃ শম শান্ত মুনি অহর ঔরসে জন্মে। শরবনাবস্থিত শ্রীমান্ কুমার অগ্নির পুত্র। শাখ বিশাখ নৈগমেয় এই তিন কার্ত্তিকেয়ের অনুজ কৃত্তিকা প্রতিপালিত হইয়া কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হন। মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি অনিলের শুভা নাম্নী ভার্য্যাতে উৎপন্ন হয়। দেবল ঋষি প্রত্যূষের ঔরসে জন্মেন, দেবলের ক্ষমাবান্ মনীষি এই দুই পুত্র হয়। আর যোগাভ্যাস পরায়ণা ব্রহ্ম-বাদিনী বৈরাগ্যশালিনী বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রী সমস্ত জগতে ভ্রমণ করেন, ইহাঁর গর্ভে অষ্টম বসু। প্রভাসের ঔরসে সৌভাগ্য শালী শিল্পপ্রজাপতি দেবসূত্রধর বিশ্বকর্ম্মার উৎপত্তি হয়। শিল্পকর শ্রেষ্ঠ যে বিশ্বকর্ম্মা সহস্র সহস্র শিল্প সর্ব্ব প্রকার অলঙ্কার ও দেবগণের বিমান নির্ম্মাণ করেন এবং যাঁহার শিল্প দ্বারা মনুষ্যেরা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই বিশ্বকর্ম্মাকে মানবেরা সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকে। [illegible] ভগবান্ ধর্ম্ম নরদেহ ধারণ [illegible] ব্রহ্মার দক্ষিণস্তন ভেদ করিয়া নির্গত হন [illegible] কোন গুণ দ্বারা [illegible] লোকের মনোহারী [illegible] ইহা-

রা ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। কামের ভার্য্যা রতি, শমের স্ত্রী প্রাপ্তি, হর্ষের পত্নী নন্দা, লোক সকল ইঁহারদিগকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে দেবাসুরের উৎপত্তি হয়, এই প্রকার লোকের উৎপত্তি ক্রম কীর্ত্তিত হইল। ঘোটকী রূপা মহাভাগা সবিতার ভার্য্যা ত্বাষ্ট্রী অন্তরিক্ষে অশ্বিনীকুমার দ্বয় প্রসব করেন। হে নরনাথ! ইন্দ্র প্রভৃতি দ্বাদশ অদিতির পুত্র, তন্মধ্যে বিষ্ণু সর্ব্ব কনিষ্ঠ, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত লোক অবস্থিতি করিতেছে। এই নবতি দেবতা রুদ্র সাধ্য মরুত বসু ভার্গব ও বিশ্বদেব ইহারদিগের বংশ পক্ষ ও গণ কীর্ত্তন করিব। বিনতানন্দন গরুড়, বলবান্ অরুণ ও ভগবান্ বৃহস্পতি ইহারা আদিত্য মধ্যে পরিগণিত। হে রাজন্! অশ্বিনীকুমার গুহ্যক সমস্ত ওষধি ও পশু সমূহ দেবগণ মধ্যে কীর্ত্তিত, অনুক্রমে ইহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্য সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। ভগবান্ ভৃগু ব্রহ্মার হৃদয় ভেদ করিয়া নির্গত হন। শুক্রাচার্য্য ভৃগুর পুত্র, ত্রৈলোক্য প্রাণ রক্ষার্থ বর্ষাবর্ষ ভয়াভয় বিষয়ে স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ভুবনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। নিরতিশয় বুদ্ধিশালী উত্তরকালোপদেষ্টা মেধাবী ব্রহ্মচারী ব্রতপরায়ণ শুক্রাচার্য্য দেবগণ ও দৈত্যগণের গুরু ছিলেন। বিধাতা তাঁহাকে শ্রেয়ঃ সম্পাদনে নিযুক্ত করিলে পর, তপোধন ভৃগু তপস্বি, ধর্ম্মাত্মা, যশস্বি, অনিন্দিত চ্যবন নামে আর এক পুত্র উৎপন্ন করিলেন, যিনি জননীর দুঃখ বিমোচন জন্য ক্রোধে গর্ভ হইতে নিঃসৃত হন। মনুর কন্যা আরুষী মনীষি এই চ্যবনের পত্নী। মহাযশাঃ অতিশয় তেজস্বী বীর্য্যবান্ বাল্যেই গুণশালী ঔর্ব্ব ইহাঁর ঊরু ভেদ করিয়া উৎপন্ন হন। ঔর্ব্বের পুত্র ঋচীক, ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। মহাত্মা জমদগ্নির চারি পুত্র, তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ রাম, উত্তম গুণ যুক্ত ও সর্ব্ব শস্ত্র শাস্ত্রে প্রবীণ হইয়া ক্ষত্রিয় বিনাশ পুরঃসর শান্তি প্রাপ্ত হন। জমদগ্নি প্রভৃতি ঔর্ব্বের এক শত পুত্র ও সেই পুত্রেরদের সহস্র সহস্র পুত্র পৃথিবীতে বিস্তৃত আছে। ধাতা ও বিধাতা নামে লোকে বিখ্যাত ব্রহ্মার

আর দুই পুত্র আছে, তাঁহারা মনুর সহিত অবস্থিতি করেন। পদ্মরূপ গৃহে অবস্থিতি কারিণী শুভলক্ষণা তাঁহারদের ভগিনীর নাম লক্ষ্মী দেবী। ব্যোমচারি তুরগেরা ইহাঁর মানস পুত্র। [illegible] দেবী বরুণের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা, তাঁহা হইতে দেবতাদের আনন্দজননী সুরা নামে কন্যা ও বল নামে পুত্র জন্মে। অন্নকাম প্রজাগণের অন্যোন্য ভক্ষণ হইতে তথায় সর্ব্বভূত বিনাশি অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, অধর্ম্মের নির্ঋতি নাম্নী ভার্য্যা হইতে [illegible] উৎপন্ন হয় এই নিমিত্ত [illegible] বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। অধর্ম্মের [illegible] পাপকারি ভয়ানক ভয় মহাভয় ও [illegible] মৃত্যু এই তিন তনয়। মৃত্যুর ভার্য্যা বা তনয় কিছুই নাই, যেহেতু তিনি স্বয়ং বিনাশকারী। তাম্রা দেবী যে কাকী শ্যেনী ভাসী ধৃতরাষ্ট্রী শুকী এই পাঁচ কন্যা প্রসব করেন। হে জননাথ! কাকীর গর্ভে কাক, শ্যেনীর গর্ভে শ্যেন, ভাসী হইতে ভাস ও গৃধ্র, সমুদায় [illegible] ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে হংস কলহংস চক্রবাক, আর যশস্বিনী শুকীর গর্ভে শুক জন্মে। কল্যাণগুণ ও সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্ন ক্রোধ পরবশ মৃগী মৃগমন্দা হরী ভদ্রমনা মাতঙ্গী শার্দ্দূলী শ্বেতা সুরভি সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না সুরসা এই নয় কন্যা ক্রোধ সমুদ্ভূত। হে নরোত্তম! মৃগ সমূহ মৃগীর পুত্র। হে পরন্তপ! ভল্লুক ও [illegible] জাতি হরিণ মৃগমন্দার পুত্র। মহাগজ [illegible] ঐরাবত ভদ্রমনা হইতে উৎপন্ন। বেগবান্ বানরেরা হরীর সন্তান। গোলাঙ্গুল নামক বানর বিশেষও হরী হইতে উৎপন্ন। মহাবল সিংহ ব্যাঘ্র দ্বীপি শার্দ্দূলী তনয়, সন্দেহ নাই। হে নরনাথ! মাতঙ্গ সমূহ মাতঙ্গী হইতে [illegible] দ্রুতগামী দিগ্গজ শ্বেতা হইতে [illegible] হে মহারাজ! সুশীলা রোহিণী ও যশস্বিনী [illegible] সুরভির নন্দিনী। হে ভারত! তোমার মঙ্গল হউক। বিমলা এবং অনলা ও সুরভিনন্দিনী। গোসমূহ রোহিণীর সন্তান, অশ্ব সমূহ গন্ধর্ব্বী পুত্র, অনলা হইতে পিণ্ড ফল সপ্ত বৃক্ষ ও শুকী নাম্নী কন্যা জন্মে, কঙ্ক পক্ষী সুরসা হইতে উৎপন্ন হয়। অরুণের ভার্য্যা শ্যেনীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত দুই পুত্র জন্মে, সম্পাতি বীর্য্যবান্ জটায়ুঃ সুরসার সন্তান নাগ, কদ্রুর সন্তান, পন্নগ ও বিনতার সন্তান গরুড় ও অরুণ। হে ধীমন্ নরাধিপ! সমস্ত মহৎ প্রাণিদিগের জন্ম ক্রম বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলাম, যাহা শ্রবণ করিয়া পুরুষ পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় ও সর্ব্বজ্ঞতা ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে।

ভ্রম শোধন

১২৩ সংখ্যক পত্রিকার ৯০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের সপ্তম পংক্তিতে যে " এক " শব্দ আছে, তাহার পরিবর্ত্তে " এ " হইবেক। ও [illegible] পংক্তিতে যে " [illegible] " শব্দ আছে, তাহার পরিবর্ত্তে " [illegible] " শব্দ হইবেক। এবং [illegible] ত্রয়োবিংশতি পংক্তিতে যে " অভিপ্রায়ে " শব্দ আছে, তাহার পরিবর্ত্তে " শুভাভিপ্রায়ে " হইবেক।

[illegible] এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা [illegible] যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী [illegible] যে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় [illegible] মূল্য এক টাকা। ১ [illegible]

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
১২৫ সংখ্যা
পৌষ ১৭৭৫ শক

তৃতীয় কল্প   তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্মস্তোত্র।

আশ্বিনীয়ার্দ্ধ ঋষি।

হে স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর! আমার নিকটে প্রকাশিত হও। এই সংসারের গুরুতর ভার যাহা তুমি আমাকে অর্পণ করিয়াছ, তাহা কেবল তোমার উৎসাহজনক আহ্লাদকর মুখ দর্শন করিয়া বহন করিতে পারিতেছি। যখন আমি তোমার প্রসন্ন বদন দেখিতে না পাই, তখন কি পর্য্যন্ত দুঃসহ পরিতাপ সহ্য করি! তখন সকলই অন্ধীভূত, তমসাবৃত হইয়া যায়, সকলই নীরস বোধ হয়, তখন আপনাকে কতই ভারাক্রান্ত বোধ করি। কিন্তু হে জীবনের জীবন! যখন আমি তোমার সেই উৎসাহজনক প্রফুল্লবদন অবলোকন করি, তখন এই বিশ্ব-সংসার এক অপূর্ব্ব আনন্দ বেশ ধারণ করে; তখন তোমার এই সূর্য্যের প্রভা অত্যুজ্জল ও মধুময় হয়, প্রত্যেক বায়ুর হিল্লোল মধু বহন করে, নদ নদী সকল মধু ক্ষরণ করে, নভোমণ্ডল মধুপ্রাবৃত দেখায়, তখন তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে কোন পরিশ্রমকে পরিশ্রমই বোধ হয় না, তখন আমি সংসারের প্রবল তরঙ্গ মধ্যে তোমাকে নিকটে দেখিয়া অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে থাকি। হে নাথ! হে শান্ত জ্ঞানময়! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ; তোমাকে সকল বস্তু ও সকল জীবে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; তোমাকে যেন আমি সর্ব্বদা জ্ঞাননেত্র দ্বারা দেখিতে পাই। তুমি আমারদিগের উপর নিয়ত করুণা বারি বর্ষণ করিতেছ, অতএব তোমার প্রতি যেন কৃতজ্ঞতা সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান থাকে। তুমি আমারদিগকে স্নেহ ও প্রীতি করিতেছ, আমরা যেন পবিত্র মনে সর্ব্বদা তোমাকে ভক্তি ও প্রীতি করি। হে পরমাত্মন্! তোমাকে যেন আমরা ক্ষণকালের নিমিত্তেও বিস্মৃত না হই।

ধর্ম্মনীতি

১২৪ সংখ্যক পত্রিকার ৮৩ পৃষ্ঠার পর

পিতা মাতার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহা পূর্ব্ব মাসের পত্রিকায় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে,ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য, তাহার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। তাঁহারদের পরস্পর প্রণয়-সংযুক্ত সদ্ব্যবহার যে কিরূপ রমণীয় তাহা বর্ণনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অবনিমণ্ডলে তৎসদৃশ সুখকর ব্যাপার অতীব দুর্লভ।

যদি প্রিয় পাত্রের প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা উচিত হয়, তবে পরম আরাধ্য পিতা মাতার পরম স্নেহাস্পদ স-

স্তানদিগকে প্রীতি করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সন্তানগণের পরস্পর প্রণয় সঞ্চার ও সদ্ব্যবহার সম্পাদন জনক জননীর যেমন তুষ্টি কর, তাহারদের পরস্পর অপ্রণয় ও কলহঘটনা তাঁহারদের তদ্রূপ অসুখ ও অসন্তোষের ব্যাপার। অতএব, ভ্রাতা ও ভগিনীগণের পরস্পরে উচিতমত আচরণ না করিলে, জনক জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহাও সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হয় না। ফলতঃ প্রণয়াস্পদ ও স্নেহাস্পদ সহোদর ও সহোদরার সহিত প্রণয়-পবিত্র বিশুদ্ধ ব্যবহার করা মনুষ্যের নৈসর্গিক ধর্ম্ম ও অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যদি অপরের সহিত মিত্রতা করিয়া অতিশয় প্রণয় হওয়া সুখের বিষয় হয়;—যাহারা প্রথম বয়সে কি ক্রীড়া-ভূমিতে, কি পাঠমন্দিরে, কি [illegible] প্রমোদস্থলে উৎসাহ সহকারে বহু দিন একত্র ক্ষেপণ করিয়াছে, পরে তাহারদের পরস্পর প্রণয়-বদ্ধ থাকিলে সহবাস ও সদালাপ-জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করা যদি অতীব প্রার্থনীয় হয়; তবে যাহারা এক জননীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এক স্নেহময়ী জননীর সুকুমার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া সুধাসম স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়াছে, একত্র আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, ও কথোপকথন করিয়া মনের সুখে কাল হরণ করিয়া আসিয়াছে, একত্র এক উৎসবেই উৎসব প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব হৃদয়ানন্দ চতুর্গুণ বর্দ্ধন করিয়াছে, এবং এক বিপদে বিপন্ন হইয়া একত্রে আর্ত্তনাদ প্রকটন ও অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহারদের পরস্পর প্রীতি-পাশে বদ্ধ থাকিয়া পরম পবিত্র প্রণয়-রসে সহোদর ব্যবহার করা কত দূর কর্ত্তব্য, তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহারদের পরস্পর স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া নরজাতির স্বভাব-সিদ্ধ অসাধারণ ধর্ম্ম; ইহাকে নৈসর্গিক ধর্ম্ম কহে। ইহা শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে।

ভ্রাতা ও ভগিনীগণের পরস্পর প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক পরস্পরের হিতানুষ্ঠান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক হইলেও যে প্রায় সকল পরিবারেই ভ্রাতৃ-বিরোধরূপ বিষম বিষে জর্জ্জরীভূত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। অতিশয় স্বার্থপরতা ইহার প্রবল কারণ। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অতিমাত্র প্রবলতাই ইহার মূলীভূত। যখন লক্ষ লক্ষ লোক এতাদৃশ বিরুদ্ধ-স্বভাব, যে পরধন লোভে লুব্ধ হইয়া চৌর্য্য, প্রতারণা ও দস্যুতা বৃত্তি অবলম্বন করে, তখন দায়াদদিগের সহিত তাহারদের বিরোধ উপস্থিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? পরস্পর প্রতিপক্ষীয় উভয় ভ্রাতার স্বভাব এরূপ বিরুদ্ধ হইলে, তাঁহারা কতক্ষণ নির্ব্বিরোধ ও কলহ শূন্য থাকিতে পারেন? কিন্তু দুঃশীল লোকে বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সারল্য-স্বভাব সুশীল ভ্রাতারাও যে তদনুরূপ অপবিত্র [illegible] অনুরক্ত হইবেন এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে। যে মহাশয় ব্যক্তিরা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন ও বাল্যাবধি জ্ঞানানুশীলনে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য [illegible] রূপ অমৃত [illegible] করিতে [illegible] পারেন। [illegible] তাঁহারদের মধ্যে সকলেরই সকলের অপরাধ মার্জ্জনা করা বিধেয়। সকলেরই স্বীয় স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করা কর্ত্তব্য। দোষাকর স্বার্থপরতাকে স্নেহ ও বাৎসল্য সলিলে বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক। [illegible] পবিত্র ভ্রাতৃ-প্রণয় রূপ [illegible] অভিলাষী হইয়া প্রতারণা ও [illegible] একেবারে বিস্মৃত হওয়াই [illegible] কিন্তু সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি করিতে হইলে, অনেক প্রকার বিবাদ-[illegible] উপস্থিত হইতে পারে। অতএব ভ্রাতৃগণের চিরকাল একান্নে থাকিয়া একত্র জীবন যাপন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া কোন ক্রমেই নির্দ্ধারণ করা যায় না। বরং এক্ষণে মনুষ্যের যেরূপ প্রকৃতি ও জনসমাজের যাদৃশ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এক এক ভ্রাতার স্বীয় স্বীয় কলত্র-

নুযায়ী উপজীবিকা অবলম্বন পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্ত্রী পুত্রাদি সমভিব্যাহারে স্বতন্ত্র অবস্থিতি করাই হিতকারী বোধ হয়। কিন্তু কাহারও কোন আপদ্ বিপদ্ অথবা কোন বিষয়ে অপ্রতুল উপস্থিত হইলে, সে বিপদ্ ও সে অপ্রতুল পরিহারার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন করা তদীয় ভ্রাতৃগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই। স্বীয় সহোদরের এতাদৃশ উপকার করা সদাশয় দয়াশীল ব্যক্তিদিগের স্বভাব-সিদ্ধ গুণ। কিন্তু সমুদায় ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির একত্র সংসৃষ্ট থাকা যে এতদ্দেশীয় লোকের সুখজনক ও নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম আছে, তাহারদের এ সংস্কার তাদৃশ কল্যাণকর বোধ হয় না। এই প্রাচীন প্রথা সম্পূর্ণ সুখদায়ক হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা ভ্রাতৃ-বিরোধ রূপ বিষম বিষ উদ্ভাবিত হইয়া সকল পরিবারকে জর্জ্জরীভূত করে। সুতরাং তাহারদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সেই বিরোধানলে দগ্ধ হইয়া অবশেষে পৃথক্ হইতে হয়। এরূপ বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ দ্বারা হৃদয় বিদারণ করিয়া পৃথক্ হওয়া অপেক্ষায়, অগ্রেই স্বতন্ত্র হওয়া শ্রেয়ঃ। যে স্থলে পরম পবিত্র প্রণয়-প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত থাকা উচিত, সে স্থলে গরলময় কলহ-ঘটনা হওয়া অত্যন্ত ক্লেশকর। যাহারদের পরস্পর আনুকূল্য ও যত্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, তাহারদের পরস্পর প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পরস্পরের অহিত চেষ্টা করা দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয়।

আর উল্লিখিত রীতি বলবর্ত্তী থাকাতে, অন্য অন্য প্রকার অনিষ্টও উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি এক সহোদর সাতিশয় পাপাচরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উৎপাত উপস্থিত করে, তদ্দ্বারা অন্য অন্য সহোদরের অত্যন্ত ক্লেশ, এবং কখন কখন গুরুতর বিপদও উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ রিপুপরায়ণ নরাধমের সহিত সংসৃষ্ট থাকিয়া যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করা শান্ত-স্বভাব পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে কিরূপে কর্ত্তব্য ও আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? তদ্ভিন্ন, বহু গোষ্ঠীর মধ্যে একজন কৃতী ও উপার্জ্জন-ক্ষম হইলে, অপরাপর সকলে তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকে। পরোপজীবী হওয়া ও পরকীয় আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যে অত্যন্ত ঘৃণা ও গ্লানির বিষয়, ইহা অনেকে বিবেচনা করে না। করুণাময় পরমেশ্বর অসীম অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর মানব বর্গের আকস্মিক আপদ্ বিপদ্ উদ্ধারার্থে তাহারদিগের পরস্পর বিবিধ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের কেবল অন্যদীয় অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া চলা কোন মতেই তাঁহার অভিমত নহে। আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমরা স্বকীয় যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। বাস্তবিকও শাস্ত্রে দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পরতন্ত্রতা সমূহ ক্লেশকর, স্বতন্ত্রতাই সুখকর।

[illegible]

কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! পরাধীনতা যে যন্ত্রণাদায়ক ও দুঃখজনক, এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যথার্থ তত্ত্ব আমারদের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্দেশীয় সর্ব্ব প্রকার রীতি নীতিতেই ইহার সমূহ নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। এতদ্দেশীয় এক এক ব্যক্তি ভগিনী, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, দৌহিত্রাদি বহু পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়া যেরূপ ভারগ্রস্ত হয়, তাহা কাহার অবিদিত আছে? পরিজনদিগের মধ্যে অনেকে কপর্দ্দক মাত্র আহরণ না করিয়াও, গোষ্ঠীপালক কোন ব্যক্তির উপর সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কাল হরণ করে। যাহার স্কন্ধে এক মণ লৌহের ভার সহ্য হয় না, তাহার একেবারে দশ মণ ভার বহন করা কিরূপে সুসাধ্য হইতে পারে? ইহাতে তাহারও সমূহ কষ্ট, পরিজন বর্গেরও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ। তাহাকে দুর্ব্বহ-ভারাবনত হইয়া দারুণ দুর্ভাবনায় শরীর জীর্ণ

করিতে হয়। অতএব, যে প্রথা প্রবলা থাকাতে, এই সমুদায় বিষম বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে সুখদায়ক ও নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া নিশ্চয় করা কিরূপে যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে? পরন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য বটে, যদি সহোদর বর্গে পরম পরিশুদ্ধ অকৃত্রিম প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর স্নেহ ও সদ্ভাব প্রকাশ পুরঃসর সপরিবার একত্রে সুখে কাল হরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারদিগকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা-ভাজন বলিতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যের ক্রিয়া-বৃক্ষে এরূপ কল্যাণকর ফল উৎপন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। এতাদৃশ পরম প্রার্থনীয় সুখ-পীযূষ সম্পাদিত হইবার অনধিক কাল পরেই বিদ্বেষ বিষ মিশ্রিত হইতে থাকে।

ভ্রাতৃগণ বাল্যাবধি যাবজ্জীবন একত্র সংসৃষ্ট থাকিয়া এক গৃহে অবস্থিতি করুন, অথবা কৃতী ও উপার্জ্জন-ক্ষম হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাস করুন, তাহারদের পরস্পর স্নেহ ও সদ্ভাব [illegible] পরস্পরের হিতানুষ্ঠানে অনুরক্ত [illegible] সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাতে প্রত্যেকেরই ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ হয়, এবং পরিণামে সংসারের সুখ-প্রবাহ সমধিক প্রবল হয়।

ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের প্রতি স্নেহ, যত্ন ও প্রীতি প্রকাশ করিতে হইলে, তদীয় সন্তানদিগের প্রতিও তদনুরূপ অনুকূল আচরণ করিতে হয়। তাহারদিগের ও পিতৃব্য ও পিতৃব্য পত্নী এবং মাতুল ও মাতুলানী প্রভৃতির প্রতি ভক্তি-সংযুক্ত সদয় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। স্বসম্পর্কীয় লোক যে নিঃসম্পর্কীয় অপেক্ষায় অধিক যত্নের পাত্র, ইহা সকল লোকেরই স্বভাবতঃ হৃদয়ঙ্গম থাকে। যে ব্যক্তি যত নিকট-সম্পর্কীয়, তাহাকে তত স্নেহ-ভাজন ও প্রীতি-জনক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাবাক্রান্ত হইলে বিরোধ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহা মনুষ্য মাত্রেরই অতি গর্হিত অনৈসর্গিক ব্যবহার বলিয়া প্রতীতি আছে। যাঁহারা এক পরিবারস্থ থাকিয়া একত্র বাস করেন, তাঁহারদের মধ্যে এক জনের গুণাগুণে অন্য জনের বিলক্ষণ ইষ্টানিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে। একারণ, তাঁহারদের শান্ত ও সচ্চরিত্র হইয়া পরস্পর সদ্ভাব রাখিয়া পরস্পরের শুভ চিন্তা করা অপেক্ষাকৃত অধিক আবশ্যক। কিন্তু তাঁহারদিগের ও অপরাপর সগোত্র বন্ধুবর্গের পরস্পর কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নিশ্চয় নির্দ্দেশ করা সম্ভবে না। জনসমাজের অবস্থানুসারে এ বিষয়ের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যে রাজ্যের রাজ-নিয়ম এমত সুন্দর ও ন্যায়ানুগত এবং রাজ-কর্ম্মচারীরা এমত সুন্দর রূপে সেই সমস্ত নিয়মানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যে প্রজারা অনায়াসে নির্ভয়ে কাল ক্ষেপ করিয়া ধন প্রাণ রক্ষা করিতে পারে, তথাকার লোকেরা পরস্পর অনুকূলতার তাদৃশ অপেক্ষা রাখে না। তাহারা নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী এক এক উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া যথা তথা অবস্থিতি করিতে পারে। অধিক দূরে অবস্থিত হইলে, ক্রমে ক্রমে স্নেহ ও মমতার খর্ব্বতা হইয়া আইসে, এবং অনধিক পুরুষ গত না হইতেই তাহারা পরস্পর অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত থাকিয়া [illegible] বাস করিয়া থাকে। কিন্তু যে দেশের রাজশাসন সেরূপ সুন্দর ও নিঃশঙ্ককর নহে, তথাকার প্রজারা পরস্পর সাহায্য-সাপেক্ষ হইয়া অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ থাকে। এতাদৃশ এক-গোত্রোদ্ভব ব্যক্তি সকল আপনারদিগকে এক পরিবার জ্ঞান করে, এবং তাহারদের মধ্যে এক জনের কোন বিপদ্ ঘটিলে, অপরাপর সকলে তাহার নিরাকরণার্থ সাধ্যমত চেষ্টা পায়। আরব, তাতার, তুর্কমান ও তাদৃশ অবস্থাপন্ন অপরাপর অনেক জাতির মধ্যে এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর রাজনীতি-সম্পন্ন ইংরেজ ও ফরাসিস্দিগের আচরণ ইহার বিপরীত। তাঁহারা পরস্পর নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র থাকিয়া, স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে সুখসমৃদ্ধি লাভ করিয়া, অপরতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করেন। আত্মবশ হওয়া সুখের বিষয় বটে, কিন্তু

আত্মবশ হইয়া স্নেহ ও বাৎসল্য বিসর্জ্জন করা গর্হিত কর্ম্ম।

প্রভু ও ভৃত্য এ উভয়ের পরস্পর কর্ত্তব্যও গৃহ-ধর্ম্মের মধ্যে গণনা করিতে হয়। সর্ব্বনিয়ন্তার অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে একাল পর্য্যন্ত জন-সমাজের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়া আসিয়াছে, তদনুসারে সর্ব্ব দেশীয় লোকদিগকে প্রধান ও নিকৃষ্ট নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে হইয়াছে। ধন, বিদ্যা, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর বিশেষই এরূপ শ্রেণী ভেদের মূলীভূত। এপ্রকার শ্রেণী ভেদ হইলে সুতরাং কাহাকেও বা সেবক অর্থাৎ ভৃত্য, কাহাকেও বা সেবিত অর্থাৎ প্রভু হইতে হয়। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কেহই স্বতন্ত্র নহে, উভয়ই পরতন্ত্র। উভয়ই পরস্পর সাহায্য-সাপেক্ষ। প্রভু আপনার অর্থ দিয়া ভৃত্যের আনুকূল্য করেন, ভৃত্য তদ্বিনিময়ে পরিশ্রম দিয়া প্রভুর উপকার করে। অতএব ভৃত্যকে হেয় ও জঘন্য জ্ঞান করা প্রভুর পক্ষে উচিত নয়, প্রভুর আজ্ঞায় অবহেলা করাও ভৃত্যের পক্ষে বিধেয় নহে। তাঁহারদের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দুই চারি কথার উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। অগ্রে প্রভুর কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ ভৃত্যের কর্ত্তব্য লিখিত হইতেছে।

ভৃত্যদিগের প্রতি সতত সদয় ব্যবহার করা উচিত। তাহারদিগকে প্রহার ও প্রভুত্ব প্রদর্শন এবং তাহারদের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতে বিহিত নহে। তাহারদের প্রতি এরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে তাহারদের অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত, রোষ ও বিদ্বেষেরই উদ্রেক হইতে থাকে। মান অপমান ও সুখ দুঃখ বোধ সকলেরই তুল্যরূপ, এই পরম কল্যাণকর যথার্থ তত্ত্ব প্রভুদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরূক রাখা আবশ্যক।

"সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে।" ৮

ভৃত্যদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহারদের উপর অত্যাচার করা উচিত নহে। তাহারদের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ, বাৎসল্য, ও সৌজন্য প্রকাশ করা, এবং যখন যে বিষয়ের আদেশ করিতে হয়, তাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃদু বচনে করাই শ্রেয়ঃকল্প। তাহারা যদি প্রভুর কার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া উচিতমত ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারদিগকে বিশিষ্টরূপ যত্ন ও আদর করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহারদের শরীর অসুস্থ ও অস্বচ্ছন্দ হইলে তৎপ্রতীকারার্থে সম্যক্‌রূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তাহারা কোন দুর্বিপাকে পতিত হইলে উদ্ধার করা বিধেয়; তাহারদের ক্লেশ নিবারণ ও অবস্থার উন্নতি সাধনার্থ সুমন্ত্রণা [illegible] করা আবশ্যক। এতদ্দেশীয় অনেক লোকে ভৃত্যদিগের প্রতি যেরূপ কটূক্তি ও কর্কশ ব্যবহার করেন, তাহা অত্যন্ত গর্হিত। তাঁহারা অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি যেরূপ অকথ্য অশ্রাব্য শব্দ সকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ভদ্র লোকের ভদ্রতা গুণের ব্যতিক্রম হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। একারণ এতদ্দেশে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহারদের মধ্যে অনেকেরই সহিত সম্ভাষ ও কথোপকথন করা যথার্থ ভদ্র-প্রকৃতি সুশীল ব্যক্তির পক্ষে কঠিন কর্ম্ম। অন্যের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিলে, যে স্বকীয় স্বভাবকে [illegible] হয়, ইহা তাঁহারদের হৃদয়ঙ্গম নাই।

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহার অন্যথাচরণ দ্বারা সংসারের বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভৃত্যের অহিতাচারে তদীয় স্বামীর যত উৎপাত উপস্থিত হয়, প্রভুর অত্যাচারে ভৃত্যের তত হইতে দেখা যায় না। অপহরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা যে ভৃত্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কর্ম্ম, ইহা বলা বাহুল্য। তাহারা স্বামী কর্ত্তৃক যে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। স্বামীকে সম্যক্ প্রকারে সমাদর করা ও তাঁহার সন্তোষ সাধনার্থ সর্ব্বদা সচেষ্টিত থাকা আবশ্যক। নিতান্ত চাটুকর হওয়া দূষণীয় বটে, কিন্তু ন্যায়ানু-

গত আচরণ দ্বারা প্রভুর সন্তুষ্টি সম্পাদনার্থ যত্নবান্ থাকা কদাপি দোষ নহে; প্রত্যুত, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রভুর কার্য্য নিজ কার্য্য জ্ঞান করা, প্রভুর সম্পদে সম্পদ্ ও বিপদে বিপদ্ বোধ করা, প্রভুর দুঃসময় ঘটিলে সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করা, এবং প্রভুর উপকার করিতে পারিলে, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া প্রফুল্ল ও প্রসন্ন-চিত্ত হওয়া প্রভু-পরায়ণ পুণ্যশীল সেবকের ধর্ম্ম। প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করিয়া আত্ম কার্য্য সাধন করা এবং প্রভু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে যে সময়ে প্রভুর কর্ম্ম করা বিহিত, সে সময় কর্ম্মান্তরে ক্ষেপণ করা অথবা নিরর্থক গল্প করিয়া নষ্ট করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে। প্রভু কোন কার্য্যে প্রেরণ করিলে, অনেকে যে স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে কাল ক্ষেপ করিয়া আইসে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার অত্যন্ত দোষাকর ও ঘৃণাকর। এরূপ আচরণ নিতান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ। প্রভুর কার্য্যে যত্ন ও অনুরাগ থাকিলে, এরূপ ব্যবহার করিতে কোন রূপে প্রবৃত্তি হয় না।

বল্মীক



কোন কোন প্রাণী বাসস্থান নির্ম্মাণ বিষয়ে যেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বে এক পত্রিকায় তাহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে এবং তাহাতে বীবর নামক পশুর বৃত্তান্তও প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু পুত্তিকা নামক কীট এবিষয়ে যেরূপ সুদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, বোধ হয়, অন্য কোন প্রাণী সেরূপ পারে না। তাহারদের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাহারদের বাসগৃহ বল্মীক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

পুত্তিকা নানা প্রকার; তন্মধ্যে এস্থলে যে প্রকার পুত্তিকার বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইতেছে, তাহার নাম সামরিক পুত্তিকা।

সামরিক পুত্তিকা আফ্রিকাখণ্ডে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করিয়া থাকে, এই প্রস্তাবের শিরোভাগে তাহার চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। ঊর্দ্ধাধোভাবে বল্মীক ভেদ করিলে যেরূপ দেখায়, ঐ প্রতিরূপে তাহারই অনুরূপ [illegible] হইয়াছে। যে সকল সামরিক পুত্তিকা বল্মীক প্রস্তুত করে, তাহারদের শরীরের দৈর্ঘ্য এক বুরুলের চতুর্থাংশ অপেক্ষাও ন্যূন, কিন্তু তাহারদের নির্ম্মিত বাসগৃহ সচরাচর ৭।৮ হাত, অনেক অনেক বল্মীক তদপেক্ষাও উচ্চ হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঐ সমস্ত বল্মীক পুত্তিকাগণের শরীর অপেক্ষা যত গুণ উচ্চ, মনুষ্যেরা এপর্য্যন্ত নিজ দেহ অপেক্ষা তত গুণ উচ্চ অট্টালিকা, মন্দির, স্তম্ভাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। এক জন [illegible] ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিত গণনা করিয়া লিখিয়াছেন, এরূপ ইতর বিশেষ করিতে হইলে, পুত্তিকা-প্রস্তুত বল্মীক মিসরদেশীয় অত্যুন্নত পিরামিড্* অপেক্ষায় পাঁচ গুণ উন্নত বলিতে হয়। সেনেগেল্ নামক স্থানের সমীপবর্ত্তী কোন কোন স্থানে একত্র এত বল্মীক দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, যেন সেই সেই স্থানে এক এক খান গ্রাম বসিয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত বল্মীক সমুদায় যেমন উন্নত, উহার নির্ম্মাণ-পরিপাটীও তদনুরূপ। উহার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া দেখিলে, সামরিক পুত্তিকাদিগের নৈপুণ্য ও বৈচক্ষণ্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তাহারদের সুন্দররূপ আহার বিহার সমাধানার্থে বাসগৃহের যেরূপ শৃঙ্খলা আব-

* মিসরদেশীয় কতিপয় অত্যুচ্চ আকার বিশেষ। তথায় ক্ষুদ্র বৃহৎ ৬০/৭০টা পিরামিড আছে। তন্মধ্যে যে টা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, সে টা ৩২১ হাত উচ্চ।

শ্যক, তাহা তাহারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। রাজ-প্রাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, শিশু-শালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি অতি পরিপাটীক্রমে প্রস্তুত করে। প্রকোষ্ঠ সকল খিলান-করা। এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে গমন করিবার নিমিত্ত সুগম পথ প্রস্তুত থাকে। যে যে স্থলে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন করিতে হইলে, কুটিল পথে অনেক বেষ্টন করিয়া গমন করিতে হয়, তাহারা সেই সেই স্থলে এক এক খিলান-করা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া গতায়াতের সুবিধা করিয়া রাখে। এইরূপে তাহারা আপনারদের আবাসবাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তাহার মধ্যে সুখে অবস্থিতি করে। উহা এমত দৃঢ় ও কঠিন, যে ৪।৫ ব্যক্তি উহার উপর দণ্ডায়মান হইলেও ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

সামরিক পুত্তিকাদিগের কার্য্য-প্রণালীও অতি সুন্দর। উহার এমত পরিপাটী, যে উহাকে এক উৎকৃষ্ট রাজ্যের ব্যবস্থা-প্রণালী বলিলেও বলা যায়। ইহারা তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট; শ্রামিক পুত্তিকা, সৈনিক পুত্তিকা ও বিশিষ্ট পুত্তিকা। শ্রামিক পুত্তিকারা গৃহ, পথ, সেতু প্রভৃতি প্রস্তুত করে। সৈনিক পুত্তিকারা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করে, এবং প্রয়োজনানুসারে শত্রু নিবারণার্থে যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহারদের শরীরের আয়তন শ্রামিক পুত্তিকাদিগের শরীরের প্রায় ১৫ গুণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে শ্রামিক পুত্তিকারা কখনও সৈনিক পুত্তিকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, এবং সৈনিক পুত্তিকারাও কদাচ শ্রামিক পুত্তিকার কার্য্যে নিযুক্ত হয় না। বিশিষ্ট পুত্তিকারা না গৃহাদিই নির্ম্মাণ করে, না যুদ্ধ করিতেই প্রবৃত্ত হয়; তাহারা আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেও সমর্থ নহে। কিন্তু তাহারদের শরীর সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত ও উৎকৃষ্ট এবং অঙ্গে পালক উঠিয়া থাকে। তাহারদের শরীরের আয়তন সৈনিক পুত্তিকাদিগের দ্বিগুণ ও শ্রামিক পুত্তিকাদিগের ত্রিংশৎ গুণ। অন্য অন্য পুত্তিকারা তাহারদিগকে সর্ব্ব-প্রধান বলিয়া গণনা করে ও প্রধান পদে অধিকৃত করিয়া রাখে। তাহারা ঐ পদে অভিষিক্ত হইবার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উড্ডীয়মান হইয়া অন্যত্র গমন করে। কিন্তু উড্ডীয়মান হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই পালক সকল পড়িয়া যায়, তখন পক্ষী পতঙ্গাদি আসিয়া তাহারদিগকে আহার করে। কত শতটা নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে পতিত হয়। আফ্রিকা-নিবাসীরা তাহারদিগকে ধরিয়া ভর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করে।

এইরূপে প্রায় সমুদায় বিশিষ্ট পুত্তিকা নষ্ট হইয়া যায়। যদি দুই টি কোন ক্রমে রক্ষা পায়, পূর্ব্বোক্ত শ্রামিক পুত্তিকারা দেখিতে পাইলে, তাহারদিগকে গ্রহণ করিয়া রাজা ও রাজ্ঞীর পদে বরণ করে, এবং এক মৃত্তিকাময় প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করে। পরে যখন রাজ্ঞীর সন্তানোৎপত্তির উপক্রম হয়, তখন এক কাষ্ঠময় প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়; রাজ্ঞী যে সমস্ত অণ্ড প্রসব করে, তাহা সত্বর গ্রহণ করিয়া সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করে।

উল্লিখিত পুত্তিকা-মহিষী সসত্ত্বাবস্থায় যাদৃশ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উহার বস্তিদেশ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া অবশিষ্ট সমুদয় অঙ্গ অপেক্ষায় ১৫০০ অথবা ২০০০ গুণ স্থূল হইয়া উঠে। উহার শরীর স্বীয় স্বামীর শরীর অপেক্ষায় ২০০০ গুণ ভারী হয়, এবং শ্রামিক পুত্তিকাদিগের শরীর অপেক্ষা ২০।৩০ সহস্র গুণ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। এক জন পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, পুত্তিকা-মহিষী এই অবস্থায় ৬০ দণ্ডে ৮০০০০ অণ্ড প্রসব করে। তৎকালে কতক গুলি শ্রামিক পুত্তিকা তাহার নিকট নিযুক্ত থাকে, তাহারা ঐ সকল অণ্ড গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠময় প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করে। ঐ সমস্ত ডিম্ব উদ্ভিন্ন হইয়া যে সকল পুত্তিকা-শাবক উৎপন্ন হয়, শ্রামিক পুত্তিকারা তাহারদিগকে সম্যক্ প্রকারে লালন পালন করে। তাহারদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ যখন যে বিষয় আবশ্যক, তখন তাহা অবাধে সম্পাদন করিয়া থাকে। শাবকগণ এইরূপ লালিত পালিত হইয়া

সক্ষম ও শ্রমক্ষম হইলে, বল্মীক রূপ সুরম্য রাজ্যের কার্য্য করিতে নিযুক্ত হয়।

পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, যদি কোন প্রকারে বল্মীকের কোন স্থান ভঙ্গ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এক টি সৈনিক পুত্তিকা সেই ভগ্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। অনতিবিলম্বে আর ২।৩ টা আগমন করে। তদনন্তর ভূরি ভূরি পুত্তিকা বাহির হইতে থাকে। এইরূপ যত ক্ষণ বল্মীকের উপর আঘাত করা যায় ততক্ষণ সৈনিক পুত্তিকা সকল বহির্গত হইতে থাকে এবং ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া এক প্রকার শব্দ করিতে থাকে। তাহারা আক্রমণকারীকে আক্রমণ করে, দংশন করে ও দূরীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করে। কিন্তু বল্মীকের উপর আঘাত করিতে নিরস্ত হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া বল্মীকে প্রবেশ করে। অনন্তর সহস্র সহস্র শ্রামিক পুত্তিকা বাহির হইয়া ঐ ভগ্ন স্থান পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে লক্ষ লক্ষ পুত্তিকা একত্র কর্ম্ম করিতে থাকে, অথচ কেহ কাহারও কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মায় না এবং এক নিমেষের নিমিত্ত নিজ কার্য্যে নিবৃত্ত হয় না। এক এক টা সৈনিক পুত্তিকা এক এক দশ শ্রামিক পুত্তিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, বোধ হয়, তাহারদের অধ্যক্ষ বা প্রহরী স্বরূপ হইয়া তত্ত্বাবধারণ করে। বিশেষতঃ এক টা সৈনিক পুত্তিকা ভগ্ন স্থানের অতি নিকটে দণ্ডায়মান থাকে; সে এক এক বার শব্দ করে, আর শ্রামিক পুত্তিকারা তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে আর এক প্রকার শব্দ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ত্বরান্বিত হইয়া কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে।

মানবগণ প্রবল বুদ্ধি-বল সত্ত্বেও যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হন, এই সকল ক্ষুদ্র কীট কিরূপে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করে, তাহা আমারদের বুদ্ধির গম্য নহে। কিন্তু যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ মনুষ্যকে অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধি-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি অপরাপর প্রাণীকেও তাদৃশী শক্তি সমর্পণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য ও মহিমা অপার।

১ পৌষ বৃহস্পতিবার শকাব্দঃ ১৭৭০। কলিগতাব্দঃ ৪৯৪৯

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
১২৬ সংখ্যা
মাঘ ১৭৭৫ শক

তৃতীয় কল্প　　তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মনীতি

১২৫ সংখ্যক পত্রিকার ১১০ পৃষ্ঠার পর

সামাজিক ধর্ম্ম

গৃহ-ধর্ম্ম ও আত্ম-নিষ্ঠ কর্ম্মের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, এক্ষণে সামাজিক ধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আপনার প্রতি ও পরিজন বর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করিতে পারিলেও, আমরা ধর্ম্মের ঋণে মুক্ত হইতে পারি না। আমরা বুদ্ধিজীবী সংসারী জীব, চতুর্দ্দিকেই মানব বর্গে পরিবেষ্টিত, তাহারদের সহিত আজন্ম বহু প্রকার সম্বন্ধ-বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছি। মনুষ্য মাত্রেরই তত্তৎ সম্বন্ধানুযায়ী কতক গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমুচিত যত্ন ও উৎসাহ প্রকাশ করা উচিত, নতুবা ধর্ম্মের নিকট পতিত ও পরমেশ্বর সন্নিধানে সাপরাধ হইতে হয়। সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক সেই সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সামাজিক কার্য্যের বিষয় বিচার করিবার পূর্ব্বে জনসমাজের মূল ও স্বরূপের বিষয় কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা আবশ্যক। মনুষ্যগণ পৃথক্ পৃথক্ ইতস্ততঃ ভ্রমণ না করিয়া, কিরূপে পরস্পর সমাজ-বদ্ধ হইয়া, একত্র বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এ বিষয় লইয়া, অনেকে অনেকবিধ পরস্পর-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তৎ সম্প্রদায়ের সবিস্তর বিবরণ করা বিফল। এ বিষয়ে যাহা যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয়, তাহাই লিখিত হইতেছে।

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে আসঙ্গলিপ্সা অর্থাৎ সঙ্গলাভের ইচ্ছা প্রদান করিয়া জনসমাজ সংস্থাপনের অমোঘ সূত্র সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদিগের আসঙ্গলিপ্সা এবং কাম ও অপত্যস্নেহ থাকাতেই যে আমারদিগকে গৃহী হইতে হইয়াছে, এ কথা ইতি পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করা গিয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয় না করিলে, এ সমস্ত সুখময়ী প্রবৃত্তি উচিত মত চরিতার্থ হয় না।

কিন্তু মহীয়সী আসঙ্গলিপ্সা প্রবৃত্তি কেবল পুত্র কলত্রাদি পরিজন বর্গ প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হয় না। জনসমাজস্থ জন-সাধারণই ইহার উপভোগ-স্থল। সুবৃহৎ পরিবার থাকিলেও, মনুষ্যের অনাত্মীয় সংসর্গে প্রবৃত্তি জন্মে। এমন কি, মনোনীত মিত্রগণের সহিত কিছু দিন সহবাস না করিলে, কারণান্তর ব্যতিরেকেও, ম্রিয়মাণ হইতে হয়। পথিকগণ পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া অজ্ঞাত-কুল-শীল, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, অপরিচিত পান্থদিগের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া

যে প্রকার পুলকিত হয়, তাহা অন্যের অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। তৃষ্ণাতুর লোকে সম্মুখে সুস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল সরোবর দৃষ্টি করিয়া যেমন আহ্লাদিত হয়, নিঃসঙ্গ পথিকেরা অদূরবর্ত্তী পান্থশালা অবলোকন করিয়া তদনুরূপ আনন্দ অনুভব করে। সম্প্রদায় বিশেষের পণ্ডিতেরা জনসমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করেন বটে, কিন্তু তাঁহারদের সে উপদেশ পরমাচার্য্য পরমেশ্বরের উপদেশের অনুগত নহে। তিনি আমারদের হৃদয়-ভূমিতে উল্লিখিত আসঙ্গলিপ্সার অঙ্কুর রোপণ করিয়াই এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বাল্য বার্দ্ধক্য সকল কালেই এ প্রবৃত্তি বলবতী দেখিতে পাওয়া যায়। শৈশব কালে, অন্যদীয় সংসর্গের গুণাগুণ কিছুই জানিতে না পারিয়াও, মনুষ্যের মুখাবলোকন করিয়া যেমন আনন্দিত হই, প্রাচীন বয়সে প্রাচীন মণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব বয়সের বৃত্তান্ত সকল পর্য্যালোচনা করিয়াও সেই প্রকার প্রগাঢ় হর্ষ লাভ করি।

যদি দেখিতাম, যখন বিদ্যালয়স্থ বালক সকল মধ্যাহ্ন-কালীন অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষকের নিকট পাঠ সমরণ করে, তখন অনেকে আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক একত্র ক্রীড়া ও কথোপকথনে প্রবৃত্ত না হইয়া পরস্পর বাক্যালাপ ও প্রণয় সম্ভাষণ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিভৃত স্থানে গমন ও অবস্থান করিতেছে, তাহা হইলে, জানিতাম, আমারদের আসঙ্গলিপ্সা পরমেশ্বর-প্রদত্ত স্বভাব-সিদ্ধ বৃত্তি নহে। যদি দেখিতাম, কোন জনাকীর্ণ নগরে বা বিরল-নিবাস পল্লিগ্রামে কিম্বা আরবদিগের জন্ম-ভূমি মরুভূমিতে অথবা বন-বাসী ও পর্ব্বত-নিবাসীদিগের কুটীর মধ্যে কেহ কাহারও সহিত আলাপ, সহবাস, আমোদ এবং পরস্পর প্রণয় ও বাৎসল্য প্রকাশ না করিয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থান পূর্ব্বক ঔদাস্য ভাবে কাল হরণ করিতেছে, তবে জানিতাম, উল্লিখিত আসঙ্গলিপ্সা আমারদের সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নহে। যদি দেখিতাম, যে সমস্ত পথিক অদ্যাবধি কখনও পরস্পরের মুখাবলোকন এবং নাম ও প্রসঙ্গ মাত্রও শ্রবণ করে নাই, তাহারা দৈবাৎ কোন প্রান্তর মধ্যে একত্র সমাগত হইলে, হৃষ্টান্তঃকরণে পরস্পর পরিচয় জিজ্ঞাসা ও দেশ বিদেশীয় বিবিধ ব্যাপার সংক্রান্ত নানা প্রকার কথা বার্ত্তায় মনোনিবেশ না করিয়া, পরস্পরের প্রতি বিমুখ ও বিরক্ত হইয়া, স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য স্থানে গমন করিতেছে, তবে জানিতাম, আমারদের আসঙ্গলিপ্সা ঈশ্বর-প্রেরিত প্রকৃতি-সিদ্ধ বৃত্তি নহে।

চোর ও দস্যু প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি জনসমাজের অতিমাত্র অনিষ্ট সাধন করে, তাহারাও এই সঙ্গ-সুখ-দায়িনী সামাজিকী প্রবৃত্তির বশীভূত। তাহারাও পরস্পর মিত্র সম্বোধন এবং হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক বাক্যালাপ করিয়া থাকে। পরস্পর প্রীতি-বদ্ধ পুণ্যশীল মিত্রেরা পরস্পরের প্রতি অকপট আদর, অকৃত্রিম প্রণয় ও অগম্ভ-সম্ভূত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক যেরূপ অতি বিশুদ্ধ সৌহার্দ্দ-সুখ অনুভব করেন, উল্লিখিত অবিশ্বস্ত পামরদিগের সেরূপ ধর্ম্ম-নিবন্ধন পবিত্র সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই বটে, তথাপি পরস্পর প্রীতি-শূন্য অথবা বিদ্বেষ-যুক্ত হইলেও যত দূর মৌখিক আমোদ প্রমোদ করা সম্ভবে, তাহারা তাহা প্রদর্শন করিয়া মনের মালিন্য গোপন করিয়া রাখে। অতএব, অন্যদীয় সংসর্গ লাভের বাঞ্ছা এরূপ বলবতী, যে যাহারা লোকের প্রতি বিদ্বেষাচরণ করে, তাহারাও লোক-সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না।

অতএব, যখন জগদীশ্বর মনুষ্যের সঙ্গ লাভের অভিলাষ এতাদৃশ প্রবল করিয়াছেন, তখন আমারদের সমাজ-বদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি করা তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত তাহার সন্দেহ নাই। দেশ বিশেষে সম্প্রদায় বিশেষের আচার্য্যেরা সন্ন্যাস গ্রহণের বৈধতা বিষয়ে সহস্র প্রকারে উপদেশ প্রদান করুন, কিছুতেই আমারদের এ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইবার নহে। তাঁহারদের এই অমূলক মত মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক প্রা-
[illegible]

ভারতভূমি, এত দিনে জন-শূন্য অরণ্য হইয়া উঠিত। তাঁহারদের এই অসৎ অভিপ্রায় পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ের অনুগত নহে, অতএব বালুকাময় শিথিল সেতুর ন্যায় অবশ্য এক দিন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। প্রবল জ্ঞান-প্রবাহ মনুষ্যের মানস-ভূমি প্লাবন করিয়া, শীঘ্র বা কাল-বিলম্বে, সমুদায় ভ্রমাঙ্কুর উন্মূলন করিয়া ফেলিবে।

আমারদের অপরাপর মনোবৃত্তিও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পরমেশ্বর মনুষ্যের যাবতীয় বৃত্তিকেই জনসমাজের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যের দুঃখ হরণ ও সুখ সম্বর্দ্ধন করা উপচিকীর্ষার কার্য্য। পাত্র বিশেষে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও সমাদর করা ভক্তি বৃত্তির কর্ত্তব্য। পরস্পর প্রতিপক্ষদিগের ন্যায়ান্যায় বিচার করা ন্যায়-পরতার উদ্দেশ্য। কিন্তু জনসমাজে অবস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে লোক-পরিবেষ্টিত না হইলে, এই সমস্ত প্রধান প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার যথেষ্ট স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল পরিজন বর্গও ইহারদিগকে পর্য্যাপ্তরূপে চরিতার্থ করিতে পারে না, জনসাধারণের সহিত সংস্রব থাকা আবশ্যক।

জগদীশ্বর মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি সমুদায়কেও জনসমাজের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা পরস্পর আলাপ করিয়া মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিব এই উদ্দেশে পরমেশ্বর আমারদিগকে বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। আমরা অন্যান্য লোকের দৃষ্ট, শ্রুত ও পরীক্ষিত ব্যাপার সমুদায় বিচার করিয়া তৎ সমুদায়ের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিব এই অভিপ্রায়ে তিনি আমারদিগকে অনুমিতি ও উপমিতি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ পরস্পর মিলিত ও সমাজ-বদ্ধ না হইলে, বিদ্যা, ধর্ম্ম, ব্যবসায়াদিরই বা কিরূপে উৎপত্তি ও উন্নতি হইত? সকলে সমবেত হইয়া সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সচেষ্ট না হইলে, পাঠশালা, ধর্ম্মশালা, অতিথিশালা, আরোগ্যশালা, সংবাদপত্রিকা, জ্ঞানপত্রিকা, ধর্ম্ম-পত্রিকা প্রভৃতি কিছুই উৎপন্ন ও উন্নত হইত না। কি বিদ্যার্থে, কি ধর্ম্মার্থে, কি বাণিজ্যার্থে, কি রাজশাসন সম্পাদনার্থে, কি অন্যাদৃশ সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানার্থে, কোন বিষয়েই সমাজ সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরকে পানীয় প্রদান, পীড়িতকে ঔষধ বিতরণ, ভক্তি-ভাজনকে ভক্তি করণ, পরস্পর ন্যায়াচরণ ও অন্যায় স্থলে ন্যায় সাধন ইত্যাকার বিবিধ প্রকার পরম পবিত্র পুণ্য সরোবর নিঃশেষে শুষ্ক হইয়া যাইত। লোকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া পশুগণের অপেক্ষা অপকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইত, হয় তো, কিছু দিবস দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া একেবারে উচ্ছেদ-দশায় উপনীত হইত। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে স্বভাবতঃ সমাজ-প্রিয় করিয়া এ সমস্ত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এককালে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মানব জাতিকে এক প্রকার সামাজিক জাতি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারদিগকে জনসমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে উপদেশ দেওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। তাঁহারদিগকে ঔদাসীন্য অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্য প্রবেশ করিতে উপদেশ দিলে, অবনীকে অরণ্যবৎ করিবারই উপদেশ প্রদান করা হয়।

অতএব, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতির ন্যায় মনুষ্যেরও যে পরস্পর সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য, ইহা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইল। জনসমাজের প্রতি মনুষ্যের কি কি কর্ত্তব্য অবধারিত আছে, এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। সেই সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের নাম সামাজিক কর্ম্ম।

জন সমাজের শুভ কর কার্য্যে পরিশ্রম করা এক প্রধান সামাজিক কার্য্য। মনুষ্যেরা সর্ব্ব প্রকার পরিশ্রম বিষয়েই পরস্পর সাপেক্ষ এবং জনসমাজের মঙ্গল সাধনই যাবতীয় প্রকার বিহিত পরিশ্রমের উদ্দেশ্য, এই নিমিত্ত পরিশ্রমকে পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের অনুমোদিত সামাজিক কর্ম্মের মধ্যে গণিত করা উচিত। মনুষ্যেরা পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অযত্ন-সম্ভূত

অন্নাচ্ছাদন ও স্বভাব-জাত বাসস্থান প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারদিগকে নিজ যত্নে ঐ সমুদায় আহরণ ও নির্ম্মাণ করিতে হয়। জগদীশ্বর যেমন ঐ সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা মনুষ্যের পক্ষে আবশ্যক করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারদিগকে তদুপযোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া এবং বাহ্য বস্তু সমুদায় তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া সঙ্কেতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, মনুষ্য আপনার শরীর ও মন সঞ্চালন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবেন। তিনি এই অশেষ কল্যাণকর অনুমতি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা পালন করিলেই সুখ, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ।

অনেকে পরিশ্রম কেবল ক্লেশের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত ভ্রান্তির কর্ম্ম। কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের চরম ফল। পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকসিত-পুষ্প-পরিপূর্ণ মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুচিক্কণ-চিত্ত-রঞ্জন-পর্ণ-পরিপূর্ণ কানন-শ্রেণি, তড়িৎ-সমবেগ-বিশিষ্ট বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ, ধর্ম্মশাসন-সংস্থাপক পবিত্র বিচার-স্থান, জ্ঞান রূপ রত্নাকরের আকর স্বরূপ বিদ্যা-মন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানীগণের জ্ঞান-সমষ্টি স্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার সমুদায় শুভকর ব্যাপারই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম মহিমা পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পরিশ্রম যে পরিণামে সুখোৎপাদন করে, ইহা বিবেচক লোকেরা সহজেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেক দেশের অনেক গ্রন্থকার আলস্যের ভূয়োভূয় নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহা যে কেবল পরিণামে সুখোৎপাদক এমত নহে, কর্ম্ম করিবার সময়েও বিশুদ্ধ সুখ সমুদ্ভাবন করে। অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই স্ফূর্ত্তি লাভ ও হর্ষোদয় হইয়া থাকে। শরীর চালনায় যে কিরূপ দুর্লভ সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা শিশুগণ বিশিষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা মুহূর্ত্ত মাত্রও স্থির থাকিতে ভালবাসে না; গমন, ধাবন, কুর্দ্দন করিতে পারিলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। যাঁহারা প্রতি দিবস ৭।৮ ঘণ্টা নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, বিনা পরিশ্রমে এক দিবস ক্ষেপণ করাও তাঁহারদের পক্ষে সুকঠিন বোধ হয়। শরীর সঞ্চালিত না হইলে, পীড়িত হইয়া ক্লেশ প্রদান করে। যাঁহারা এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, যে তাহাতে অঙ্গ সঞ্চালনের আবশ্যকতা নাই, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা তাঁহারদিগকে ব্যায়াম অথবা অন্যবিধ অঙ্গ চালনা করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। শরীরের ন্যায় মনেরও চালনা করা আবশ্যক, নতুবা মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে, সুতরাং তেজস্বিনী মনোবৃত্তি পরিচালন দ্বারা যে প্রকার প্রগাঢ় সুখের উৎপত্তি হয় তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়। আমারদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সুখ-সলিলের এক একটি পবিত্র প্রস্রবণ স্বরূপ। তাহারদিগকে যথা বিধানে চালনা করিয়া যত সতেজ করা যায়, সেই প্রমাণ প্রবল সুখ-ধারা উৎপাদিত হইতে থাকে। অতএব, পরিশ্রম যে আবশ্যক ও বিধেয়, ইহা আমারদের প্রকৃতি-পটে সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে। এক একটি শিরা ও এক একটি মনোবৃত্তি তাহার এক একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় অক্ষর স্বরূপ।

কেহ কেহ শারীরিক কর্ম্মকে নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। লোকের কেমন বিপরীত বুদ্ধি, তাঁহারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী আবশ্যক হিতকারী কর্ম্ম ক্লেশকর অপকৃষ্ট কর্ম্ম বিবেচনা করেন, অনাবশ্যক অলীক কার্য্য সমুদায় ভদ্র লোকের যোগ্য সুখদায়ক ব্যাপার বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম ইতর কর্ম্ম বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পশু বধ করা সদ্বংশ-জাত সম্ভ্রান্ত লোকের অযোগ্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন না। ভদ্র এই আখ্যাধারী মহাশয়েরা যৎ সামান্য জলাশয় তটে উপবিষ্ট ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিত হইয়া, এবং দুঃসহ চাকচিক্যময় জল-পৃষ্ঠোপরি ভ্রমমান শ্বেতবর্ণ [illegible] প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া, অশেষবিধ [illegible]

পদার্থদের উপযুক্ত কর্ম্ম বোধ করেন, কিন্তু জনসমাজের উপকারী অত্যাবশ্যক কর্ম্ম সমুদায়কে কেবল কষ্টদায়ক নীচ বৃত্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন। যে সময়ে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবল থাকে, তখন তাঁহাকে উচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিতে দৃষ্টি করা যায়, আর যখন তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া উঠে, তখন পশুবৎ নিকৃষ্ট ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া নিকৃষ্ট জীবের ভাব গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু অবিবেচক অদূরদর্শী মনুষ্যদিগের এই সমস্ত অনিষ্টকর কুসংস্কার করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মের অনুগত নহে। যখন লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তখন তাহা কোন ক্রমেই ঘৃণার বিষয় নহে। যাহা তাঁহার নিয়মের প্রতিকূল, তাহাই নিন্দনীয়। তাঁহার নিয়মের অনুকূল ব্যবসায় আদরণীয় ব্যতিরেকে কদাচ নিন্দনীয় হইতে পারে না। আর তাঁহার নিয়মানুগত কার্য্য সুখকর ভিন্ন কখনও ক্লেশকর নহে। যে কর্ম্মে যত প্রকার মনোবৃত্তি নিযুক্ত হয়, তাহার অনুষ্ঠানে তত সুখোদয় হয় এবং তাহাতে যত প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চরিতার্থ হয়, তদ্দ্বারা তত বিশুদ্ধ সুখ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। পরিবার প্রতিপালন অথবা কোন সামাজিক কার্য্য সাধনার্থ যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহাতে অনেকানেক মনোবৃত্তি নিয়োজিত হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি রূপ প্রধান বৃত্তি সকলও চরিতার্থ হয়; কারণ ঐ উভয় বিষয়ই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত এবং তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করা বুদ্ধিবৃত্তিসাপেক্ষ। যে ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয়, এবং অন্যের উপাসনা [illegible] করিয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা নিন্দনীয় বৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় পরম পবিত্র ধর্ম্ম। স্বহস্তে হল চালনা করাও দূষ্য নহে, [illegible] ব্যবহার করাও নিন্দনীয় নহে; এতদ্দেশীয় [illegible] লোকে যে সমস্ত উপাধিক-লাভ-দায়িকা অর্থকরী বৃত্তিকে প্রধান বৃত্তি বলিয়া জানেন, তৎ সমুদায়ই দূষ্য ও নিন্দনীয়। ন্যায়পথাশ্রয়ী সরল-স্বভাব কৃষক অন্যায়োপজীবী লক্ষপতি অপেক্ষায় সহস্র গুণে আদরণীয় ও পূজনীয়। এরূপ ধর্ম্ম-পরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ্দ-বিশিষ্ট পবিত্র পর্ণ কুটীরের নিকট অধর্ম্মোপজীবী মহীপতির অশ্ব-রথ-শোভিনী চিত্ত-চমৎকারিণী প্রাসাদ-শ্রেণীও মলিন বোধ হয়। এরূপ ঋজু-স্বভাব বুভুক্ষু কৃষকের কদলী-পত্র-স্থিত, নিরুপকরণ, সলবণ তণ্ডুল-গ্রাস পর-ধনাপহারী, বৈভবশালী ধনাঢ্যদিগের স্বর্ণ-পাত্রারূঢ়, সৌগন্ধ-পরিপূর্ণ, সুমিষ্ট ভোগ অপেক্ষা সহস্র গুণে বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর। বহু কালাবধি এতদ্দেশীয় লোকদের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা ন্যায় বিরুদ্ধ কুৎসিত কৌশলে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন, পরোপজীবিকা অবলম্বন করিয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইবেন, অনাহারে শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করিবেন, তথাচ ঈশ্বরানুমত ধর্ম্মানুগত শিল্প-কর্ম্ম করিতে সম্মত হইবেন না।

নিয়মিত পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনক ও সুখজনক বটে, কিন্তু উহার আতিশয্য অত্যন্ত অনিষ্টকর। ফলতঃ, নিয়মাতীত অতিরিক্ত পরিশ্রম করাতেই, লোকের উহা কষ্টদায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সংসারে এ বিষয়ে অতিশয় অব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা প্রতি দিবস ৩০।৩৫ দণ্ড কর্ম্ম করিয়া কষ্টসৃষ্টে দিন পাত করিতেছে, কেহ বা ৪ দণ্ড কালও নিয়মিত পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত নহে কিন্তু এ উভয়ই অনিষ্টকর। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সম্ভবমত পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনি গর্হিত। তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয় এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলও তেজোহীন হইতে থাকে। মনুষ্য কেবল একরূপ কর্ম্ম করিয়া আয়ুঃ ক্ষয় করিবেন ইহা কদাচ পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তিনি আমারদিগকে নানা প্রকার শুভকরী প্রদান করিয়াছেন, অতএব প্রতিদিবস তৎ

সমুদায় সঞ্চালন করিয়া শরীর ও মনের উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। প্রতি দিবসই জীবিকা নির্ব্বাহে কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া অবশিষ্ট কাল জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ও পবিত্র প্রমোদ সম্ভোগে যাপন করা বিধেয়। যখন এইরূপ ব্যবহার করিতে পারিবে, তখন জানিবে, যে যে অত্যুৎকৃষ্ট পবিত্র পথ পর্য্যটন করিলে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পথে অগ্রসর হইতেছ।

জগদীশ্বর ইতর জন্তুদিগকে যে সকল বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহারা তৎ সমুদায় চালিত ও চরিতার্থ করিয়া চলিতেছে। তাহারদের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে যেরূপ কর্ম্ম করা উচিত, তাহারা সেইরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহারা তাবৎই সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেবল মনুষ্যই এ বিষয়ে সংশয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি উৎকৃষ্ট স্বভাব লাভ করিয়াও এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আপনার নিকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদনার্থে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণ জলাঞ্জলি দিতেছেন। কত শত ব্যক্তি স্ব স্ব প্রধান প্রবৃত্তি সকলকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছেন।

যে জনসমাজে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ভোগাভিলাষী ব্যক্তিরা সংসারের কোন প্রকার উপকার না করিয়া স্তূপাকার ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী ভোগ করিতেছেন, এবং নির্ধন লোকে তাঁহারদের ইন্দ্রিয়-সেবা সাধনার্থে প্রতি দিন ৩০।৪০ দণ্ড পরিশ্রম করিয়া শরীর নিপাত করিতেছে, তাহার ব্যবস্থা-প্রণালীর কোন স্থানে না কোন স্থানে কোন প্রকার দোষ অবশ্যই প্রবিষ্ট আছে তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা পর্য্যায় ক্রমে কেবল ক্লেশ ও নিদ্রা এই দুই বিষয়েরই সেবা করে। তাহারদের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চির নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। অন্য অন্য শিল্প-যন্ত্রের ন্যায় তাহারদিগকেও এক একটি যন্ত্র বলিলে বলা যায়। যদি জ্ঞান বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বৃদ্ধিই মনুষ্যের প্রধান লক্ষণ হয়, তাহা হইলে জনসমাজের এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আহার পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রতি দিন কিঞ্চিৎকাল কর্ম্ম করা আবশ্যক বটে, কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মানুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শরীর সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত যে প্রমাণ ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী আবশ্যক, তাহা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে অধিক পরিশ্রম আবশ্যক করে না। মনুষ্যেরা আপনারদের অতি প্রবল ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ অনাবশ্যক দ্রব্যও আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছেন। সেই সমুদায় আহরণার্থে ভোগাভিলাষীদিগকে যেমন অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয়, যাহারা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করে তাহাদিগকেও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। যদি লোকে ঐ সমস্ত নিষ্প্রয়োজন দ্রব্য পরিত্যাগ করে এবং সকলে প্রতি দিবস ন্যূনাধিক এক প্রহর-কাল পরিশ্রম করে, তাহা হইলে সুখ স্বচ্ছন্দে লোকযাত্রা নির্ব্বাহের কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

সকলেরই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহার্থে সাধ্যানুসারে কর্ম্ম করা উচিত এবং যে সমস্ত জীব সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহারদের মধ্যে প্রত্যেকের স্বীয় সমাজের কোন না কোন প্রকার হিতকারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়, এই কল্যাণকর নিয়ম সর্ব্বত্রই প্রচলিত দেখা যায়। জগৎ পিতা জগদীশ্বর যাবতীয় জন্তুকেই তদুপযোগী সামর্থ্য দিয়াছেন। সকল সিংহই আপন আহার অন্বেষণ করে এবং প্রত্যেক বীবরই নিজ নিকেতন নির্ম্মাণ বিষয়ে সহায়তা করে। যে সকল জীব শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া এক এক শ্রেণী এক এক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে, তাহারদের মধ্যে একটিও বিনা পরিশ্রমে কালহরণ করে না, সুতরাং অন্যদীয় আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। মধুমক্ষিকাদিগের মধ্যে কতক গুলি মধু আহরণ করে, অপর কতক গুলি মধুক্রম নির্ম্মাণ করে, অবশিষ্ট কতক গুলি মধু সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে। কিন্তু [illegible] বিষয়ে মনুষ্যেরা এই নিয়ম প্র-

অক্ষ-সিদ্ধ ব্যাপার দেখিয়াও স্পষ্টাভিপ্রায় অবগত হইবেন না, এবং আপন প্রকৃতিও পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, উল্লিখিত ভোগাভিলাষী মহাশয়দিগের এবং পরোপজীবী নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদিগের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, তাহারদের পরিপোষণার্থে অপর ব্যক্তিদিগকে তত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবেক। সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুরূপ কর্ম্ম করিলে, সকলেরই ভারের লাঘব হয়। কিন্তু কেবল স্বহস্তে হলচালনা ও খনিত্র ব্যবহার না করিলে সংসারের উপকার করা হয় না এমত নয়। ধনশালী মহাশয়েরা আপনারদের অর্থ ব্যয় ও বুদ্ধি পরিচালন করিয়া সহস্র প্রকারে লোকের উপকার করিতে পারেন। বাস্তবিকও, তাঁহারদের এই উভয় উপায় দ্বারা জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক। কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম উভয়ই সংসারের অশেষ হিতকারী। যাঁহারা বুদ্ধি-বলে নূতন শিল্প-যন্ত্র প্রস্তুত ও তৎ সম্বন্ধীয় কোন অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারের মহোপকারী মহাশয় মনুষ্য। যাঁহারা বাচনিক উপদেশ অথবা গ্রন্থ রচনা করিয়া লোকের ভ্রম নিবারণ, চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারা ভূলোকের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য। যেমন উষা কালের সুকুমার অরুণ প্রভা পূর্ব্ব প্রদেশে প্রকাশিত হইয়া উত্তরোত্তর সমস্ত পশ্চিম প্রদেশে বিস্তীর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ সমস্ত মহানুভাব মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রভাব দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতে থাকে।

ধনশালী মহাশয়েরা যে স্বকীয় ভোগাভিলাষ খর্ব্ব করিয়া জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করেন না, ইহা তাঁহারদের মনের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অতিমাত্র উত্তেজনারই কার্য্য। ইহা তাঁহারদের [illegible] অবস্থার মধ্যে [illegible] তাঁহারদের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিকটে পরাভূত হইয়া রহিয়াছে। এতদ্দেশীয় ধনবান্ ব্যক্তিরা অনেকেই যাদৃশ অলীক ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করেন এবং যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা স্মরণ হইলে, দুঃসহ দুঃখ-তাপে তাপিত হইতে হয়, এবং একবার স্বদেশের প্রতি বিরক্ত হইয়া স্বজাতীয় লোককে ধিক্কার দিতে হয়। কোন কোন ধনি-সন্তানের জীবন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে বোধ হয়, তাঁহারদের ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ না করাই মঙ্গল ছিল।

মেঘ

জল উষ্ণ হইয়া কিরূপে বাষ্প হয়, পূর্ব্বে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। ঐ সকল বাষ্প ঘন হইলেই মেঘ হয়। মেঘ সচরাচর ২ অথবা ২।। ক্রোশের অধিক উঠিতে পারে না। এমন কি, অনেক মেঘ ১।। ক্রোশ পর্য্যন্তও উত্থিত হয় না। বৃষ্টির সময়ে কত খান মেঘ কেবল অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ঊর্দ্ধে থাকিয়া জল বর্ষণ করে। এই নিমিত্ত, উচ্চ পর্ব্বত আরোহণ করিলে, অধোদিকে মেঘের চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়। ৪।৫ ক্রোশ উপরের বায়ু [illegible] তথায় মেঘ ও বাষ্পের [illegible]।

মেঘের উৎপত্তি বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণত্বের উপর নির্ভর করে। জল যত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে ততই বাষ্প উঠিতে থাকে। এই নিমিত্ত প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে অধিক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অধিক দূর উত্থিত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরিস্থিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, কেবল অত্যন্ত লঘু প্রযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ সমূহ বাষ্প-রাশি আকাশ মণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে এমত সময়ে যদি কোন দিক্ হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ জন্মায়। এইরূপ অন্য অন্য কারণেও বায়ুর উষ্ণতা হ্রাস ও শৈত্য বৃদ্ধি হইয়া মেঘ উৎপাদন করে। দিবাবসান কালে সূর্য্যের তেজ হ্রাস

হয়, এই নিমিত্ত সে সময়ে সতত মেঘ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উপরিস্থিত বায়ু অধঃস্থিত বায়ু অপেক্ষায় শীতল, এই হেতু যে সমস্ত বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, তাহা উপরে উঠিয়া ঘন হইয়া মেঘ জন্মায়।

উপরে প্রতিক্ষণ নানা দিকে নানা প্রকার বায়ু-প্রবাহ বহিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মেঘ সমুদায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া অশেষ বিধ আকার ধারণ করে। এক নিমেষের নিমিত্তেও স্থির নহে, সর্ব্বদাই তাহাদের কোন না কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। যেরূপ অদৃশ্য সূক্ষ্ম বাষ্পের সহিত শীতল বায়ু মিশ্রিত হইলে, সেই বাষ্প ঘন হইয়া মেঘ উৎপাদন করে, সেইরূপ আবার, উৎপাদিত মেঘে উষ্ণ বায়ু লাগিলে, সেই মেঘ বিক্ষিপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এক এক খান মেঘ উঠিতে উঠিতে যে অন্তর্হিত হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই।

সমুদায় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল-কণা সমূহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া নানা প্রকার মনোহর বর্ণ উৎপাদন করে। সূর্য্য-কিরণে নীল, পীত, লোহিত, হরিত, পাটল প্রভৃতি নানা প্রকার বর্ণ আছে। বহু-কোণ-বিশিষ্ট কাচে ও অন্য অন্য কোন কোন বস্তুতে সূর্য্য কিরণ পাতিত করিয়া ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখান যায়। বেলোয়ারি ঝাড়ের কলমে রৌদ্রের আভা পতিত হইয়া যে নানা বিধ বর্ণ উৎপাদন করে, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। গগন-মণ্ডলস্থ মেঘাবলির বিচিত্র বর্ণও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর এই কয়েক বর্ণের মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়, শ্বেত, পীত, লোহিত, পিঙ্গল ও ধূসর। হরিত বর্ণ মেঘও পরম সুদৃশ্য, কিন্তু অতি বিরল। সায়ংকালীন জলদ-জালের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া কে না মোহিত হয়?

রামধনুর পরম সুন্দর শোভাও এইরূপে সমুদ্ভূত হয়। পূর্ব্বোক্ত বহুকোণ কাচের ন্যায়, বৃষ্টি কালীন জল-কণা সমূহে সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইলেও তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কিরণ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উহার এক একটি জল-কণা এক এক খানি বহু-কোণ কাচ স্বরূপ। এইরূপ বহু সংখ্য জলবিন্দু একত্র হইয়া রামধনু উৎপাদন করে। নভোমণ্ডলের যে ভাগে সূর্য্য মণ্ডল অবস্থিত থাকে, তাহার বিপরীত ভাগে রামধনু দৃষ্ট হয়। সূর্য্য-কিরণের ন্যায় চন্দ্র-কিরণেও রামধনু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু চান্দ্র রামধনুর বর্ণ সৌর রামধনুর তুল্য রূপ উজ্জ্বল নহে। লোকে উহাকে রামধনু ও ইন্দ্রধনু উভয়ই বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা কাহারও ধনু নহে। জল-কণা সমূহে সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া ঐরূপ মনোহর আকার উৎপন্ন হয়। যিনি এই অত্যাশ্চর্য্য অচিন্ত্য বিশ্ব-কার্য্যের সর্ব্ব স্থানে সুললিত সৌন্দর্য্য-সুধা বর্ষণ করিয়াছেন, উহাতে কেবল তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

মেঘ কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-কণা ব্যতিরেকে যে আর কিছুই নহে, ইহা পূর্ব্বে এক বার উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ জন্মায়, সেইরূপ, মেঘ শীতল হইলে, তাহার অণু সমুদায় ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া পড়ে। যে মেঘের ভার যে স্থানের বায়ুর ভারের সমান, সেই মেঘ সেই স্থানে অবস্থিত থাকে। পরে কোন হেতু বশতঃ শীতল হইলেই, ঘনীভূত ও ভারাক্রান্ত হইয়া জলধারা রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাকেই বৃষ্টি কহে। অতএব বৃষ্টির নিয়ম অতি সহজ। ইহা জানিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।

সমুদ্র ও জলাভূমি হইতে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়, এই নিমিত্ত তত্তৎ স্থানে ও তাহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। পর্ব্বত-শিখর অপেক্ষাকৃত শীতল, অতএব, যে সকল মেঘ চলিতে চলিতে পর্ব্বত-শিখরে গিয়া অবস্থিত হয়, তাহা শীতে ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত পর্ব্বতেও অধিক জল বর্ষণ হইয়া থাকে। যে পর্ব্বত সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ষণ হয়, এবং যে পর্ব্বত

সমুদ্রতট হইতে দূরবর্ত্তী, তাহাতে তদপেক্ষা অল্পতর বৃষ্টিপাত হয়।

পৃথিবী হইতে নিয়তই বাষ্প উঠিতেছে। ইহাতে স্থানে স্থানে এরূপ ঘটিয়া থাকে, যে যখন সূর্য্য-মণ্ডল অস্তগত অথবা মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, এবং তৎপ্রদেশীয় বায়ু বাষ্প-পুঞ্জে পরিপূর্ণ থাকে, সে সময়ে যদি পৃথিবী হইতে আরও বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা হইলে উহা অধিক দূর উত্থিত হইতে না পারিয়া, শীতল বায়ু সংস্পর্শে, জল হইয়া পড়ে। অনেকে কোন কোন পর্ব্বত আরোহণ করিয়া দেখিয়াছেন, তৎকালে তথায় জল-বিন্দু সকল উপর হইতে পতিত না হইয়া চতুঃপার্শ্বে উদ্ভূত হইতে লাগিল।

বায়ু-প্রবাহের ইতর বিশেষ দ্বারা বৃষ্টিপাতেরও অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এতদ্দেশেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, এ নিমিত্ত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ প্রভৃতি যে কয়েক মাস দক্ষিণ দিক্ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তত্তৎ মাসে উল্লিখিত সমুদ্রোৎপন্ন মেঘ সমুদায় ঐ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ভারতভূমির উপর প্রচুর বারি বর্ষণ করে। এই প্রবল বায়ু কয়েক মাস প্রবাহিত থাকাতে, ভারতবর্ষে বর্ষাকাল, শীত বসন্ত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ন্যায়, এক স্বতন্ত্র ঋতু বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। ইংলণ্ডে ও তাদৃশ অন্য অন্য শীতল প্রদেশে এরূপ স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতু নির্দ্দিষ্ট নাই; তত্তৎ প্রদেশে বার মাসই বৃষ্টি হইয়া থাকে। এতদ্দেশে কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণ-বায়ু স্থগিত হইয়া উত্তরীয় বায়ু আরব্ধ হইলে, জল বর্ষণও এক প্রকার স্থগিত হয়; কারণ ভারতবর্ষের উত্তর দিকে তাদৃশ মেঘোৎপত্তির উপায় নাই।

পর্ব্বতাদি দ্বারা বায়ুর প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত হওয়াতেও বৃষ্টিপাতের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যে বায়ু-প্রবাহ দ্বারা ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর খণ্ডে মেঘ সঞ্চালিত ও বারি বর্ষিত হয়, তাহা প্রথমতঃ পশ্চিম-দক্ষিণ হইতে বঙ্গীয় অখাতের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। পরে যখন হিমালয় ও তৎ সন্নিহিত দক্ষিণ দিকস্থ পর্ব্বতের নিকট উপনীত হইয়া তদ্দ্বারা প্রতিহত হয়, তখন আর উত্তরাংশে গমন করিতে না পারিয়া ক্রমাগত পশ্চিমোত্তর ভাগে চলিতে থাকে; পশ্চিমোত্তর ভাগে বহিতে বহিতে যখন হিন্দুকোহ্ নামক পর্ব্বতে উপনীত হয়, তখন তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার প্রতিরুদ্ধ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রকারে সুলিমান্ নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার প্রতিহত হয়।

যদি কোন পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তাহা হইলে, তত্রস্থ মেঘ সমুদায় তদ্দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া অন্য অন্য নিম্ন স্থানে গিয়া বারি বর্ষণ করে। যদি সেই সমস্ত স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়, তাহা হইলে ঐ মেঘ ঘনীভূত না হইয়া বরং লঘু হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে বৃষ্টি হয় না। এই কারণ ইউরোপের দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী ভূমধ্যসমুদ্র হইতে যে সমস্ত বাষ্প উৎপন্ন হইয়া মিশর দেশের উপর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, তাহা উল্লিখিত মিশর দেশের উপরে ঘনীভূত ও বর্ষিত না হইয়া উত্তরোত্তর দক্ষিণ দিকেই চলিয়া যায়। পরে যখন আবিসিনিয়ার পর্ব্বতময় উন্নত প্রদেশে উপস্থিত হয়, তখন জল হইয়া বর্ষিত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত মিশর দেশে সর্ব্বদাই অনাবৃষ্টি। গ্রীষ্মকালে মূলেই বৃষ্টি হয় না, অন্য অন্য সময়েও অতি অল্প। বিশেষতঃ, তাহার দক্ষিণখণ্ডে জলবর্ষণ অতি অসামান্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত আছে। তত্রত্য লোক বৃষ্টি ব্যতিরেকে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, ইহা বিবেচনা করিতে হইলে, আপাততঃ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু যে করুণাপূর্ণ পুরুষ সর্ব্বজীবের পিতা, পাতা ও সুখদাতা, তিনি তাহারদিগকে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হন নাই। তথায় যেমন যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় না, তেমন গ্রীষ্মকালে এ প্রকার শিশির বর্ষণ হয়, যে তথাকার মৃত্তিকা তদ্দ্বারা বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন, তথায় নাইল নামে এক নদী আছে; তাহা গঙ্গা নদীর ন্যায় প্রতি বর্ষে বৃদ্ধি হইয়া উভয় তট কয়েক মাস জলে প্লাবিত করি

থাকে। ইহাতে, সেই সমস্ত ভূমি অত্যন্ত রসশালিনী হইয়া অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী পেরু দেশে বালেস নামে এক স্থান আছে; তথায় দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তর দিকে বায়ু বহিয়া থাকে। সে স্থানের দক্ষিণ দিক্ শীতল, এবং উত্তর দিক্ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। পূর্ব্বেই একবার উল্লিখিত হইয়াছে, শীতল প্রদেশ হইতে উষ্ণ প্রদেশে বাষ্প সঞ্চালিত হইলে, তদ্দ্বারা বৃষ্টিপাত হয় না। এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত স্থানে কোন কালেই বৃষ্টি হয় না। কিন্তু করুণার্ণব বিশ্ব-বিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা! সেখানে যেমন কোন সময়ে বিন্দুপাতও হয় না, তেমন শীতকালে একরূপ ঘোরতর কুজ্ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে, যে তদ্দ্বারা অত্যন্ত অনুর্ব্বরা ভূমিও উর্ব্বরা হয়, এবং পথের ধূলিও কর্দ্দম হইয়া যায়।

আমারদের দেশে যেমন দক্ষিণ ও পূর্ব্বাদিকের বায়ুতে অধিক বৃষ্টি হয়, অন্য অন্য দেশেও ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ-বিশেষে দিগ্বিশেষ হইতে বায়ু বহিলে, যে জল বর্ষণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, ইহা তত্তদ্দেশীয় লোকের নিকট প্রসিদ্ধ আছে। ইংলণ্ডদেশে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিলে অধিক বৃষ্টি হয়। কারণ, তাহার দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অতি বিস্তৃত সমুদ্র আছে; সেই সমুদ্রের কিয়দংশ অতিশয় উষ্ণ; সুতরাং তথা হইতে প্রচুর বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, উষ্ণ বায়ুর সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক বাষ্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। ইংলণ্ডে দক্ষিণদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, পূর্ব্বোক্ত বাষ্প সমুদায় তদ্দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড প্রভৃতি শীতল প্রদেশে নীত হইলে, ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি হইয়া পড়ে।

কোন্ প্রদেশে কত বৃষ্টি পতিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহা পরিমাণ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত বর্ষমাণ নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রতিবর্ষে কোন্ স্থানে কত জল পতিত হয়, ঐ যন্ত্রদ্বারা পরিমাণ করিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। উহাতে যত বুরুল জল পতিত হয়, তত্তৎ স্থানের বৃষ্টি তত বুরুল বলিয়া উল্লেখ করা যায়। বর্ষমাণ দ্বারা পরিমাণ করিয়া বোম্বাই, কলিকাতা, রোম, লণ্ডন, উলিয়াবর্গ এই কয়েক স্থানের বৃষ্টির পরিমাণ যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

এক বৎসরের বৃষ্টির পরিমাণ

বোম্বাই	৮২ বুরুল
কলিকাতা	৮১ ,,
রোম	৩৯ ,,
লণ্ডন	২২$\frac{২}{১০}$,,
উলিয়াবর্গ	১৩৷৷ ,,

এই কয়েক স্থানের মধ্যে বোম্বাই সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ এবং উলিয়াবর্গ সর্ব্বাপেক্ষা শীতল। উষ্ণ স্থানে অধিক বৃষ্টি পতিত হয়, শীতল স্থানে তদপেক্ষায় অল্প। ইহার কারণ, উষ্ণ স্থানে যত বাষ্প উৎপন্ন হয়, শীতল স্থানে কখনই তত হয় না। বাষ্প অধিক উৎপন্ন না হইলে, সুতরাং বৃষ্টিও অধিক হইতে পারে না। ফলতঃ পৃথিবীর যে সকল প্রদেশ প্রখর রবি-কিরণে প্রতপ্ত, তথায় অধিক বারি বর্ষণ আবশ্যক করে, এই নিমিত্তই পরম কারুণিক পরমেশ্বর জল-বর্ষণ বিষয়ে এইরূপ শুভকর ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

বৃষ্টিপাতের সহিত কখন কখন অন্য অন্য প্রকার বস্তুও পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ হয় বটে, কিন্তু ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিতেরা তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া সে আশ্চর্য্য দূরীকরণ করিয়াছেন। ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপের অন্তঃপাতী হঙ্গেরি দেশে রক্তের ন্যায় লোহিত বর্ণ জল বর্ষিত হয়। প্রথমে ইহা অতিশয় বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল, পরে অবধারিত হইল, তৎ প্রদেশের অনতিদূরে এক অরণ্য আছে, তাহা হইতে পুষ্প-রেণু সকল বায়ু সহকারে সঞ্চালিত হইয়া বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়াছিল। লোকে যে রক্ত বৃষ্টির বিষয় কহিয়া থাকে, তাহাও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। একবার পামলণ্ডে রক্ত-

নির্য্যাসের ন্যায় ঘনতর এক প্রকার দ্রব পদার্থ পতিত হয়। পরীক্ষা করিয়া নিরূপিত হইল, তাহাও উদ্ভিজ ও জন্তু-বিশেষ হইতে নির্গত পদার্থ-বিশেষ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। একদা পারসীক দেশে এ প্রকার কোন বস্তু পতিত হয়, যে পশুগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিয়াছিল। ১৮২৮ খিষ্টাব্দে ঐ বস্তু ফরাশিশ দেশের এক সমাজে উপস্থাপিত হয়। উহা এক প্রকার উদ্ভিদ। চীন দেশে প্রতিবৎসর বারম্বার বালুকাবর্ষণ হইয়া থাকে। গত বর্ষে ১৪ চৈত্রে আরম্ভ হইয়া ১৭ চৈত্র পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত এরূপ বালুকাবৃষ্টি হয়, যে ঐ কয়েক দিবস চন্দ্র সূর্য্য অদৃশ্যবৎ হইয়া ছিল। চীন দেশের উত্তর পার্শ্বে গোবি নামে বহু-বিস্তৃত বালুকা-ভূমি আছে এবং তথায় সর্ব্বদা ঘোরতর ঘূর্ণিবায়ুও উপস্থিত হইয়া থাকে, অতএব বোধ হয়, ঐ বালুকা-রাশি ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা আকাশ-মণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অনেক অনেক দূর দেশে বর্ষিত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বায়ুই এই সমুদায় অদ্ভুত বৃষ্টিপাতের প্রবল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কত কত মৎস্য প্রবল বায়ু দ্বারা ৪।৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়া থাকে।

আত্মদৃষ্টি

আত্মা অর্থাৎ যাহাকে "আমি" বলা যায়, তাহা অপেক্ষা এ সংসারে আর প্রিয়তর কে আছে? আমরা ইহ লোকে এই আত্মাতে যে প্রকার জ্ঞান ও ধর্ম্মের সঞ্চার করিব, পরলোকে সেই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইব, তাহার সন্দেহ নাই; সুতরাং স্বীয় আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পাপাবিদ্ধ করিতে সম্যক্ চেষ্টা করা আমারদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু একেবারেই যে ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ও তদনুযায়ী ব্যবহার হইয়া উঠিবেক, এমত সম্ভাবনা নাই; আমারদিগের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মেরও অভ্যাস করিতে হইবেক। যদি আমরা স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, আর মোহ বশতঃ কখন কখন তাহা রক্ষা করিতে না পারি, তথাপি ধর্ম্মকে মনে করিবে না যে নিয়তই পাপ পরিহারে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে যত্ন ও চেষ্টা করিলে অবশ্যই ক্রমে তাহা সিদ্ধ হইবেক। শিশু যেমন পাদ বিক্ষেপ দ্বারা গমন করিবার উদ্যোগে পুনঃ পুনঃ ভূতলে পতিত হইয়াও তাহা হইতে নিরস্ত হয় না, সেইরূপ ধীর ব্যক্তি যদিও আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইতে কদাপি স্খলিত হয়েন, তথাপি নিরাশ হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের চেষ্টাতে কখন বিরত হয়েন না। আমারদিগের আত্মা স্বভাব যত দূর পবিত্র হইতে পারে, তিনি তত দূর সাধন করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্টিত থাকেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট নিয়তই প্রার্থনা করেন, যে

"অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং॥"

হে জ্যোতির্ম্ময়! অসৎ কর্ম্ম হইতে আমাকে সৎ কর্ম্মে লইয়া যাও, অজ্ঞান হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও এবং মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও; আমার নিকট প্রকাশিত হও, হে রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

দ্বিতীয়খণ্ডং

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

অধার্ম্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনং।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে॥

যে মনুষ্য অধার্ম্মিক ও মিথ্যা কথন যাহার ধন লাভের উপায় এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরহিংসায় রত, সে ব্যক্তি ইহলোকে সুখ প্রাপ্ত হয় না।

ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকানাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ং॥

ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধার্ম্মিক পাপিদিগের আশু বিপর্য্যয় দৃষ্টে অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেক না।

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রু জয় করে; শেষে সমূলে বিনাশ পায়।

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥

কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া পরলোকে সাহায্য লাভার্থে পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক।

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ।

পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না. কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতং॥

একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়: একাকীই স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন: ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন।

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥

অতএব আপনার সহায়ার্থে অল্পে অল্পে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্ম্মের সহায় দ্বারা দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

এষ আদেশ এষ উপদেশ এতদনুশাসনং এবমুপাসিতব্যমেবমুপাসিতব্যং॥

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ
দ্বিতীয় খণ্ডং সমাপ্তং।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্ম সমাজ

আগামী ১১ মাঘ সোমবার সূর্য্যাস্ত পরে চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা
উপাচার্য্য।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মল্লিক
তথা শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল মিত্র
মহাশয়েষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং।

অতি দুঃখিত হইয়া আপনারদিগকে জানাইতেছি, আপনারদিগের নিকটে তত্ত্ববোধিনী সভার ১২ মাসের ও অধিক মাসিক দাতব্য অনাদায়ী রহিয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে তাহা প্রেরণ করিবেন। যদি উক্ত টাকা আর এক মাসের মধ্যে প্রেরিত না হয় তবে নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে অধ্যক্ষদিগের নিকটে আপনার দিগের নাম রহিত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বাধ্য হইব, অতএব প্রার্থনা যে আপনারা এবিষয়ে আশু মনোযোগ করেন ইতি।

১০ পৌষ ১৭৭৫ শক
তত্ত্ববোধিনী সভা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদকস্য।

নিয়ম।

যদি কোন সভ্য দ্বাদশ মাসের দাতব্য না দেন, সম্পাদক তাঁহাকে পত্র দ্বারা সংবাদ দিবেন যে এক মাসের মধ্যে তাঁহার দাতব্য অর্পণ না করিলে সভ্য শ্রেণী হইতে তাঁহার নাম রহিত করিবার নিমিত্তে অধ্যক্ষদিগের নিকটে প্রস্তাব করা যাইবেক, ইহাতেও যদি তাঁহার সমুদায় দাতব্য অনাদায়ী থাকে এবং সেই সমুদায় দাতব্য অনাদায়ী থাকিলে অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন তবে তাঁহাকে রহিত করিয়া তাঁহার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবেক।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা ১৭৭৫ শকের স্বীয় স্বীয় সাম্বৎসরিক দান ১১ মাঘের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করেন।

শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৩ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ মাঘ শুক্রবার সম্বৎ ১৯১০। [illegible]

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
১২৭ সংখ্যা
ফাল্গুন ১৭৭৫ শক

তৃতীয় কল্প

তৃতীয় কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ

১১ মাঘ ১৭৭৫ শক

গত ১১ মাঘ সোমবার সন্ধ্যার পর চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য যথা নিয়মে সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে অত্যন্ত সমারোহ হয়; ন্যূনাধিক চারিশত ব্যক্তি সমাজস্থ হইয়াছিলেন। সমাজস্থ সমুদায় আসন পরিপূর্ণ দেখিয়া, অনেকে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া, বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান ছিলেন এবং অনেকে তথা হইতে প্রস্থান করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম ও দর্শকগণ সমাজে উপবিষ্ট হইলে, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

"অদ্য আমারদের চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ। অদ্য ব্রাহ্মদিগের প্রবল উৎসাহ ও অনুপম উৎসবের দিবস। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অজ্ঞানের প্রভাব ও অধর্ম্মের পরাক্রম এপ্রকার প্রবল, যে তাহা স্মরণ হইলে, আমারদের এই মহোৎসবও ম্লান হইতে থাকে। একবার নেত্রোন্মীলন করিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলে, জনসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ ও বিপরীত ভাবেই পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। তাহার এ প্রকার বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, যে এতদ্দেশীয় লোকসমাজকে সমাজ বলিয়া উল্লেখ করা কর্ত্তব্য কি না সন্দেহ। যদি ঐক্য বন্ধন জনসমাজ সংস্থাপনের প্রধান লক্ষণ হয়, তবে কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি ভারতবর্ষীয়, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়, লোকদিগকে ঐ আখ্যা প্রদান করিতে পারেন? এদেশ বিদ্বেষ রূপ বিষম বিষে জর্জ্জরীভূত রহিয়াছে। স্বজাতীয় ধর্ম্ম অবধি দস্যুদিগের দস্যুতা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই কেবল দ্বেষ ও হিংসা প্রকাশ করিতেছে। যেখানে প্রণয়ময় উদ্বাহ-বন্ধন কলহ সঞ্চারের মূলীভূত ও সুধাময় ভ্রাতৃ-সম্পর্ক ভ্রাতৃ-বিরোধের নিদানভূত হইয়া উঠিয়াছে, এবং ধর্ম্ম বিষয়ে মতান্তর প্রযুক্ত পিতা পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেখানে আর কোন্ বিষয়ে ভদ্রস্থতা থাকিতে পারে? যে দিকে যে বিষয়ে নেত্রপাত করা যায়, তাহাতেই দারুণ দুঃখ পারাবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কি শারীরিক কি মানসিক অবস্থা, কি গৃহ-ধর্ম্ম কি সামাজিক ব্যবস্থা, এদেশ সম্পর্কীয় সকল ব্যাপারই করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের স্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। প্রাচীনেরা যাহারদিগকে গৃহের শ্রী স্বরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহারদিগের অজ্ঞানাবৃত চিত্ত-ভূমিতে যখন অশেষ শোকাকর কুসংস্কার রূপ বিষ-বৃক্ষ সকল বদ্ধ

মূল হইয়া গরলময় ফল উৎপাদন করিতেছে, তখন আর তাহারদের শ্রী কোথায় রহিল? তাহারাই যদি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী না হইল, মনঃকল্পিত কাল্পনিক ধর্ম্ম-কূপে নিমগ্ন থাকিল, বিবিধপ্রকার কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ থাকিয়া অমানবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত রহিল, তবে কি রূপেই বা আমারদের সাংসারিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইবে?—কি রূপেই বা আমারদের বাস-গৃহ সুখ ও শান্তির আধার হইবে? তাহারদের স্বভাব-দোষে আমারদের সন্তানগণের সৎপ্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়াও সুকঠিন হইয়াছে। তাহারা না আপনার, না আপন সন্তান সন্ততির, না আত্মীয় স্বজনেরই মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিতে সমর্থ। অজ্ঞান তাহারদের সকল রোগের মূলীভূত রোগ। এতাদৃশে দম্পতির অপ্রণয় ও কদর্য্য ঘটনার যে সকল প্রকার কারণ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে জ্ঞান বিষয়ে তারতম্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে বিভিন্নতা এক প্রবল কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অদূর-দর্শিনী বিদ্যাহীনা অবলারা [illegible] উদার-স্বভাব, বিদ্যাবান্ পতির [illegible] যেরূপ ব্যবহার [illegible], তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। সেই [illegible] উত্তপ্ত অঙ্গার স্বরূপ হইয়া অনেকের অন্তঃকরণ অহর্নিশ দগ্ধ করিতেছে। বিদ্যাবান্ পতি নিত্য নূতন জ্ঞান-জ্যোতি আলোচন করিয়া যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, তাঁহার মূর্খ স্ত্রী তাহার কিছুই অবগত নহে। তিনি তাঁহার নিকট সংসার-যাত্রা নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং ইতর ইন্দ্রিয়-সুখের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে আর কোন কথাই উত্থাপন করিতে পারেন না। তিনি [illegible] জ্ঞান প্রচার, ধর্ম্ম বিস্তার, সাংসারিক রীতি নীতি সংশোধন, রাজ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ইত্যাদি প্রধান প্রধান শুভকর প্রস্তাব পর্য্যালোচনায় অনুরক্ত ও তৎসম্পাদনে যত্নবান্ থাকেন, তাঁহার অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি বিদ্যাহীনা ভার্য্যা সে সকল বিষয়ে অনুকূলতা করা দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ প্রতিকূলতাই প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমারদের গৃহ ছায়াতপে বিচ্ছিন্ন; এক ভাগে উজ্জ্বল জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ, অন্য ভাগে অজ্ঞান রূপ অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।—হে পরমাত্মন্! এরূপ বিষম বৈষম্য কি রূপে কত দিনে দূরীকৃত হইবে, তুমিই জান।

* দম্পতি সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, উদ্বাহের বিষয় সর্ব্বাগ্রে স্বভাবতঃ উদ্বোধিত হইয়া উঠে। এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানার্থ একবার চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলে, কত যুক্তি বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক ব্যাপারই দৃষ্ট হইতে থাকে। কোন স্থানে দেখিবেন, পিতা আপনার সদসদ্-বিবেচনা-বর্জ্জিতা, সপ্তম বর্ষীয়া, বালিকা কন্যাকে কোন অপরিজ্ঞাত, দুর্ব্বিনীত, অকর্ম্মা পাত্রের হস্তে জন্মের মত সমর্পণ করিতেছেন। কোথাও বা কোন [illegible] বালকের [illegible] তাহাকে উদ্বাহ [illegible] শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাহার আশা-ভরসা সুকুমার [illegible] স্থাপন করিতেছেন। কোথাও বা কোন বিবাহ-প্রিয়, অদূরদর্শী, নির্ব্বোধ দরিদ্র পুরুষ পৈতৃক ভূমি-সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক উদ্বাহ বিষ ক্রয় করিয়া অবিলম্বে মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। কোথাও দেখিবেন, কোন নির্গুণ, নির্ল্লজ্জ পুরুষ উদ্বাহ রূপ উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া পরম পবিত্র পাণিগ্রহণ ধর্ম্মে কলঙ্ক রোপণ করিতেছে, এবং সহসা কাল-গ্রাসে প্রবেশ করিয়া একেবারে কত স্ত্রীকে বিষম বৈধব্য দশায় অবতীর্ণ করিতেছে। যে দেশে অধর্ম্ম ধর্ম্ম-বেশ ধারণ করিয়াছে এবং ধর্ম্ম পাপের উপদ্রব-ভয়ে ম্লান ও প্রচ্ছন্নবৎ হইয়াছেন, সে দেশ যে একেবারে উচ্ছিন্ন যায় নাই, এই আশ্চর্য্য। আমরা যে এই সমুদয় কুরীতি-পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইতেছি না, ইহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা কেবল আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া জীবন হরণ করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি!

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ধর্ম্ম বিষয়ে মতান্তর প্রযুক্ত পিতা পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। জনক জননীর প্রতি আত্মজের পরম

পূজনীয় পদার্থও সুপণ্ডিত পুত্রের অবজ্ঞা ও অনাদরের আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। পিতা যে মৃন্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি সমীপে, গল-লগ্নীকৃত বস্ত্রে, কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন, পুত্র ধরাতলস্থ মৃত্তিকার সহিত তাহার অবিশেষ জানিয়া অবজ্ঞা-সূচক হাস্য করিতেছে। পিতা হীন-বর্ণোদ্ভব পরমাত্মীয় মিত্রেরও স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন না, পুত্র ম্লেচ্ছেরও সহিত একত্র পান ভোজন করিয়া তাহার মনঃপীড়া উৎপাদন করিতেছেন। এক্ষণকার বিদ্যাবান্ যুবকেরা আপনার উপার্জ্জিত জ্ঞান-প্রভাবে যে সমস্ত বিষয় অপ্রামাণিক অলীক বলিয়া জানিতেছেন, তাহা অনাদি-পরম্পরা-প্রচলিত হইলেও, প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু অনেকের বিদ্যা-বৃক্ষে যে সমানরূপ শুভ ফল উৎপন্ন হয় নাই, ইহাই অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। কেহ কেহ এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষ কোন প্রকার ধর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ থাকা বিধেয় ও আবশ্যক নহে; সুতরাং তাঁহারদের মতে, সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ পরম সত্য ধর্ম্মও অবলম্বন ও প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি আমারদের সকলের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্ব-সুখ-প্রদাতা,—যিনি আমারদের সকলের পিতা, মাতা, প্রভু ও সুহৃৎ,—যিনি আমারদের বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধর্ম্ম সকল মঙ্গলের মূলীভূত অদ্বিতীয় কারণ, সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করা ও ভক্তি-রসাভিষিক্ত চিত্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাঁহারদের মতে কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ধর্ম্মশাসন ব্যতিরেকেই উত্তমাধম মধ্যম সকল লোককে সুশীল ও সুনীতি-পরায়ণ করিবেন—সেতু বন্ধন ব্যতিরেকেই নদীর প্রবাহ রোধ করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। আহা! কত সুশিক্ষিত সবিদ্যান্ ব্যক্তি আমারদের স্রষ্টা ও পাতার সত্তা পর্য্যন্ত প্রতীতি করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহারদের অন্তঃকরণের প্রত্যেক বৃত্তি, শরীরের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু, এবং বাহ্য বস্তুর প্রত্যেক পরমাণু যাঁহাকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিতেছে, [illegible] তাঁহারা দেখিতে পান না! [illegible] তাঁহারদের এবম্বিধ বিষম [illegible] ঘটিল!—আবার কতশত [illegible] ক্ষিত ব্যক্তি সভ্যতাভিমানী [illegible] পানদোষ রূপ বিষম পাপের অনুকরণ করিয়া স্বোপার্জ্জিত সমস্ত বিদ্যা [illegible] জলাঞ্জলি দিতেছেন। [illegible] মৃদু-স্বভাব শান্ত-প্রকৃতির [illegible] বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ হইলে [illegible] সাংঘাতিক বিষ [illegible] ও অমৃত ভাণ্ডকে বিষ ভাণ্ড করিতে পারে!

অন্য বিষয়ের আর কি [illegible]? অন্য মঙ্গলাস্পদের কথা দূরে থাকুক, অপর সাধারণ সকলে যে বিষয়কে নিতান্ত স্বার্থকর বলিয়া জানে, এতদ্দেশীয় লোকে তাহাতেও চক্ষুঃপাত করিতে পারেন না। অন্য সকলেরই [illegible] কিরূপ উৎকণ্ঠিত [illegible] অর্থ লোক [illegible] আপনার মান, সম্ভ্রম ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা পাইয়া [illegible] হার মধ্য [illegible] ইহারা এইরূপ স্বাতন্ত্র্য [illegible] আমারদের [illegible] তাঁহারা কেবল [illegible] স্বীকারই সুচারু রূপে শিক্ষা করিয়াছেন। [illegible] ব্যবসায় [illegible] পরম পূজনীয় সর্ব্ব-সেবনীয় হইয়া উঠিয়াছে! হায়! কি লজ্জার বিষয়! উনবিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে এক মহাকবি এতদ্দেশীয় ভূপাল লোকদিগকে "আপাদপ্রণতাঃ" অর্থাৎ পদাবনত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কালিদাসের স্বভাব-বর্ণন-শক্তি কি আশ্চর্য্য! আমারদের প্রকৃতি অদ্যাপি অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে!—হে ভারত! আমারদের এ কলঙ্ক কি কোন কালে অপনীত হইবার নহে?—স্বাধীনতা! তুমি কি আমারদের অর্চনা আর কখনই গ্রহণ করিবে না?

আমরা কি করিতেছি! এ দেশের দুঃখের বিষয় এক রজনীতে গণনা ও বর্ণনা করিয়া কে শেষ করিতে পারে? কি দুঃখ-

ধর্ম্ম, কি আচার ব্যবহার, কি ধর্ম্ম-প্রণালী, কি বৈষয়িক অবস্থা, কি রাজ-ব্যবস্থা, কোন বিষয়েই নেত্র পাত করিয়া তুষ্ট হওয়া যায় না। আমরা স্বকীয় কর্ম্ম-ফলে দুঃখানলে অহরহ দগ্ধ হইতেছি; আবার রাজ্যাধিপতিরা তাহা[illegible] বারি সেচন না করিয়া অনবরত [illegible] প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা [illegible] প্রজার কল্যাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন,— লোভের খর্পরে দয়াকে বলিদান করিয়াছেন।

হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায় আছ! তুমি হিন্দু জাতির জীবন বলিয়া জগতে বিখ্যাত ছিলে। তুমি প্রচ্ছন্ন হওয়াতে, ভারতভূমি দুরবস্থায় অবস্থিত হইয়াছেন। জননী জন্মভূমির সাতিশয় শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। [illegible] প্রহারে তাঁহার শরীর [illegible] বিক্ষত হইয়াছে। মনের কি আশ্চর্য্য স্বভাব! যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তিনি [illegible] উপদ্রবে [illegible] হইয়া অতি মলিন বেশে, ম্লান বদনে, [illegible] কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। কি উপায়ে কিরূপে তাঁহার এই [illegible] রোগের শান্তি হইবে, কে বলিতে পারে?—এক উপায় আছে; যখন গ্রীষ্ম [illegible] প্রবল হইয়া অসহ্য-প্রায় হয়, তখন অবশ্যই বারি বর্ষণ হইয়া তাহার শান্তি করে। পূর্ব্ব কালে যখন ফরাসিস্ দেশ বাসী গাল নামক প্রসিদ্ধ লোকেরা স্বদেশ হইতে রোমকদিগকে দূরীকৃত করিয়া স্বয়ং রাজ্য সংস্থাপন করিলেক, তখন স্বকীয় শুভোন্নতি আশয়ে আপনারদের মুদ্রার উপর একটি অতি মনোহর ভাবার্থ-ঘটিত শব্দ মুদ্রিত করিয়াছিল,—সে শব্দের অর্থ ' আশ '। জগদীশ্বরের জগৎ কখনও উচ্ছিন্ন যাইবার নহে,—ক্রমে পরম মঙ্গল অবশ্যই উৎপন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; এই আশা-যষ্টি অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি। এই আশা-বৃক্ষ ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ পবিত্র ক্ষেত্রে রোপিত রহিয়াছে। আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল রোগের মহৌষধ। ব্রাহ্মধর্ম্মের রমণীয় জ্যোতি সম্যক্ রূপে আবির্ভূত হইলে, পাপান্ধকার অবশ্যই নিরাকৃত হইবে। পরমেশ্বরের পরিশুদ্ধ প্রীতি প্রতিষ্ঠাই ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নির্ম্মল আনন্দ লাভ ইহার অবশ্যম্ভাবী স্বভাব-সিদ্ধ ফল। পরম পবিত্র প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চনা করা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মদিগের আর অন্য ধর্ম্ম নাই, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতিরেকেও তাঁহারদের আর অন্য কার্য্য নাই। তদ্ভিন্ন আর সকল ধর্ম্মই কাল্পনিক, আর সকল কার্য্যই অকার্য্য। সর্ব্ব-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর যে মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, তাহাই সাধন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য। তিনি আমারদের মনোরূপ রত্ন-খনিতে যে সকল জ্ঞান-রত্ন ও সুখ-রত্ন নিহিত রাখিয়াছেন, তাহা খনন করিয়া বহির্গত করা, এবং বিবিধ বাহ্য বস্তুতে যে সকল কল্যাণ-বীজ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাহা আহরণ করিয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন। বিশ্বপতির সংস্থাপিত শারীরিক, মানসিক, ভৌতিক সর্ব্বপ্রকার নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য এবং ঐহিক ও পারত্রিক আনন্দ সম্পাদন করে, ইহাই এই পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রের অভিপ্রেত। আমারদের এই রমণীয় আশা দীর্ঘ আশা বটে, কিন্তু আমারদের আশা-বৃক্ষ আশা-প্রদাতা সর্ব্ব সুখ-দাতা পরমেশ্বরের কারুণ্য রূপ পবিত্র ক্ষেত্রে রোপিত রহিয়াছে। অতএব, তাহা এক কালে অবশ্যই ফলবান্ হইবে, এবং ফলবান্ হইয়া আত্যাশ্চর্য্য রমণীয় শোভা প্রকাশ করিবে। তখন আমারদের ভারতভূমি ব্রাহ্মধর্ম্মের মনোহর জ্যোতিতে দীপ্তি পাইয়া সর্ব্বত্র সুরম্য সুখ-ব্যাপার প্রদর্শন করিবে। তখন গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে পরম পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ও পরম মঙ্গলালয়ের গুণকীর্ত্তন রূপ মঙ্গল-ধ্বনিতে ধ্বনিত হইয়া মানবগণের ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল-প্রবাহ একত্র মিলিত করিবে;—তাহার সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্রণালীক্রমে বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়া বিদ্যার্থিদের বিশ্ব-রাজ্যের মঙ্গলময় নি-

ষ্ম-প্রণালী প্রচার পূর্ব্বক অন্তঃপুর পর্য্যন্ত সুনির্ম্মল জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে থাকিবে;—স্বদেশের গ্রাম ও নগর সমুদায় পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যানুকূল হইয়া প্রতি গৃহে সুস্থতা-সুখ সঞ্চারণ করিবে;—স্বদেশীয় লোক বল বীর্য্য, বিদ্যা ধর্ম্ম, ও সুখ সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়া মনুষ্য সমাজে গণ্য ও মান্য হইবে. সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও কাল্পনিক ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পরমেশ্বর-প্রদর্শিত পবিত্র পথে বিচরণ করিবে ও উদ্বাহাদি গৃহধর্ম্ম-প্রণালী পরিশোধন করিয়া স্বজাতীয় স্বভাবের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবে।

এই সমুদায়ই ব্রাহ্মদিগের আশার বিষয়। আমরা করুণাময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া এই আশা অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি। যদিও এতাদৃশ দীর্ঘ আশা চরিতার্থ হওয়া এক্ষণে অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত [illegible] নিয়মেরই এইরূপ উদ্দেশ্য; অর্থাৎ ভূমণ্ডলে উল্লিখিত রূপ স্বর্গোপম সুখধাম করাই তাঁহার সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন। কোন অনির্দ্দেশ্য কালে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত [illegible] ব্যাপার সম্পন্ন হইবে, কে বলিতে পারে? কিন্তু এ সমুদায় সাধন করাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং তাহাই লক্ষ্য [illegible] আমারদের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

কোন অনুপম আনন্দোৎসবে মগ্ন হইলে, সেই মহোৎসব-প্রযোজক মহাশয় ব্যক্তিকে স্মরণ না করিয়া আর কতক্ষণ ক্ষান্ত থাকা যায়? আমারদের যে সুদীর্ঘ আশা-বৃক্ষ এই প্রকার পরম শোভাকর সুগন্ধ পুষ্প-পুঞ্জে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতেছে, তাহার মূলীভূত মহানুভাব মহাত্মাকে সকৃতজ্ঞ ভক্তি-রসাভিষিক্ত চিত্তে স্মরণ না করিয়া বিরত হওয়া যায় না। এক মাস অতীত হইল, তাঁহার সমকালবর্ত্তী কোন মহাশয় ব্যক্তি কহিয়াছিলেন, রামমোহন রায়ের কতক গুলি চিত্রময় প্রতিরূপ মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য। এই সদর্থ-ঘটিত প্রীতি-রস-পূর্ণ বাক্য স্মরণ হইয়া ভাবিলাম, তাঁহার প্রতিরূপ আমারদের মানস-পটে যাদৃশ মুদ্রিত ও চিত্রিত রহিয়াছে, তাহাতে আর অন্য প্রতিরূপে প্রয়োজন কি? এখন তিনি আমারদের মানস-মন্দিরে জীবিতবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। মনের কি মহীয়সী [illegible] তাঁহার অধিষ্ঠানে এই সমাজ-মন্দির যেন [illegible] ও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার প্রচারিত অমৃতময় উপদেশ-বাক্য সকল স্মৃতি-পথে আরূঢ় হওয়াতে, প্রীতি ও ভক্তি-প্রবাহ [illegible] প্রীতিপূর্ণ পরমেশ্বরের [illegible] লাগিল।"

তদনন্তর উপাচার্য্য [illegible] ব্রহ্মের উপাসনা [illegible] ব্রাহ্মেরা ব্রহ্ম [illegible] লেন, এবং কয়েক [illegible] সহিত একস্বরে [illegible] শক্তি, মহামহিম [illegible] প্রতিপাদক [illegible] লেন। পরে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র বেদান্তবাগীশ [illegible] সপ্তম [illegible] ব্যাখ্যা করিলেন এবং [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহিমা [illegible] প্রস্তাব পাঠ করিলেন। [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [illegible] করিলেন, তাহা [illegible] হইতেছে।

"হে পরমাত্মন্! [illegible] অমৃতময়! [illegible] আমি যে তোমাকেই চতুর্দ্দিকে [illegible] দেখিতেছি, এই সমাজ মধ্যে তোমাকে [illegible] দেখিতেছি। এই [illegible] আলোকে এই মন্দির যে আলোকময় হইয়াছে, তাহার অন্তরে তোমার নির্ম্মল [illegible] দেখিতেছি। যে [illegible] জ্যোতি আমার মনকে এইক্ষণে [illegible] অধিকার করিতেছে [illegible] তোমা [illegible] জ্যোতিঃ প্রকাশ [illegible] আমার [illegible] মনে যে এক নির্ম্মল আনন্দ-প্রবাহ উৎসারিত হইতেছে, তাহা এই দুর্ব্বল শরীর আর ম-

রণ করিতে পারে না, তাহার প্রবল বেগে আমার এই ক্ষীণ শরীর অবসন্ন-প্রায় হইতেছে। চিরকাল তোমার আশ্রয়ে নিবাস, তোমার সহায়ে নির্ভর, তোমার কৃপার অধীন; তুমি আমারদিগের ধন জন যৌবন, বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সকলেরই মূলাধার। তুমি আমারদিগকে মাতার ন্যায় স্নেহ কর, পিতার ন্যায় রক্ষা কর, গুরুর ন্যায় জ্ঞান দেও, সুহৃদের ন্যায় প্রীতি কর। তুমি মাতা হইতে অধিক, পিতা হইতে অধিক, গুরু হইতে অধিক, সুহৃৎ হইতে অধিক; কারণ তুমি আমারদিগের রক্ষার নিমিত্তে সুখের নিমিত্তে পিতা মাতা গুরু সুহৃৎকে নিয়োগ করিয়াছ। তুমি পিতা মাতার ন্যায় আমারদিগের অন্ন পান সম্পাদন করিতেছ এবং আমরা এখানে সুখে সঞ্চরণ করিতেছি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছ। আমি কি করি তোমার উপমা রহিতের উপমা দিতেছি। তোমার স্নেহ তোমার প্রেম কি মনুষ্যগণের স্নেহ প্রেমের সহিত উপমা হয়? তুমি স্নেহের আকর, তুমি প্রেমের আকর, তোমা হইতে স্নেহ প্রেম প্রবাহিত হইয়া সমুদায় জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে। তুমি স্নেহ ও প্রেমের আকর স্বরূপ; তুমি মঙ্গল স্বরূপ, তুমি সকল মঙ্গলের নিদান ভূত। তোমার সেই আনন্দ রূপ মঙ্গল স্বরূপ সত্যশীল নিষ্পাপ পুরুষের অনুভব করিয়া তোমাকে রস স্বরূপ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সে রস যে আস্বাদন করে নাই সে কিছুই আস্বাদন করে নাই। কিন্তু আমারদিগের কি ক্ষমতা যে তোমার সেই আনন্দ-রস সম্যক্ আস্বাদন করিতে পারি? আমরা অতি ক্ষুদ্র জীব, আমারদিগের কি সাধ্য কি শক্তি, কি বিদ্যা কি বুদ্ধি, যে তোমার মহিমা বর্ণন করিতে পারি—তোমার প্রেম অনুভব করিতে পারি। তুমি নির্বিশেষ মহান্, তুমি সকলের বশী, তুমি সকলের প্রভু, তুমি রাজাধিরাজ হইয়া এই সমুদায় জগৎ শাসন করিতেছ, তোমার সিংহাসন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি পরম পূজনীয় দেবতা স্বরূপে এখানে অধিষ্ঠান করিতেছ, আমরা সকলে ঐক্য হইয়া তোমার পূজা করিতেছি; সুনির্মল প্রীতি পুষ্প দ্বারা তোমার অর্চনা করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অবশেষে কতিপয় ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া সমাজের কার্য্য সমাপ্ত হইল।

ধর্ম্মনীতি

১২৬ সংখ্যক পত্রিকার ১১৯ পৃষ্ঠার পর

সামাজিক ধর্ম্ম

সমাজ-বদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি করা এবং স্বীয় স্বীয় ক্ষমতানুসারে সমাজের শুভজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকা যে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় এবিষয় ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সকলের একরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করা বিধেয় নহে, আপন আপন প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য অনুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্ম স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কাহার ভূমি কর্ষণ, কাহারও বস্ত্র বয়ন, কাহারও বা পোত নির্ম্মাণ, কাহারও বা অন্যবিধ হিতকারিণী বৃত্তি অবলম্বন করা আবশ্যক। সকলে এক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে সমাজের উন্নতি সাধন হওয়া কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে। উন্নতি সাধন হওয়া দূরে থাকুক, যৎসামান্য রূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়াও দুঃসহ হইয়া উঠে; যদি সকলেই কৃষিকার্য্য অবলম্বন করে, তাহা হইলে, বস্ত্র প্রস্তুত এবং গৃহ ও পোত নির্ম্মিত হইতে পারে না। যদি সকলেই শিল্পকর হয়, তবে কৃষক অভাবে শস্যাদি উৎপন্ন হওয়া সম্ভবে না। আমরা এক স্থানে অবস্থিতি করিয়া যে সমস্ত অনায়াস-লভ্য সুখ-সেব্য বস্তু উপভোগ করিতেছি, তাহার এক একটি সামগ্রী প্রাপ্ত হইতে কত জনের পরিশ্রম আবশ্যক করে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এক সম্প্রদায়ী লোকে ভূমি কর্ষণ করিয়া কার্পাস উৎপাদন করে, আর এক সম্প্রদায়ে তৎ সমুদায় পরিষ্কৃত করিয়া তকুটী নির্ম্মাণ করে, অপর এক সম্প্রদায়ে তাহাতে তন্তু প্রস্তুত করে, অন্য এক সম্প্রদায়ে তন্তুবায়া বস্ত্র বয়ন করে, তদ্ভিন্ন আর এক সম্প্রদায়ে তাহা রঞ্জন করিয়া বিক্রয়

করে, এবং অপর এক সম্প্রদায়ে তাহা সীবন করিয়া, নানাবিধ মনোহর পরিধেয় প্রস্তুত করিয়া থাকে। তদ্ব্যতিরেকে কার্পাস, সূত্র ও বস্ত্র স্থল ও জলপথে দেশ বিদেশে বহন ও বিক্রয় করিতে যে কত লোকের কত পরিশ্রম আবশ্যক হয়, তাহা নির্ব্বচন করা সুকঠিন। তদ্ভিন্ন, এস্থলে যাহারদিগকে এক এক সম্প্রদায় বলিয়া গণনা করা গেল, তাহারাও আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিয়া এক এক শ্রেণী এক এক প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। এইরূপ ভূরি ভূরি লোকে কায়িক ও মানসিক চেষ্টা না করিলে, আমরা এক খানি রঞ্জিত পরিধেয় প্রাপ্ত হইতে পারি না।

এক এক টি আল্পিন্ প্রস্তুত করিতে ১৮ জন কারুকর আবশ্যক করে। এডাম স্মিথ্ লিখিয়াছেন, আমি একটি ক্ষুদ্র শিল্পশালা দর্শন করিয়াছি, তথায় দশ ব্যক্তি আল্পিন্ প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত ছিল, সুতরাং বোধ হয়, তাহারদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি তৎসংক্রান্ত ২। ৩ প্রকার কর্ম্ম করিত। তাহারা অত্যন্ত নির্ধন, সুতরাং উচিত মত উপকরণ-সম্পন্ন ছিল না, তথাচ মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, প্রতি দিবস ৪৮০০০ সহস্রের অধিক আল্পিন্ প্রস্তুত করিতে পারিত। অতএব এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে, গড়ে এক এক জন প্রতি দিন ৪৮০০ শতের অধিক আল্পিন্ নির্ম্মাণ করিত। কিন্তু যদি তাহারা এরূপ মিলিত ও শিক্ষিত না হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্ম করিত, তাহা হইলে, এক এক জনে এক দিনে ২০ টাও প্রস্তুত করিতে পারিত না, হয়তো, এক টাও নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইত না।

সে নামে এক পণ্ডিত লিখিয়াছেন "এক এক খানি তাস প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়োপযোগী করা [illegible] সপ্ততি সম্প্রদায়ী শিল্পকরের কার্য্য। প্রত্যেক শিল্প-শালায় সপ্ততি সম্প্রদায় নিযুক্ত থাকে না বটে, কিন্তু এক এক জন তৎসংক্রান্ত দুই তিন অথবা চারি প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে। আমি তাস প্রস্তুত করণের এক শিল্পশালা দর্শন করিয়াছি; তথায় তিন জনে প্রতি দিন ১৫০০০ খণ্ড, অর্থাৎ এক এক জনে গড়ে ৫০০০ শতের অধিক খণ্ড তাস প্রস্তুত করিত। কিন্তু এ প্রকার অনুমান করা [illegible] পারে, যদি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র [illegible] সম্প্রদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইত, [illegible] যে, তাহারা যে [illegible] সুনিপুণ [illegible] বোধ হয়, এক এক জনে প্রতি দিবস [illegible] খণ্ডও সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত না।

১০২ প্রকার শিল্প কর্ম্ম [illegible] রিলে এক এক টি ঘটি [illegible] প্রস্তুত হইতে পারে না। সেই [illegible] এত বিভিন্ন, যে তাহার [illegible] কর্ম্মে সুশিক্ষিতরূপ নিপুণ হইলেও, [illegible] পর [illegible] তাহার [illegible] সম্ভবে। এক ব্যক্তি [illegible] কর্ম্ম নির্ব্বাহ [illegible] হইলে, ঘটিকা প্রস্তুত হওয়া দুঃসাধ্য [illegible]।

এইরূপ [illegible] বিভাগ [illegible] প্রচলিত থাকাতে [illegible] কর্ম্ম [illegible] হইতে [illegible] আসিতেছে। এই প্রকার বুদ্ধিবৈচিত্র্য [illegible] ঘোর কার্য্য [illegible] না হইত [illegible] পরমেশ্বর [illegible] স্বাভাবের উপযোগিতা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ব্যক্তি বিশেষের [illegible] বিশেষ [illegible] অপেক্ষাকৃত [illegible] তাহাকে কর্ম্ম বিশেষে [illegible] করিয়াছেন। যাহার [illegible] তেজস্বিনী, তাহার [illegible], অনুরক্তি ও ক্ষমতা জন্মে। জগদীশ্বর চতুর্দ্দিকেই আমারদের প্রত্যেক [illegible] উপযোগী অশেষ বিধ বস্তু বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার যে বৃত্তি বিশিষ্টরূপ প্রবল, তিনি তদুপযোগী বিষয় গ্রহণ করিয়া [illegible] করিতে অনুরক্ত হন। যদি কোন প্রান্তরে একটি শশক আর একটি মার্জ্জার বিচরণ করিতে থাকে, আর একটি মূষিক সহসা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, শশক তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও না করিলে না করিতে পারে, কিন্তু মার্জ্জার তাহাকে

দৃষ্টি করিয়া ক্রোধে উন্মত্ত, প্রদীপ্ত-লোচন ও লোমাঞ্চিত-শরীর হইবে, এবং অতিশয় উৎসাহ সহকারে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করিয়া শোণিত পান করিতে উদ্যত হইবে। ইহার কারণ, মার্জ্জারের [illegible] প্রবৃত্তি সাতিশয় বলবতী, মূষিক [illegible] উপভোগ্য বিষয়, অতএব সে মূষিক বধ করিয়া সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে ব্যগ্র হয়। শশকের সেরূপ [illegible] নাই, সুতরাং সে মূষিক [illegible] উদাসীন থাকে। মনুষ্যের চরিত্র [illegible] এইরূপ। যে ব্যক্তি [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, [illegible] [illegible] অভিনয় করে। যাহার [illegible] [illegible] বলবতী [illegible] [illegible] কোন ব্যবসায় অব[illegible] [illegible]। [illegible] নির্ম্ম[illegible] [illegible] [illegible] বাসনা করেন। [illegible] অনুচিকীর্ষা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুরক্ত ও সমর্থ হইয়া থাকেন।

[illegible] মনুষ্য বর্গের শারীরিক ও মানসিক [illegible] একরূপ করিয়া তাহাদিগকে [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] উপযোগী করিয়াছেন, [illegible] বিশেষ বৃত্তি বিশেষ অপে[illegible] [illegible] ও চরিত্র[illegible] [illegible] পাত করিয়া রাখি[illegible] [illegible] থাকাতে, আ[illegible] কথা বার্ত্তা, ভাবভঙ্গি ও [illegible] [illegible] জানিতে পারি, এবং [illegible] ও [illegible] হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত ও সমর্থ হই। অথচ ব্যক্তি[illegible] কোন কোন বৃত্তি সমধিক তেজ[illegible] থাকাতে, আমরা বিভিন্ন ব্যবসায় ও [illegible] কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়া [illegible] পরম পিতার শুভাভিপ্রায় সম্পন্ন [illegible]তেছি।

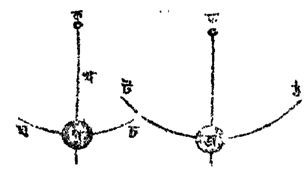
পদার্থবিদ্যা

১২৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৮ পৃষ্ঠা

গতির নিয়ম

মাধ্যাকর্ষণের অন্য অন্য কার্য্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া এক্ষণে পরিদোলকের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা যাইতেছে। যদি কোন বস্তু তার, দণ্ড, অথবা রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া এ প্রকার ভাবে লম্বমান করিয়া রাখা যায়, যে দোলায়িত করিলে, বিনা ব্যাঘাতে দুলিতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে পরিদোলক বলা যায়। এই স্থলে পরিদোলকের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।

১ ক্ষেত্র   ২ ক্ষেত্র



১ ক্ষেত্রে গ চিহ্নিত ধাতু-পিণ্ড খ চিহ্নিত ধাতুময় দণ্ড দ্বারা ক চিহ্নিত স্থান হইতে লম্বিত হইয়াছে। ঐ [illegible] একটি ক্ষুদ্র [illegible] দণ্ডের সহিত [illegible] থাকে, সুতরাং [illegible] উহাকে ঊর্দ্ধে ও নিম্নে [illegible] করিতে পারা যায়। [illegible] দুলাইয়া দিলে, ঘ [illegible] চিহ্নিত [illegible] পথে দুলিতে থাকে। ঐ [illegible] এবং ঐ পিণ্ড ও দণ্ডকে দোলপিণ্ড ও দোলদণ্ড বলে। যখন পরিদোলক না দুলিয়া এক স্থানে স্থির হইয়া রহে, তখন উহা ঠিক সরল ভাবে ঝুলিয়া থাকে। তৎকালে ঐ ধাতুপিণ্ড যে স্থানে স্থির থাকে, তাহার নাম বিরতিবিন্দু। পরিদোলক যে স্থান হইতে লম্বমান হয়, তাহাকে লম্বনবিন্দু কহে। যত ক্ষণ না দোলপিণ্ডকে এক দিকে উত্তোলন করিয়া ত্যাগ করা যায়, তত ক্ষণ উহা এক স্থানে স্থির থাকে। কোন দিকে উত্তোলন করিয়া ত্যাগ করিলেই, ক্রমাগত দুলিতে আরম্ভ হয়। পৃথিবীর অন্য অন্য শত শত ব্যাপারের ন্যায় পরিদোলকের দোলন-কার্য্যও পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া। পূর্ব্বোক্ত পরিদোলকের গ চিহ্নিত

পিণ্ড চ চিহ্নিত বিন্দু পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়া ত্যাগ করিলে, উহা পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পতনোন্মুখ হয়। কিন্তু খ চিহ্নিত দণ্ডে বদ্ধ থাকাতে, পতিত হইতে না পারিয়া, গ চিহ্নিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরন্তু গ চিহ্নিত স্থানে আসিতে আসিতে উহার বেগ এমন প্রবল হয়, যে সে স্থানে স্থির থাকিতে না পারিয়া ঘ চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। গ চিহ্নিত স্থান হইতে চ চিহ্নিত স্থান যত দূর, ঘ চিহ্নিত স্থানও প্রায় তত দূর। ঘ চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার গ চিহ্নিত স্থানে পতিত হয়। তথায় পতিত হইতে হইতে আবার তাহার বেগ এত বৃদ্ধি হয়, যে তথায় স্থির হইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার প্রায় চ চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। [illegible] দীর্ঘকাল দোলিত হইতে থাকে, এবং যদি কোন প্রতিবন্ধক না ঘটে, তবে একবার দুলাইয়া দিলে, চিরকাল দুলিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। বায়ুর প্রতিবন্ধকতা এবং [illegible] সহিত [illegible] ঘর্ষণ এই উভয় দ্বারা পরিদোলকের গতি ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পরিশেষ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

পরিদোলকের দোলপিণ্ড [illegible] উত্থিত হউকনা কেন, তাহার এক এক বার দুলিতে [illegible] সময়ই [illegible] দোলপিণ্ডের চ চিহ্নিত স্থান হইতে [illegible] চিহ্নিত স্থানে গমন করিতে যত সময় লাগে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রস্থ জ চিহ্নিত দোলপিণ্ডের [illegible] চিহ্নিত স্থান হইতে ট চিহ্নিত স্থানে গমন করিতেও তত সময়ই লাগিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, যে দোলপিণ্ড অধিক দূর উত্থিত হয়, তাহা পড়িবার সময়ে পৃথিবী [illegible] আকৃষ্ট হওয়াতে অধিক বেগে পতিত হয়। [illegible] দুই দোলপিণ্ডের মধ্যে যে দোলপিণ্ড [illegible] অপেক্ষায় অধিক পথ ভ্রমণ করে [illegible] অন্য অপেক্ষায় প্রবল হওয়াতে উভয় পিণ্ডের এক এক বার দুলিতে প্রায় সমান সময় লাগিয়া থাকে।

উল্লিখিত ১ ক্ষেত্রস্থ ও ২ ক্ষেত্রস্থ [illegible] পরিদোলক সমান দীর্ঘ। যদি সমান দীর্ঘ না হয়, তাহা হইলে দুলিবার সময়ের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যে পরিদোলকের দোলদণ্ড অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, তাহার গতিও অপেক্ষাকৃত মৃদু। সুতরাং তাহার এক এক বার দুলিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় আবশ্যক করে।

পূর্ব্বোক্ত পরিদোলক দ্বারা অনেক গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, [illegible] উহার এরূপ বিবরণ করা যাইতেছে। [illegible] নিরূপণ বিষয়ে অত্যন্ত উপকারী। অনেকে [illegible] ঘটিকা যন্ত্রের নিম্নভাগে [illegible] দুলিতে দেখিয়াছেন, [illegible] নাই। ঐ পরিদোলকই [illegible] যন্ত্র। উহার সহিত ঘটিকার চক্রের সংযোগ থাকে। [illegible] আর [illegible] যায়। [illegible] এক এক বার দুলিলে [illegible] এক সেকেণ্ড [illegible] চক্রের [illegible] এক [illegible] সরিয়া যায়। যদি সেই চক্রে, সমুদায়ে [illegible] দন্ত থাকে, তাহা হইলে [illegible] একবার ঘুরিয়া [illegible] সেকেণ্ড অর্থাৎ এক মিনিট [illegible] ভিন্ন [illegible] থাকে, [illegible] সেই [illegible] দোলদণ্ড [illegible] চক্রের [illegible] পারে, যে [illegible] ঘুরিতে হইলে, [illegible] ঘুরিয়া [illegible] একবার ঘুরিতে ষাটি মিনিট অর্থাৎ এক ঘণ্টা আবশ্যক হয়। অতএব দ্বিতীয় চক্রের সহিত যে কাঁটা সংলগ্ন থাকে, তদ্দ্বারা মিনিট জানা যায়। এইরূপ অন্য এক চক্র স্থাপন করিয়া ঘণ্টার পরিমাণও জানিতে পারা যায়। বাস্তবিক, ঘটিকা যন্ত্র দ্বারা যে সময়ের নিরূপণ হয়, তাহা এই রূপেই হইয়া থাকে। এতক্ষণ যে পরিদোলকের বৃত্তান্ত এতাদৃশ নীরস বোধ হইতেছিল, তাহা এইরূপ মহোপকারী বস্তু।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বায়ুর প্রতিবন্ধকতা ও লম্বনবিন্দুর সহিত দোলদণ্ডের ঘর্ষণ এই দুই কারণে পরিদোলকের গতি উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া আইসে। ইহার প্রতি [illegible] [illegible] ভারী [illegible] পরিদোলকের [illegible] যে তাহার [illegible] পরিদোলনের গতি হ্রাস হইতে পায় না।

পূর্ব্বে [illegible] [illegible] [illegible] পরিদোলকের বেগ যে স্থানে তত বৃদ্ধি [illegible] [illegible] বিবরণ [illegible] [illegible], সুমেরু ও কুমেরু [illegible] দেশ [illegible] [illegible] [illegible] পৃথিবীর আকর্ষণ অধিক [illegible]। তদনুসারে পরিদোলক [illegible] পৃথিবীর প্রান্তভাগে [illegible] পারে। [illegible] পৃথিবীর [illegible] [illegible], তথায় [illegible]।

যদি পরিদোলকের গতি সকল স্থানে সমান [illegible], তবে সমান দীর্ঘ পরিদোলক [illegible] সময় নিরূপণ হওয়া [illegible]। সিংহল দ্বীপে যে পরিদোলকের [illegible] গতি, কলিকাতায় তাহা তদপেক্ষা দ্রুত চলিবে, এবং উত্তর সমুদ্রের তীরে আরও দ্রুত চলিবে। অতএব, যাহাতে এক পলে এক বার দোলে, এ নিমিত্ত সিংহল দ্বীপে যে ঘড়ির পরিদোলক যত দীর্ঘ করিতে হয়, কলিকাতায় তদপেক্ষা দীর্ঘ করা আবশ্যক, উত্তর সমুদ্রের তীরে আরও দীর্ঘ করা উচিত। লণ্ডন নগরে যে পরিদোলক এক সেকণ্ডে এক বার দোলে, তাহার দৈর্ঘ্য ৩৯ বুরুল আর এক বুরুলের সাত ভাগের এক ভাগ। এডিন্‌বরা নগরে ঐ রূপ [illegible] নির্ম্মাণ করিতে হইলে, পরিদোলকের দীর্ঘতা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক করিতে হয়। আইস্‌লণ্ডে আরও অধিক করা আবশ্যক। কোন পর্ব্বতের নিম্নভাগে যে ঘড়ি দ্বারা [illegible] সময় নিরূপণ করা যায়, তাহার শিখরে [illegible] সে ঘড়ি অপেক্ষাকৃত অল্প চলিবে [illegible] [illegible]।

ইহা পুনঃ পুনঃ [illegible] [illegible], যে পৃথিবীর কেন্দ্র [illegible] [illegible] নিকট, তথায় পৃথিবীর আকর্ষণ তদনুসারে কিঞ্চিৎ অধিক [illegible] অধিক হইবে, [illegible] [illegible] অপেক্ষাকৃত দ্রুত দোলে। অতএব [illegible] [illegible] দেশে যে ঘড়ির পরিদোলক যেমন দোলে, [illegible] তদপেক্ষায় শীঘ্র [illegible]। [illegible] হইতে নিশ্চয় জানা যায়, [illegible] দেশ [illegible] অপেক্ষায় [illegible] নিম্ন, [illegible] [illegible] কেন্দ্রের অধিক নিকটবর্ত্তী। [illegible], যদি [illegible] উহা বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষাও শীঘ্র চলে, তাহা হইলে, নিশ্চয় হয়, [illegible] দেশ বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষাও নিম্ন।

ইনভাগান্ত শব্দ

বাঙ্গলা ভাষায় হলন্ত শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে এই রূপ নিয়ম প্রচলিত আছে, যে সংস্কৃত ভাষায় প্রথমা বিভক্তির এক বচনে যে শব্দের যেমন রূপ হয়, বাঙ্গলায় সকল বিভক্তি ও সকল বচনেই সেই রূপ লিখিত হইয়া থাকে; যেমন বিদ্বান্, বিদ্বান্‌কে, বিদ্বান্‌দিগকে, বিদ্বান্‌দিগের ইত্যাদি। কিন্তু ইন্‌ভাগান্ত শব্দ বিষয়ে কেহ সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন না। উহা কেবল কর্ত্তৃ কারকের এক বচনে দীর্ঘ ঈকারান্ত, তদ্ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় স্থলেই হ্রস্ব ইকারান্ত লিখিত হইয়া থাকে; যেমন জ্ঞানী, জ্ঞানিরা, জ্ঞানিকে, জ্ঞানিদিগকে, জ্ঞানিদিগের ইত্যাদি। কিন্তু এই রীতি অবলম্বন করাতে কোন লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রত্যুত বাঙ্গলা রচনাকে নিরর্থক কঠিন করা হয়। বিশেষতঃ যখন আর আর হলন্ত শব্দ বিষয়ে অন্য প্রকার সহজ রীতি প্রচলিত আছে, তখন ইন্‌ভাগান্ত শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে তাহার অন্যথা করা কোন রূপেই

[illegible] নহে। অতএব, উহার সকল [illegible] ও সকল বচনেই দীর্ঘ ঈকারান্ত [illegible] উচিত। তাহা হইলে, সর্ব্বত্র এক [illegible] অবলম্বন করা হয়, এবং এক [illegible] অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে ক- র্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানিরা, জ্ঞানি- কে, জ্ঞানিদিগকে, জ্ঞানিদিগের, না লিখিয়া জ্ঞানীরা, জ্ঞানীকে, জ্ঞানীদিগকে, জ্ঞানী- দিগের লেখাই শ্রেয়স্কল্প।

বাঙ্গলা ভাষায় [illegible] প্রক্রিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং, কি ইন্ [illegible] কি অন্য [illegible] সর্ব্বত্রই সেই নিয়ম অব- লম্বন করাই কর্ত্তব্য; [illegible], জ্ঞানিকৃত, [illegible] ইত্যাদি। যে স্থলে কোন [illegible] সেই নিয়মানুসারে নিষ্পত্তি [illegible], তথায় পূর্ব্বোক্ত নিয়- [illegible]

THE CREATOR OF THE PHYSICAL WORLD IS THE GOVERNOR OF THE MORAL WORLD.

With our views of the moral government of the world and the religious interests of man, the study of material nature is not and cannot be directly and closely connected. But it may be of some service to trace in these two lines of reasoning, seemingly so remote, a manifest convergence to the same point, a demonstrable unity of result. It may be useful to show that we are thus led, not to two rulers of the universe, but to one God;—to make it appear that the Creator and Preserver of the world is also the Governor and Judge of men; that the Author of the Laws of Nature is also the Author of the Law of Duty;—that He who regulates corporeal things by properties of attraction and affinity and assimilating power, is the same being who regulates the actions and conditions of men, by the influence of the feeling of responsibility, the perception of right and wrong, the hope of happiness, the [illegible].

The conviction that the Divine attributes which we are taught by the study of the material world, and those which we learn from the contemplation of man as a responsible agent, belong to the same Divine Being, will be forced upon us, if we consider the manner in which all the parts of the universe, the corporeal and intellectual, the animal and moral, are connected with each other. In each of these provinces of creation we trace refined adaptations and arrangements which lead us to the Creator and Director of so skilful a system; but these provinces are so intermixed, these different trains of contrivance so interwoven, that we cannot, in our thoughts, separate the author of one part from the author of another. The creator of the Heavens and of the Earth, of the inorganic and of the organic world, of animals and of man, of the affections and the conscience, appears inevitably to be one and the same God.

We will pursue this reflection a little more into detail.

I. The atmosphere is a mere mass of fluid floating on the surface of the bed of the earth. It is one of the most and [illegible] of the universe, and must [illegible] to have been formed by the same power which formed the solid mass of the earth and the other parts of the solar system. But how [illegible] phere [illegible] being inert in its effects on [illegible] beings, and unconnected with the world of life! By what wonderful adaptation of its mechanical and chemical properties, and [illegible] the powers of plants, to each other are the development and well-being of plants and animals secured! The creator of [illegible] must have been [illegible] the creator [illegible] We cannot [illegible] instant [illegible] conclusion. But the [illegible] is not only subservient to the life [illegible] of man [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] is often; the [illegible] of the [illegible] of articulation, [illegible] they [illegible] perform their part of the [illegible] known, a most [illegible] But [illegible] [illegible] with [illegible] [illegible] [illegible] The powers [illegible] realization, [illegible] and [illegible] tendencies which occasion [illegible] and conclusions of [illegible] all necessary for the [illegible] and [illegible] not [illegible] the same [illegible] by which we are [illegible]

Has man his mental powers independently of the creator of his bodily frame? For what purpose then, or by what cause was the curious and complex machinery of the tongue, the glottis, the larynx produced? These are useful for speech and full of contrivances which suggest [illegible] the end for which those organs were constructed. But speech appears to have been no less contemplated in the intellectual structure of man. The processes of which we have spoken, generalization, abstraction, reasoning, have a close dependence on the use of speech. These faculties are presupposed in the formation of language, but they are developed and perfected by the use of language. The mind of man then, with all its intellectual endowments, is the work of the same artist by whose hands his bodily frame was fashioned;

as his bodily faculties again are evidently constructed by the maker of those elements on which their action depends. The creator of the atmosphere and of the material universe is the creator of the human mind, and the author of those wonderful powers of thinking, judging, inferring, discovering, by which we are able to reason concerning the world in which we are placed; and which aid us in lifting our thoughts to the source of our being himself.

2. Light, or the means by which is propagated, is another of the inorganic elements which form a portion of the mere material world. The luminiferous ether, if we adopt that theory, or the fluid light of the theory of emission, must indubitably pervade the remotest regions of the universe, and must be supposed to exist as soon as we suppose the material parts of the universe to be in existence. The origin of light then must be at least as far removed from us as the origin of the solar system. Yet how closely connected are the properties of light with the structure of our own bodies! The mechanism of the organs of vision and the mechanism of light are, as we have seen, most exquisitely adapted to each other. We must suppose, then, that the same power and skill produced the one and the other of these two sets of contrivances, which so remarkably fit into each other. The creator of light is the author of our visual powers. But how small a portion does mere visual perception constitute of the advantages which we derive from the eye! We possess also other faculties and capacities by which light becomes a source of happiness and good to man. The sense of beauty, the love of art, the pleasure arising from the contemplation of nature, are all dependent on the eye; and we can hardly doubt that these faculties were bestowed on man to further the best interests of his being. The sense of beauty both animates and refines his domestic tendencies; the love of art is a powerful instrument for raising him above the mere wants and satisfactions of his animal nature; the expansion of mind which rises in us at the sight of the starry sky, the cloud-capt mountain, the boundless ocean, seems intended to direct our thoughts by an impressive though indefinite feeling, to the Infinite Author of all. But if these faculties be thus part of the scheme of man's moral being, given him by a good and wise creator, can we suppose that this creator was any other than the creator also of these visual organs, without which the faculties could have no operation and no existence? As clearly as light and the eye are the work of the same author, so clearly also do our capacities for the most exalted visual pleasures, and the feelings flowing from them, proceed from the same Divine Hand, by which the mechanism of light was constructed.

3. The creator of the earth must be conceived to be the author also of all those qualities in the soil, chemical and whatever else, by which it supports vegetable life, under all the modifications of natural and artificial condition. Among the attributes which the earth thus possesses, there are some which seem to have an especial reference to man in a state of society. Such are the power of the earth to increase its produce under the influence of cultivation, and the necessary existence of property in land, in order that this cultivation may be advantageously applied; the rise, under such circumstances, of a surplus produce, of a quantity of subsistence exceeding the wants of the cultivators alone; and the consequent possibility of inequalities of rank and of all the arrangements of civil society. These are all parts of the constitution of the earth. But these would all remain mere idle possibilities, if the nature of man had not a corresponding direction. If man had not a social and economical tendency, a disposition to congregate and co-operate, to distribute possessions and offices among the members of the community, to make and obey and enforce laws, the earth would in vain be ready to respond to the care of the husbandman. Must we not then suppose that this attribute of the earth was bestowed upon it by Him who gave to man those corresponding attributes, through which the apparent niggardliness of the soil is the source of general comfort and security, of polity and law? Must we not suppose that He who created the soil, also inspired man with those social desires and feelings which produce cities and states, laws and institutions, arts and civilization; and that thus the apparently inert mass of earth is a part of the same scheme as those faculties and powers with which man's moral and intellectual progress is most connected.

4. Again:—It will hardly be questioned that the Author of the material elements is also the author of the structure of animals, which is adapted to and provided for by the constitution of the elements in such innumerable ways. But the author of the bodily structure of animals must also be the author of their instincts, for without these the structure would not answer its purpose. And these instincts frequently assume the character of affections in a most remarkable manner. The love of offspring, of home, of companions, are often displayed by animals, in a way that strikes the most indifferent observer; and yet these affections will hardly be denied to be a part of the same scheme as the instincts by which the same animals seek food and the gratifications of sense. Who can doubt that the anxious and devoted affection of the mother-bird for her young after they are hatched, is a part of the same system of Providence as the instinct by which she is impelled to sit upon her eggs? and this, of the same by which her eggs are so organized that incubation leads to the birth of the young animal. Nor, again, can we imagine that while the structure and affections of animals belong to one system of things, the affections of man, in many respects so similar to those of animals, and connected with the bodily frame in a manner so closely analogous, can belong to a different scheme. Who, that reads the touching instances of maternal affection, related so often of the women of all nations and of the females

of all animals, can doubt that the principle of action is the same in the two cases though enlightened in one of them by the rational faculty? And who can place in separate provinces the supporting and protecting love of the father and of the mother? or consider as entirely distinct from these, and belonging to another part of our nature, the other kinds of family-affection? or disjoin man's love of his home, his clan, his tribe, his country, from the affection which he bears to his family? The love of offspring, home, friends, in man, is then part of the same system of contrivances of which bodily organization is another part. And thus the author of our corporeal frame is also the author of our capacity of kindness and resentment, of our love and of our wish to be loved, of all the emotions which bind us to individuals, to our families, and to our kind.

It is not necessary here to follow out and classify these emotions and affections: or to examine how they are combined and connected with our other motives of action, mutually giving and receiving strength and direction. The desire of esteem, of power, of knowledge, of society, the love of kindred, of friends, of our country, are manifestly among the main forces by which man is urged to act and to abstain. And as these parts of the constitution of man are clearly intended, as we conceive, to impel him in his appointed path; so we conceive that they are no less clearly the work of the same great Artificer who created the heart, the eye, the hand, the tongue, and that elemental world in which by means of these instruments, man pursues the objects of his appetites, desires, and affections.

5. But if the Creator of the world be also the author of our intellectual powers, of our feeling for the beautiful and the sublime, of our social tendencies, and of our natural desires and affections, we shall find it impossible not to ascribe also to Him the higher directive attributes of our nature, the conscience and the religious feeling, the reference of our actions to the rule of duty and to the will of God.

It would not suit the plan of the present treatise to enter into any detailed analysis of the connexion of these various portions of our moral constitution. But we may observe that the existence and universality of the conception of duty and right cannot be doubted, however men may differ as to its original or derivative nature. All men are perpetually led to form judgments concerning actions, and emotions which lead to action, as right or wrong; as what they ought or ought not to do or feel. There is a faculty which approves and disapproves, acquits or condemns the workings of our other faculties. Now, what shall we say of such a judiciary principle, thus introduced among our motives to action? Shall we conceive that while the other springs of action are balanced against each other by our creator, this, the most pervading and universal regulator, was no part of the original scheme? That while the love of animal-pleasures, of power, of fame, the regard for friends, the pleasure of bestowing pleasure, were infused into man as influences by which his course of life was to be carried on, and his capacities and powers developed and exercised;—this reverence for a moral law, this acknowledgment of the obligation of duty,—a feeling which is everywhere found, and which may become a powerful, a predominating motive of action,—was given for no purpose, and belongs not to the design? Such an opinion would be much as if we should acknowledge the skill and contrivance manifested in the other parts of a ship, but should refuse to recognize the rudder as exhibiting any evidence of a purpose. Without the reverence which the opinion of right inspires, and the scourge of general disapprobation inflicted on that which is accounted wicked, society could scarcely go on, and certainly the feelings and thoughts and characters of men could not be what they are. Those impulses of nature which involve no acknowledgment of responsibility, and the play and struggle of interfering wishes might preserve the species in some shape of existence, as we see in the case of brutes. But a person must be strangely constituted, who, living amid the respect for law, the admiration for what is good, the order and virtues and graces of civilized nations, all which depend for their origin in some degree on the feeling of moral responsibility, can maintain that all these are casual and extraneous circumstances, no way contemplated in the formation of man; and that the condition in which there should be no obligation, no law, no moral self-restraint, no conscience, no virtue, is equally suited to the powers and the nature of man, and was equally contemplated when those powers were given him.

If this supposition be too extravagant to be for a moment admitted, as it appears to us it must be, then that man, formed as we have already seen from his structure and powers, to be a discoursing, social being, acting under the influence of affections, desires, and purposes, was also intended to act under the influence of a sense of duty; and that the acknowledgement of the obligation of a moral law is as much a part of his nature, as hunger or thirst, maternal love or the desire of power; that therefore, in conceiving man as the work of a Creator, we must imagine his powers and character given him with an intention on the Creator's part that this sense of duty should occupy its place in his constitution as an active and thinking being: and that this directive and judiciary principle is a part of the work of the same Author who made the elements to minister to the material functions, and the arrangements of the world to occupy the individual and social affections of his living creatures.

This principle of conscience, it may further be observed, does not stand upon the same level as the other impulses of our constitution by which we are prompted or restrained. By its very nature and essence, it possesses a supremacy over all others. "Your obligation to obey this law is its being the law of your nature. That your conscience approves of and attests such a course of action is itself alone an obliga-

tion. Conscience does not only offer itself to show us the way we should walk in, but it likewise carries its own authority with it, that it is our natural guide: the guide assigned us by the author of our nature."* That we ought to do an action, is of itself a sufficient and ultimate answer to the question, why we should do it?—how we are obliged to do it? The conviction of duty implies the soundest reason, the strongest obligation, of which our nature is susceptible.

We appear then to be using only language which is well capable of being justified, when we speak of this irresistible esteem for what is right, this conviction of a rule of action extending beyond the gratification of our irreflective impulses, as an impress stamped upon the human mind by the Deity himself; a trace of His nature; an indication of His will; an announcement of His purpose; a promise of His favor; and it seems to contain in itself a sufficient intimation that the highest objects of man's existence are to be attained, by means of a direct and intimate reference of his thoughts and actions to the Divine Author of his being.

Such then is the Deity to which the researches of Natural Theology point; and so far is the train of reflections in which we have engaged, from being merely speculative and barren. With the material world we cannot stop. If a superior Intelligence have ordered and adjusted the succession of seasons and the structure of the plants of the field, we must allow far more than this at first sight would seem to imply. We must admit still greater powers, still higher wisdom for the creation of the beasts of the forest with their faculties; and higher wisdom still and more transcendent attributes, for the creation of man. And when we reach this point we find that it is not knowledge only, not power only, not foresight and beneficence alone, which we must attribute to the Maker of the world; but that we must consider him as the Author, [illegible] of a reverence for moral purity and rectitude; and, if the author of such emotions in us, how can we conceive of Him otherwise, than that these qualities are parts of his nature; and that he is not only wise and great, and good, incomparably beyond our highest conceptions, but also conformed in his purposes to the rule which he thus impresses upon us, that is, Holy in the highest degree which we can image to ourselves as possible.—*W. Whewell.*

সংবাদ

অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া অবগত করিতেছি, শ্রীযুক্ত লালা হাজারিলাল মহাশয়ের গত ১২ পৌষ রাত্রি দ্বিপ্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে ইন্দোর নগরে প্রাণত্যাগ হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে অবগত আছেন, এবং তন্মধ্যে অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা ও বাধ্যবাধকতাও ছিল: তাঁহারা সকলে এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি যাবৎ এ প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন, তাবৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ ও চেষ্টান্বিত ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, এখান হইতে যাত্রা করিয়া কাশী, কাণপুর, আগ্রা, লাহোর, পেশোয়ার, কেরাচী, বোম্বাই প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, তাহাতেও যখন যে স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তখন তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন করিতে, এবং যোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ইন্দোরে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্ত নামে এক ধর্ম্মোৎসাহী সুশীল ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে প্রবৃত্ত করেন। তাঁহারই পত্রে আমরা এই দারুণ দুঃখজনক সমাচার পাঠ করিয়া পরিতাপ প্রাপ্ত হইলাম।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভাপ্রবেশ

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র সরকার, শ্যামলাল মিত্র, ভগবান্‌চন্দ্র দাস, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্যামাচরণ বসু, মধুসূদন ঘোষ, মতিলাল মিত্র, অভয়াচরণ গুপ্ত, রামচন্দ্র দীক্ষিত, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ হালদার, আনন্দচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেন, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, বিষ্ণুকালী হালদার, হরিনাথ শাহা, রামচন্দ্র পাল, গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রাধানাথ বসু, অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী, লোকনাথ ঘোষ, রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিতলাল মিত্র, দীননাথ বসু, শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী, বৈকুণ্ঠনাথ লাহিড়ী, রাধিকাপ্রসাদ রায়, এবং ব্রজমোহন রায়, ইহাঁরা তত্ত্ববোধিনী সভার সভাশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

---

* Butler, Serm. 3.

তত্ত্ববোধিনী সভাহইতে বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য নিরূপণ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পের তৃতীয় ভাগ	৫
ঐ দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ	৫
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৫
ঐ তৃতীয় ভাগ	৫
ঐ চতুর্থ ভাগ	৫
ঐ তৃতীয়কল্পের প্রথম ভাগ	৫
ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম খণ্ড	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	১
ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অনুবাদ ভাল বাঁধা	১
ঐ কেবল বাঙ্গলা অনুবাদ	।০
ঐ কেবল সংস্কৃত	।।০
বস্তু বিচার	।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ	।।০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	।৵০
পদার্থ বিদ্যা	।।০
বর্ণমালা	৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	।।০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তিকা, অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়	।।০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন বিণ্ডিকেটেড্	।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক	।০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৵০
বাঙ্গলা ভাষায় কঠোপনিষৎ	৵০
বৃত্তি সহিত ঐ নাগর অক্ষরে	।।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ অক্ষরে	।।০
চূর্ণক	।৵০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵০
বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক	১৵০
কৌতুক তরঙ্গিনী	১৵০
নবনারী	১।।০
সারাবলি	১
সঙ্গীত গৌরীশ্বর	।০
আরব্য উপন্যাসের প্রথম খণ্ড	১
জ্ঞানচন্দ্রিকা	১৸১৫
প্রতাপাদিত্য চরিত্র	৷৵০
সংবাদসার	।৵০
শেক্সপিয়র	।৵০
বেদান্তসার	১
রবিন্সন্ ক্রুসো	[illegible]
ষট্‌চক্র নিরূপণ প্রভৃতি	১
মেঘদূত কাব্য	১
পঞ্চদশী	৬
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়	।৵০

কৃষ্ণনগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৪ শকের মাঘ অবধি ১৭৭৫ শকের পৌষ পর্য্যন্ত আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দান প্রাপ্তি	৭০৭৵১৫
দ্রব্য বিক্রয় প্রভৃতি	১।।০
গত শকের স্থিত	[illegible]
	১০৩৸১৫

ব্যয়

বিবিধ ব্যয়	[illegible]

স্থিতি

নগদ	৭১৵৫

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত পূর্ণপ্রসাদ রায়	১২
„ রামলোচন ঘোষ	১৪
„ যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২।০
„ ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়	২।০
„ অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫।।০
„ উমেশচন্দ্র দত্ত	৩৸০
„ আনন্দচন্দ্র মিত্র	১
„ কালাচরণ ঘোষ	২।।০
„ শ্রীনাথ সেন	৩।।০
„ মধুসূদন সেন	।।৵৫
„ নীলমণি গড়গড়ি	৸০
„ অম্বিকাচরণ দত্ত	১।।০
	৪৮।।৵৫

আগত ………………………………… ৫৮৷৷৶৫

শ্রীযুক্ত কালীচরণ লাহিড়ী ………… ৫৷৷০
,, কাশীশ্বর মিত্র ………………… ২৷০
,, শ্যামাচরণ ভট্ট ………………… ৩
,, কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় ……………… ২৷৷০
,, শশিভূষণ ভাদুড়ী ……………… ২
,, গঙ্গাধর আচার্য্য ………………… ১
,, পারেশচন্দ্র চৌধুরী ……………… ২৶১০
,, দুর্গাচরণ সেন ………………… ৷৷০
,, হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ………… ৷০

৭০৸/১৫

তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে বহিষ্কৃত

রাজশাহীস্থ শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সিকদারবাগস্থ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সিকদার, [illegible] শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসু, হিন্দুকালেজের শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, [illegible] শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ [illegible], [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible], [illegible] শ্রীযুক্ত গোলাপ মিত্র, [illegible] শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র [illegible], এবং [illegible] শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ইঁহারা [illegible] না দেওয়াতে [illegible] তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

বিজ্ঞাপন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible]গিরি কৃত টীকা সহিত, শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য সম্বলিত, শ্রীধরস্বামি কৃত টীকা ও তদনুযায়ী ভাষা সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ক্রমশঃ মুদ্রিত হইতেছে এবং এইক্ষণে তাহার প্রথম অধ্যায় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে, তাহার মূল্য ছয় আনা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৫ শকের আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দান প্রাপ্ত ……………………………… ২৩৬৶১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকবিক্রয় ………………… ১৪
গতমাসের স্থিত ………………………… ১৩৭৷৷১০

৩৮৭৴৫

ব্যয়

কর্ম্মচারিগণের বেতন ………………… [illegible]
বিবিধ ব্যয় ……………………………… [illegible]

৩০৫৷৶০

স্থিতি

নগদ ……………………………………… [illegible]

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত [illegible] ………… [illegible]
,, [illegible]চন্দ্র সেন ………… [illegible]
,, [illegible]মোহন বসু ………… [illegible]
,, [illegible]নাথ [illegible] ………… [illegible]
,, [illegible]চরণ [illegible] ………… [illegible]
,, [illegible]চন্দ্র রায় ………… [illegible]
,, [illegible] ………… [illegible]
,, [illegible]কৃষ্ণ দত্ত ………… [illegible]
,, [illegible] চট্টোপাধ্যায় ………… [illegible]
,, [illegible]নাথ [illegible] ………… [illegible]
[illegible] দানের [illegible] ………… ৩
[illegible] ………… ২১৪৴১৫

২৩৬৶১৫

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি [illegible] যে তাঁহারা ১৭৭৫ শকের স্বীয় স্বীয় [illegible]রিক দান ত্বরায় সমাজে প্রেরণ করেন।

শ্রীবাগেশ্বর শর্ম্মা
সম্পাদক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরের যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
[illegible]

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় কল্প — তৃতীয় ভাগ — তৃতীয় কল্প

১২৮ সংখ্যা

চৈত্র ১৭৭৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডপতির অত্যাশ্চর্য্য সুচারু কৌশল প্রদর্শন করিতেছে। সকল পদার্থই তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ও অচিন্তনীয় শক্তি প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার অপার করুণা ও অপার প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্বত্র সমভাবে [illegible] রহিয়াছে। জীবের শরীর অতি আশ্চর্য্য শিল্প কার্য্য। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ পরাৎপর পরম শিল্পকরের নিরুপম নৈপুণ্য পক্ষে নিরন্তর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিশেষতঃ, যখন জীব-বিশেষে স্থল-বিশেষে তাঁহার কৌশল-বিশেষ দৃষ্ট হয়,—যখন দেখা যায়, তিনি আপনার অবলম্বিত পদ্ধতির অন্যথা করিয়াও কোন বিষয়ে কোন জীবের অপ্রতুল পরিহার করিয়াছেন, তখন তিনি আমাদের মানস-মন্দিরে স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়া উঠেন। তখন তাঁহাকে প্রবাসী বন্ধুর ন্যায় দূরস্থিত বোধ হয় না, এবং যবনিকার অন্তরালস্থিত সাধ্বীর ন্যায় পরোক্ষবৎ জ্ঞান হয় না। তখন তিনি সম্মুখীন মিত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকেন। এ স্থলে তাঁহার উল্লিখিত রূপ অনির্ব্বচনীয় কৌশলের কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, পাঠক [illegible] পাঠ করিয়া অবশ্যই তাঁহার সহিত [illegible] হইবেন।

[illegible] শক্তি [illegible] তাঁহার ব্যবস্থা করিয়াছেন; [illegible] গূঢ় অভিসন্ধি [illegible] বিশেষ শক্তি ও বিশেষ অঙ্গ প্রদান করেন না। সমুদায় প্রাণিই এই পরমার্থ কথার প্রমাণ-স্থল। হস্তী যেমন [illegible] দীশ্বর তাহার গ্রীবাদেশ [illegible] করেন নাই, [illegible] মস্তকের [illegible] হইয়া পড়িত। কিন্তু এতাদৃশ উচ্চ জন্তুর [illegible] দীর্ঘ না [illegible] সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন হয়। গ্রীবাদেশ খর্ব্ব হওয়াতে, হস্তীগণ অশ্বাদির ন্যায় মস্তক নত করিয়া জল পান ও তৃণপত্রাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। করুণাময় পরমেশ্বর এই সমুদায় আলোচনা করিলেন, এবং আলোচনা করিয়া তাহাকে একটী সুদীর্ঘ হস্ত প্রদান করিলেন। আহা! পরম শিল্প-কুশল বিশ্ব-নির্ম্মাতা তাহার ঐ কর নির্ম্মাণে যে পর্য্যন্ত পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয়-পদ্ম বিকসিত হইয়া তাঁহার গুণানুচিন্তনে অনুরক্ত হয়। উহার শিরা, অস্থি, ও মাংসপেশী সমুদায় যেরূপ বিন্যস্ত হইলে, উহাকে ইচ্ছানুসারে সঙ্কোচন

ও প্রসারণ করিয়া প্রয়োজন মতে সকল দিকেই সঞ্চালন করা যায়, উহা দ্বারা জলাশয় হইতে জল আকর্ষণ ও বৃক্ষ হইতে শাখা পল্লবাদি ভঞ্জন করা যায়, এবং সকল প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য অনায়াসে গ্রহণ ও উত্তোলন করা যায়, জগদীশ্বর তাহা সুচারু রূপে সম্পাদন করিয়াছেন। বিশেষতঃ, উহার অগ্রভাগের এরূপ সুন্দর গঠন করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা এক একটি তৃণ পর্য্যন্ত গৃহীত হইতে পারে। আমারদের হস্তের অঙ্গুলি এবং হস্তীর শুণ্ডের অগ্রভাগ উভয়ই তুল্য রূপে উপকারী। উভয়েরই দ্বারা এক প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব, হস্তীর হস্ত সুনিপুণ শিল্পকরের কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার এই অঙ্গটি অনন্য-সাধারণ, অর্থাৎ অন্য কোন পশু এরূপ সুদীর্ঘ শুণ্ড প্রাপ্ত হয় নাই। যে সকল পশুর উহাতে প্রয়োজন নাই বলিয়াই, পরমেশ্বর তাহারদিগকে উহা প্রদান করেন নাই। তিনি অসাধারণ স্থলেই অসাধারণ কৌশল প্রকাশ করেন। আমরা যেমন যুক্তি পরম্পরাক্রমে অগ্রে পশ্চাৎ এবিষয় বিবেচনা করিতেছি, তাঁহাকে তদ্রূপ করিতে হয় নাই। তিনি একেবারেই যাবতীয় প্রাণীর প্রয়োজনাপ্রয়োজন প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুরূপ সৃজন করিতে সঙ্কল্প করিলেন, আর অমনি এই সুকৌশল-সম্পন্ন অদ্ভুত বিশ্ব উৎপন্ন হইল। তাঁহার সঙ্কল্প সেই কার্য্য। তিনি "সত্যকাম সত্য সঙ্কল্প।"

চর্ম্মচটিকার* জঙ্ঘা ও পদ অত্যন্ত অপটু, এ নিমিত্ত তাহারা ধাবমান হইতে পারে না, এবং ভূতলে উপবিষ্ট হইলে উত্থিত হইতেও সমর্থ হয় না। তাহারদের এই স্বভাব-সিদ্ধ দোষ পরিহারের অন্য প্রকার উপায় না থাকিলে, তাহারদিগের তুল্য ভাগ্যহীন জীব প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন হইত। তাহারদিগকে অনতিবিলম্বে হিংস্র পশুর গ্রাস মধ্যে পতিত হইয়া মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। কিন্তু বিশ্ব-পিতা পরমেশ্বর ইহার সুন্দর প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাহারদের পক্ষযুগের এক এক কোণে লৌহময় বড়িশবৎ এক একটি বক্র নখ প্রদান করিয়াছেন, তাহারা পর্ব্বত, গহ্বর, গৃহ প্রভৃতির রন্ধ্রাদির মধ্যে সেই নখ নিবেশিত করিয়া লম্বমান থাকে, এবং আবশ্যক মতে তাহা উন্মোচন করিয়া স্থানান্তর প্রস্থান করে। জগদীশ্বর অন্য কোন বিহঙ্গ-জাতির পতত্র মধ্যে এতাদৃশ বক্র নখর নির্ম্মাণ করিয়া দেন নাই; চর্ম্মচটিকার জীবন রক্ষার্থ উহা আবশ্যক বলিয়াই, তাহারদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি একটি পদার্থও কোন স্থানে নিরর্থক অর্পণ করেন নাই। তাঁহার এই সমস্ত "স্বাভাবিক" প্রতীতি করা [illegible]।

উর্ণনাভের [illegible] মনোহর কৌশলের এক সুন্দর উদাহরণ স্থল। তাহারা মক্ষিকা ভোজন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু তাহারদের দ্রুতগামী হইয়া মক্ষিকাদিগকে আক্রমণ ও হনন করিবার সামর্থ্য নাই। তাহারদের ভক্ষ্য গ্রহণের উপায়ান্তর না থাকিলে, জীবন রক্ষা করা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না, এই বিবেচনায় বিশ্বপালক পরমেশ্বর তাহারদিগকে জাল প্রস্তুত করিবার শক্তি দিয়াছেন। তাহারা ধীবরদিগের ন্যায় জাল বিস্তৃত করিয়া অবস্থিতি করে, এবং মক্ষিকাগণ যেমন আসিয়া পতিত হয়, অমনি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে।

বহুরূপ নামক প্রাণীর বর্ণ পরিবর্ত্তনের বিষয় অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। যিনি সমুদ্র-তটস্থ বালুকা-বিন্দু ও দুর্ব্বাদলস্থ শিশির-বিন্দু পর্য্যন্ত কোন বস্তু নিষ্প্রয়োজন সৃষ্টি করেন নাই, তিনি যে এই অদ্ভুত জন্তুকে এই অদ্ভুত শক্তি নিরর্থক দিয়াছেন, অথবা কেবল মনুষ্যের কৌতুক সম্পাদনার্থ প্রদান করিয়াছেন, ইহা কদাচ যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয় না। তাহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে তাহার

* চামচিকা।

সন্দেহ নাই। মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ বহুরূপের স্বভাব-সিদ্ধ খাদ্য। উহারা বৃক্ষ ও গুল্ম আরোহণ ও রসনা প্রসারণ করিয়া তাহারদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু উহার গতি অত্যন্ত মৃদু। পতঙ্গগণ উহাকে নিকটে দেখিলে, অবলীলা ক্রমে পলায়ন করিতে পারে। বিশেষতঃ, পতঙ্গের দৃষ্টি-শক্তি বিলক্ষণ তেজস্বিনী; কোন হিংস্র জীব নিকটস্থ হইলে, তাহারা অনায়াসে দেখিতে পায়। অতএব, কোন প্রকার ছদ্ম বেশ গ্রহণ ব্যতিরেকে বহুরূপের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া কোন মতেই সম্ভবে না। এই নিমিত্ত, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরম পুরুষ তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্ত্তনের শক্তি প্রদান করিয়া অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। বহুরূপ যখন হরিত-বর্ণ বৃক্ষ-পত্রের মধ্য দিয়া গমন করে, তখন হরিত বর্ণ গ্রহণ করে এবং যখন পীত ও লোহিত বর্ণ পত্র বা পল্লবের নিকট দিয়া গমন করে, তখন পীত ও লোহিত বর্ণ ধারণ করে। চতুষ্পার্শ্ব-বর্ত্তী পত্র-পুষ্পের কেবল বর্ণ ধারণ করিয়া নিরস্ত হয় না, তদীয় আকারেরও অনুকরণ করে। কি আশ্চর্য্য শক্তি! কি অনুপম গুণ! জগদীশ্বরের কি অপূর্ব্ব লীলা! কি অদ্ভুত কৌশল!

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, স্থলচর ও জলচরের চক্ষের গঠন বিষয়ে পরস্পর অনেক বিভিন্নতা আছে। স্থলচরেরা কেবল স্থলের উপরিস্থিত বস্তু দেখিতে পায়, জলচরেরা কেবল জলাশয়ের অভ্যন্তরস্থ সামগ্রী দৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার মৎস্য আছে,* তাহার চক্ষুর উপরিভাগ স্থলচরের এবং অধোভাগ জলচরের চক্ষুর তুল্য। জগদীশ্বর কি অভিপ্রায়ে এস্থলে সাধারণ পদ্ধতির অন্যথাচরণ করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত কাহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত না হইয়া উঠে? এবং পণ্ডিতেরা এবিষয়ের যে নিগূঢ় অভিসন্ধি অবধারণ করিয়াছেন, তাহা শ্রুতিগোচর হইলে, কাহারই বা বিস্ময় ও আনন্দোদয় না হইয়া থাকে? উল্লিখিত অসাধারণ মৎস্য যেরূপ সন্তরণ দেয়, তাহাতে তাহার চক্ষুর ঊর্দ্ধ ভাগ জলের উপর উত্থিত ও অধোভাগ তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে। অতএব, তাহারদিগের চক্ষুর গঠন এক রূপ হইলে, তাহারদের দৃষ্টি-ক্রিয়া কদাচ [illegible] রূপে সম্পাদিত হইতে পারে না, এই বিবেচনায় করুণাময় পরমেশ্বর তাহারদের নেত্রদ্বয়ের গঠন-প্রণালী উভয়-রীতি-সম্পন্ন করিয়া অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি সচেতন জীব অচেতন উদ্ভিদের [illegible] সংস্থাপন করিয়া [illegible] প্রকার উৎপাদন করিয়াছেন, তিনি [illegible] স্বভাব একত্র মিলিত করিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি?

জগদীশ্বর জীব [illegible] দুই চক্ষু প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু কোন কোন পতঙ্গের বহু নেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? [illegible] মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর এরূপ অন্যথাচরণ করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাঁহার কৃপা-ভাজন জ্ঞানীগণ [illegible] তাহারদিগকে অবগত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পতঙ্গ সকলের [illegible] থাকে। আমরা যেমন ইচ্ছানুসারে সকল দিকেই চক্ষু চালনা করিতে পারি, তাহারা সেরূপ পারে না। [illegible] চক্ষু দ্বারা তাহারদের [illegible] গমনাগমন নিরীক্ষণ [illegible] সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া পরম বিজ্ঞানবিৎ পরমেশ্বর তাহারদিগকে বহু নেত্র প্রদান করিয়াছেন, এবং তৎসমুদায়কে তাহারদের শরীরের যে যে স্থানে স্থাপিত করিলে সমধিক কল্যাণ সাধন ও শোভা সম্পাদন হয়, তাহাই করিয়াছেন। তিনি উল্লিখিত অভিপ্রায়ে ঊর্ণনাভকে অষ্ট চক্ষু প্রদান করিয়াছেন; মস্তকের উপরিভাগে দুই, সম্মুখভাগে দুই, এবং এক এক পার্শ্বে দুই দুই নেত্র নিযোজিত আছে। এই সমস্ত নেত্র নিতান্ত নিশ্চল হইলেও, প্রয়োজনানু

* ইংরেজিতে ইহাকে সরিনাম্ সপ্রাট বলে।

সারে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হওয়াতে, ঊর্ণনাভ স্বকীয় জীবন রক্ষা ও সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজন সাধনের উপযোগী সমুদায় বিষয়ই দৃষ্টি করিতে পারে। তাহার নেত্র নিশ্চল হওয়াতে, যত প্রকার অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল, বিশ্ব বিধাতা এইরূপ বিধান দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়াছেন। আমরা যে আমারদের স্রষ্টা ও পাতার এই সমস্ত অতি প্রগাঢ় নিগূঢ় অভিপ্রায়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেছি, ইহা আমারদের পরম সৌভাগ্য ও অতুল আনন্দের বিষয়।

কিন্তু তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় পতঙ্গেরই নেত্র দোষ যে এই এক প্রকারে নিবারণ করিয়াছেন এমত নহে। তিনি একরূপ কল্যাণ অশেষরূপ উপায় দ্বারা সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি কতকগুলি পতঙ্গের চক্ষুর পুত্তলিকা গোলাকৃতি না করিয়া, বহুপার্শ্ব বিশিষ্ট কাচ সদৃশ করিয়া, আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। পুত্তলিকার এক এক পার্শ্ব এক এক খানি কাচ স্বরূপ, সুতরাং তাহার যে পার্শ্বে যে যে বস্তুর আভা পতিত হয়, সেই সেই বস্তু সেই পার্শ্ব দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে তাহারদের চক্ষুর পুত্তলিকা নিতান্ত নিশ্চল হইলেও, তাহার দৃষ্টি-ক্ষেত্র অন্য অন্য প্রাণীর তুল্য বিস্তৃত হইয়া থাকে। এডাম্ নামক পণ্ডিত নিরূপণ করিয়া লিখিয়াছেন, একটি মধুমক্ষিকার চক্ষে এইরূপ ১৪০০ খণ্ড কাচ দৃষ্ট হইয়াছে। উল্লিখিত পতঙ্গের চক্ষুর পুত্তলিকার ঐ সমস্ত কাচবৎ ভাগ কিরূপ সূক্ষ্ম ও সুপরিপাটী, ও পরম শিল্প-কুশল বিশ্ব-নির্ম্মাতার কত কৌশল ও কত যত্নের বিষয়, তাহা পাঠকবর্গ একবার চিন্তা করুন, এবং চিন্তা করত বার বার তাঁহার ধন্যবাদ করিয়া পরম পবিত্র প্রেমানন্দ-নীরে নিমগ্ন হউন।

যদি প্রস্তুত বিষয়ে চক্ষুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল, তবে এস্থলে জগদীশ্বরের আর একটি অসাধারণ কৌশলের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না। সমুদায় দ্বিনেত্র প্রাণীরই দুই পার্শ্বে দুই নেত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বংশক* প্রভৃতি কয়েক প্রকার মৎস্যের উভয় নেত্রই এক পার্শ্বে থাকে, অপর পার্শ্বে একটি চক্ষুও থাকে না। এরূপ অসামান্য ব্যবস্থা কি বিশ্বস্রষ্টার ভ্রান্তি মূলক? না কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে এইরূপ ব্যবস্থিত হইয়াছে?—অভ্রান্ত স্বরূপের কার্য্যে ভ্রান্তি সম্ভব একথা মুখাগ্রে আনয়ন করা অকর্ত্তব্য। তিনি এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের অবশ্যই জিজ্ঞাস্য তাহার সন্দেহ নাই। ঐ সমুদায় মৎস্য জলাশয়ের অধোভাগে পঙ্কের উপর এপ্রকারে এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহে, যে তাহার ঐ পার্শ্ব সর্ব্বতোভাবে পঙ্কেতেই পরিলিপ্ত থাকে। সে পার্শ্বে চক্ষু থাকিলে, তাহা কোন প্রকারে কার্য্যকর না হইয়া কেবল ক্লেশকর হইত, অথবা পঙ্কেতে অন্তর্ভূত হইয়া যাইবে, এই বিবেচনায় ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ তাহার একটি চক্ষুও সে পার্শ্বে স্থাপন না করিয়া অপর পার্শ্বে উভয় নেত্রই স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক নেত্র নেত্র-নির্ম্মাতার কত কৌশল প্রদর্শন করিতেছে; এস্থলে তিনি আর কৌশলের উপর কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

বক ও তাদৃশ কতক গুলি পক্ষী মৎস্যাদি জলজন্তু ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, কিন্তু হংসাদির ন্যায় তাহারদের পদাঙ্গুলি সমুদায় চর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত না থাকাতে, তাহারা সন্তরণ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাতে তাহারদের ভক্ষ্যের সহিত শারীরিক প্রকৃতির কিছু মাত্র সামঞ্জস্য থাকে না। কিন্তু ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন করা সর্ব্ব-সামঞ্জস্য-সম্পাদক পরমেশ্বরের পক্ষে কতক্ষণের কর্ম্ম? তিনি বক জাতির জঙ্ঘা দ্বয় কিঞ্চিৎ দীর্ঘ করিয়া একেবারেই এবিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা তীর-সন্নিহিত অগভীর জলে পদ চারণ করিয়া মৎস্যদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করে। তাহারা অপরাপর জলচর পক্ষীর ন্যায় জলাশয়ে সন্তরণ করিতে সমর্থ না হউক না কেন?

* বাঁশপাতা

তাহারদের স্রষ্টা ও পাতা অতীব সহজ কৌশলে তাহারদিগের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সুন্দর উপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন।

উষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গ ও কোন কোন গুণ অতি অসাধারণ। তাহারদের খুর সমধিক প্রসারিত, তাহারদের পাকস্থলীর একাংশে জল রাখিবার স্থান আছে, এবং স্থান বিশেষে জলাশয় বিদ্যমান আছে কি না, তাহারা দেড় ক্রোশ অন্তর হইতে তাহা জানিতে পারে। গো, অশ্ব, মেষাদি অন্য [illegible] পশুর এ সকল বিষয় এ প্রকার নহে। কিন্তু জগদীশ্বর যে অভিপ্রায়ে ঐ [illegible] পশুকে উল্লিখিত রূপ অসাধারণ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে চমৎকৃত ও ভক্তি-পূর্ণ হইয়া [illegible] রসে আর্দ্র হইতে হয়। উষ্ট্র আরব দেশের প্রধান ভারবহ পশু। তাহারদিগকে সতত যে বালুকাময় মরুভূমি পর্য্যটন করিতে হয়, তাহা প্রচণ্ড [illegible] কিরণে [illegible] হইয়া থাকে। সে স্থানে বায়ু নিতান্ত নীরস ও উষ্ণ। তথায় জলাশয় নাই, [illegible] নাই, বন ও উপবন নাই; চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া একটিও জীব জন্তু দৃষ্টি করা যায় না। পথিকগণ [illegible] পর্য্যটন করিয়াও [illegible] দেখিতে পায় না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া নিরন্তর হাহাকার করিতেছে। করালী মৃত্যু যেন তাহারদিগকে [illegible] করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এইরূপ ভূমি স্থানে উষ্ট্রদিগকে বণিকদিগের পণ্য সামগ্রী পৃষ্ঠোপরি গ্রহণ করিয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হইবে এই বিবেচনায় জগদীশ্বর ঐ সকল অমূল্য পশুকে তদুপযোগী প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাহারদিগকে সর্ব্বদাই বালুকাভূমি পর্য্যটন করিতে হয়, অতএব শ্লথ বালুকা মধ্যে বারম্বার পদ প্রবিষ্ট হইয়া গমনের ব্যাঘাত না জন্মায় এই নিমিত্ত তাহারদিগকে প্রশস্ত খুর প্রদান করিয়াছেন। তাহারদের উদরে জল রাখিবার এক স্থান করিয়া দিয়াছেন, তাহারা তথায় বারি সঞ্চয় করিয়া ক্রমাগত বহু দিবস নির্জ্জল দেশ ভ্রমণ করে ও প্রয়োজন মতে সেই জল উদ্গীর্ণ করিয়া পিপাসা শান্তি করে ও শুষ্ক অন্ন সিক্ত করে। মরুভূমির মধ্যে সকল স্থানে জল প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, অতএব [illegible] দিগকে এরূপ অসাধারণ ঘ্রাণ-শক্তি [illegible] ছেন, যে তদ্দ্বারা তাহারা দেড় ক্রোশ থাকিতে জলাশয়ের উপলব্ধি করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হয়। আহা জগদীশ্বরের কি মহিমা! ঐ সমস্ত [illegible] অনেক বিষয়ে অসামান্য [illegible] তিনি তাহারদিগকে উল্লিখিত রূপ অসামান্য প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি [illegible] প্রদেশের [illegible] করিয়া [illegible] অভিপ্রায়েই তাহারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

[illegible] এবং তাহা হইতেই আমাদের প্রকৃত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। যেমন সুধাময় পূর্ণচন্দ্রের [illegible] জ্যোতি সুবিস্তৃত সিন্ধু-সলিলে ও [illegible] তটে [illegible] প্রাপ্ত হইয়া পরম রমণীয় শোভা প্রকাশ করে, সেইরূপ আমাদের [illegible] পরম [illegible] মহিমাচন্দ্রমার অনুপম অমৃত-রস এই অখিলব্রহ্মাণ্ডের [illegible] পরিলিপ্ত হইয়া তাহার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য অংশ প্রকাশ করিতেছে।

ধর্ম্মনীতি

২২৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৩২ পৃষ্ঠার পর

সামাজিক ধর্ম্ম

[illegible] পুস্তকে যেরূপ কার্য্য-বিভাগ ও বৃত্তি-বৈচিত্র্যের বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত উপকারী। তদ্দ্বারা অল্প সময়ে অধিক কর্ম্ম সম্পন্ন হয় এবং যাহার যে ব্যবসায়ে অভিরুচি ও অনুরাগ আছে, তিনি তাহা অবলম্বন করিলে সুচারু রূপে সম্পাদন করিতে পারেন।

[illegible] শিল্পকর্ম্মের [illegible] এক [illegible] আরম্ভ হইয়াছে, [illegible] মনুষ্যদিগের শিল্প-কার্য্য [illegible] অনেক উন্নতি [illegible] ব্যবসায়াবলম্বী শিল্প[illegible] উৎপন্ন হইয়াছে, [illegible] শিল্পশালার [illegible] দেখিতেছে। [illegible] প্রচলিত হইয়া [illegible] শিল্পকারের [illegible] নিকট নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করে, তাহারা [illegible], [illegible], অথবা অন্য কোন প্রকার [illegible] নিয়মে বেতন প্রাপ্ত হয়। [illegible] ক্ষতি বৃদ্ধি [illegible] শিল্পকারেরই হইয়া থাকে, [illegible] সহিত তাহারদের কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু [illegible] ইউরোপে স্থানে স্থানে অন্য এক প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত হইতেছে। তদনুসারে শিল্পশালার কর্ম্মচারীরা এক একটি সমাজ স্বরূপ হইয়া কার্য্য করে। তাঁহারদের অবলম্বিত ব্যবসায়ে যে কিছু উপস্বত্ব উৎপন্ন হয়, সকলেই তাহার অংশ গ্রহণ করে এবং সকলেই শিল্পশালার ব্যবস্থা বিষয়ে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা ও মতামত প্রদান করিয়া থাকে। যে সকল শিল্পশালার ব্যবসায় অতিবিস্তৃত, তৎসংক্রান্ত শিল্পকার অর্থাৎ অংশীগণ তদীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থে কয়েক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া রাখে। তাঁহারা অন্য অন্য সমুদায় শিল্পকারের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সমস্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা ও অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন। যখন কেহ কোন শিল্পশালার নূতন অংশী হইতে প্রার্থনা করেন, সে সময়ের দুই জন অথবা তদধিক অংশী সে বিষয় যথা নিয়মে অধ্যক্ষদিগের নিকট প্রস্তাব এবং তাঁহাকে অংশী হইবার যোগ্য পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলে, তিনি তথাকার অংশী হইতে পারেন না। এইরূপ রীতিক্রমে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে পর, তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে তৎকালেই কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে হয়, অথবা "আমার প্রথম উপার্জ্জিত অর্থ হইতে দক্ষিণা প্রদান করিব" এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হয়। কোন কোন শিল্পশালার [illegible] দৈনিক প্রভৃতি [illegible] নিয়মে [illegible] প্রাপ্ত হয়। [illegible] নিয়ম [illegible] অবধারিত [illegible] নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে [illegible] অংশীদিগের [illegible] ও অন্য অন্য দুর্ঘটনা [illegible] হইলে, [illegible] আনুকূল্যার্থে, [illegible] তাহাদের [illegible] [illegible] কিঞ্চিৎ [illegible] রাখে। [illegible] বলিয়া পরিচিত হয়। [illegible] পূর্ব্বোক্ত [illegible] কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিলে, তাহারদিগের অথবা তদীয় সন্তানদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় হইয়া থাকে। অপর কোন কোন শিল্পশালার শিল্পকারেরা স্বকীয় ব্যবসায়ের কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে, তাহার লাভাংশ হইতে কিছু কিছু কর্ত্তন করিয়া স্বতন্ত্র সংস্থান করিয়া রাখেন, এবং তাহা [illegible] শিল্পশালার কার্য্য বাহুল্য করণার্থে, অথবা এই প্রণালী প্রচলিত করণাভিপ্রায়ে অন্যান্য প্রকার শিল্পশালা সংস্থাপনার্থে, ব্যয় করিয়া থাকেন। অংশীদিগের রোগ ও বিপদের সময়ে আনুকূল্যার্থে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যত সংস্থান থাকে, তাহারা লাভেরও কিয়দংশ তাহার সহিত সঞ্চয় করিয়া রাখেন, এবং তৎপরে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা

আপনারা বিভাগ করিয়া গ্রহণ করেন। কোন কোন স্থানে কালিক নিয়মানুসারে সমান বিভাগ হয়, অর্থাৎ যে যত দিন কর্ম্ম করিয়াছে, তত প্রমাণ লাভাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কর্ম্মের গুণাগুণ অনুসারে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হয় না। অপরাপর শিল্প-শালার অংশীরা সম্বৎসরে যে প্রমাণ বেতন প্রাপ্ত হয়, তদনুসারে লাভাংশও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

[illegible] দেশে এইরূপ অনেক শিল্প-শালা সংস্থাপিত হইয়াছে। [illegible] রাজ-ধানী পারিস নগরীতে [illegible] সকল [illegible] দুই এই প্রকার শিল্পশালা প্রতিষ্ঠিত আছে। ইংলণ্ডের পূর্ব্ব-[illegible] [illegible] প্রণালী অব-[illegible] অনুরক্ত হইয়া [illegible] অভি-নব প্রণালী অবলম্বন করিতে আরম্ভ করি-য়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] শিল্প-শালা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপেক্ষা-কৃত [illegible] [illegible] [illegible] মঙ্গল হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহাদের [illegible] বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূর্ত্তি [illegible] [illegible] পুস্তক [illegible] সম্পন্ন হওয়া অপেক্ষাকৃত অ-[illegible] হয়, এবং তথায় কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুস্তক পাঠ ও উপদেশ শ্রবণের প্রথা প্রচলিত থাকিলে, শিল্পকারদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উন্নত হইয়া চরিত্র পরি-শোধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যদি অ-পর সাধারণ সকলেরই জ্ঞানোন্নতি, [illegible] বৃদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য সাধন করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে, সমুদায় শিল্পশালার ঐরূপ ব্যবস্থা স্থাপন করাই উচিত কর্ম্ম। একণে জনস-মাজ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত আছে, তৎ সমুদায়ের শ্রীবৃদ্ধি সা-ধন না করিলে, সংসারের উচিত মত উন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ভৃত্য ও কৃষক অবধি শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু পর্য্যন্ত সকলেরই কার্য্য-প্রণালী পরিশোধন ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। আমারদের সামাজিক ব্যবস্থার কত দূর উ-ন্নতি হইতে পারে একণে তাহা অনুমানের উপস্থিত হয় না। জগতের [illegible] ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হইবে ইহাই [illegible] অভিপ্রেত। তাঁহার এই শুভ [illegible] [illegible] কাল অবধি সিদ্ধ হই[illegible] [illegible] এবং ভবিষ্যতে [illegible] [illegible] হইতে থাকিবে [illegible] সন্দেহ নাই।

করুণাময় [illegible] [illegible] নিয়মানুসারে [illegible] [illegible] ক্রমে উন্নত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকল শ্রেণীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বি-[illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible] বৃত্তি [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] উৎপাদন করিয়াছেন, তখন সকল মনুষ্যের বুদ্ধি, বিদ্যা, শক্তি প্রভৃতি সকল বিষয়ে সম কক্ষ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

মনুষ্যের কেবল শারীরিক [illegible] বি-ষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেও, সকলের বল, [illegible], দৈর্ঘ্যাদি বিষয়ে কত [illegible] [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ [illegible] পুষ্ট ও বলিষ্ঠ, কেহ বা শীর্ণ ও জীর্ণ [illegible]। কেহ বা [illegible] [illegible] পরিশ্রম [illegible], কেহ বা আলস্য পরবশ নিরুদ্যম-স্বভাব।

যে পৃথিবীতে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, সেখানে কেবল এই সমস্ত শারীরিক বৈলক্ষণ্য থাকাতেই, লোকের অবস্থাদির কত তারতম্য হইতে পারে। তাহাতে আবার মানসিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলেও, এইরূপ বৈষম্য দৃষ্টি করা যায়। যে কর্ম্মোৎসাহী উদ্যোগী পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় সমধিক তেজস্বিনী ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল তাহারদের অনুকূল থাকে, তিনিই প্রধান মনুষ্য। তিনি যদি [illegible] উপায় ও স্বকীয় স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম [illegible] প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে জগদীশ্বর মানবজাতির বিদ্যা, ধর্ম্ম ও পরিশ্রমের [illegible] অবধারণ করিয়া [illegible] সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরুষ [illegible]। [illegible] যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট [illegible] ও [illegible] নিকৃষ্টাম [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] বিদ্যা ও [illegible] উচিত উচ্চ [illegible] নহে। যে পৃ[illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible] উপার্জন করি[illegible] পূর্ব্বোক্ত প্র[illegible] নিকৃষ্ট [illegible] অবস্থিত [illegible] পারেন না। এক [illegible] কোন মনোবৃত্তি সমধিক তেজস্বী [illegible] অনুপযো[illegible] প্রবৃত্ত হইলে, [illegible] কার্য্য ও যশ[illegible] পারেন, কিন্তু তাঁহার যে সমস্ত মনোবৃত্তি তেজস্বিনী নহে, তৎসংক্রান্ত কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কোন মতেই [illegible] প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না। এইরূপ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিয়া আপন আপন স্বভাবানুযায়ী উপজীবিকা অবলম্বন করিলে, কৃতী ও যশস্বী হইতে পারেন, নতুবা তাঁহাকে অপকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত হইয়া সামান্য ভাবে জীবন ক্ষেপণ করিতে হয়। এই প্রকারে লোকদিগের অবস্থার তারতম্য ও পদ-মর্য্যাদার ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এরূপ প্রণালী মনুষ্যের প্রকৃতি-মূলক, সুতরাং পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত। এক্ষণে মানবজাতির যাদৃশ প্রকৃতি প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবস্থার তারতম্য ও ঐশিক নিয়মের অনুযায়ী পদ-মর্য্যাদা বিলুপ্ত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব বোধ হয় না।

কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ ঐশিক নিয়মানুগত পদ-মর্য্যাদা বিদ্যের বলিয়া, মনুষ্যের মনঃকল্পিত কাল্পনিক পদ-মর্য্যাদা ও বংশ-মর্য্যাদা কদাচ বিহিত হইতে পারে না। তৎসমুদায় অজ্ঞানাবৃত স্বার্থপর লোকের কল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ কাল্পনিক কৌলীন্য প্রচলিত থাকাতে, যোগ্য লোকের যথোচিত সমাদর লাভের ব্যাঘাত ঘটিয়া অযোগ্য লোকের বংশপরম্পরাগত মান মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কুলীন সন্তান ধনাঢ্য লোকেরা সর্ব্বদা নিতান্ত মূর্খ ও সাতিশয় দুশ্চরিত্র হইলেও, জনসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়া থাকেন, অকুলীন নির্ধন ব্যক্তি অশেষ গুণে অলঙ্কৃত হইলেও, তদ্রূপ সমাদরের শতাংশের একাংশও প্রাপ্ত হন না। বিশেষতঃ, সন্তান কুলীনেরা ধনাঢ্য লোকেরা যেমত যুক্তিবিরুদ্ধ মতে প্রবৃত্ত ও নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও, অনেকে তাঁহারদের সেই সমস্ত অসদভিপ্রায় ও অসদাচারের আদর করিয়া থাকে, কেহ কেহ তাঁহারদের অনুবর্ত্তী হইয়া আপনারদের জ্ঞান, গৌরব ধর্ম্ম ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করে। বংশ-মর্য্যাদা কুসংস্কারাবিষ্ট ভ্রান্তিশীল-ব্যক্তিদিগের মনঃকল্পিত, কদাচ করুণাকর পরমেশ্বরের কল্যাণকর নিয়মের অনুগত নহে। যে মহানুভব সাধু সকল তাঁহার নিয়মানুসারী কৌলীন্য-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগকে আহার্য্য শোভা ও বাচনিক বর্ণনা দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রদর্শন করিতে হয় না। তাঁহারদের পরম পরিশুদ্ধ মুখশ্রীতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-জ্যোতি স্বতঃ প্রকাশ পাইয়া তাঁহারদের পরিচয় প্রদান করিতে থাকে।

মনুষ্যের মান-মর্য্যাদা ও পদ-বিভিন্নতার যে সমস্ত স্বভাব-সিদ্ধ কারণ নির্দ্দেশ করা

সেক, ভক্তিম আর এক টি প্রবল কারণ উল্লিখিত হইতেছে। মনুষ্য স্বভাবতঃ বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানরোগী মাত্র বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই। মনোবৃত্তি সমুদায়কে কোন বিষয়ে কি রূপে চালনা করিতে হয়, এবং কোন্ বস্তুর সহিত অন্যের প্রকৃতির কি রূপ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, বুদ্ধি [illegible], গুরূপদেশ ও পুস্তক পাঠ ব্যতিরেকে এসমুদায় অবগত হওয়া যায় না। [illegible] জন মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি সমান থাকে, আর তন্মধ্যে পাঁচ জন যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক বাহ্যবস্তুর গুণ ও জনসমাজের হিতজনক অন্য অন্য বিধ বিষয় শিক্ষা করে, এবং অপর পাঁচ জন সেরূপ শিক্ষিত না হইয়া অকিঞ্চিৎকর গল্প-সাধ্য নিরর্থক কার্য্যে কাল ক্ষেপণ করে, তাহা হইলে, প্রথমোক্ত জ্ঞান-সম্পন্ন পাঁচ ব্যক্তি শেষোক্ত পাঁচ ব্যক্তি অপেক্ষায় কৃতী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে তদ্বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেরূপ উৎকৃষ্ট সুদৃঢ় প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে পারেন, [illegible] ব্যক্তিরা কখনই সেরূপ পারিবে না। যে সমস্ত অবিনীত অসভ্য-জাতি কেবল তীক্ষ্ণ-ধার প্রস্তর দ্বারা [illegible] কর্ত্তন করে এবং কেবল বাহু ও করতল দ্বারা তাহা উত্তোলন করে, তাহারদের এক খানি ভেলক প্রস্তুত করিতে যত সময় আবশ্যক হয়, উত্তমোত্তম-উপকরণ-সম্পন্ন সভ্য জাতীয় সূত্রধরেরা সে সময়ের মধ্যে এক খান প্রকাণ্ড পোত নির্ম্মাণ করিতে পারে। বিদ্যালোক-সম্পন্ন ইউরোপীয় লোকেরা যে বাষ্পীয় শিল্প যন্ত্র দ্বারা অশেষ প্রকার অদ্ভুত শিল্পকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, বাষ্পীয় [illegible] সহকারে অকুতোভয়ে মহাসাগরের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দেশ দেশান্তর গমন করিতেছেন, বাষ্পীয় রথ আরোহণ করিয়া [illegible] পথ এক দিবসেই উত্তীর্ণ হইতেছেন, [illegible] তাড়িত বার্ত্তাবহ সহকারে [illegible] প্রণয়াস্পদ [illegible] ক্ষণে ক্ষণে [illegible] হইতেছেন এবং [illegible] ভূমণ্ডলের সংবাদ প্রতিক্ষণে প্রাপ্ত হইবার উপায় অবধারণ করিতেছেন, সেরূপ জ্ঞানেই এসমস্ত সুখ-সম্পদের এক [illegible]। [illegible] দিনী [illegible] উপায় আছে [illegible]। [illegible] তাহার প্রধান [illegible] পরম পরিশুদ্ধ [illegible] রেকে আপনার [illegible] করিতে পারে না। অতএব [illegible] উৎকৃষ্ট প্রকৃতি [illegible] শিক্ষা [illegible] নতুবা এ পৃথিবীতে [illegible] সমাদর প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ড,

প্রথমোধ্যায়।

ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি।

ব্রহ্মবাদিরা কহিয়া

[illegible]

ব্রাহ্ম [illegible] হৃদয়ে নিহিত আছে, [illegible] ব্রহ্মের স্বরূপ [illegible] বিনশ্বর অক্ষরে লিখিত [illegible]। [illegible] কার্য্যের আলোচনা [illegible] করিলেই জ্ঞান-লোচন [illegible]। তিনি আপনার বিশুদ্ধ [illegible] স্বরূপ এই [illegible] ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস [illegible] মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে [illegible] ভাগ্যবান্ সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন নিষ্পাপ [illegible] মহাত্মারা তাহা প্রতীতি করিতে [illegible] হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং [illegible] এইরূপ প্রতীতি করিয়া উপদেশ [illegible] হারা ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্ম[illegible] বার জন্য দেশ বিশেষ কি [illegible] কি জাতি বিশেষের অপেক্ষা নাই। [illegible] দেশীয় যে কোন ব্রহ্মবাদী এ বিষয়ে [illegible] উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই [illegible]। ভারতবর্ষের পুরাতন ব্রহ্মবাদীরা [illegible]

যে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে; অতএব ইহার প্রথমেই আছে যে " ব্রহ্মবাদীরা বলেন "।

ব্রহ্মবাদীরা কি বলেন তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

২

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।

'যতঃ' যাহা হইতে 'বৈ' 'ইমানি ভূতানি' [illegible] 'জায়ন্তে' 'যেন' [illegible] 'জাতানি' 'জীবন্তি' [illegible] 'প্রযন্তি' [illegible] 'অভিসংবিশন্তি' [illegible] 'তৎ' 'বিজিজ্ঞাসস্ব' বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর 'তৎ ব্রহ্ম'॥

যাঁহা হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং অন্তকালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম।

প্রথমতঃ ঋষিরা ব্রহ্মের লক্ষণ কহিতেছেন। যাঁহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে, তিনি ব্রহ্ম। এই যে সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্ত্তা পরব্রহ্ম, ইহ লোকে ইঁহার স্বরূপ যত দূর জানিতে পারা যায়, তাহা বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর; শিষ্যের প্রতি ব্রহ্মবাদিদিগের এই উপদেশ। জীব সকল তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহারই আশ্রয় দ্বারা যেরূপ জীবিত থাকে, মৃত হইয়াও সেইরূপ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। পরলোকে জীবাত্মা দেহ মধ্যেই থাকুক আর দেহ হইতে ভিন্নই থাকুক, ইহ লোকে স্থিতির ন্যায় সেই সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান সমুদ্র পরমাত্মাতেই প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে এবং সর্ব্ব কালে তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে।

যাঁহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে তিনি আনন্দস্বরূপ, ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে পরে কহিতেছেন।

৩

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

'আনন্দাৎ' হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি॥

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত রহে, এবং অন্তকালে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে।

তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ বলাতে তাঁহার যে স্বরূপভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইল, তাহা নহে, কারণ তাঁহার যে আনন্দ তাহা আমারদিগের আনন্দের ন্যায় নহে। তিনি যেমন সংসারিদিগের ন্যায় দুঃখ বিশিষ্ট নহেন, তদ্রূপ সংসারিদিগের ন্যায় সুখবিশিষ্টও নহেন। তাঁহার যে আনন্দ তাহা আমারদিগের সুখ হইতে অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট। সে আনন্দ আনন্দ শব্দের উপযুক্ত নহে, তাহা আনন্দ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না; কিন্তু শব্দের অভাব প্রযুক্তই তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ স্বরূপকে আনন্দ শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাঁহার অনবচ্ছিন্ন অব্যাহত অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গেলেই মন ও বাক্য এইরূপ ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ বলাতে আনুষঙ্গিক ইহাও বলা হইতেছে যে তিনি জ্ঞান স্বরূপ, কারণ আনন্দ কদাপি জড় বস্তুতে থাকিতে পারে না। যিনি আনন্দস্বরূপ তিনি অবশ্য বিজ্ঞানবান্।

তাঁহার স্বরূপ যে মন ও বাক্যের অতীত তাহা পরে স্পষ্ট রূপে উক্ত হইয়াছে।

৪

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।

সেই জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, অতএব মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; মন যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিলেক তবে বাক্যও সুতরাং তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয় এবং বাক্য তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। যিনি জানিয়াছেন, পরমপ্রেমাস্পদ পরমেশ্বর মঙ্গল স্বরূপ ও ন্যায়বান্ এবং তাঁহার [illegible] অনুসারে কর্ম্ম করিলে মঙ্গল ব্যতীত [illegible] অমঙ্গল হইতে পারে না, তিনি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এবং তাঁহারই অনুগত থাকিয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও নিয়ম পালন করত অকুতোভয়ে কাল যাপন করেন।

৫

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।

'রসঃ' [illegible] 'বৈ' 'সঃ' [illegible]। রসং হি এব 'অয়ং' জীবঃ 'লব্ধ্বা' প্রাপ্য 'আনন্দী' সুখী ভবতি'॥

সেই পরমাত্মা রস স্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রস স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

সেই পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া আমরা পরমাশ্চর্য্য তৃপ্তি-সুখ লাভ করি, এই প্রযুক্ত ব্রহ্মবাদীরা তাঁহাকে রস স্বরূপ করিয়া বলিয়াছেন। যেমন কোন সুস্বাদ ফলের রস আস্বাদন করিলে তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ পরমাত্মাকে অনুভব করিলে তৃপ্তি হয়, এই উপমা দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে ব্রহ্মজ্ঞান জনিত আনন্দের [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পরমাত্মাকে লাভ করিয়া যে প্রকার তৃপ্তি হয় তাহা [illegible] [illegible] কোথায়? জীব [illegible] [illegible] ব্রহ্মবিৎ যেমন আনন্দ সম্ভোগ করেন, এমত আনন্দ আর তিনি কিছুতেই সম্ভোগ করেন না। ধন যশ বিদ্যা এ [illegible] কিছুতেই তাঁহার এমত সুখ হয় না, অন্য কিছুতেই তিনি পরিতৃপ্ত হয়েন না।

৬

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষআকাশআনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি।

'কঃ হি এব' [illegible] 'অন্যাৎ' [illegible] 'কঃ' বা 'প্রাণ্যাৎ' [illegible] 'এষঃ' 'আকাশে' [illegible] 'আনন্দঃ' [illegible] 'ন স্যাৎ' [illegible] 'এষঃ' [illegible] 'আনন্দয়াতি' [illegible]॥

[illegible] শরীর [illegible] জীবিত থাকিত, যদি [illegible] আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন [illegible] লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

পরমাত্মা [illegible] এই [illegible] জগৎ উৎপন্ন [illegible] জীবদের উপায় লাভ [illegible] তিনি না [illegible] ইহার কিছুই [illegible] কোথায় [illegible] কোথায় বা [illegible] এই সকল প্রাণি [illegible] ক্রিয়া কলাপ, [illegible] সুখ [illegible] ভাগ্য [illegible] সর্ব্বস্রষ্টা [illegible] পরমেশ্বর এই [illegible] এক্ষণ সুনিয়ম [illegible] নিই লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বপাতা [illegible] জীবদিগের মঙ্গলের সুখ উদ্দেশ করিয়া যাহাকে যে প্রকার সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহা হইতেই সেই প্রকার সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। জগতের শোভা দর্শন, সুস্বাদ দ্রব্যের রসাস্বাদন, পিতা মাতার স্নেহ ও বন্ধুদিগের প্রণয় লাভ, জ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ঈশ্বর-প্রেম ইত্যাদি যে যে বস্তু হইতে যে উপায়ে যত প্রকার সুখ লাভ করি, সকলই তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনি পিতা মাতার মনে স্নেহ প্রদান না করিলে আমরা এপ্রকার সুখে [illegible] [illegible]

তাম না ; তিনি বাহ্য বিষয় সকল শোভাযুক্ত না করিলে এবং শোভার সহিত সুখের সম্বন্ধ না করিয়া দিলে আমরা শোভা দেখিয়া সুখী হইতে পারিতাম না। জ্ঞান শিক্ষা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রীতির সহিত তিনি সুখ সংযুক্ত না করিলে আমরা পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ লাভে অধিকারী হইতাম না। আমরা যে বস্তুতে যাহা হইতে যত সুখ প্রাপ্ত হই, তাহা তাঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হই ; তিনিই আমারদিগকে আনন্দ বিতরণ করেন।

৭

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।

[illegible]

[illegible]

পরমেশ্বর ও সমস্তের দ্রষ্টা, নিরাধার ... পরমেশ্বরকে যিনি একমাত্র সহায় জানিয়া তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করেন এবং তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া অপ্রতিহতচিত্তে তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে থাকেন, তিনি এই ভয়াকীর্ণ সংসারে অবস্থিত হইয়াও অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

পরের শ্রুতিতে ইহাই দৃঢ়তর রূপে স্থাপিত হইতেছে।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন'॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কদাপি ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।

পরমেশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে যাঁহার বিশ্বাস নাই এবং যিনি তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত না থাকেন, তিনি অখণ্ডনীয় পরিপাটি শৃঙ্খলা-বদ্ধ জগতের মধ্যে থাকিয়াও, অন্ধকারময় আগারস্থিত ব্যক্তির ন্যায় নানা ভয়ে ভীত হয়েন, কিন্তু যিনি পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের ... অবগত হইয়াছেন, ... তিনি ... ভীত হয়েন না। ...

[illegible]

৯

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

'অস্য জীবস্য' ... 'পরমা গতিঃ' ... সর্ব্বাসাং সম্পদাং ... মধ্যে 'এষা অস্য পরমা সম্পৎ'। ... 'এষঃ' 'পরমঃ লোকঃ'। ... আনন্দজাতানি ... 'এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ'। 'এতস্য এব' 'আনন্দস্য' ... 'অন্যানি ভূতানি' 'উপজীবন্তি' অনুভবন্তি॥

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীব সকল উপভোগ করে।

যত প্রকার সদ্গতি আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরই আমারদিগের পরম গতি ; তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া পুণ্যের শেষ পুরস্কার। যত প্রকার সম্পদ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর

আমারদিগের পরম সম্পদ্‌; এ সম্পদ্‌ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন সম্পদ্‌কে সম্পদ্‌ই বোধ হয় না। যত যত লোক আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরমাশ্রয় স্বরূপ পরম লোক; তাঁহাতে যিনি বাস করেন, তিনি আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্থায়ী অপূর্ণ সুখ প্রার্থনা করেন না। যত প্রকার আনন্দ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর লাভ আমারদিগের পরম আনন্দের বিষয়; এই ব্রহ্মলাভ জনিত পরমানন্দের [illegible] মাত্র জীবদিগের আর আর সমুদয় আনন্দ এক কণা মাত্র, তথাপি সেই কণামাত্র আনন্দকে অবলম্বন করিয়া জীব সকল জীবিত রহিয়াছে।

ইতি প্রথমখণ্ডে প্রথমোধ্যায়ঃ।

খিদিরপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজ।

৭ [illegible] ১৭৭৮।

[illegible] আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, শ্রীযুক্ত [illegible] দাস হালদার ও বাবু [illegible] মোহন মিত্রের যত্নে ও উৎসাহে খিদিরপুর গ্রামে একটি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজে প্রতি বৃহস্পতিবার সায়ংকালে উপাসনা [illegible] পরমেশ্বরের [illegible] করিয়া থাকেন। তাঁহারদের সংখ্যা অল্প বটে, কিন্তু যত্ন, চেষ্টা ও উৎসাহ কোন অংশেই অল্প নহে। তাঁহারা কেহ সবিশেষ সম্পত্তিশালী নহেন, সুতরাং অভিলাষানুরূপ অর্থ দ্বারা সমাজের আনুকূল্য করিতে পারেন না, কিন্তু আপনারদের প্রযত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা সে বিষয়ের অপ্রতুল অনেক পরিহার করিয়াছেন। গত ৭ ফাল্গুন শুক্রবার তত্রত্য সাম্বৎসরিক সমাজ হইয়াছিল। তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা অতি উৎকৃষ্ট প্রণালীক্রমে সম্পন্ন হইলে পর, শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস হালদার পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন।

"অদ্য খিদিরপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজ দ্বিতীয় সম্বৎসর কালকে অতিক্রম করিতেছে। অদ্য ইহার উন্নতির আলোচনা করা, উন্নতির জন্য সকলে সমবেত হইয়া সকল মঙ্গলালয় পরম করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করা অতি কর্ত্তব্য। হে মঙ্গলময় [illegible]! তুমি আমারদিগের ক্ষুদ্র চেষ্টা [illegible] কিরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত করিতেছ [illegible] মিত্ত তোমাকে প্রীতি পূর্ব্বক [illegible] কার করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম [illegible] যে প্রকার সমারূঢ় হইয়াছেন তাহা এখন [illegible] কেবল [illegible] তাঁহার [illegible] হইয়া পরব্রহ্মের [illegible] সময় দুই [illegible] দর্শনের [illegible] সংখ্যা অল্প [illegible] তাঁ [illegible] এখন [illegible] নিয়মিতরূপে [illegible] থাকেন। [illegible] তিনি [illegible] এমন [illegible] ইনি [illegible] এই ব্রাহ্মসমাজের [illegible] উন্নতি দেখিয়া কি প্রকার নির্ম্মল [illegible] করিতেছেন! বিশেষতঃ এই সমাজ [illegible] সম্প্রতি ধর্ম্ম [illegible] খ্রীষ্টানের [illegible] ছিলেন; তাঁহারা [illegible] তাঁহাকে [illegible] দর্শাইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণে অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে এমত কোন উৎকৃষ্ট বিষয় নাই, যে [illegible] আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এইরূপ বলাতে তাঁহাকে [illegible] তি কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইতে হইয়াছে। আমারদের উল্লেখ্য অপর ব্যক্তি রাজধানীস্থ

কোন প্রধান বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন; তিনি পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিষয়ক কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অসম্মত হইবাতে তাঁহার অভিভাবকেরা তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে পরিচ্যুত করিয়াছেন। [illegible] ঘটনায় দ্বারাও উল্লি-[illegible] কিছু মাত্র ম্লান হয়েন নাই। [illegible] প্রকাশক না হউন, [illegible] দেশের বর্ত্তমা-[illegible] সংস্কার, এই সকল [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] ঈশ্বর [illegible] সমাজের [illegible] এবং [illegible] অদ্বিতীয় [illegible] তিনি এই সমাজের আরও উন্নতি [illegible]।

[illegible] আমরা [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] উচিত, [illegible] [illegible] যাহা হউক, [illegible] আমরাতো [illegible] বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, এবং পৃথিবী-পূজ্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও বঙ্গ আমাদের এই ধর্ম্মই লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। এতাদৃশ পরিশুদ্ধ অবিমুখ্য মত —এতাদৃশ পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণে যে অমূলক দিব্য সুখ সঞ্চার হইয়াছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়; বোধ হয়, সমস্ত পৃথিবীর অধিকার রূপ মূল্যেও তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারে না; এরূপ চিরস্থায়ী সুখকে প্রার্থনা না করিয়া লোকে যে ক্ষণিক প্রমোদে প্রমত্ত থাকে, ইহা অতি আশ্চর্য্য—অতীব দুঃখের বিষয়। হে অজ্ঞানাভিভূত সুখাসক্ত মনুষ্য! চিরকালই কি তুমি অলীকামোদে অভিভূত থাকিবে? পশুর ন্যায় কাল হরণ করিতে কি লজ্জা বোধ হয় না? পরলোকে সহায়ার্থ তুমি কি জঘন্য সম্বলই সঞ্চয় করিতেছ! তুমি অবশ্যই বিবেচনা করিতে পার, যে নিত্যকাল পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতে আগমন কর নাই; কিন্তু তোমার ব্যবহারকে সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। যখন সেই [illegible] উপস্থিত হইবে [illegible] তুমি মৃত্যু [illegible] হইবে, তখন তোমার যৌবন কালের এই [illegible] [illegible] কোথায় থাকিবে? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ON THE VASTNESS OF THE UNIVERSE.

I. The aspect of the [illegible] [illegible] an idea of the [illegible] [illegible] any notions of power [illegible] are suggested by any other contemplation. [illegible] number of [illegible] [illegible] —the various conditions requisite for their life, [illegible], well being, all fulfilled;—the way in which these conditions are modified, as we pass in thought to other countries, by climate, temperament, habit;—the vast amount of the human population of the globe thus made up;—yet man himself but one among almost endless tribes of animals;—the forest, the field, the desert, the air, the ocean, all teeming with creatures whose bodily wants are as carefully provided for as his;—the sun, the clouds, the winds, all attending, as it were, on these organized beings;—a host of beneficent energies, unwearied by time and succession, pervading every corner of the earth;—this spectacle cannot but give the contemplator a lofty and magnificent conception of the Author of so vast a work, of the Ruler of so wide and rich an empire, of the Provider for so many and varied wants, the Director and Adjuster of such complex and jarring interests.

But when we take a more exact view of this spectacle, and aid our vision by the discoveries which have been made of the structure and extent of the universe, the impression is incalculably increased.

The number and variety of animals, the exquisite skill displayed in their structure, the comprehensive and profound relations by which they are connected, far exceed any thing which we could have beforehand imagined. But the view of the universe expands also on another side. The earth, the globular body thus covered with life, is not the only globe in the universe. There are, circling about our own sun, six others, so far as we can judge perfectly analogous in their nature, besides our moon and other bodies analogous to it. No one can resist the temptation to conjecture, that these globes, some of them much larger than our own, are not dead and [illegible] they are, like ours, occupied with organization, life, [illegible]. To conjecture is all that we can do, [illegible] the perception of [illegible] possibility, [illegible] view of the domain of [illegible] elevated. The [illegible] of the planetary globes [illegible] so far from the sun that [illegible] must appear to the in[illegible] if any such there are, no [illegible] Venus does [illegible] and the length [illegible] 84 [illegible].

B[illegible] still [illegible] of the [illegible] already mentioned, the stars which [illegible] have no immediate relation to our [illegible] obvious supposition is that [illegible] of our sun; [illegible] apparent magnitude [illegible] on this supposition, with [illegible] measured [illegible] attract[illegible]. If [illegible] they may have [illegible] revolving round them; and these may, like our planet, be the seats of vegetable and animal and rational life.—We may thus have in the universe worlds, no one knows how many, no one can guess how varied;—but however many, however varied, they are still but so many provinces in the same empire, subject to common rules, governed by a common power.

But the stars which we see with the naked eye are but a very small portion of those which the telescope unveils to us. The most imperfect telescope will discover some that are invisible without it; the very best instrument perhaps does not show us the most remote. The number of stars which crowd some parts of the heavens is truly marvellous: Dr. Herschel calculated that a portion of the milky way, about 10 degrees long and $2\frac{1}{2}$ broad, contained 258,000. In a [illegible] so occupied the Moon would eclipse 2,000 of such stars at once.

We learn too from the telescope that even in this province the variety of nature is not exhausted. Not only do the stars differ in colour and appearance, but some of them grow periodically fainter and brighter as if they were dark on one [illegible], and revolved on their axes. In other [illegible] stars appear close to each other, and [illegible] of these cases it has been clearly est[illegible] that the two have a motion of revolution about each other; thus exhibiting [illegible] to the astronomer, and [illegible] to new conditions of worlds. In [illegible] the telescope shows, not [illegible] points, but extended masses of [illegible] light, like bright clouds, [illegible] nebulae. Some have supposed [illegible] in the last [illegible] further condensation [illegible] suns; but for such opinion we have [illegible]. Some stars [illegible] permanent [illegible] absolutely disappeared, as [illegible] in the constellation [illegible].

If we take [illegible] in our own system, [illegible] to the solar [illegible], and [illegible] a system, or [illegible] to [illegible] of the [illegible] tend to [illegible] that if we contemplate the aggregate of [illegible] have found [illegible] a sort [illegible] view of [illegible] verse which [illegible] have [illegible].

[illegible] and [illegible] in every [illegible] system [illegible] new step [illegible] thing [illegible] this respect; and [illegible] how small a portion [illegible] knowledge includes, [illegible] able to discern [illegible] we [illegible] displayed in [illegible] thing of [illegible] of the copiousness and [illegible] which the scheme of [illegible] exhibits; and when we see that the tendency of all the arrangements which we can comprehend is to support the existence, to develope the faculties, to promote the well-being of these countless species of creatures; we shall have some impression of the beneficence and love of the Creator, as manifested in the physical government of his creation.

2. It is extremely difficult to devise any means of bringing before a common apprehension the scale on which the universe is constructed, the enormous proportion which the larger dimensions bear to the smaller, and the amazing number of steps from larger to smaller, or from small to larger, which the consideration of it offers. The following comparative representations may

serve to give the reader to whom the subject is new some idea of these steps.

If we suppose the earth to be represented by a globe a foot in diameter, the distance of the sun from the earth will be about two miles; the diameter of the sun, on the same supposition, will be something above one hundred feet, and consequently his bulk such as might be made up of two hemispheres, each about the size of the dome of St. Paul's. The moon will be thirty feet from us, and her diameter three inches, about that of a cricket ball. Thus the sun would much more than occupy all the space within the moon's orbit. On the same scale Jupiter would be above ten miles from the sun, and Uranus forty. We see then how thinly scattered through space are the heavenly bodies. The fixed stars would be at an unknown distance, but, probably, if all distances were thus diminished, no star would be nearer to such a one foot earth than the moon now is to us.

On such a terrestrial globe the highest mountains would be about [illegible] of an inch high, and consequently only just distinguishable. We may imagine therefore how imperceptible would be the largest animals. The whole organized covering of such an earth would be quite undiscoverable by the eye, except perhaps by colour, like the bloom on a plum.

In order to restore the earth and its inhabitants to their true dimensions, we must [illegible] thickness of [illegible] millions of [illegible] the proportions [illegible] the distances of [illegible] the stars from [illegible] we must [illegible] system of [illegible] phases of organic pro[illegible]

But the [illegible] which we [illegible] naked eye are [illegible] compared with those which the microscope [illegible] we may magnify objects thousands of times, and still discover fresh complexities of structure; if we suppose, therefore, that we thus magnify every member of the universe and every particle of which it consists, we may imagine that we [illegible] perceptible to our senses [illegible] multitude of organized adaptations [illegible] on every side of us; and in this manner we approach towards an estimate of the extent through which we may trace the power and skill of the Creator, by scrutinizing his work with the utmost subtlety of our faculties.

3. The other numerical quantities which we have to consider in the phenomena of the universe are on as gigantic a scale as the distances and sizes. By the rotation of the earth on its axis, the parts of the equator move at the rate of a thousand miles an hour, and the portions of the earth's surface which are in our latitude, at about six hundred. The former velocity is nearly that with which a cannon ball is discharged from the mouth of a gun: but, large as it is, it is inconsiderable compared with the velocity of the earth in its orbit about the sun. This latter velocity is sixty-five times the former. By the rotatory motion of the earth, a point of its surface is carried sometimes forwards and sometimes backwards with regard to the annual progression, but in consequence of the great predominance of the annual motion in amount, the diurnal scarcely affects it either way in any appreciable degree. And even the velocity of the earth in her orbit is inconsiderable compared with that of light; which comparison, however, we shall not make, since according to the theory we have considered as most probable, the motion of light is not a transfer of matter but of motion from one part of space to another.

The extent of the scale of density of different substances has already been mentioned: which is twenty times as heavy as water; air is eight hundred and thirty times lighter, steam eight thousand times lighter than water; the luminiferous ether is incomparably rarer than steam; and this is true of the ether of light, whether we adopt the undulatory theory or any other.

4. The other estimates of vast amount, and almost opposite to our faculties, they belong to the measurement of the forces which are exerted in the universe, and the spaces through which the forces reaches [illegible] the most distant [illegible] connected both by gravity and light. But these estimates cannot be [illegible] to us any notion of the [illegible] there, as far as [illegible] we [illegible] fill out by supposing his powers to be [illegible] those which [illegible] to our faculties — by supposing [illegible] numbers, and spaces, and forces, [illegible] which would overwhelm us, [illegible] the arrangements which his plan require. We can easily understand that to an intelligence surpassing ours in degree only, that may be easy which is impossible to us. The child who cannot count beyond four, the savage who has no name for any number above five, cannot comprehend the possibility of dealing with thousands and millions: yet a little additional developement of the intellect makes such numbers conceivable and manageable. The difficulty which appears to reside in numbers and magnitudes and stages of subordination, is one produced by judging from ourselves — by measuring with our own sounding line; when that reaches no bottom, the ocean appears unfathomable. Yet in fact how is a hundred millions of miles a great distance? how is a hundred millions of times a great ratio? Not in itself; this greatness is no quality of the numbers which can be proved like their mathematical properties; on the contrary, all that absolutely belongs to number, space, and ratio, must we know demonstrably, be equally true of the largest and the smallest. It is clear that the greatness of these expressions of measure has reference to our faculties only. Our astonishment

and embarrassment take for granted the limits of our own nature. We have a tendency to treat a difference of degree and of addition, as if it were a difference of kind and of transformation. The existence of the attributes, design, power, goodness, is a matter depending on obvious grounds: about these qualities there can be no mistake: if we can know any thing, we can know these attributes when we see them. But the extent, the limits of such attributes must be determined by their effects; our knowledge of their limits by what we see of the effect. [illegible] extent, any amount of power and goodness improbable beforehand: we know that these must be great, we cannot tell how great. We should not expect [illegible] to find them bounded; and therefore [illegible] the boundless prospect opens before us, we may be bewildered, but we have [illegible] to be sh[illegible] in our conviction of the reality of the [illegible] from which they [illegible] proceed. W[illegible] of following the train of thought [illegible] we have no rational motive [illegible] the point which we have [illegible] the Divine Perfection.

O[n] the contrary, those magnitudes and [illegible] leave our powers of conception far behind [illegible] ever expanding [illegible] of His [illegible] and magnificence, [illegible] the universe, [illegible] distance, but [illegible] conceptions of the M[illegible] to lead us [illegible] admiration of His wonderful nature: and to [illegible] a desire to [illegible] more steadily and [illegible] adequately [illegible] and the [illegible] of His power.—W. Whewell.

তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম

১৭৭৫ শক

সভ্য

সভ্য হইবার যোগ্যতা

যে সকল ব্যক্তি সভার উদ্দেশ্য কার্য্য সম্পাদনে উৎসুক হইয়া সভার বিত্ত সংস্থানার্থে প্রতি মাসে ন্যূন কল্পে চারি আনা প্রদান করিবেন, তাঁহারা সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

সভ্য হইবার রীতি

যাঁহারা এই সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা সভার সম্পাদককে তদর্থে সম্বাদ লিখিলে, অথবা সভ্য শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে স্বাক্ষর করিলে, সম্পাদক তাঁহাকে সভ্য মধ্যে গণ্য করিয়া, তাঁহার নিকটে সভার নিয়ম পুস্তক পাঠাইবেন এবং তাঁহার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিবেন।

সভা প্রবেশ [illegible]

যিনি সভ্য শ্রেণী [illegible] হইয়া [illegible] সভা প্রবেশ [illegible] স্বরূপে সম্পাদকে তাঁহাকে এক টাকা প্রদান করিতে হইবেক; যে পর্য্যন্ত ঐ টাকা আদায় না [illegible] তাবৎ [illegible] সভ্যের অধিকার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না।

সভ্যদিগের অধিকার

প্রত্যেক সভ্য যে মাসে [illegible] শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবেন, সেই মাস অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার [illegible] বিনা [illegible] প্রাপ্ত হইবেন। [illegible] বা বিশেষ সভাতে উপস্থিত [illegible] আপন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। [illegible] নিয়মানুসারে [illegible] অবকাশ [illegible] সমস্ত [illegible] পুস্তক সকল [illegible] পাঠ করিতে পারিবেন।

সভ্যদিগের [illegible]

যাঁহারা [illegible] এক টাকা বা [illegible] দান দিবেন, [illegible] নিয়মানুসারে সভার পুস্তকালয় হইতে [illegible] পুস্তক [illegible] পাইতে পারিবেন।

[illegible]

যদি কোন সভ্য [illegible] মাসের দাতব্য না দেন, সম্পাদক তাঁহাকে পত্র দ্বারা সম্বাদ দিবেন যে এক মাস মধ্যে তাঁহার দাতব্য আদায় না হইলে সভ্য শ্রেণী হইতে তাঁহার নাম রহিত করিবার নিমিত্তে অধ্যক্ষদিগের নিকটে প্রস্তাব করা যাইবেক। ইহাতেও যদি তাঁহার সমুদায় দাতব্য অনাদায়ী থাকে এবং সেই সমুদায় দাতব্য অনাদায়ী থাকে, যে অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন, [illegible]

রক্ষিত করিয়া তাঁহার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবেক।

মাসিক চন্দার দাতব্য

যিনি অধ্যক্ষদিগের মতে সভ্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাঁহার মাসিক দাতব্যের সমদায় অনাদায়ী অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

সভা হইতে সভ্যদিগের অবসর হইবার উপায়

কোন সভ্য সভা হইতে অবসর হইতে ইচ্ছা করিলে আদৌ তাঁহার অবশিষ্ট দাতব্য পরিশোধ করিয়া ও গ্রন্থালয় হইতে যে কোন গ্রন্থ সংপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া সম্পাদককে পত্র দ্বারা সংবাদ পাঠাইলে অবসর পাইতে পারিবেন. নতুবা অবসর হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবেক না।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা ১৭৭৫ শকের স্বীয় স্বীয় সাম্বৎসরিক দান এরায় সমাজে প্রেরণ করিবেন।

শ্রীরাজেশ্বর শর্ম্মা
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

আনন্দগিরি কৃত টীকা সহিত, শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য সম্বলিত, শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা ও তদনুযায়ী বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ক্রমশ মুদ্রিত হইতেছে এবং এইক্ষণে তাহার প্রথম অধ্যায় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে, তাহার মূল্য ছয় আনা মাত্র। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নিয়মিত রূপে পত্রিকা প্রাপ্ত না হয়েন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবগত করিবেন।

বিজ্ঞাপন

ইংরেজি বাঙ্গলা বর্ণমালা

স্কুলবুক সোসাইটি প্রণীত ইংরেজি স্পেলিং নং ১ বাঙ্গলা সাধুভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক উত্তম বিলাতি কাগজে প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি অথবা চিপ্ লাইব্রেরিতে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক, পত্র কিম্বা মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য বিলাতি উত্তম বস্ত্রে বাঁধা প্রত্যেক খণ্ড ।৶০ ছয় আনা ও কাগজের বাঁধা ।০ চারি আনা। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এরূপ সুলভ করা গিয়াছে, যে ইংরেজি শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকেও ইংরেজি বর্ণমালা শিক্ষা হইতে পারে। অতএব যাহারদিগের ইংরেজি শিক্ষা করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও উপযুক্ত শিক্ষক অভাবে ইচ্ছা সম্পূর্ণ হয় না, ইহাতে তাহারদিগের উপকার দর্শিবে তাহার সন্দেহ নাই।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্স।

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি

উক্ত গ্রন্থালয় গত মাঘ মাস অবধি স্থাপিত হইয়াছে, উহাতে বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার গ্রন্থ সকল বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহারদিগের প্রয়োজন হয় মেছুয়া বাজারের সিন্দুরিয়া পটির ৬৭ নং ভবনে পত্র কিম্বা মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

গুপ্ত এণ্ড ব্রাদর্স।

কলিকাতা
৪ ফাল্গুন ১৭৭৫।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৭ চৈত্র রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা } উপাচার্য্য
শ্রীরামেশ্বর শর্ম্মা }